আইনে রাসূল
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

উপদেশ

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সূচীপত্র

--০--

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصلَاةُ وَالسلَامُ عَلَى مَنْ لا نَبِى بَعْدَهُ

ভূমিকা

বক্তা ও শ্রোতার পরিচয় বইটি লেখার পর থেকেই ভাবছিলাম বক্তাদের প্রয়োজনীয় একটি বই হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামে বক্তাদের সাথে কথোপকথন হলে, তারা কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক একটি বইয়ের প্রয়োজন মনে করেন। অথবা এমন একটি বই প্রয়োজন মনে করেন, যাতে কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের আলোচনা থাকবে এবং খুব সহজেই তারা সে বই হতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সংগ্রহ করতে পারবে। সময়ের ব্যস্ততার কারণে এমন একটি বই বের করা অনুকূলে হয়ে আসেনি। আল-হামদুলিল্লাহ বহুদিন পরে হলেও পাঠকের জন্য প্রয়োজনীয় বইটি বের করতে পারায় আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি।

বইটি প্রকাশে ভুল-ভ্রান্তি ও মুদ্রণগত ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে পরবর্তী সংস্করণের জন্য পরামর্শ দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। পরিশেষে বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সাথে সাথে মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন। আমীন!

বিনীত

॥লেখক॥

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

‘কুরআন বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ’।

-ক্বলম ৫২।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

‘তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে আর তারাই সুফলপ্রাপ্ত হবে’।

-আলে ইমরান ১০৪।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

الدِّيْنُ النَّصِيحَةُ ‘দ্বীন হচ্ছে উপদেশ’।

-মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৬।

উপদেশ

উপদেশ গ্রহণের গুরুত্ব :

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا. قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

তামীম আদ-দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন হচ্ছে উপদেশ'। অর্থাৎ যথাযথভাবে কল্যাণ কামনা করা। কথাটি নবী করীম (ছাঃ) তিনবার বললেন। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতাদের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানের জন্য' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৬)*।

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বায়'আত বা শপথ করেছি ছালাত প্রতিষ্ঠা করার, যাকাত প্রদান করার এবং সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার' *(বুখারী হা/৫৭, ৫২৪; মুসলিম হা/৫৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثاً يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً وَلاَ تَفَرَّقُوْا وَأَنْ تُنَاصِحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। (১) যখন তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করো না। (২) আল্লাহ্‌র বিধানকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর আর বিচ্ছিন্ন হও না এবং (৩) আল্লাহ যাকে তোমাদের কাজের নেতা হিসাবে নির্বাচন করেন, তার জন্য তোমরা পরস্পরে কল্যাণ কামনা কর। এ তিনটি কাজে আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আর তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন- (১) অপ্রয়োজনীয় কথা বললে (২) সম্পদ নষ্ট করলে এবং (৩) অনর্থক বেশী প্রশ্ন করলে *(আহমাদ হা/৮৭৮৫; ইবনু হিব্বান হা/৩৩৮৮)*।

অত্র হাদীছগুলিতে نَصِيحَةٌ (উপদেশ) একটি শব্দ রয়েছে, যার ভাবার্থ এক কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে অল্প কথায় এভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেকের যথাযথ হক বা অধিকার খালেছভাবে আদায় করাই হচ্ছে 'নছীহত'। আল্লাহ্‌র জন্য

উপদেশ হচ্ছে, তাঁর সাথে কোন প্রকার শরীক না করা। তাঁর কিতাবের জন্য উপদেশ হচ্ছে, তা যথাযথভাবে তেলাওয়াত করা, জানা-বুঝা ও মান্য করা। রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য উপদেশ হচ্ছে, যথাযথভাবে কথা ও কর্মে তাঁর আনুগত্য করা। মুসলিম নেতাদের জন্য উপদেশ হচ্ছে, তাঁর যথাযথ আনুগত্য করা। ভুল-ক্রটি দেখলে ধৈর্য ধারণ করা এবং সার্বক্ষণিক তাঁর কল্যাণ কামনা করা। আর সাধারণ মুসলমানের জন্য উপদেশ হচ্ছে, পরস্পরের কল্যাণ কামনা করা। আর নেতার জন্য উপদেশ হচ্ছে তার কাজে সহায়তা করা। তার বিরোধিতা না করা এবং তার ক্রটি দেখলে ধৈর্য ধারণ করা।

মানার উদ্দেশ্যে উপদেশ শুনতে হবে :

মুসলমানের জন্য যরূরী হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ জানা এবং তদনুযায়ী আমল করা। জেনে না মানা বা না মানার উদ্দেশ্যে জানা মুনাফিকের আমল। কাজেই মেনে চলার উদ্দেশ্যে জানা একান্ত কর্তব্য। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا 'মুমিন তারাই যারা বলে, আমরা শ্রবণ করেছি (জেনেছি) ও মান্য করেছি' *(বাক্বারাহ ২৮৫)*। এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে,

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوا رَبِيعَةُ. قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِى شَهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ. وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ. قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ. قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ. وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ. وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ. وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আব্দুল ক্বায়েম গোত্রের প্রতিনিধিদল যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এসে পৌঁছল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন গোত্র অথবা কোন্ প্রতিনিধিদল (রাবী সন্দেহ)? তারা বলল, রবী'আহ গোত্র। তিনি বললেন, তোমাদের গোত্রকে অথবা তোমাদের প্রতিনিধিদলকে মুবারকবাদ

যা অপমানহীন ও অনুতাপবিহীন। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ‘হরম’-এর (যুদ্ধ নিষিদ্ধ) মাসগুলি ব্যতীত আমরা আপনার নিকটে আসতে পারিনা। কেননা আমাদের ও আপনার মাঝে কাফের ‘মুযার’ গোত্রটি অন্তরায় হয়ে আছে। অতএব আপনি আমাদেরকে এমন পরিষ্কার চূড়ান্ত কিছু বিষয় নির্দেশ করুন, যা আমরা আমাদের বাকী লোকদের গিয়ে বলতে পারি ও যার দ্বারা আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। রাবী বলেন, তারা তাঁকে পানপাত্র সমূহের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করল। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিলেন ও চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য। অতঃপর বললেন, তোমরা কি জানো কেবলমাত্র আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ কী? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। অতঃপর ছালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা ও রামাযানের ছিয়াম পালন করা। এতদ্ব্যতীত জিহাদলব্ধ গণীমতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ তোমরা নেতার নিকটে জমা দিবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে চারটি পাত্র সম্পর্কে নিষেধ করলেন, যা হ’ল : (১) ‘হান্তাম’ অর্থাৎ শরাব তৈরীর কলসী যার গর্দান সবুজ ও লাল রংয়ের (২) ‘দুব্বা’ অর্থাৎ লাউ বা চাল কুমড়ার শুকনা খোল দ্বারা প্রস্তুত মদ্যভাণ্ড (৩) ‘লাক্বীব’ অর্থাৎ গাছের গুঁড়িতে গর্ত করে সেখানে শরাব বানানোর পাত্র বিশেষ (৪) ‘মোযাফফাত’ অর্থাৎ আলকাতরা’ বা অনুরূপ গাঢ় তৈলজাতীয় বস্তু দ্বারা মোড়ানো মদ্যপাত্র বিশেষ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা এগুলি বিষয় স্মরণ রাখবে ও তোমাদের বাকী লোকদের জানিয়ে দিবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭; বাংলা মিশকাত হা/১৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছাহাবীগণ শরী‘আত শোনার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসতেন এবং সে অনুপাতে আমল করে জান্নাত পাওয়ার আকাংখা পোষণ করতেন

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِه بَايِعُونى عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِى مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ، فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ. فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, একদা একদল ছাহাবী দ্বারা আবেষ্টিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার নিকটে বায়‘আত কর এ বিষয়ে যে, (১) তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না (২) চুরি করবে না। (৩) যেনা করবে না (৪) তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না (৫)

কারু প্রতি অপবাদ দিবে না (৬) মা‘রূফ তথা শরী‘আত সংগত বিষয়ে অবাধ্যতা করবে না। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এসব অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসবের কোন একটি করবে, তার জন্য যদি দুনিয়াতে (আইন সঙ্গতভাবে) শাস্তি হয়, তবে সেটা তার জন্য কাফ্‌ফারা হবে (এজন্য আখেরাতে পুনরায় শাস্তি হবে না)। আর যে ব্যক্তি উক্ত পাপসমূহের কোন একটি করেছে, অথচ আল্লাহ তা ঢেকে দিয়েছেন (বা দুনিয়ায় কোন শাস্তি হয়নি), তাহ’লে সে বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা করলে উক্ত অপরাধ মাফ করতে পারেন, শাস্তি ও দিতে পারেন। রাবী বলেন, আমরা এসকল কথার উপরে তাঁর নিকটে রায়‘আত করলাম’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮)*। অত্র হাদীছে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কথাগুলি বলতেন সে কথাগুলি মেনে চলার জন্য ছাহাবীদের নিকট থেকে ওয়াদা বা অঙ্গীকার নিতেন। কোন কোন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ থেকে কিছু শুনে বলতেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا أَزِيْدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. ‘আল্লাহ্‌র কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যা শুনলাম তার কম-বেশী করব না’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪)*।

ছাহাবীগণ জান্নাতে প্রবেশের এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের আমল শুনতে চাইতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৯, হাদীছ ছহীহ)*।

আলোচ্য হাদীছ সমূহ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে এবং জান্নাত লাভের আশায় আলেমদের নিকট কুরআন-হাদীছ শুনতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। এখানে যেহেতু আমল করার উদ্দেশ্যে শুনতে হবে, কাজেই সত্য-মিথ্যা যাচাই করে শুনা একান্ত যরূরী। কারণ বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে বানাওয়াট ও জাল হাদীছ রয়েছে এবং মিথ্যা তাফসীর রয়েছে। আর সে কারণে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) মুসলমানকে যথাযথভাবে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ ‘হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ, যেন অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং নিজেদের কর্মের জন্য অনুতপ্ত হও’ *(হুজুরাত ৬)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যে কোন ব্যাপারে কোন কথা বললে তা তদন্ত করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথা এর ফলাফল হবে অপমানজনক। মুফাসসির জাসসাস (রহঃ) স্বীয় ‘আহকামুল কুরআনে’ বলেন, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ফাসিক ও পাপাচারীর খবর কবুল করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ বক্তাই যাচাই-বাছাই করে বক্তব্য পেশ করেন না। কাজেই আমাদের জন্য যরূরী হচ্ছে, তাদের বক্তব্যকে যাচাই-বাছাই

করে আমল করা। অন্যথা আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো। অত্র আয়াতটি ইমাম নববী ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় উদ্ধৃত করে সকলকে এ বলে সতর্ক করেছেন যে, হাদীছ বর্ণনাকারীর সততা যাচাই করতে হবে এবং ফাসিক মুহাদ্দিছের কথা শ্রবণ থেকে বিরত থাকতে হবে। যারা সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই করে বক্তব্য পেশ করেন না তাদের থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلاَ آبَائُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّوْنَكُمْ وَلاَ يُفْتِنُوْنَكُمْ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'শেষ যামানায় কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের নিকট এমন সব অলীক কথা-বার্তা উপস্থিত করবে, যা না তোমরা শুনেছ না তোমাদের বাপ-দাদা শুনেছে। সাবধান! তোমরা তাদের থেকে বেঁচে থাকো এবং তাদেরকে তোমাদের থেকে বাঁচাও। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক। যাতে তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং তোমাদের বিপথগামী করতে না পারে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৪)*।

ইসলাম এমন একটি শরী'আত, যার প্রতিটি কাজ দলীল ভিত্তিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ 'হে নবী! আপনি বলুন, আমি আল্লাহ্র পথে ডাকি স্পষ্ট দলীল সহকারে' *(ইউসুফ ১০৮)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي 'যে কোন ব্যাপারে দাবীদারকে দলীল পেশ করতে হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৭৬৯, হাদীছ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি এমন কিছুর দাবী করে যা তার নয় অথবা তার অবগতিতে নেই, তাহলে সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে তার বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬৫)*।

শ্রোতা ও পাঠককে স্পষ্ট দলীল সহকারে জানতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ- بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ 'যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আলেমদের নিকট স্পষ্ট দলীল সহকারে জেনে নাও' *(নাহল ৪৩-৪৪)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা দলীল সহকারে শরী'আত জানার চেষ্টা করে না, তারা আল্লাহ্র আদেশ অমান্যকারী। অনেকে বিভিন্ন কল্প কাহিনী বলে মানুষকে দ্বীনের পথে আনার প্রাণান্তকর কোশেশ করে। এতে মানুষ দ্বীনের সঠিক পথ পায় না। এসব শুনে আরো বিভ্রান্ত হয়। তাই বানাওয়াট কাহিনী, বুযুর্গানে দ্বীনের অলৌকিক ঘটনা, অলী-দরবেশের গল্প-কাহিনী ও মিথ্যা তাফসীর মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উপদেশ

১. অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী হতে সাবধান :

অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী এমন সাক্ষীকে বলা হয়, যা ব্যক্তি হতে পৃথক হয় না। ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ অবিচ্ছেদ্য সাক্ষীর মাধ্যমে মানুষকে অপরাধী প্রমাণ করবেন। আর তা হবে মানুষের হাত, পা, শরীর ইত্যাদি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

'আমি আজ এদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব, এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের' *(সূরা ইয়াসীন ৬৫)*।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের যবান, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে' *(নূর ২৪)*।

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ- إِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوْا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِيْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ- وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِمَّا تَعْمَلُوْنَ-

'যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদেরকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে সেদিন তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বিভিন্ন দলে। পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক (চামড়া) তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম বার এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না' *(ফুছছিলাত ১৯-২২)*। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يُدْنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَيَسْتُرُهُ فَيَقُوْلُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ أَىْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِه وَرَأَى فِى نَفْسِه أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِه، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيَقُوْلُ الأَشْهَادُ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, ‘(ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে নিজের নিকটবর্তী করবেন এবং আল্লাহ্ তা‘আলা নিজ বাজু তার উপরে রেখে তাকে ঢেকে নিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ সেই বান্দাকে বলবেন, আচ্ছা! বল দেখি, এই গোনাহটি তুমি করেছ কি? এই গোনাহটি সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কি? সে বলবে হ্যাঁ, হে আমার রব! আমি অবগত আছি। শেষ পর্যন্ত এক একটি করে তার কৃত সমস্ত গোনাহের স্বীকৃতি আদায় করবেন। এদিকে সে বান্দা মনে মনে এই ধারণা করবে যে, সে এই সমস্ত অপরাধের কারণে নির্ঘাত ধ্বংস হবে। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এই সমস্ত অপরাধ ঢেকে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে দিবো। অতঃপর তাকে নেকীর আমলনামা দেওয়া হবে। আর কাফের ও মুনাফিকদেরকে সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে আনয়ন করা হবে এবং উচ্চস্বরে এই ঘোষণা দেওয়া হবে- এরা তারা, যারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করত। জেনে রাখ, এই সমস্ত যালিমদের উপর আজ আল্লাহ্র লা‘নত’ *(মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩১৭)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ أَضْحَكُ. قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُوْلُ يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِىْ مِنَ الظُّلْمِ قَالَ يَقُوْلُ بَلَى. قَالَ فَيَقُوْلُ فَإِنِّىْ لاَ أُجِيْزُ عَلَى نَفْسِىْ إِلاَّ شَاهِدًا مِنِّىْ قَالَ فَيَقُوْلُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيْدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْدًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ فَيُقَالُ لأَرْكَانِه انْطِقِى. قَالَ فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِه قَالَ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلاَمِ قَالَ فَيَقُوْلُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا. فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর কাছে ছিলাম, হঠাৎ তিনি হাসলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের দিন বান্দা যে তার রবের সাথে সরাসরি কথা বলবে, সেই কথাটি স্মরণ করে হাসছি।

বান্দা বলবে, হে রব! তুমি কি আমাকে যুলম হতে নিরাপত্তা দান করনি? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, তখন বান্দা বলবে, আজ আমি আমার সম্পর্কে আপনজন ব্যতীত আমার বিরুদ্ধে অন্য কারও সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। তখন আল্লাহ বলবেন, আজ তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হিসাবে এবং কিরামান-কাতেবীনের সাক্ষ্যই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা (কে কখন কি কি কাজ করেছো বল। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তাদের কৃতকর্মসমূহ প্রকাশ করে দিবে। এরপর তার মুখকে স্বাভাবিক অবস্থায় খুলে দেওয়া হবে। তখন সে স্বীয় অঙ্গসমূহকে লক্ষ্য করে আক্ষেপের সাথে বলবে, হে দুর্ভাগা অঙ্গসমূহ! তোরা দূর হ! তোদের ধ্বংস হৌক! তোদের জন্যই তো আমি আমার রবের সাথে ঝগড়া করেছিলাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩২০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِى الظَّهِيْرَةِ لَيْسَتْ فِىْ سَحَابَةٍ. قَالُوْا لاَ. قَالَ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِىْ سَحَابَةٍ. قَالُوْا لاَ. قَالَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا قَالَ فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُوْلُ أَىْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُوْلُ بَلَى. قَالَ فَيَقُوْلُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِىَّ فَيَقُوْلُ لاَ. فَيَقُوْلُ فَإِنِّى أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِى. ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِىَ فَيَقُوْلُ أَىْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى أَىْ رَبِّ.

فَيَقُوْلُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِىَّ فَيَقُوْلُ لاَ. فَيَقُوْلُ فَإِنِّى أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِىْ. ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُوْلُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ. وَيُثْنِى بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هَا هُنَا إِذًا قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِىْ نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْهَدُ عَلَىَّ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ انْطِقِى فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ. وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِىْ يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্বিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, দ্বিপ্রহরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের মধ্যে পরস্পরে বাধা সৃষ্টি

হয়? তারা বললেন, না। তিনি আরও বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাত্রে পূর্ণ চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন প্রকারের অসুবিধা হয়? তারা বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই দু'টির কোন একটিকে দেখতে তোমাদের যেই পরিমাণ অসুবিধা হয়, সেই দিন তোমাদের রবকে দেখতে সেই পরিমাণ অসুবিধাও হবে না। এরপর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা কোন এক বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে মর্যাদা দান করিনি? আমি কি তোমাকে সর্দারী দান করিনি? আমি কি তোমাকে বিবি দান করিনি? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে অনুগত করে দেয়নি? আমি কি তোমাকে এই সুযোগ দেয়নি যে, তুমি নিজ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিবে এবং তাদের নিকট হতে এক-চতুর্থাংশ মাল ভোগ করবে? জবাবে বান্দা বলবে, হ্যাঁ, (হে আমার প্রতিপালক!)। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে বললেন, আচ্ছা বল দেখি, তোমার কি এই ধারণা ছিল যে, তুমি আমার সাক্ষাৎ লাভ করবে? বান্দা বলবে, না। এইবার আল্লাহ বলবেন, (দুনিয়াতে) তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে আজ আমিও (আখেরাতে) অনুরূপভাবে তোমাকে ভুলে থাকব। (অর্থাৎ তোমাকে আযাবে লিপ্ত রাখব)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন, সেও অনুরূপ বলবে। তারপর তৃতীয় এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাকেও অনুরূপ কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার প্রতি, তোমার কিতাবের প্রতি এবং তোমার সমস্ত নবীগণের প্রতি ঈমান এনেছি, ছালাত আদায় করেছি, ছিয়াম পালন করেছি এবং দান-ছাদাক্বা করেছি। মোটকথা, সে সাধ্য পরিমাণ নিজের নেক কার্যসমূহের একটি তালিকা আল্লাহ্র সম্মুখে তুলে ধরব। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আচ্ছা! তুমি তো তোমার কথা বললে, এখন এখানেই দাঁড়াও, এক্ষুণি তোমার ব্যাপারে সাক্ষী উপস্থিত করছি। এই কথা শুনে বান্দা মনে মনে চিন্তা করবে, এমন কে আছে যে, এখানে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে?

অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং তার রানকে বলা হবে, তুমি বল, তখন তার রান, হাড়, মাংস প্রভৃতি এক একটি করে বলে ফেলবে, এরা যা যা করেছিল। তার মুখে মোহর লাগিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে এই জন্য সাক্ষী গ্রহণ করা হবে, যেন সেই বান্দা কোন ওযর-আপত্তি পেশ করতে না পারে। বস্তুতঃ যেই বান্দার কথা আলোচনা করা হয়েছে, সে হ'ল মুনাফিক এবং এই কারণেই আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩২১)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِّنْ أُمَّتِىْ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ سِجِلاًّ كُلُّ

سجلٍّ مثْلُ مَدِّ الْبَصَر ثُمَّ يَقُوْلُ أَتُنْكرُ منْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِى الْحَافظُوْنَ فَيَقُوْلُ لاَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ أَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُوْلُ لاَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ بَلَى إِنَّ لَكَ عنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ بطَاقَةٌ فيْهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَقُوْلُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا هَذه الْبطَاقَةُ مَعَ هَذه السِّجلاَّت فَقَالَ إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ قَالَ فَتُوْضَعُ السِّجلاَّتُ فِىْ كفَّة وَالْبطَاقَةُ فِىْ كفَّةٍ فَطَاشَت السِّجلاَّتُ وَثَقُلَت الْبطَاقَةُ فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَىْءٌ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে জনসম্মুখে উপস্থিত করা হবে, যার আমলনামা খোলা হবে নিরানব্বই ভলিয়মে এবং প্রতি ভলিয়ম বিস্তীর্ণ হবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা বল দেখি, তুমি এর কোন একটিকে অস্বীকার করতে পারবে? অথবা আমার লিখক ফেরেশতাগণ কি তোমার প্রতি যুলুম করেছে? সে বলবে, না। হে আমার রব্ব! আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, তবে কি তোমার পক্ষ হতে কোন ওযর পেশ করার আছে? সে বলবে, না; হে আমার রব! তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, তোমার একটি নেকী আমার নিকট রক্ষিত আছে। তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ, আজ তোমার প্রতি কোন যুলুম বা অবিচার করা হবে না। এরপর এক টুকরা কাগজ বের করা হবে, যাতে লিখা আছে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله [অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ, (মা'বূদ) নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল]। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার আমলের ওযন দেখার জন্য উপস্থিত হও। তখন সে বলবে, হে আমার রব! ঐ সমস্ত বিরাট বিরাট দফতরের মুকাবিলায় এই এক টুকরা কাগজের মূল্যই বা কি আছে? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর কোন অবিচার করা হবে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, অতঃপর ঐ সমস্ত দফতরগুলি এক পাল্লায় এবং এই কাগজের টুকরাখানি আরেক পাল্লায় থাকবে। কাগজের টুকরা যে পাল্লায় থাকবে তা ভারী হয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে থাকবে। মোটকথা, আল্লাহ্র নামের সাথে অন্য কোন জিনিস ওযনই হতে পারবে না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৫৫৯; বাংলা মিশকাত হা/৫৩২৪)*।

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ مَا منْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ منْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ منْ عَمَله، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ منْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْه فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تلْقَاءَ وَجْهه، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشقِّ تَمْرَةٍ.

আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে তার রব কথাবার্তা বলবেন না। তার ও তার রবের মধ্যে কোন দোভাষী এবং এমন কোন পর্দা থাকবে না, যা তাকে আড়াল করে রাখবে। সে তার ডানে তাকাবে, তখনও পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার বামে তাকাবে, তখনও পূর্ব প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সম্মুখের দিকে তাকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। যা একেবারে চেহারার সম্মুখে অবস্থিত। সুতরাং খেজুর ছালের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম হতে বাঁচতে চেষ্টা কর' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩১৬)*।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْد الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الإِنْسَ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِه وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِه.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! সেই সময় পর্যন্ত ক্বিয়ামত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত না হিংস্র পশু মানুষের সাথে কথা বলবে এবং যে পর্যন্ত না কারও চাবুক তার সাথে কথা বলবে, তার জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলবে। আর তার উরু তাকে জানিয়ে দিবে যে, তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কি করেছে' *(তিরমিযী, বাংলা মিশকাত হা/৫২২৫)*।

عَنْ بَهز بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْن مُفَدَّمة أَفْوَاهُكُمْ بِالفِدَامِ، فَأَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ وَكَتِفُهُ.

বাহয ইবনু হাকিম তার পিতার মধ্যস্থতায় বর্ণনা করেন, তার দাদা বলেন, নবী কারীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মুখ বন্ধ করে ডাকা হবে। সেদিন তোমাদের মুখ বন্ধ থাকবে। সর্বপ্রথম তোমাদের উরু এবং কাধকে জিজ্ঞেস করা হবে' *(নাসাঈ, ইবনু কাছীর হা/৫৬৬৯)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ أَوَّلَ عَظْمٍ مِنَ الْإِنْسَانِ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ يُختَم عَلَى الْأَفْوَاهِ، فَخذُه مِنَ الرِّجل الْيُسْرَى.

উকবা ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষের যখন মুখ বন্ধ থাকবে, তখন তার বাম উরুর হাড় সর্বপ্রথম কথা বলবে' *(ইবনু কাছীর ৫৬৭১)*।

২. আত্মসাৎ :

কারো কোন সম্পদ আত্মসাৎ করা বড় গোনাহ। এর পরিণতি ভয়াবহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ 'আর কোন নবীর পক্ষে আত্মসাৎ করা শোভনীয় নয় এবং কেউ আত্মসাৎ করলে, যা সে আত্মসাৎ করেছে তা উত্থান দিবসে নিয়ে আসবে। অনন্তর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা পূর্ণরূপে দেয়া হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না' *(আলে ইমরান ৩/১৬১)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ '(হে নবী!) তুমি যদি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের (খেয়ানতের) আশঙ্কা কর, তবে তোমার চুক্তিকেও প্রকাশ্যভাবে তাদের সামনে নিক্ষেপ করবে (বাতিল করবে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পসন্দ করেন না' *(আনফাল ৮/৫৮)*। তিনি অন্যত্র আরো বলেন, ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّيْ لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ 'ইউসুফ বললেন, এটা এজন্য যে, যাতে তিনি জানতে পারেন যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না' *(ইউসুফ ১২/৫২)*। তিনি অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খিয়নত করবে না, আর তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহেরও (গচ্ছিত দ্রব্যের সম্পর্কেও) খিয়ানত করবে না' *(আনফাল ৮/২৭)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِىْ الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ.

আবু হুরায়রাcবলেন, রাসূলুল্লাহaএরশাদ করেন, (১) কোন যেনাকার যেনা করতে পারে না যখন সে যেনা করে, মুমিন থাকা অবস্থায়। (২) কোন মদখোর মদপান করতে পারে না যখন সে মদ্যপান করে, মুমিন থাকা অবস্থায়। (৩) কোন চোর চুরি করতে পারে না যখন সে চুরি করে, মুমিন থাকা অবস্থায়। (৪)

কোন ডাকাত এরূপে ডাকাতি বা ছিনতাই করতে পারে না যে লোক তার প্রতি নযর উঠিয়ে দেখে (অর্থাৎ প্রকাশ্যে) যখন সে ডাকাতি করে, মুমিন থাকা অবস্থায়। (৫) তোমাদের কেউ গণীমতের মালে (বা কোন মালে) খেয়ানত করতে পারে না যখন সে খেয়ানত করে, মুমিন থাকা অবস্থায়। অতএব তোমরা সাবধান হও? তোমরা সাবধান হও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ যখন খিয়ানত করে তখন মুমিন থাকে না। মুমিন হওয়ার জন্য তওবা করতে হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুনাফিকের আলামত হচ্ছে তিনটা- যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে এবং যখন তার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হয়, তা সে খিয়ানত করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلاَّ قَالَ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে এরূপ উপদেশ খুব কমই দিয়েছেন, যাতে একথাগুলি বলেননি যে, 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই এবং যার অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দ্বীন-ধর্ম নেই' *(আহমাদ হা/১১৯৩৫, মিশকাত হা/৩৫, বাংলা মিশকাত হা/৩১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমানত রক্ষা করা এবং অঙ্গীকার পূরণ করা পূর্ণ মুমিন হওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে তাকে সময় মত আমানত বুঝিয়ে দাও। আর যে তোমার সাথে খিয়ানত করে তার খিয়ানত করো না' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/২৯৩৪)*।

عَنْ سَعِيد بْنِ زَيْد عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অত্যাচার করে অর্ধহাত যমীন দখল করেছে, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন অনুরূপ সাতটি যমীন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৩৮)*।

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ.

তাবেঈ সালেম তাঁর বাপ আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে অনধিকারে কারো কিছু যমীন নিয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীন পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৫৮)*।

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِيْنَ ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

ইয়া'লা ইবনু মুররা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যেকোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিগত জমি দখল করে তাকে আল্লাহ তা সাত তবকের শেষ পর্যন্ত খুঁড়তে বাধ্য করবেন। অতঃপর তার গলায় তা শিকলরূপে পরিয়ে দেওয়া হবে, যাবৎ না মানুষের বিচার শেষ করা হয়' *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৯৬০)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ. قَالُوْا صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْيَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন, 'প্রত্যেক নিষ্কলুষ অন্তঃকরণ সত্যভাষী'। সাহাবাগণ আরয করলেন, 'সুদূকুল লিসান' তো আমরা বুঝি, তবে 'মাখ্মূমুল কাল্ব' কি? তিনি বললেন, 'নির্মল ও পবিত্র অন্তঃকরণ, যা পাপ করেনি, যুলুম করেনি, যা খিয়ানত করেনি ও যা হিংসা-বিদ্বেষ হতে মুক্ত' *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৫২২১)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমার মধ্যে চারটি বস্তু বিদ্যমান থাকে, তখন দুনিয়ার যা কিছুই তোমার থেকে চলে যায় তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, উত্তম চরিত্র হওয়া এবং খানা-পিনাতে সতর্কতা অবলম্বন করা' *(আহমাদ, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৫২২২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ غَنِيْمَةً أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيْئُوْنَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ يَوْمًا بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا فِيْمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ قَالَ: أَسْمَعْتَ بِلَالًا نَادَى ثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ فَاعْتَذَرَ قَالَ: كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, যখনই গনীমতের মাল লাভ করতেন, তখন বেলাল (রাঃ)-কে আদেশ করতেন। (তিনি যেন লোকদের যার কাছে যাকিছু আছে তা উপস্থিত করার জন্য ঘোষণা করেন)। তিনি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করতেন, তখন লোকেরা তাদের স্ব স্ব গনীমত নিয়ে আসত। অতঃপর সমস্ত মাল হতে (বায়তুল মালের) এক-পঞ্চমাংশ বের করতেন এবং অবশিষ্টগুলি লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। একদা এক ব্যক্তি এর (খুমুস বের করা এবং সমস্ত মাল বিতরণ করে দেওয়ার) পর একখানা পশমের লাগাম নিয়ে আসল এবং বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহা গনীমতের মাল, যা আমি পেয়েছিলাম। তার কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, বেলাল যে তিন তিনবার ঘোষণা করেছিল, তুমি কি তা শুনেছ? সে বলল, হ্যাঁ, (শুনেছি)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেই সময় তা আনতে তোমাকে কে বাধা দিয়েছিল? তখন সে বিভিন্ন ওযর পেশ করল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যাও, তুমি ক্বিয়ামতের দিন এই রশি নিয়েই উপস্থিত হবে। আমি তোমার নিকট হতে এটা গ্রহণ করব না' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০১২)*।

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ هَذِهِ الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فَمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ.

খাওলাহ বিনতে কায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই এই পার্থিব সম্পদ শ্যামল ও সুমিষ্ট (অর্থাৎ আকর্ষণীয়) তবে যেই ব্যক্তি ন্যায়ভাবে প্রাপ্ত হয় তাতে তার বরকত হয়। আবার বহু লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পদে (অর্থাৎ গনীমতের মালে) যথেচ্ছা তসরূপ করে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন ব্যতীত আর কিছুই না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০১৭)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُوْلُ يَا

رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِى. فَأَقُوْلُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِه فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِى. فَأَقُوْلُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِه شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِى. فَأَقُوْلُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِه نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِى. فَأَقُوْلُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِه رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِى. فَأَقُوْلُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِى فَأَقُوْلُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা নবী (ছাঃ) আমাদের মাঝে বক্তব্য দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন, তিনি খিয়ানত সম্পর্ককে বক্তব্য দিলেন এবং খিয়ানতের বিষয়টি খুব বড় করে পেশ করলেন। তারপর তিনি বললেন, 'ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে আমি এমন অবস্থায় পাব যে, তার কাঁধের উপর উট চিৎকার করতে থাকবে। সে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে রক্ষা করুন। আমি বলব, আজ আল্লাহ্র সামনে তোমার জন্য সামান্য কিছু করার ক্ষমতা আমি রাখি না, যা পূর্বেই বলেছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় পাব যে, তার কাঁধের উপর ঘোড়া চিৎকার করতে থাকবে। সে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে রক্ষা করুন, আমি বলব, আজ আল্লাহ্র সামনে তোমার জন্য সামান্য কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই, যা আমি পূর্বেই বলেছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এই অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে কাঁধের উপর একটি ছাগল বহন করছে এবং আমাকে বলবে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আমি কিছুই করতে পারব না।

আমিতো তোমাকে আল্লাহ্র বিধান পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে নিজের কাঁধের উপর চিৎকার রত একটি মানুষ বহন করে নিয়ে আসবে আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি আল্লাহ্র বিধান তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে নিজের কাঁধের উপর কাপড় ইত্যাদির এক খণ্ড বহন করে নিয়ে আসছে। আর তা ভীষণভাবে তার কাঁধের উপর দুলছে, তখন সে আমাকে

বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন, আর আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। কিয়ামতে আমি যেন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় না দেখতে পাই যে, সে নিজের কাঁধের উপর অচেতন সম্পদ (সোনা-চাঁদি) বহন করে নিয়ে আসছে। আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহ্র বিধান পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৯৬)*।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ أَصَابَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মিদআম নামে একটি গোলাম রাসূল (ছাঃ)-কে হাদিয়া দিয়েছিল। মিদআম এক সময় রাসূল (ছাঃ)-এর উটের পিঠের হাওদা নামাচ্ছিল এমতাবস্থায় একটি তীর এসে তাকে লাগে এবং সে মারা যায়। ছাহাবীগণ বলেন, তার জন্য জান্নাত। রাসূল (ছাঃ) বললেন, কখনই নয়। আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয়ই ঐ চাদরটি যেটি সে খায়বারের গনীমত বণ্টন করার পূর্বে আত্মসাৎ করেছিল সে চাদরটি জাহান্নামের আগুন তার উপর উত্তেজিত করছে। এ কথা শুনে একজন লোক একটি জুতার ফিতা বা দু'টি জুতার ফিতা রসূলের নিকট নিয়ে আসল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, একটি বা দু'টি জুতার ফিতা আত্মসাৎ করলেও জাহান্নামে যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৯৭; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা ৩৮২১)*। অত্র হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আত্মসাৎকৃত বস্তু ক্ষুদ্র হলেও তার পরিণাম জাহান্নাম।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর গনীমতের মালের এক ব্যক্তি দায়িত্বশীল ছিল, যে কারকারা নামে পরিচিত। সে মারা গেলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেন। ছাহাবীগণ তার নিকট গিয়ে দেখলেন সে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছিল *(ইবনু মাজাহ, হা/২৮৪১, হাদীছ ছহীহ, বুখারী, মিশকাত হা/৩৯৯৮; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৩৮২২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ فُلاَنٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلاَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) আমাকে বললেন, 'খায়বারের যুদ্ধের দিন ছাহাবীগণের একটি দল বাড়ী ফিরে আসছিলেন। ঐ সময় ছাহাবীগণ বললেন, অমুক অমুক শহীদ, শেষ পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তিকে ছাহাবীগণ শহীদ বললেন, যার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বললেন, কখনো নয়, আমি তাকে জাহান্নামে দেখছি সে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৩৪; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৩৮৫৭)*।

عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

খাওলা আনছারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ দখল করবে। ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম রয়েছে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৯৯৫; বাংলা মিশকাত ৮ম খণ্ড, হা/৩৮১৯ 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ রাসূলগণকে যা আদেশ করেছেন মুমিনদেরও তাই আদেশ করেছেন। তারপর রাসূল (ছাঃ) একটি লোকের আলোচনা করলেন, যে ব্যক্তি সফরে থাকায় ধুলায় মলিন হয়। আকাশের দিকে দু'হাত উত্তোলন করে প্রার্থনা করছে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, তার জীবিকা নির্বাহ হারাম, কিভাবে তার দো'আ কবুল হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০, বাংলা মিশকাত ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৬৪০, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে খাদ্য পানি পোষাক হারাম থাকলে ইবাদত কবুল হবে না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের উপর এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষ হালাল-হারাম উপার্জনে বিবেচনা করবে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৭৬১)*।

عَنْ كَعَبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ.

কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট শরীর জান্নাতে যাবে না' *(মিশকাত/২৭৮৭ ; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ/২৬৬৭)*।

عَنْ النُّعْمَانِ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْشُبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَاعِيْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হালালও স্পষ্ট হারামও স্পষ্ট। উভয়ের মধ্যে কিছু অস্পষ্ট রয়েছে, যা অনেক মানুষ জানে না। যে ব্যক্তি অস্পষ্ট থেকে বেঁচে থাকবে সে তার দ্বীন ও তার মর্যাদাকে পূর্ণ করে নিবে। আর যে ব্যক্তি অস্পষ্ট গ্রহণ করবে সে হারামকে গ্রহণ করবে। যেমন একটি রাখাল ক্ষেতের সীমানায় ছাগল চরালে শস্য খেতে যেতে পারে। মনে রেখো, প্রত্যেক বাদশার একটি সীমা রয়েছে আর আল্লাহ্‌র সীমানা হচ্ছে তাঁর হারাম। নিশ্চয়ই শরীরে একটি টুকরা আছে, টুকরাটি ঠিক থাকলে সম্পূর্ণ শরীর ঠিক থাকবে, টুকরাটি নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। আর তা হচ্ছে অন্তর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*।

৩. হালাল ও হারাম :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

'হে মানবগণ! পৃথিবীর মধ্যে যা বৈধ-পবিত্র, তা হতে ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

‘হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা জীবিকা স্বরূপ দান করেছি তা হতে পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর এবং আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তারই ইবাদত করে থাকো’ *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

‘হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি অবগত’ *(মুমিনূন ৫১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَأَنَّ اللهَ أَمَرَ المؤْمنِيْنَ بِمَا أمرَ بِه المرسَلِيْنَ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىْ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না। (এবং সর্বক্ষেত্রে পাক-পবিত্রতার আদেশই তিনি করেছেন। সেই সম্পর্কে) আল্লাহ রাসূলগণকে যে আদেশ করছেন, মুমিনগণকেও সেই আদেশই করেছেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) উলেখ করলেন, এক ব্যক্তি দূর-দূরান্তের সফর করছে। তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধূলা-বালি। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উভয় হস্ত আসমানের দিকে উঠিয়ে কাতর স্বরে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে ডাকছে। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, তার জীবিকা নির্বাহ হারাম, কিভাবে তার দো‘আ কবুল হবে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘মানুষের সম্মুখে এমন এক যুগ আসবে যে, কেউ পরওয়া করবে না কি উপায়ে মাল লাভ করল; হারাম না হালাল উপায়ে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/২৭৬১)*।

عَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِير قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَات استبرأَ لدينه وعرْضه ومَنْ وقَعَ فِي الشبُّهَات وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه أَلَا وَإِنَّ لكُلِّ مَلك حمًى أَلَا وَإِنَّ حمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَد مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُله أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ.

নু‘মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘হালাল এবং হারাম সুস্পষ্ট, আর উভয়ের মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বিষয় বা বস্তু আছে। যেগুলি (হালালের অন্তর্ভুক্ত না হারামের অন্তর্ভুক্ত,) সে সম্পর্কে অনেকেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে যেই ব্যক্তি সন্দেহের বস্তুকে পরিহার করে চলবে, তার দ্বীন এবং আবরু-ইজ্জত, মান-সম্মান পাক-পবিত্র থাকবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি সন্দেহের কাজে লিপ্ত হবে, সে অচিরেই হারামেও লিপ্ত হয়ে পড়বে। (ফলে তার দ্বীন এবং মান-সম্মান কলুষিত হবে।) যেমন যেই রাখাল তার পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার সীমার ধারে চরাবে, খুব সম্ভব তার পশু নিষিদ্ধ এলাকার ভিতরেও মুখ ঢুকিয়ে দিবে। তোমরা স্মরণ রেখো প্রত্যেক বাদশাই নিজ পশুপালের চারণভুমি (নিষিদ্ধ এলাকা) বানিয়ে রাখেন। তদ্রূপ (সকল বাদশাহর বাদশাহ) আল্লাহ তা‘আলার চারণভূমি তাঁর হারাম বস্তুসমূহকে নির্ধারিত করে রেখেছেন। ‘মনে রেখো মানুষের দেহের ভিতরে একটি গোশতের টুকরা রয়েছে, যা সঠিক থাকলে সমস্ত দেহই সঠিক থাকে। আর সেই অংশের বিকৃতি ঘটলে সম্পূর্ণ দেহেরই বিকৃতি ঘটে। সেই গোশতের টুকরাটি হল অন্তর’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*।

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ.

রাফে‘ ইবনু খাদীজ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কুকুর বিক্রয়ের মুল্য ঘৃণিত বস্তু, ব্যভিচারের বিনিময়ও অতি জঘন্য, সিঙ্গা লাগানোর মূল্যও ঘৃণিত’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬৩)*।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ‘কুকুরের মূল্য, যিনাকারীনীর উপার্জন ও গণকের উপার্জন খেতে নিষেধ করেছেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬৪)*।

وَعَن أَبِيْ جُحَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ.

আবু হুজায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন, রক্ত বিক্রয় মূল্য হতে, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে, ব্যভিচার বা যেনার বিনিময় হতে এবং তিনি লা‘নত করেছেন সূদ গ্রহীতার প্রতি ও সুদদাতার প্রতি। তিনি আরও লা‘নত করেছেন ঐ ব্যক্তির প্রতি যে দেহের কোন অংশ (নাম বা চিত্র ইত্যাদি) উলকী করে এবং যে

উলকী করায়। এতদ্ভিন্ন ছবি অংকনকারীর প্রতিও লা'নত করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৭৬৫)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وكلُّ لحمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামই সমীচীন' *(আহমাদ, দারেমী, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২৭৭২)*।

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ.

হাসান ইবনু আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর এই বাণীটি আমি ভালভাবে স্মরণ রেখেছি যে, যে কাজে মনে খটকা লাগে, সে কাজ পরিহার করে খটকাহীন কাজ অবলম্বন কর। সত্য ও শুদ্ধের ক্ষেত্রে দ্বিধার সৃষ্টি হয় না, মিথ্যা ও অশুদ্ধের ক্ষেত্রেই দ্বিধার সৃষ্টি হয়' *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৭৭৩)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوْهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوْهُنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ وَفِيْ مِثْلِ هَذَا نَزَلَتْ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهُوَ الحَدِيْثِ).

আবু উমামা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা গায়িকা ক্রয়-বিক্রয় করিও না, তার মূল্য হারাম। তাদেরকে গান শিক্ষা দিও না। এই শ্রেণীর কার্য যারা করে তাদের সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, 'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা রং-তামাশার গাথা (তথা গান) ক্রয় করে (তাদের জন্য লাঞ্ছনাময় শাস্তি রয়েছে)' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৭৮০)*।

عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِأَبِيْ بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِه فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ أَتَدْرِي مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّة وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِه.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর একজন গোলাম ছিল। তিনি তার জন্য রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি তার রাজস্ব হতে খেতেন। একদিন সে কিছু সম্পদ নিয়ে আসে এবং তিনি সেখান হতে কিছু খান। তখন গোলাম তাঁকে বলল, আপনি এ খাদ্য সম্পর্কে কি জানেন? তিনি বললেন এ কেমন খাদ্য? গোলাম বলল, আমি জাহেলী যুগে গণকী করতাম। আমি মানুষকে ধোঁকা দিতাম। ঐ সময়ের এক লোকের সাথে দেখা হলে সে আমাকে এ খাদ্য প্রদান করে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে সব বমন করে দিলেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৭৮৬)*।

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُـــذِّيَ بِالْحَرَامِ.

আবুবকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে দেহ হারাম দ্বারা প্রতিপালিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২৭৮৭)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রাস্তায় পড়া একটি খেজুরের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, 'ছাদাক্বার খেজুর বলে যদি আমার সন্দেহ না হত, নিশ্চয়ই আমি তা খেতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮২১)*।

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كِخْ كِخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা (রাসূলের দৌহিত্র) হাসান ইবনে আলী (রাঃ) যাকাতের একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন (এটা দেখে) নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ক্ষ, ক্ষ, যাতে তা সে ফেলে দেয়। অতঃপর বললেন, নানু তুমি জান না! আমরা যে যাকাত খাই না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮২২)*।

৪. সত্য-মিথ্যা :

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও' *(তওবা ১১৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا 'হে নবী! আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক!

আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও সত্যতা সহকারে নিয়ে যাও। আর যেখান হতেই আমাকে বের কর সত্যতা সহকারেই বের কর। আর তোমার পক্ষ থেকে শক্তিশালী সাহায্যকারী প্রদান কর' *(ইসরা ৮০)*। তিনি আরো বলেন, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا 'আর তুমি কিতাবে ইবরাহীমকে স্মরণ কর, নিশ্চয়ই তিনি সত্য নবী ছিলেন' *(মারিয়াম ৪১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী মিথ্যুককে সঠিক পথ দেখান না' *(গাফির/মুমিন ২৮)*। তিনি আরো বলেন, فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ 'কাজেই তুমি মিথ্যুকদের মানবে না' *(ক্বালাম ৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِيْنٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْمٍ– 'তুমি এমন ব্যক্তিকে মানবে না যে খুব গুরুত্বহীন এবং বেশী বেশী মিথ্যা কসম করে। যে ব্যক্তি গালাগাল করে অভিশাপ দেয়, চোগলখোরী করে বেড়ায়। ভালকাজে বাধা দেয়, যুলুম ও সীমালংঘনমূলক কাজ করে বেড়ায়, বড়ই অসৎকর্মশীল, চরম চরিত্রহীন এর পরেও বদজাত' *(ক্বালাম ১০-১৩)*।

এ ব্যাপারে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় এখানে উদ্ধৃত হল।-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.

বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মুনাফিক মানুষকে নেতা হিসাবে গ্রহণ কর না। যদি নেতা মুনাফিক হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করলে। অন্য বর্ণনায় আছে যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যুক মুনাফিক ব্যক্তিকে বলে, হে আমার নেতা! তখন সে তার প্রতিপালককে রাগান্বিত করল' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৭৭; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৭৫)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি ঘর নিয়ে দেয়ার জন্য যামীন, যে তর্ক পরিহার করে হক হলেও। আর একটি ঘর জান্নাতের মাঝামাঝিতে নিয়ে দেয়ার

জন্য যামীন, যে মিথ্যা পরিহার করে মযাক করে হলেও এবং আরও একটি ঘর জান্নাতের সর্বোচ্চে নিয়ে দেয়ার জন্য যিম্মাদার, যে তার চরিত্রকে সুন্দর করবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৮০০; বায়াহাক্বী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৭৯)*।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْ قُرَادٍ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَدَعَا بِطَهُوْرٍ فَغَمَسَ يَدَهُ فِيْهِ فَتَوَضَّأَ، فَتَتَبَّعْنَاهُ، فَحَسَوْنَاهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ؟ قُلْنَا: حُبُّ اللهِ تَعَالَى وَرَسُوْلِه قَالَ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلَهُ، فَأَدُّوْا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَحْسِنُوْا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ.

আব্দুর রহমান ইবনু হারিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি ওযূর পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তাতে হাত ডুবালেন এবং ওযূ করলেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং তাঁর নিকট হতে অঞ্জলী ভরে ওযূর পানি নিলাম। তিনি বললেন, তোমরা এ কাজ করতে উৎসাহিত হলে কেন? আমরা বললাম, এটা হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা। তিনি বললেন, তোমরা যদি চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে ভালবাসবেন তাহলে তোমাদের নিকট আমানত রাখা হলে, তা প্রদান কর। কথা বললে, সত্য বল। তোমাদের প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ কর' *(ত্বাবারাণী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৮০)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমার মাঝে চারটি জিনিস থাকবে, তখন দুনিয়ার সবকিছু হারিয়ে গেলেও তোমার কোন সমস্যা নেই। (১) আমানত রক্ষা করা (২) সত্য কথা বলা (৩) সুন্দর চরিত্র (৪) বৈধ রুযী' *(আহমাদ, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৮১)*।

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبَ رِيْبَةٌ.

হাসান ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে অবগত হয়েছি, তিনি বলেছেন, 'তুমি সন্দেহযুক্ত কথা ও কর্ম ছেড়ে যাতে সন্দেহ নেই সে দিকে ফিরে যাও। নিশ্চয়ই সত্য প্রশান্তির নাম এবং মিথ্যা সন্দেহ ও অশান্তির নাম' *(তিরমিযী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৮২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ. قَالُوْا صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيْهِ وَلاَ بَغْيَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হল, সবচেয়ে ভাল মানুষ কে? তিনি বলেন, ‘প্রত্যেক হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত অন্তরের অধিকারী এবং সত্য কথার অধিকারী ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম মানুষ’। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা সত্য কথার অধিকারী জানি। কিন্তু হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত অন্তর কি জিনিস তা জানি না। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি স্বচ্ছ ও পরহেযগার। যার মধ্যে (১) পাপ নেই, পাপ হলেই ক্ষমা চায় (২) সীমালংঘন নেই (৩) খিয়ানত নেই (৪) হিংসা নেই *(ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬)*।

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِى الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِى النَّارِ.

আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা সত্য গ্রহণ কর। সত্য নেকীর সাথে রয়েছে। আর উভয়টি জান্নাতে যাবে। আর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপের সাথে রয়েছে। উভয়ই জাহান্নামে যাবে’ *(ইবনু হিব্বান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৮৬)*।

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلإِيْمَانِ.

আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই মিথ্যা ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে’ *(বায়হাক্বী কুবরা হা/২০৬১৫)*।

عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَبِىٍّ تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِىَ كَذْبَةٌ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে তার বাচ্চাকে বলল, আস নাও। অতঃপর তাকে কিছু দিল না। সে একজন মিথ্যুক মহিলা’ *(আহমাদ হা/৯৮৩৫; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪২০৭)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَتْنِيْ أُمِّيْ يَوْمًا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ فِيْ بَيْتِنَا فَقَالَتْ: هَا تَعَالَ أُعْطِيْكَ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيْهِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمْرًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذِبَةٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) আমাদের বাড়িতে বসেছিলেন, সে বলল, আস তোমাকে কিছু দিব। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি তাকে কি দিবে? সে বলল, আমি তাকে খেজুর দিব। তিনি বললেন, মনে রেখ, তুমি যদি তাকে কিছু না দাও, তাহলে তুমি একজন মিথ্যুক মহিলা বলে লেখা হবে' *(বায়হাক্বী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪২০৮; মিশকাত হা/৪৮৮২)*।

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ.

বাহয ইবনু হাকীম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার দাদা বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস নিশ্চিত যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস' *(তিরমিযী হা/২৩১৫; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪২০৯; মিশকাত হা/৪৮৩৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলবেন না। তাদের পবিত্র করবেন না। তাদের দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকাবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারকারী (২) মিথ্যুক শাসক (৩) অহংকারী গরীব' *(মুসলিম হা/১০৭; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪২১০; মিশকাত হা/৫১০৯)*।

عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ.

আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যার দুনিয়াতে দু'টি মুখ হবে, ক্বিয়ামতের মাঠে তার মুখে আগুনের দু'টি জিহ্বা হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৭৩; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪২১৫)*। পরকালে আগুনের জিহ্বা হবে তাদের, যারা মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলে, চোগলখুরী করে ও পরনিন্দা করে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغمُوْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ بَدَلُ: الْيَمِيْنُ الْغُمُوْسُ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'বড় বড় কবীরা গোনাহ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা' *(বুখারী)*। কিন্তু আনাসের বর্ণনায় 'মিথ্যা কসম'-এর পরিবর্তে 'মিথ্যা সাক্ষ্য' শব্দ রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ. زَادَ مُسْلِمٌ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. ثُمَّ اتَّفَقَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'মুনাফিকের আলামত হচ্ছে তিনটা- যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং যখন তার নিকট কোন কিছু (জিনিস বা কথা) আমানত রাখা হয়, তাতে সে খিয়ানত করে'। মুসলিমের বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, 'যদিও সে ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে এবং মনে করে যে, সে মুসলমান' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে পাক্কা মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর একটা থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকীর একটা স্বভাব থাকবে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করবে। (১) যখন তার নিকট কিছু আমানত রাখা হয়, তাতে সে খিয়ানত করে, (২) সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, (৩) যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন কারো সাথে ঝগড়া করে, তখন সে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০)*।

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا.

সুফিয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ ছাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমার জন্য যে জিনিসগুলি ভয়ের কারণ বলে আপনি মনে করেন তন্মধ্যে সর্বাধিক ভয়ংকর কোনটি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন, 'এটা' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৮৪৩)*।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوْا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ.

উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের পক্ষ হতে আমাকে ছয়টি বিষয়ের জামানত দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হব। (১) তোমরা যখন কথাবার্তা বল, তখন সত্য বলবে। (২) যখন ওয়াদা কর, তা পূর্ণ করবে। (৩) যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয়, তা আদায় করবে। (৪) নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে। (৫) স্বীয় দৃষ্টিকে অবনমিত রাখবে এবং (৬) স্বীয় হস্তকে (অন্যায় কাজ হতে) বিরত রাখবে' *(আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৮৭০, সনদ হাসান)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْد قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّة وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُوْرٌ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সত্য একটি পুণ্যময় কাজ। আর পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে, তাকে আল্লাহ্র খাতায় সত্যনিষ্ঠ বলে লিখে নেয়া হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা হচ্ছে পাপকাজ। পাপাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাকে আল্লাহ্র খাতায় মিথ্যুক বলে লিখে নেয়া হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত বাংলা ৯ম খণ্ড হা/৪৬১৩)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ-

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার কাছে (এই অঙ্গীকার করবে যে, সে) তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর এবং তার দু'পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব' *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬০১)*।

সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর অভ্যাস ছিল তিনি ফজরের ছালাত শেষে প্রায় আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক তার তা'বীর বর্ণনা করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞেস

করলেন, তোমাদের কেউ (আজ রাত্রে) কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি। আজ রাত্রে দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে (সম্ভবত তা শাম বা সিরিয়ার দিকে) নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে তা উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং তা দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভাল হয়ে যায়। আবার সে (প্রথমে যেভাবে চিরেছিল) পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সম্মুখের দিকে চললাম।

অবশেষে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে (মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ করে) তা গড়িয়ে দূরে চলে যায়, তখনই সে লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায় সে ফিরে আসার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে তা দ্বারা তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম। অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছলাম, যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপর অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হতে বাইরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হত আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা শিথিল হত, তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন, সুতরাং সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দণ্ডায়মান। আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরের লোকটি যখন তা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখ লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? সঙ্গীদ্বয় বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌঁছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন, একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। এ বৃক্ষটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, যাকে সে প্রজ্বলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করালো এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যে, এরূপ

সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সে ঘর হতে বের করে বৃক্ষের আরও উপরে চড়ালো এবং এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যা প্রথমটি হতে সমধিক সুন্দর ও উত্তম। তাতেও দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাতে অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলেন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে বলল, হ্যাঁ, (আমরা তা জানাবো)। ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দ্বারা যার গাল চিরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হতে মিথ্যা রটানো হত। এমনকি তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তক পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলা যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কুরআন হতে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর (আগুনের) তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন, তারা হল যেনাকারী (নারী-পুরুষ)। আর ঐ ব্যক্তি যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হল সুদখোর। আর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর চতুস্পার্শ্বের শিশুরা হল মানুষের সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করতে দেখেছেন, সে হল দোযখের দারোগা মালেক। আর প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করেছিলেন, তা (জান্নাতের মধ্যে) সর্বসাধারণ মুমিনদের গৃহ। আর যে ঘর যে পরে দেখেছেন, তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম, জিব্রাঈল এবং ইনি হলেন মীকাঈল। এবার আপনি মাথা উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথাটি তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের মত কোন একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্তরবিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস দেখলাম। তাঁরা বললেন, তা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তারা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন' *(বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৪৪১৬)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা মিথ্যা কথা বলবে, লোহার সাঁড়াশি দ্বারা তার গাল চিরে ফেলা হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالسُّخْطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি কাজ মানুষকে রক্ষা করে এবং তিনটি কাজ মানুষকে ধ্বংস করে। রক্ষাকারী কাজ তিনটি হচ্ছে- (১) প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা (২) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে হক কথা বলা এবং (৩) সচ্ছলতায় ও অসচ্ছলতায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী কাজ তিনটি হচ্ছে- (১) প্রবৃত্তির অনুসরণ করা (২) কৃপণতাকে মেনে নেওয়া এবং (৩) আত্ম-অহংকার করা। আর এটিই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫১২২, সনদ হাসান)*।

৫. নেশাদার দ্রব্য :

মদ এমন একটি বস্তু যা বিবেককে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর বিবেক আচ্ছন্ন হলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মদ হচ্ছে সকল অশ্লীল কর্মের মূল। উল্লেখ্য যে, মদ কোন নির্ধারিত বস্তুর নাম নয়। যেসব বস্তু বেশী পরিমাণ খেলে বিবেকের ক্ষতি হয় তার অল্প বস্তুও মদ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ-

‘হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কর্ম। অতএব তোমরা এগুলি থেকে বেঁচে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। শয়তান তোমাদের মাঝে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করতে চায় এবং আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও ছালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায়। তাহলে কি তোমরা বিরত থাকবে’? *(মায়িদাহ ৯০-৯১)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা কয়েকটি অশ্লীল কর্ম হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। (১) নেশাদার দ্রব, যা পাপের মূল। (২) জুয়া, যা মানুষকে সামাজিক ও আর্থিকভাবে অপদস্ত করে। (৩) পীর, দরবেশ, ওয়ালী ও মূর্তির আস্তানা যা শির্‌ক। (৪) শরসমূহ বা ফালবাজি, ভাগ্যবাজি শির্‌ক। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ ‘তারা আপনাকে নেশাদার দ্রব্য ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, তাতে বড় গুনাহ হয়’ *(বাক্বারাহ ২১৯)*।

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِث فَمَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهَا فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَاسْتَحَقَّ الْعَذَابَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ وَرَسُوْلِه قَالَ الله تعالى وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ.

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা নেশাদার দ্রব্য থেকে বেঁচে থাক। কেননা নেশাদার দ্রব্য হচ্ছে অশ্লীল কর্মের মূল। যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকে না তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করার কারণে সে শাস্তির হক্বদার হয়’। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তার সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহ তাকে এমন আগুনে প্রবেশ করাবেন যেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি’ *(নিসা ১৪; নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا وَهُوَ مُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সব নেশাদার দ্রব্য মদ আর সব ধরনের মদ হারাম। যে ব্যক্তি সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পান করে তওবা বিহীন অবস্থায় মারা যাবে সে পরকালে সুস্বাদু পানীয় পান করতে পাবে না’ *(মুসলিম ২/১৬৭ পৃঃ, ‘মদ্যপান’ অধ্যায়, ‘সকল নেশাদার দ্রব্য হারাম’ অনুচ্ছেদে, মিশকাত হা/৩৬৩৮; বাংলা মিশকাত ৭ম খণ্ড, হা/৩৪৭২ ‘হুদূদ’ অধ্যায়)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ اللهُ فِيْ طِينَةِ الْخَبَالِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে- নেশাদার দ্রব্য পানকারীদের আল্লাহ “ত্বিনাতে খাবাল” পান করাবেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ‘ত্বিনাতে খাবাল’ কি জিনিস? রাসূল (ছাঃ) বললেন, জাহান্নামীদের শরীর হতে গলে পড়া রক্তপুজ মিশ্রিত অত্যন্ত গরম তরল পদার্থ’ *(মুসলিম ২/১৬৭ পৃঃ)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُدْمِنُ الخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পান কারী মূর্তিপূজকের ন্যায় অপরাধী’ *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৫, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পানকারী জান্নাতে যাবে না' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৬, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلاَ قَمَّارٌ وَلاَمَنَّانٌ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়া ও লটারীতে অংশগ্রহণকারী, খোঁটাদানকারী এবং সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না' *(দারেমী, মিশকাত হা/৩৬৫৩; বাংলা মিশকাত ৭ম খণ্ড, হা/৩৪৮৬ 'শাস্তি' অধ্যায়)*।

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ أَبَدًا اَلدَّيُوْثُ وَالرَّجْلَةُ مِنَ النِّسَاءِ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ.

আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর মানুষ কখনো জান্নাতে যাবে না। (১) যে ব্যক্তি তার পরিবারে বেহায়াপনার সুযোগ দেয়। (২) পুরুষের বেশধারী নারী। (৩) নিয়মিত নেশাদার দ্রব্য পানকারী' *(তাবরাণী, তারগীব হা/৩৩৮১)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ اَلْجَنَّةَ مُدْمِنُ الخَمْرِ وَالعَاقُّ وَالدَّيُوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করেছেন। (১) সর্বদা মদপানকারী, (২) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও (৩) পরিবারে বেপর্দার সুযোগ দানকারী (দায়ূছ)' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬৫৫)*।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الخَمْرِ وَقَاطِعُ الرِّحْمِ وَمُصدِّق بِالسِّحْرِ.

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না। (১) সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পানকারী। (২) আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী। (৩) যাদুকে বিশ্বাসকারী' *(আহমাদ, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ হা/৩৬৫৬)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا رَدغَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য পান করবে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না। যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে জাহান্নামে যাবে। যদি তওবাহ করে তাহলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। আবার নেশাদার দ্রব্য পান করলে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না। যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে জাহান্নামে যাবে। আর যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। আবার যদি নেশাদার দ্রব্য পান করে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না। এ অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামে যাবে। তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। লোকটি যদি চতুর্থবার মদ পান করে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামাতের দিন 'রাদাগাতুল খাবাল' পান করাবেন। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! 'রাদাগাতু খাবাল' কী? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আগুনের তাপে জাহান্নামীদের শরীর হতে গলে পড়া রক্তপূজ মিশ্রিত গরম তরল পদার্থ' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/ ২৭৩৮, হাদীছ ছহীহ)*।

মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর লোকের প্রতি রাসূল (ছাঃ) অভিশাপ করেছেন। (১) যে লোক মদের নির্যাস বের করে (২) প্রস্তুতকারক (৩) মদপানকারী (৪) যে পান করায় (৫) আমদানীকারক (৬) যার জন্য আমদানী করা হয় (৭) বিক্রেতা (৮) ক্রেতা (৯) সরবরাহকারী এবং (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭৭৬; বঙ্গানুবাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/ ২৬৫৬)*।

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَشْرَبَنّ نَاسُ من امّتِىْ الخَمَرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ.

আবু মালিক আশ'আরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার কিছু উম্মত মদ পান করবে এবং তার নাম রাখবে ভিন্ন। তাদের নেতাদেরকে গায়িকা

ও বাদ্যযন্ত্র দিয়ে সম্মান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভুমিকম্পের মাধ্যমে মাটিতেই ধসিয়ে দিবেন। আর তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করবেন' *(বুখারী, ইবনে মাজাহ হা/৪০২০)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল মানুষ মদ্যপান করবে, তবে মদের নাম অন্য হবে। আর নেতা ও দায়িত্বশীলদের সর্বক্ষণের সঙ্গী হবে বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা। এদের চরিত্র হবে নোংরা, এদের প্রিয় কাজ হবে অশ্লীলতা। তাদের স্বভাব ও কৃষ্টি-কালচার হবে শূকর ও বানরের ন্যায়। এরা স্বপরিবারে পাশ্চাত্যদের স্বভাব চরিত্র গ্রহণ করবে।

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذَا الْاَمْرَ بَدَأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً ثُمَّ يَكُوْنُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً ثُمَّ مُلْكًا عَضُوْضًا ثم كَائِنٌ جَبْرِيَّةً وَعُتُوًا وفَسَادًا فِى الْاَرْضِ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحَرِيْرَ والْفُرُوْجَ والْخُمُوْرَ يُرْزَقُوْنَ عَلى ذٰلِكَ وَيُنْصَرُوْنَ حتّى يَلْقُوا اللّٰهَ.

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ইসলামের সূচনা বা রাজত্ব শুরু হয়েছে নবী ও দয়া দ্বারা। তারপর রাজত্ব আসবে খেলাফত ও রহমত দ্বারা, তারপর আসবে অত্যাচারী শাসকদের যুগ। তারপর আসবে কঠোরতা, উচ্ছৃংখলতা, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর যুগ। এসব অত্যাচারী শাসকেরা রেশমী কাপড় পরিধান করা, অবৈধভাবে নারীদের লজ্জাস্থান উপভোগ করা এবং মদ পান করাকে হালাল মনে করবে। এরপরও তাদের প্রচুর রুযী দেয়া হবে। দুনিয়াবী যে কোন কাজে তাদের সাহায্য করা হবে। অবশেষে এ পাপের মধ্যে লিপ্ত থেকে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে' *(বায়হাক্বী, বাংলা মিশকাত হা/৫১৪৩, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ انَّ مِنْ اَشْرَاطِ السّاعَة اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ويَكْثُرَ الْجَهْلُ ويكثُر الزِّنَا ويكثُرَ شرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ويكثُر النّسَاءُ حتّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَاَةً القَيِّمُ الْوَاحِدُ وفى رواية يقلُّ الْعِلْمُ ويظْهَرُ الْجَهْلُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে রয়েছে (১) বিদ্যা উঠে যাবে (২) মূর্খতা বেড়ে যাবে (৩) ব্যাভিচার বেশি হবে (৪) মদপান বৃদ্ধি পাবে (৫) পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে (৬) নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে। এমনকি একজন পুরুষ ৫০ জন মহিলার পরিচালক হবে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, 'বিদ্যা কমে যাবে এবং মূর্খতা প্রকাশ পাবে' *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৫২০৩)*।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَكُوْنَنَّ فِى هَذِه الْاُمّة خَسْفٌ وقَذْفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ اِذَا شَرِبُوْا الْخُمُوْرَ واتَّخَذُوْا القَيْنَاتِ وَضَرَبُوْا بِالْمَعَازِفِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন আমার উম্মত নেশাদার দ্রব্য পান করবে, গায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত হবে এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হবে তখন অবশ্যই তিনটি ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবে- (১) বিভিন্ন এলাকায় ভূমি ধসে যাবে (২) উপর থেকে অথবা কোন জাতির পক্ষ থেকে যুলুম অত্যাচার চাপিয়ে দেওয়া হবে (৩) অনেকের পাপের দরুণ আকার-আকৃতি বিকৃত করা হবে। আর এ গযবের মূল কারণ তিনটি। (ক) মদ পান করা (খ) নায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত হওয়া (গ) বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হওয়া।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُبَيِّتَنَّ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهْوٍ فَيَصْبَحُوْا قَدْ مَسَخُوْا قِرْدَةً وَخَنَازِرًا.

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘অবশ্য অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু সম্প্রদায় রাত্রী অতিবাহিত করবে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-পানীয়তে ভোগ বিলাসী হয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদে। এমতাবস্থায় তাদের সকাল হবে শূকর ও বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে’ *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৬০৪, ২৬৯৯)*।

عَنْ مُعَاذ قَالَ أَوْصَانِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَات قَالَ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئاً وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَلاَ تَشْرَبَنَّ خَمْراً فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوْتَانٌ وَأَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَباً وَأَخِفْهُمْ فِى اللهِ.

মু‘আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, (১) আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক করবে না, যদিও তোমাকে নিহত করা হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। (২) তুমি তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না, যদি তারা তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ও তোমার মাল-মাত্তা ছেড়ে যেতে বলেন। (৩) ইচ্ছা করে কখনও ফরয ছালাত ত্যাগ করবে না। কেননা যে ইচ্ছা করে ফরয ছালাত ছেড়ে দিবে, তার (হেফাযতের) পক্ষে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত দায়িত্ব উঠে যাবে। (এখন তাকে কাফেরের ন্যায় হত্যা করা যেতে পারে)। (৪) কখনও শরাব পান করবে না। কেননা তা সমস্ত অশ্লীলতার মূল। (৫) সাবধান! (সর্বদা) গোনাহ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা গোনাহগার দ্বারা

আল্লাহ্র ক্রোধ পৌঁছে থাকে! (৬) খবরদার! জিহাদ হতে পলায়ন করবে না। যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়। (৭) যখন লোকের মধ্যে মহামারী দেখা দিবে আর তুমি সেখানে থাকবে, তখন তথায় অবস্থান করবে (পলায়ন করবে না)। (৮) তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে (কার্পণ্য করে তাদের খাওয়ার কষ্ট দিবে না)। (৯) তাদের (পরিবারের লোকদের) আদব-কায়দা শিক্ষা দানের ব্যাপারে শাসন হতে কখনও বিরত থাকবে না। (১০) এবং আল্লাহ্র সম্পর্কে তাদের ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৬১)*।

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ لاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমার দোস্ত আমাকে অছিয়ত করেছেন, 'নেশাদার দ্রব্য পান কর না। নিশ্চয়ই তা সব ধরনের অন্যায়ের চাবী' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭১)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সব ধরনের নেশাদার দ্রব্য হারাম' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩৮৮)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক ঐ বস্তু যা বিবেকের ক্ষতি করে সেসবই মদ। আর সব ধরনের মদই হারাম' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯০)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে বস্তু বেশী পরিমাণ খেলে বিবেকের ক্ষতি হয়, তার কমও হারাম' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ নেশাদার দ্রব্য এবং তার মূল্য হারাম করেছেন। মৃতপ্রাণী ও তার মূল্য হারাম করেছেন। শূকর ও তার মূল্য হারাম করেছেন' *(আবুদাউদ হা/৩৪৮৫)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامَ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, তিনি মক্কা বিজয়ের বছর নবী করীম (ছাঃ)-কে মক্কায় বলতে শুনেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মদ, মৃতপ্রাণী, শূকর ও মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছন' *(আবুদাউদ হা/৩৪৮৬)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلاَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَلاَ الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নেশাদার দ্রব্য পানকারী জান্নাতে যাবে না। পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। খোটা দানকারী জান্নাতে যাবে না' *(তারগীব হা/২৩৬৩)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَرْضَ اللهُ عَنْهُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বলেন, 'যে ব্যক্তি মদ পান করবে আল্লাহ তার উপর ৪০ দিন সন্তুষ্ট হবেন না' *(আহমাদ হা/২৭৬৪৪; তারগীব হা/৩৪১০)*।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالجَرِبِ اَرْبَعِيْنَ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নেশাদার দ্রব্যপানকারীকে জুতা ও বেতের মাধ্যমে ৪০ বার মারতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬১৫; বাংলা মিশকাত ৭ম খণ্ড, হা/৩৪৫১ 'শাস্তি' অধ্যায়)*।

ওমর (রাঃ)-এর যুগে নেশাদার দ্রব্য পানকারীদের সংখ্যা বেশী হলে তিনি ৮০ বেত্রাঘাত করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬১৬)*।

৬. গান বাজনা :

গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তির শাস্তি খুব অপমানজনক। যেহেতু এসব কাজের ভাল-মন্দ স্বাদ চোখ ও কানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা এমন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন যা অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং বড় অপমানজনক। অবৈধ ক্রীড়া-কৌতুক, টিভি-সিনেমা, পেপার ও রাস্তা-ঘাটের অশ্লীল ছবি প্রদর্শন হারাম। অশ্লীল ক্যাসেট, বই-পুস্তক ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। অশ্লীল কবিতা, উপন্যাস এবং বাতিলপন্থীদের পুস্তক পাঠ করাও হারাম। বর্তমানে অধিকাংশ যুবক-যুবতী অশ্লীল ক্যাসেট, বই, গান-বাজনা, উপন্যাস, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এ সবের শাস্তি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ–

‘এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি’ *(লুক্বমান ৬)*।

عَنْ أَبِيْ مَالِكِ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘অবশ্যই অবশ্যই আমার পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা যেনা, রেশম, নেশাদার দ্রব্য ও গান-বাজনা বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে’ *(বুখারী হা/৫৫৯০)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ والكُوْبَةَ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন’ *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৫০৩; বাংলা মিশকাত ৮ম খণ্ড হা/৪৩০৪)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ.

আবু ওমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা গায়িকা নর্তকীদের বিক্রয় কর না, তাদের ক্রয় কর না, তাদের গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র শিখিয়ে দিয়ো না, তাদের উপার্জন হারাম’ *(ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২৭৮০)*

অত্র হাদীছে গান-বাজনার যে কোন মাধ্যম হারাম করা হয়েছে। কাজেই সিনেমা, যাত্রা, ভিসিডি, থিয়েটার আরো যত মাধ্যম আছে সবগুলির ব্যবসা হারাম।

عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنْ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

নাফে‘ (রাঃ) বলেন, একদা ইবনু ওমর (রাঃ) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেলে তিনি তাঁর দুই কানে দুই আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা হতে সরে গেলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, নাফে‘ তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? আমি বললাম, না। তিনি

তার দুই আঙ্গুল দুই কান হতে বের করে বললেন, আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা হতে সরে গিয়েছিলেন এবং আমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন যেভাবে আজ তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/ ৪৯২৪, সনদ ছহীহ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের শব্দ যেন কানে না আসে তার সম্ভবপর চেষ্টা করতে হবে।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَكُوْنَنَّ فِى هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وقَذْفٌ وَمَسْخٌ وذٰلِكَ اِذَا شَرِبُوْا الْخُمُوْرَ واتَّخَذُوْا القَيْنَاتِ وَضَرَبُوْا بِالْمَعَازِفِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যখন আমার উম্মত নেশাদার দ্রব্য পান করবে, গায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত হবে এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হবে তখন অবশ্যই তিনটি ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবে- (১) বিভিন্ন এলাকায় ভূমি ধসে যাবে (২) উপর থেকে অথবা কোন জাতির পক্ষ থেকে যুলুম অত্যাচার চাপিয়ে দেওয়া হবে (৩) অনেকের পাপের দরুণ আকার-আকৃতি বিকৃত করা হবে। আর এ গজবের মূল কারণ তিনটি। (ক) মদ পান করা (খ) নায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত হওয়া (গ) বাদ্য যন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হওয়া।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُبَيِّتَنَّ قَوْمٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوْا قَدْ مَسَخُوْا قِرْدَةً وَخَنَازِيْرَ.

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু সম্প্রদায় রাত্রী অতিবাহিত করবে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-পানীয়তে ভোগ বিলাসী হয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের বিনোদন আনন্দ প্রমোদে। এমতাবস্থায় তাদের সকাল হবে শুকুর ও বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৬০৪, ২৬৯৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক শ্রেণীর অর্থশালী মানুষেরা নানা ধরনের মদ ও পানীয়ের ব্যবস্থা করে অতি ভোগ-বিলাসে দিনাতিপাত করবে। নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদে ও বিনোদনে রাত্রী যাপন করবে। এর মাধ্যম হবে নায়িকা, মদ ও বাদ্য যন্ত্র। এ ধরণের লোকেরা শুকুর ও বানরে পরিণত হবে। হয় তাদের আকৃতি শুকুর ও বানরের মত হবে, অথবা তাদের হালাল-হারামের বিবেচনা থাকবে না। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে শুকুরের সাথে তুলনা করেছন। তাদের চাল-চলন হবে বিজাতিদের মত অর্থাৎ তাদের স্ত্রী ও মেয়েরা বিজাতিদের মত নানা পোশাক পরবে। আর এদের কাছে যেনা হবে সাধারণ কাজ। এদের বাড়ী-গাড়ি হবে কুকুর ও বিভিন্ন ধরনের মূর্তিতে পরিপূর্ণ। তাই তাদেরকে বানরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ তারা বিজাতিদের অনুকরণ করবে।

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَشْرَبَنَّ نَاسُ من امّتِىْ الخَمرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وِيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ والْخَنَازِيْرَ.

আবু মালিক আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমার কিছু উম্মত মদ পান করবে এবং তার নাম রাখবে ভিন্ন। তাদের নেতাদেরকে গায়িকা ও বাদ্য যন্ত্র দিয়ে সম্মান করা হবে। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ভুমিকম্পের মাধ্যমে মাটিতেই ধসিয়ে দিবেন। আর তাদেরকে বানর ও শুকুরে পরিণত করবেন’ *(বুখারী, ইবনে মাজাহ হা/৪০২০)*। হাদীছে বুঝা গেল মানুষ মদ্যপান করবে, তবে মদের নাম অন্য হবে। আর নেতা ও দায়িত্বশীলদের সর্বক্ষণের সঙ্গী হবে বাদ্য যন্ত্র ও গায়িকা। এদের চরিত্র হবে নোংরা, এদের প্রিয় কাজ হবে অশ্লীলতা। তাদের স্বভাব ও কৃষ্টি-কালচার হবে শুকুর ও বানোরের ন্যায়। এরা স্বপরিবারে পাশ্চাত্যদের স্বভাব চরিত্র গ্রহণ করবে।

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَإِنَّ ممَّا أَتَخَوَّفُ مِنْهُ عَلى أمَّتِىْ أئِمَّةً مُضِلِّيْنَ، وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أمَّتِ الْاَوْثَانَ، وَسَتَلْحَقُ قبائِلُ مِنْ أمتِىْ بِالْمُشرِكِيْنَ-

রাসূল (ছাঃ)-এর দাস ছাওবান (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি সবচেয়ে যাদের বেশি ভয় করি তারা হচ্ছে নেতা ও এক শ্রেণীর আলেম সমাজ। অচিরেই আমার উম্মতের কিছু লোক মূর্তিপূজা করবে। আর অতি শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু লোক হিন্দু বা বিজাতিদের সাথে মিশে যাবে’ *(ইবনে মাজাহ হা/৩৯৫২, হাদীছ ছহীহ)*।

৭. অবৈধ সম্পর্ক :

যেসব বড় পাপ করলে দুনিয়াতেই কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে যেনা তার মধ্যে অন্যতম। দুনিয়াতে দু’টি বড় পাপের প্রতিক্রিয়া খুব নিন্দনীয়, যেনা তার একটি। যেনাকারীর বাস্তব বিচার বা সামাজিক বিচার যেমন অপমানজনক তেমনি সমাজে দুর্নাম ছড়িয়ে যাওয়াও অপমানজনক। কাজেই যেনাকারী ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত, পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত। এটা এমন একটা পাপ যার মাধ্যম অনেক। যেমন- চোখ, হাত, পা, কান, মুখ, অন্তর ও লজ্জাস্থান। এগুলির দ্বারা মানুষ যেনার মত জঘন্য পাপ করে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً– ‘তোমরা যেনার নিকটবর্তীও হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ’ *(বনী ইসরাঈল ৩২)*। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا–

‘তারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোন মা‘বূদকে ডাকে না, শরী‘আত সম্মত কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করে না এবং যেনা করে না। আর যে ব্যক্তি এই সকল কাজ করে সে শাস্তি ভোগ করবে। ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং এ শাস্তি লাঞ্ছিত অবস্থায় সে অনন্তকাল ভোগ করতে থাকবে’ *(ফুরক্বান ৬৮)*।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ–

‘যেনাকার নারী-পুরুষ প্রত্যেককে একশ’ বেত্রাঘাত কর, আল্লাহ্র বিধান পালনে তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে অনুগ্রহ আসা উচিত নয়। যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও’ *(নূর ২)*।

عَنْ عُبَادَةَ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خُذُوْا عَنِّي خُذُوْا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা আমার নিকট হতে আল্লাহ্র বিধান গ্রহণ কর, কথাটি রাসূল (ছাঃ) দু’বার বললেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, অবিবাহিত নারী-পুরুষকে একশ’ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন করতে হবে। আর বিবাহিত নারী-পুরুষকে রজম করতে হবে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৭ম খণ্ড, হা/৩৪০২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের তিনি পবিত্রও করবেন না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে– (১) বৃদ্ধ যেনাকার (২) মিথ্যাবাদী শাসক এবং (৩) অহঙ্কারী দরিদ্র ব্যক্তি’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৮২)*।

عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لاَ يَحلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَث رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْـصَان فَإِنَّـهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এমন মুসলমানের রক্ত হালাল নয়, যে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। তবে তিন শ্রেণীর মানুষকে হত্যা করতে হয়। (১) এমন মানুষ যে বিবাহ করার পর যেনা করল। তাকে রজম করতে হবে। (২) এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে অবস্থান করল, তাকে হত্যা করা হবে, না হয় শূলী দেওয়া হবে, না হয় যমীন হতে নির্বাসন করা হবে। (৩) এমন ব্যক্তি যে কাউকে হত্যা করল, তাকে হত্যা করা হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৩৫৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَان زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالأُذُنَان زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের উপর যেনার একটি অংশ লিখা হয়েছে। সে তা পাবেই। মানুষের দু'চোখের যেনা দেখা। দু'কানের যেনা শুনা। জিহ্বার যেনা কথা বলা। হাতের যেনা স্পর্শ করা। পায়ের যেনা যেনার পথে চলা। অন্তরের যেনা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা করা। লজ্জাস্থান তার সত্য মিথ্যা প্রমাণ করে' *(মুসলিম হা/২৬৫৭; মিশকাত হা/৮৬ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي رضي الله عنهما عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ : تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَيُنَادِيْ مُنَاد: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى، هَلْ مِنْ مَكْرُوْب فَيُفَرَّجُ عَنْهُ، فَلاَ يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَة إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، لَهُ إِلاَّ زَانِيَةً تَبْغِي بِفَرْجِهَا، أَوْ عَشَّارًا. وَفِىْ رِوَايَةٍ إِنَّ اللهَ يَدْنُو مِنْ خَلْقِهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَسْتَغْفِرُ إِلاَّ لِبَغِيٍّ بِفَرْجِهَا.

ওছমান ইবনে আবিল আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অর্ধরাতে আকাশের দরজা খোলা হয়। তখন আল্লাহ আহ্বান করে বলেন, কোন প্রার্থনাকারী আছে কি তার প্রার্থনা কবুল করা হবে? কোন সাহায্য প্রার্থী ব্যক্তি

আছে কি তাকে সাহায্য করা হবে? কোন সংকটে নিমজ্জিত ব্যক্তি আছে কি তার সংকট দূর করা হবে? এ সময় কোন মুসলমান দো‘আ করলে তার দো‘আ কবুল করা হয়। তবে অশ্লীল কাজে লিপ্ত যে নারী তার প্রার্থনা কবুল হয় না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর মাখলূকের পাশে থাকেন। যে ক্ষমা চায় তাকে ক্ষমা করেন। তবে যে নারী অশ্লীল কাজে লিপ্ত তাকে ক্ষমা করেন না’ *(আহমাদ, আত-তারগীব হা/৩৪২০)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الزِّنَا وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর যে ব্যাপারে বেশী ভয় করি তা হচ্ছে যেনা ও গোপন প্রবৃত্তি’ *(আত-তারগীব হা/৩৪১৯)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِيْ رَجُلاَنِ فَأَخَذَا بِضَبْعِيْ فَأَتَيَا بِيْ ... فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ أَشَدُّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنَهُ رِيْحًا كَأَنَّ رِيْحَهُمُ الْمَرَاحِيْضُ قُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ قَالَ هَؤُلاَءِ الزَّانُوْنَ وَالزَّوَانِيْ-

আবু ওমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম আমার পাশে দু’জন লোক আসল, তারা আমার বাহু ধরে নিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ দেখি আমি কিছু লোকের পাশে যারা খুব ফুলে আছে তাদের গন্ধ এতবেশী যেন মনে হচ্ছে ভাগাড়। আমি বললাম এরা কারা? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এরা ব্যভিচারী-ব্যাভিচারিণী’ *(আত-তারগীব হা/৩৪২৪)*।

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ طَهِّرْنِيْ فَقَالَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. فَقَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ طَهِّرْنِيْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْمَ أُطَهِّرُكَ؟ قَالَ مِنَ الزِّنَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبِهِ جُنُوْنٌ؟ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُوْنٍ فَقَالَ أَشَرِبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيْحَ خَمْرٍ فَقَالَ أَزَنَيْتَ؟ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَلَبِثُوا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ طَهِّرْنِيْ فَقَالَ وَيَحَكِ

ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِيْ اللهَ وَتُوْبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ تُرِيْدُ أَنْ تَرْدُدَنِيْ كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِك إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَ أَنْت؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِيْ بَطْنِك قَالَ فكَفَلَها رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قَدْ وَضَعَت الغامدِيَّةُ فَقَالَ إِذاً لَا نَرْجُمُهَا وَنَدْعُ وَلَدَهَا صَغِيْرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ: فَرَجَمَهَا. وَفِيْ رِوَايَة أَنَّهُ قَالَ لَهَا اذْهَبِيْ حَتَّى تَلِديْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ اذْهَبِيْ فَأَرْضِعِيْهِ حَتَّى تَفْطمِيْه فَلَمَّا فطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِه كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بِحَجْرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِد فَسَبَّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা মায়েয ইবনে মালেক (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, ‘আক্ষেপ তোমার প্রতি, চলে যাও, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর’। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন এবং সামান্য একটু দূরে গিয়েই পুনরায় ফিরে আসলেন এবং আবারও বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন। নবী করীম (ছাঃ) এবারও তাঁকে পূর্বের ন্যায় বললেন। এইভাবে তিনি যখন চতুর্থবার এসে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! আমি তোমাকে কোন্ জিনিস হতে পবিত্র করব? তিনি বললেন, যিনা হতে। তাঁর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ছাহাবাদেরকে) জিজ্ঞেস করলেন, ‘লোকটি কি পাগল’? লোকেরা বলল, না তো? তিনি পাগল নন। তিনি আবার বললেন, ‘লোকটি কি মদ পান করেছে’? তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাঁর মুখ শুঁকে দেখেন; কিন্তু মদের কোন গন্ধ তাঁর মুখ হতে পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি সত্যই যিনা করেছ’? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। এরপর তিনি রজমের নির্দেশ দিলেন, তখন তাঁকে রজম করা হল। এই ঘটনার দুই/তিন দিন পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ছাহাবাদের সম্মুখে) এসে বললেন, তোমরা মায়েয ইবনে মালেকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা সে এমন তওবাই করেছে, যদি তা সমস্ত উম্মতের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়, তবে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।

অতঃপর আয্দ বংশের গামেদী গোত্রীয় একটি মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ! চলে যাও, আল্লাহ্র কাছে ইস্তেগফার কর এবং তওবা কর। তখন মহিলাটি বলল, আপনি মায়েয ইবনে মালেককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাকেও কি সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান? দেখুন, আমার এই গর্ভ যিনার! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি (সত্যই গর্ভবতী)? মহিলাটি বলল, জি হ্যাঁ।

অতঃপর তিনি বললেন, যাও, তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আনছারী এক লোক মহিলাটির সন্তান প্রসব হওয়ার সময় পর্যন্ত তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গেলেন। সন্তান প্রসব হওয়ার পর ঐ লোকটি নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল, হুযুর! গামেদী মহিলাটির গর্ভ খালাছ হয়ে গিয়েছে। এবার তিনি বললেন, এই শিশু বাচ্চাটিকে রেখে আমরা মহিলাটিকে রজম করতে পারব না। এমতাবস্থায় যে, তাকে দুধ পান করাবার মত কেউই নেই। এমন সময় আর একজন আনছারী দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আমিই তার দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তাকে রজম করলেন ।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম (ছাঃ) মহিলাটিকে বললেন, 'তুমি চলে যাও এবং সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর'। অতঃপর সন্তান প্রসবের পর যখন আসল, তখন বললেন, আবারও চলে যাও এবং তাকে দুধ পান করাও এবং দুধ ছাড়ান পর্যন্ত অপেক্ষা কর। পরে যখন বাচ্চাটির দুধ খাওয়া বন্ধ হয়, তখন মহিলাটি বাচ্চার হাতে এক খণ্ড রুটির টুকরা দিয়ে তাকে সঙ্গে করে রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হল। এইবার মহিলাটি বলল, হে আল্লাহ্র নবী! এই দেখুন (বাচ্চাটির) দুধ ছাড়ান হয়েছে, এমনকি সে নিজের হাতের খানাও খেতে পারে। তখন রাসূল (ছাঃ) বাচ্চাটিকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দিলেন। পরে মহিলাটির জন্য গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। অতএব তার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করা হল। তৎপর লোকদেরকে নির্দেশ করলেন, তারা মহিলাটিকে রজম করল। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার মাথায় একখণ্ড পাথর নিক্ষেপ করতেই রক্ত ছিটে এসে তাঁর মুখমণ্ডলের উপর পড়ল। তাই তিনি মহিলাটিকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে গাল-মন্দ করলেন। (এটা শুনে) নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে খালেদ, থাম! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! মহিলাটি এমন (খালেছ) তওবা করেছে, যদি কোন বড় যালেমও এই ধরনের তওবা করে, তারও মাগফেরাত হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়ার আদেশ করলেন। অতঃপর তার জানাযা পড়লেন এবং তাকে দাফনও করা হল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২)*।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيًا؟ قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُوْلُ: مَا شَاءَ اللّٰهُ فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيًا؟ قُلْنَا: لَا قَالَ: لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدَيَّ فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيْدٍ يُدْخِلُهُ فِيْ شِدْقِهِ فَيَشُقُّهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا فَيَعُوْدُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ. قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ يَشْدَخُ بِهَا رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلَهُ وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا ارْتَفَعَت ارْتَفَعُوْا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيْهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِيْ أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيْبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوْقِدُهَا فَصَعَدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِيْ دَارًا أَوْسَطَ الشَّجَرَةِ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعَدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِيْ دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ مِنْهَا فِيهَا شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ فَقُلْتُ لَهُمَا: إِنَّكُمَا قَدْ طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ قَالَا: نَعَمْ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ مَا تَرَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي

الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا وَالشَّيْخُ الَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِيْ أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيْمُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِيْ يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَالدَّارُ الْأُوْلَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيْلُ وَهَذَا مِيكَائِيْلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ وَفِي رِوَايَةٍ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَا: ذَلِكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ: دَعَانِيْ أَدْخُلْ مَنْزِلِي قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ.

সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর অভ্যাস ছিল তিনি ফজরের ছালাত শেষে প্রায় আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক তার তা'বীর বর্ণনা করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ (আজ রাত্রে) কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি। আজ রাত্রে দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে (সম্ভবত তা শাম বা সিরিয়ার দিকে) নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে তা উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং তা দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভাল হয়ে যায়। আবার সে (প্রথমে যেভাবে চিরেছিল) পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সম্মুখের দিকে চললাম। অবশেষে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে (মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ করে) তা গড়িয়ে দূরে চলে যায়, তখনই সে লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায় সে ফিরে আসার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে তা দ্বারা তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম। অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছলাম, যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপর অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন প্রজ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হতে বাইরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হত আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা শিথিল হত, তখন তারাও পুনরায়

ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন, সুতরাং সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দণ্ডায়মান। আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরের লোকটি যখন তা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখ লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? সঙ্গীদ্বয় বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌঁছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন, একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। এ বৃক্ষটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, যাকে সে প্রজ্বলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করালো এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যে, এরূপ সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সে ঘর হতে বের করে বৃক্ষের আরও উপরে চড়ালো এবং এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যা প্রথমটি হতে সমধিক সুন্দর ও উত্তম। তাতেও দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাতে অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলেন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে বলল, হ্যাঁ, (আমরা তা জানাবো)। ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দ্বারা যার গাল চিরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হতে মিথ্যা রটানো হত। এমনকি তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তক পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলা যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কুরআন হতে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর (আগুনের) তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন, তারা হল যেনাকারী (নারী-পুরুষ)। আর ঐ ব্যক্তি যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হল সুদখোর। আর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর চতুস্পার্শ্বের শিশুরা হল মানুষের সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করতে দেখেছেন, সে হল দোযখের দারোগা মালেক। আর প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করেছিলেন, তা (জান্নাতের মধ্যে) সর্বসাধারণ মুমিনদের গৃহ। আর যে ঘর যে পরে দেখেছেন, তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম, জিব্রাঈল এবং ইনি হলেন মীকাঈল। এবার আপনি মাথা

উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথাটি তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের মত কোন একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্তরবিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস দেখলাম। তাঁরা বললেন, তা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তারা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬২১; বাংলা মিশকাত হা/৪৪১৬)*।

৮. ছবি ও মূর্তি :

ছবি ও মূর্তি শিরকের উৎস। এর মাধ্যমে আক্বীদা ও দ্বীন নষ্ট হয়, ছবি-মূর্তি যুবক-যুবতীদের চরিত্র ধ্বংস করে। এজন্য ছবি-মূর্তি গ্রহণকারীদের শাস্তি বড়ই কঠিন। তাদেরকে ছবি-মূর্তিতে আত্মা সঞ্চার করতে বাধ্য করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيْنًا– 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিশাপ করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন অপমানজনক শাস্তি' *(আহযাব ৫৭)*। ছবি ও মূর্তি অঙ্কন করে আল্লাহ্র গুণাবলীতে সাদৃশ্য প্রকাশ করে আল্লাহকে কষ্ট দেয়া হয়।

عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيْرُ–

আবু ত্বালহা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে (রহমত ও বরকতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(বুখারী ২/৮৮০ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৪৮৯; বাংলা মিশকাত ৮ম খণ্ড, হা/৪২৯৮ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ–

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি 'আল্লাহ্র নিকট ছবি মূর্তি অংকনকারীর সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে' *(বুখারী ৮৮০ পৃঃ, মিশকাত হা/৪৪৯৭)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যারা এসব ছবি-মূর্তি তৈরি করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে তোমরা যেসব ছবি-মূর্তি তৈরি করেছ তাতে আত্মা দান কর' *(বুখারী হা/৫৯৫১)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا وَلَيْس بِنَافِخٍ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি মাত্র একটি ছবি-মূর্তিও তৈরি করবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাতে আত্মা দান করতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু তার পক্ষে কখনোই তা সম্ভব হবে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯৯, 'পোষাক' অধ্যায়)*।

عَنْ عَئِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلاَّ نَقَضَهُ–

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছবিপূর্ণ কোন কিছু তাঁর বাড়ীতে দেখলে তা ছিড়ে বা ভেঙ্গে ফেলতেন' *(বুখারী হা/৫৯৫২)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِيْ عَلَى سَهْوَةٍ لِيْ فِيْهَا تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সফর হতে আসলেন, এমতাবস্থায় আমি একটি ছবিপূর্ণ পর্দা তাকের উপর দিয়ে রেখেছিলাম। রাসূল (ছাঃ) তা দেখে ছিড়ে টুকরা করে দিলেন এবং বললেন, 'যারা ছবি-মূর্তি অংকন করে ক্বিয়ামতের দিন তাদের কঠিন শাস্তি হবে' *(বুখারী হা/৫৯৫৪)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوْكًا فِيهِ تَمَاثِيْلُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) এক সফর থেকে আসলেন, এমতাবস্থায় আমি একটি ছবিপূর্ণ পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছি। রাসূল (ছাঃ) সেটা সরিয়ে ফেলতে বললেন, আমি তা সরিয়ে দিলাম *(বুখারী হা/৫৯৫৫)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمِيْطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ فِيْ صَلاَتِيْ–

আনাস (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি চাদর ছিল যা দ্বারা তিনি তাঁর ঘরের এক পার্শ্ব পর্দা করে রেখেছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বললেন, 'আমার নিকট থেকে চাদর সরাও তার ছবিগুলি সর্বদা আমার সামনে আসছে' *(বুখারী হা/৩৭৪, ৫৯৫৯)*

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُوْبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِه ﷺ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَالُ هَذِه النُّمْرُقَة قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِه الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَة يُعَذَّبُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ.

আয়েশা (রাঃ) একটি ছোট বালিশ ক্রয় করেছিলেন, তাতে ছবি আঁকা ছিল। রাসূল (ছাঃ) ঘরে প্রবেশের সময় তা দেখতে পেলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ না করে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পেরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট তওবা করছি। আমি কি পাপ করেছি? (আপনি ঘরে প্রবেশ করছেন না কেন?)। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'এই ছোট বালিশটি কোথায় পেলে'? তিনি বললেন, আমি এটা এজন্য ক্রয় করেছি যে, যাতে আপনি হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই যারা এই সমস্ত ছবি তোলে বা অংকন করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যাদের তৈরি করেছ তাদের জীবিত কর। তিনি বললেন, 'যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে (রহমত ও বরকতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(বুখারী হা/৫৯৬১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে ঘরে ছবি থাকবে সে ঘরে প্রবেশ করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ)-কে ছবি-মূর্তি ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছিলেন *(নূহ ২৩)*। ইবরাহীম (আঃ) ছবি-মূর্তি ভেঙ্গে খান খান করেছিলেন *(আম্বিয়া ৫৮)*। রাসূল (ছাঃ) ছবি-মূর্তি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দেয়ার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন *(মুসলিম, মিশকত হা/১৬৯৬; বাংলা মিশকাত ৪র্থ খণ্ড, হা/১৬০৫ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَت دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِيْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَة فَلَمَّا رَاهُ هَتَكَهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَّذِيْنَ يَضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُوْهُ الْمَلاَئِكَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ فَقَدْ رَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَهُمَا وَفِيْهَا صُوْرَةٌ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার কাছে আসলেন, এমতাবস্থায় আমি আমার অঙ্গিনার সম্মুখভাগে একটি পাতলা কাপড় দ্বারা পর্দা করেছিলাম, যাতে অনেক ছবি ছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এতে পাখা বিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি ছিল। রাসূল (ছাঃ) যখন এটা দেখলেন, তখন সেটা ছিড়ে ফেললেন এবং তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, 'আয়েশা! ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে ঐ লোকদের যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাদৃশ্য তৈরি করে'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'নিশ্চয়ই ছবির মালিকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তা জীবিত কর। যে বাড়িতে ছবি টাঙ্গানো থাকে সে বাড়িতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি ঐ ছবিওয়ালা কাপড়টিকে কেটে একটি বা দু'টি বালিশ তৈরি করলাম। আমি তার একটির উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হেলান দিয়ে থাকতে দেখেছি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৯, ৪৪৯২, ৪৪৯৩)।*

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ إِنِّيْ كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُوْنَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِيْ كُنْتَ فِيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فِيْ بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوْطَآنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জিবরীল (আঃ) আমার কাছে এসে বললেন, আমি গত রাতে আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু আমি ঘরে প্রবেশ করিনি। কারণ গৃহদ্বারে অনেকগুলি ছবি ছিল এবং ঘরের দরজায় এক খানা পর্দা টাঙ্গানো ছিল যাতে অনেকগুলি প্রাণীর ছবি ছিল। আর ঘরের অভ্যন্তরে ছিল একটি কুকুর। বস্তুত যে ঘরে এ সমস্ত জিনিস থাকে, আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না। সুতরাং ঐ সমস্ত ছবিগুলির মাথা কেটে ফেলার আদেশ দিন, যা ঘরের দরজায় রয়েছে। তা কাটা হলে গাছের আকৃতি হয়ে যাবে এবং পর্দাটি সম্পর্কে আদেশ দিন তাকে কেটে দু'টি গদি তৈরি করা হবে, যা বিছানা এবং পায়ের নিচে

থাকবে। আর কুকুরটি সম্পর্কে আদেশ দিন যেন তাকে ঘর থেকে বের করা হয়। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) তাই করলেন' *(তিরমিযী হা/২৮০৬, মিশকাত হা/৪৫০২, সনদ ছহীহ)*।

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছবি টাঙ্গানো যাবে না। কারণ এতে রহমতের ফেরেশতা আসে না। উল্লেখ্য যে, সব ধরনের ছবি হারাম। শরীর বিশিষ্ট হোক বা শরীর ছাড়া হোক, ছায়া বিশিষ্ট হোক বা ছায়া ছাড়া হোক, সব প্রকার ছবি নিষিদ্ধ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না'। এতে তিনি সব ছবিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নির্দিষ্টভাবে কোন প্রকার উল্লেখ করেননি। সেজন্য তিনি পর্দা ছিড়ে ফেলেছেন এবং ছবি সরানোর জন্য আদেশ দিয়েছেন। এটা সুস্পষ্ট দলীল যে, ছবির আসল আকৃতি পরিবর্তন করে দিলে তা ব্যবহার করা বৈধ হয়ে যায়। কারণ ছবির চিহ্ন পরিবর্তনের ফলে অন্য আকৃতি তৈরি হয়। তবে যে ছবিতে প্রকৃত উপকারিতা আছে আমরা সে ছবি তৈরি করা জায়েয মনে করি। আর এ উপকারিতাসমূহ প্রত্যাখ্যান করা সহজ নয়, যার পদ্ধতি মূলত বৈধ। যেমন চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় এবং ভূগোলবিদদের ও শিকার সংগ্রহকারীদের প্রয়োজন হয়। এমনকি কোন কোন সময় তা ওয়াজিব হয়ে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِىْ مَيْمُوْنَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَد اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِى أَنْ يَلْقَانِى اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِى أَمَ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِى. قَالَ فَظَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِى نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ لَهُ قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِى أَنْ تَلْقَانِى الْبَارِحَةَ. قَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ. فَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيْرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيْرِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) মায়মুনা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিন্তিত অবস্থায় ভোর করলেন এবং বললেন, জিব্রীল (আঃ) এই রাতে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ করেননি। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি তো কখনো আমার সাথে কথা দিয়ে খেলাফ করেন না। অতঃপর তাঁর মনে পড়ল ঐকুকুর ছানাটির কথা, যা তাঁর খাটের নিচে ছিল, তা বের করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তাকে বের করে দেওয়া হল।

অতঃপর কুকুরটি যে জায়গায় বসা ছিল তিনি সেই জায়গায় কিছু পানি নিজ হাতে নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন পরে যখন বিকাল হল জিব্রীল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, গত রাতে আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা করেছিলেন। তিনি বললেন হ্যাঁ, সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলাম কিন্তু আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে। পরের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমস্ত কুকুর মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। এমনকি ছোট ছোট বাগানের হেফাযতে রক্ষিত কুকুরগুলিকে ছেড়ে দেন। অর্থাৎ এগুলিকে মারতে বলেননি' *(মুসলিম হা/২১০৫; মিশকাত হা/৪৪৯০)*।

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَعْرَسْتُ فِيْ عَهْدِ أَبِيْ فَأَذَنَّ أَبِيْ النَّاسَ وَكَانَ أَبُوْ أَيُّوْبَ فِيْمَنْ آذَنَا وَقَدْ سَتَرُوْا بَيْتِيْ بِنِجَادٍ أَخْضَرَ فَاَقْبَلَ أَبُوْ أَيُّوْبَ فَدَخَلَ فَرَأَنِـــيْ قَائِمًـــا وَأَطَّلَعَ فَرَأَى الْبَيْتَ مُسْتَتِرًا بِنِجَادٍ أَخْضَرَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ أَتَسْتُرُوْنَ الْجُدُرَ قَالَ أَبِيْ وَأَسْتَحْيِ غَلَبَتْنَا النِّسَاءُ يَا أَبَا أَيُّوْبَ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ أَنْ تَغْلِبْنَهُ النِّـــسَاءُ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَغْلِبْنَكَ ثُمَّ قَالَ لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا وَلاَ أَدْخُلُ لَكُـــمْ بَيْتًا ثُمَّ خَرَجَ رَحِمَهُ اللهُ.

সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতা বেঁচে থাকা অবস্থায় বিবাহ করলাম। আমার পিতা লোকজনকে দাওয়াত দিলেন। দাওয়াত প্রাপ্তদের একজন আমার ঘরটি সবুজ রংয়ের বিভিন্ন কাপড়, বিছানা ও বালিশ দ্বারা সাজিয়েছিলেন। আবু আইয়ুব এসে ঘরে ঢুকলেন এবং তিনি আমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেন। তিনি অনুসন্ধান করে দেখলেন, সবুজ কাপড় দ্বারা বাড়ি-ঘর পর্দা করা হয়েছে। তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তোমরা কি দেওয়ালে পর্দা লাগাও? আমার পিতা লজ্জিত হয়ে বললেন, হে আবু আইয়ুব! মহিলারা এ কাজে আমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। তখন আবু আইয়ুব বললেন, যাদের উপর মহিলারা প্রাধান্য বিস্তার করবে বলে মনে করতাম, আপনাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম না। এরপর তিনি বললেন, আমি তোমাদের খাদ্য খাব না। তোমাদের ঘরেও প্রবেশ করব না। অতঃপর তিনি বের হয়ে গেলেন *(ত্বাবারাণী, আদাবুয যিফাফ ২০১ পৃঃ)*।

عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِيْنَ قَدِمَ الشَّامَ فَصَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِـــنَ النَّصَارَى فَقَالَ لِعُمَرَ إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ تَجِيْئَنِيْ وَتَكْرِمَنِيْ اَنْتَ وَأَصْحَابُكَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الشَّامِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ اَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِيْ فِيْهَا.

ওমর (রাঃ) যখন সিরিয়াতে আসলেন, তাঁর জন্য এক খ্রিস্টান লোক খাদ্য তৈরি করল। সে ওমর (রাঃ)-কে বলল, আমি পসন্দ করি আপনি আমার বাড়িতে আসবেন এবং আপনি ও আপনার সাথীরা আমাকে সম্মানিত করবেন। এ লোক ছিল সিরিয়ার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের একজন। ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় ছবি থাকার কারণে প্রবেশ করি না *(বায়হাকী, আদাবুয যিফাফ ১৬৪ পৃঃ)*।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَقَالَ أَفِي الْبَيْتِ صُوْرَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ فَأَبَى أَنْ يَّدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّوْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ.

আবু মাসউদ উকবাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক লোক তাঁর জন্য খাদ্য তৈরি করল। এরপর তাঁকে দাওয়াত দিল। অতঃপর তিনি বললেন, ঘরে কি ছবি আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন, শেষ পর্যন্ত ছবি ভেঙ্গে ফেলা হল। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন *(বায়হাকী, আদাবুয যিফাফ ১৬৫ পৃঃ)*।

قَالَ الْإِمَامُ الأَوْزَاعِيُّ لاَ نَدْخُلُ وَلِيْمَةً فِيْهَا طَبْلٌ وَلاَ مِعْزَافٌ.

ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন, 'আমরা ঐ ওয়ালীমাতে যাই না, যাতে তবালা ও বাদ্যযন্ত্র থাকে *(আদাবুয যিফাফ, ১৬৫ পৃঃ)*। উল্লেখিত বিবরণ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এমন দাওয়াতের অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে না, যাতে অপসন্দনীয় কর্মকাণ্ড ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। তবে উপস্থিতির কারণে তা পরিত্যাগ করলে অথবা বন্ধ রাখলে কিংবা সে নিষেধ করলে যেতে পারে।

৯. সূদ ও ঘুষ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.

'আল্লাহ সূদকে সংকুচিত করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে পসন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*।

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, সূদ মানুষের অর্থকে ধ্বংস করে এবং দান মানুষের অর্থকে বৃদ্ধি করে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার' *(আলে ইমরান ১৩০)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং যদি তোমরা মুমিন হও তবে সূদের মধ্যে যা বকেয়া রয়েছে তা বর্জন কর' *(বাক্বারাহ ২৭৮)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সূদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী ও সূদের দু'সাক্ষীর প্রতি অভিশাপ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অভিশাপে তারা সবাই সমান *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৬৮৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيْلِ الْمَلاَئِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَيَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زِنْيَةً.

আবদুল্লাহ ইবনু হানযালাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি জেনে শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সূদ গ্রহণ করলে ছত্রিশবার যেনা করার চেয়ে কঠিন হবে' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৮২৫; বাংলা মিশকাত হা/২৭০১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সুদের পাপের ৭০টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হচ্ছে মাতাকে বিবাহ করা' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৬, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قَلٍّ.

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সূদ এমন বস্তু যার পরিণাম হচ্ছে সংকচিত হওয়া যদিও তা বৃদ্ধি মনে হয়' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَاشِيَ وَالْمُرْتَشِيْ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারীর উপর অভিশাপ করেছেন *(ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত, হা/৩৭৫৩ 'নেতৃত্ব' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِأَخِيْهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল এবং সেই সুপারিশের প্রতিদান স্বরূপ তাকে কিছু উপহার দিল। যদি সে তা গ্রহণ করে তাহলে সে সূদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজায় উপস্থিত হল' *(আবূদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত, হা/৩৭৫৭)*।

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ.

বুরায়দাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি যাকে ভাতা দিয়ে কোন কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছি সে যদি ভাতা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করে তাহলে তা হবে খিয়ানাত' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ اللهِ بِغَيْرِحَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

খাওয়ালাহ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই কিছু লোক আল্লাহ্র সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৪৬)*।

১০. শিরক :

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে শির্ক করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 'আর যখন লুকমান হাকীম তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বললেন, হে আমার আদরের সন্তান! তুমি আল্লাহ্র সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ' *(লুকমান ১৩)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنصَارٍ– 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়িদাহ ৭২)*।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ‘যদি তারা শির্ক করে তাহলে তাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে’ *(আন‘আম ৮৮)*।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنْ الْخَاسِرِيْنَ-

‘তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করেন তাহলে তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(যুমার ৬৫)*।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا-

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তাঁর সাথে শির্ক করে। আর তিনি এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ্র সাথে যারা শিরক করে, নিশ্চয়ই তারা মহাপাপে জড়িয়ে মিথ্যা রচনা করে’ *(নিসা ৪৮)*।

শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করা হল।-

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْد قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا (وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) الآية.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র নিকটে কোন্ গোনাহটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কোন সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, তোমার সন্তানকে হত্যা করা এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে খাবে (অর্থাৎ দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা)। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, ‘প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে

তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া'। রাসূল (ছাঃ)-এর একথারই সত্যায়ন করে আল্লাহ পাক (নেক্কার লোকদের প্রশংসায় আয়াত নাযিল করেন, 'আর যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে না এবং যারা অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে না যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন এবং যারা ব্যভিচার করে না' *(ফুরক্বান ৬৮; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯)*।

عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ: وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'কাবীরা গোনাহ সমূহ হল- (১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা (২) পিতামাতার অবাধ্য হওয়া (৩) মানুষ হত্যা করা এবং (৪) মিথ্যা শপথ করা' *(বুখারী হা/৬৬৭৫)*। কিন্তু আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় 'মিথ্যা শপথ'-এর বদলে 'মিথ্যা সাক্ষ্য' শব্দ এসেছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَات. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ الله، وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে দূরে থাকবে। ছাহাবীগণ বললেন, সেগুলি কী? আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, (১) আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করা (২) জাদু করা (৩) অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করেছেন (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল (অন্যায়ভাবে) ভক্ষণ করা (৬) জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরলা নির্দোষ মুমিন মহিলাদের নামে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২)*।

عَنْ مُعَاذ قَالَ أَوْصَانِىْ رَسُوْلُ الله ﷺ بعَشْرِ كَلمَات قَالَ لاَ تُشْرِكْ بالله شَيْئًا وَإِنْ قُتلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَعُقَّنَّ وَالدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ منْ أَهْلكَ وَمَالكَ وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ منْهُ ذمَّةُ الله وَلاَ تَشْرَبَنَّ خَمْراً فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحشَة وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصيَة حَلَّ سَخَطُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَإِيَّاكَ وَالْفرَارَ منَ الزَّحْف وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فيْهِمْ فَاثْبُتْ وَأَنْفقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَباً وَأَخِفْهُمْ فِى الله.

মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ১০টি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, (১) আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয় (২) তুমি তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না। যদিও তারা তোমাকে তোমার পরিবার ও মাল-সম্পদ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেন (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরয ছালাত ত্যাগ করবে না। তার পক্ষে আল্লাহ্‌র যিম্মাদারী উঠে যাবে (৪) কখনোই মাদক সেবন করবে না। কেননা এটিই হল সকল অশ্লীলতার মূল (৫) সর্বদা গোনাহ থেকে দূরে থাকবে। কেননা গোনাহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ক্রোধ আপতিত হয় (৬) সাবধান! জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করবে না। যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়। (৭) যদি কোথাও মহামারী দেখা দেয়, এমতাবস্থায় তুমি যদি সেখানে থাক, তাহলে তুমি সেখানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করবে (মৃত্যুর ভয়ে পালাবে না)। (৮) তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে (অযথা কৃপণতা করে তাদের কষ্ট দিবে না)। (৯) তাদের উপর থেকে শাসনের লাঠি তুলে নিবে না এবং (১০) তাদেরকে সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয় দেখাবে’ *(আহমাদ, মিশকাত হা/৬১)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَــنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করবে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করবে না সে জান্নাতে যাবে’ *(মুসলিম, মিশকাত, বাংলা মিশকাত ১ম খণ্ড হা/৩৪, ‘ঈমান’ অধ্যায় হা/৩৮)*।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِيْ. يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لاَ تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতদিন তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। আমি কারো পরওয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ্ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি ক্ষমা করার ব্যাপারে কারও পরওয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কোন শরীক

না করে আমার সামনে আস, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৩৬)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيْ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ.

'হে নবী তুমি বল! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমাকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা কি সে কষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে' *(যুমার ৩৮)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ.

উক্ববাহ ইবনু আমির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তা'বীয ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দিবেন না। আর যে কড়ি ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না' *(আহমাদ হা/১৬৭৬৩, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ-

উক্ববাহ ইবনু আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে একদল লোক উপস্থিত হল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দলটির ৯ জনকে বায়'আত করালেন এবং একজনকে বায়'আত করালেন না। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি ৯ জনকে বায়'আত করালেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তার সাথে একটি তা'বীয রয়েছে'। তখন লোকটি হাত ভিতরে ঢুকিয়ে তা'বীয ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকেও বায়'আত করালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তা'বীয ব্যবহার করল সে শির্ক করল' *(আহমাদ হা/১৬৭৭১, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِيْ فَأَخْبِرْ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ-

রুওয়াইফী'আ ইবনু ছাবিত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'হে রুওয়াইফা! হয়তো তুমি আমার পরেও অনেক দিন বেঁচে থাকবে। সুতরাং তুমি লোকদেরকে এ কথা বলে দিও যে, যে ব্যক্তি দাড়িতে গিট দিল অথবা তা'বীয জাতীয় বেল্ট বা সুতা (ছেলে-মেয়ের বা প্রাণীর গলায়) পরাল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইসতেঞ্জা করল, নিশ্চয়ই তার সাথে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কোন সম্পর্ক নেই' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩৫১ সনদ ছহীহ, বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/৩২৪ 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَـــائِمُ وَالتِّوَلَـــة شِـــرْكٌ 'নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক তা'বীয এবং ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য কৌশল অবলম্বন করা শির্ক' *(আবূদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৫৫২, বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড, হা/৪৩৫৩ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অধ্যায়)*।

অত্র আয়াত এবং হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মাধ্যমে রোগ মুক্তি চাওয়া বা বিপদ থেকে বাঁচতে চাওয়া শিরক। যেমন রোগ মুক্তির আশায় তামার বালা অথবা অষ্ট ধাতুর আংটি ব্যবহার করা শির্ক। গাভীকে যে কোন ক্ষতি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে গাভীর গলায় চামড়া ব্যবহার করা, বালা-মুছীবত থেকে বাঁচার জন্য সাদা কড়ি চুলে বেঁধে ব্যবহার করা, বাচ্চাকে শয়তানের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার আশায় কালো সুতায় গিরা দিয়ে ব্যবহার করা, বাচ্চা যেন না মরে এ আশায় কান ফুঁড়িয়ে বালা ব্যবহার করা এবং যে কোন উদ্দেশ্যে তাবীয ব্যবহার করা শির্ক। কারণ যে কোন সমস্যার সমাধান একমাত্র আল্লাহ করতে পারেন অন্য কিছু নয়। তবে জীবিত মানুষের মাধ্যমে বিপদ থেকে বাঁচতে চাওয়া যায়। যেমন ওমর (রাঃ) আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-কে পানি চাওয়ার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫০৯)*। ভাল আমলের মাধ্যমে বিপদ থেকে বাঁচতে চাওয়া যায়। যেমন তিনজন ব্যক্তি গর্তে আটকা পড়লে ভাল আমলের মাধ্যমে বাঁচতে চেয়েছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৮)*।

قَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

হাফছাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতির্বিদদের নিকট যাবে এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে ৪০ দিন তার ছালাত কবুল করা হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৮ম খণ্ড হা/৪৩৯৩ 'জ্যোতিষীর গণনা' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

আবূ হুরাইরা ও হাসান (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন গণক বা জ্যোতির্বিদদের নিকট আসল এবং তার বলা কথার প্রতি বিশ্বাস করল সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর যা (কুরআন মাজীদ) অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অস্বীকার করল' *(আহমাদ ২/৪২৯পৃঃ)।*

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাতের রাশি দেখে ভাগ্যের ভবিষ্যৎ প্রকাশ করা, হাত চালিয়ে হারিয়ে যাওয়া বস্তুর সংবাদ দেয়া, টিয়া পাখির মাধ্যমে ভাগ্যের ভবিষ্যৎ প্রকাশ করা গণকের নিকট হারিয়ে যাওয়া বস্তু জানতে চাওয়া এগুলো সবই শিরক।

عَنْ أَبِيْ وَاقد اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بشَجَرَة للْمُشْركينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاط يُعَلِّقُوْنَ عَلَيْهَا أَسْلحَتَهُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاط كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاط فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سُبْحَانَ الله هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَده لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ-

আবু ওয়াক্বিদ আল-লায়ছী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হুনাইনের (যুদ্ধের) উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি। এক স্থানে পৌত্তলিকদের একটি কুল গাছ ছিল যার চারপাশে তারা বসত এবং তাদের সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। গাছটিকে তারা (যাতুল আনওয়াত) বলত। আমরা একদিন একটি কুল গাছের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুশরিকদের যেমন নির্ধারিত গাছ আছে আমাদের জন্যও তেমনি একটি গাছ নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহু আকবার' তোমাদের এ দাবী পূর্ববর্তী লোকদের রীতিনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা এমন কথা বলেছ যা বনী ইসরাঈলরা মূসা (আঃ)-কে বলেছিল। তারা বলেছিল, হে মূসা! মুশরিকদের যেমন মা'বূদ আছে আমাদের জন্য তেমন মা'বূদ বানিয়ে দাও। মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা মূর্খের মত কথাবার্তা বলছ' *(আ'রাফ ১৩৮)*। 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতিনীতিই অবলম্বন করছ' (তিরমিযী হা/২১০৬, হাদীছ ছহীহ)। অত্র কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন কিছুর মাধ্যমে বরকত হাছিল করা শিরক।

গাছ, পাথর, কোন স্থান, কোন পুরাতন নিদর্শন কিংবা কোন মৃত মানুষের মাধ্যমে বরকত হাছিল করা শির্ক। যেমন- কোন মৃত পীর-দরবেশের মাযারে যাওয়া বা তাদের আস্তানায় গিয়ে বরকত হাছিল করা শিরক। কোন স্থানে গিয়ে ছালাত আদায় করে কিংবা কিছু দান করে বরকত হাছিল করা শির্ক। কোন দিনকে লক্ষ্য করে কোন অনুষ্ঠান করা শির্ক। যেমন জন্ম দিবস পালন করা, মৃত দিবস পালন করা, ১৬ই ডিসেম্বর, ২৬শে মার্চ, ২১শে ফেব্রুয়ারী পালন করা শির্ক।

নির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্যে কিছুকাল ও সপ্তাহ উদযাপন করা, ধর্মীয় কাজ উপলক্ষে ও ব্যক্তিবর্গের স্মরণে সমাবেশ করা, প্রতিকৃতি তৈরী ও স্মরণীয় ব্যক্তির মূর্তি স্থাপন করা, মাতম করা ও জানাযার পন্থা উদ্ভাবন করা এবং কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা সবগুলিই শির্ক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُــهُ– 'তোমরা যা কিছু দান কর আর যা কিছু মানত কর আল্লাহ তা জানেন' *(আল-বাক্বারাহ ২৭০)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَــنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِه

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কাজে মানত করে সে যেন তা পুরা করার মাধ্যমে আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানীমূলক কাজে মানত করে সে যেন আল্লাহ্‌র নাফরমানী না করে (মানত পূরণ না করে)' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৭, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৭ম খণ্ড হা/৩২৮১)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র নামে বৈধ স্থানে মানত মানা যায় এবং তা পালন করা যরূরী *(বাক্বারাহ ২৭)*।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা শির্ক। যেমন- কোন বালা-মুছীবত দূর করার উদ্দেশ্যে অথবা কিছু অর্জন করার আশায় মাযারে জীবিত কিংবা মৃত পীরের নামে পশু বা কোন কিছু মানত করা শিরক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الْإِنسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا–

'মানুষের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জিনের কাছে আশ্রয় চাইত, এর ফলে জিনদের গর্ব ও অহমিকা আরো বেড়ে গিয়েছিল' *(জিন ৬)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ জিনের কাছে আশ্রয় নিত, এখনও নেয়।

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ السُّلَمِيَّةِ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِــلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ–

খাওলাহ বিনতে হাকীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি কোন বাড়িতে বা স্থানে অবতীর্ণ হয়ে বলবে,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 'আমি আল্লাহ্র পূর্ণ কালামের নিকট তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই'। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ স্থান ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৫ম খণ্ড, হা/২৩১০ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট কিছু চাওয়া ও পাওয়ার আশা করা কিংবা পীর-ফকীরের নিকট কিংবা তাদের মাযারে সন্তান বা কিছু কামনা করা শির্ক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنْ الظَّالِمِيْنَ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ-

'আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সত্তাকে ডেকো না যে তোমার কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। যদি তুমি এমন কাজ কর তাহলে নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন, তাহলে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর অন্য কেউ ঐ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না' *(ইউনুস ১০৬-১০৭)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ- 'তোমরা আল্লাহ্র নিকট খাদ্য চাও এবং তাঁরই ইবাদত কর' *(আনকাবুত ১৭)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ- 'তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ছেড়ে এমন ব্যক্তিকে ডাকে যে ব্যক্তি ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না। তারা তাদের প্রার্থনা হতে গাফিল' *(আহকাফ ৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ- 'বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে কে সাড়া দেয়? যখন সে ডাকে। আর কে তার কষ্ট দূর করে?' *(নামল ৬২)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَقَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا

‘কাফেররা বলল, তোমরা তোমাদের মা‘বূদগুলিকে কখনো পরিত্যাগ করো না। বিশেষ করে ‘ওয়াদ’, সু‘আ, ‘ইয়াগূছ’, ‘ইয়াউক্ব’ এবং ‘নাসর’ (মূর্তিগুলিকে) কখনও পরিত্যাগ করো না’ *(নূহ ২৩)*।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هذه أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ اَنْصِبُوْا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ أَنْصَابًا وَسَمُّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوْا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُوْلَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এগুলি হচ্ছে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেককার ব্যক্তিদের নাম, তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায়কে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসত সেসব জায়গায় তাদের মূর্তি স্থাপন কর এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মূর্তিগুলির নামকরণ কর। তখন তারা তাই করল। তবে তাদের জীবদ্দশায় ঐ সমস্ত মূর্তির পূজা করা হয়নি, কিন্তু মূর্তি স্থাপনকারীরা যখন মৃত্যুবরণ করল এবং মূর্তি স্থাপনের ইতিকথা ভুলে গেল তখনই এগুলির ইবাদত শুরু হল’ *(বুখারী ২/৭৩২ পৃঃ)* অত্র হাদীছে মূর্তিপূজার সূচনা প্রমাণিত হয়।

নেককার, পীর, বুযুর্গ লোকদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা মানুষের মুশরিক হওয়ার অন্যতম কারণ। একমাত্র আল্লাহ্র সাথে খাছ কোন হক্বের মধ্যে কোন নেককার ব্যক্তি বা পীর-বুযুর্গ কিংবা কোন নেতাকে হক্বদার বানানো। কেননা আল্লাহ্র হক্বের মধ্যে কোন অংশীদারই শরীক হতে পারে না। আর অন্যকে তাঁর সাথে হক্বদার মনে করায় সবচেয়ে বড় শির্ক। হক্ব বা অধিকার তিন প্রকার। এক. আল্লাহ্র হক্ব, তা হল চাওয়া-পাওয়া, ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার হক্বদার একমাত্র আল্লাহ। দুই. শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র রাসূল। তিন. যৌথ অধিকার। আর তা হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের যথাযথ আনুগত্য করা। যারা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর হক্ব যথাযথ আনুগত্যের মাধ্যমে আদায় করতে পারে একমাত্র তারাই ওলী আউলিয়াদের যথাযথ সম্মান করতে পারে। নেককার লোকদেরকে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসাই হচ্ছে শির্কের উৎপত্তি। অবশ্য এ ভালবাসা এখন ভণ্ড পীর ও নেতাদের দখলে চলে গেছে। ফলে শির্কের পরিধি আরও অনেক বেড়ে গেছে। যেমন ভালবাসার স্থান পেয়েছে শহীদ মিনার, কবরে পুষ্প দান, নেতাদের মাযারে পুষ্প দান, নেতাদের ছবি-মূর্তি, শ্রদ্ধাঞ্জলী, বিজয় দিবস ও তার পালন নীতি, জন্ম দিবস ও তার প্রস্তুতি, শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বাণ ইত্যাদি। মৃত পীর-ওলীদের বাস্তব শ্রদ্ধা এসব শির্কের মূলকেন্দ্র।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবনের শেষ অসুখে বলেছিলেন, 'ইহুদী-খৃষ্টানদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের ক্ববরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭১২ বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২য় খণ্ড হা/৬৫৯ 'মসজিদসমূহ ও ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ جُنْدَب قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

জুনদুব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'মনে রেখ নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী এবং নেককার লোকদের ক্ববরকে মসজিদ বানিয়েছিল। সাবধান! তোমরা ক্ববরকে মসজিদ বানাইওনা। আমি তোমাদেরকে ক্ববরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩)*।

عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُوْد رضى الله عنه قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلاَثُمِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُود فِى يَدِه وَيَقُوْلُ (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) (جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ).

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, (মক্কা বিজয়ের দিন) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কা'বা ঘরের চারপাশে তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিল। তখন তিনি তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে এগুলোকে ঠোকা দিতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, 'সত্য এসেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই' *(বানী ইসরাঈল ৮১)*। 'সত্য এসেছে আর অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে' *(বুখারী হা/৪৭২০)*।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

আতা ইবনু ইয়াসার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রার্থনা করে বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ক্ববরকে মূর্তিতে পরিণত করো না যার ইবাদত করা হবে। আল্লাহ ঐ জাতির উপর রাগান্বিত হয়েছেন যারা তাদের নবীগণের ক্ববরকে মসজিদে পরিণত করেছে' *(আবূদাউদ, মিশকাত হা/৭৫০ সনদ ছহীহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২য় খণ্ড হা/৬৯৪)*।

ক্বরের পার্শ্বে ইবাদত করার ব্যাপারে যেখানে এত কঠোরতা সেখানে কোন ব্যক্তির ইবাদত করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? ক্বরের পার্শ্বে যেসব কার্যকলাপ হয় তা দু'ধরনের- একটি বৈধ, অপরটি নিষিদ্ধ। ক্বরের ব্যাপারে বৈধ কাজ হচ্ছে- শরী'আত সম্মত উপায়ে ক্বর যিয়ারত করা। অপরটি হচ্ছে- ক্বর স্পর্শ করা এবং ক্বরবাসীকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ওয়াসীলা হিসাবে গণ্য করা। ক্বরের পার্শ্বে ছালাত আদায় করা, বাতি জ্বালানো, আগরবাতি লাগানো এবং ক্বরের উপরে সৌধ নির্মাণ করা। ক্বরবাসীর কাছে দো'আ করা। সাহায্য চাওয়া, দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন মিটানোর জন্য আবেদন করা। কোন ব্যক্তি যদি এ আক্বীদা পোষণ করে যে, উদ্দেশ্য হাছিলের ক্ষেত্রে ক্বরবাসীরা স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী, তাহলে সে মুসলমান থাকবে না। ক্বর পূজা করা, ক্বরের পার্শ্বে অনুষ্ঠান করা ও ক্বরের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করা ইহুদী-খৃষ্টানদের কাজ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ 'কিন্তু শয়তানেরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত' *(বাক্বারাহ ১০২)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাক; তার একটি হচ্ছে যাদু' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১ম খণ্ড, হা/৪৭ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

عَنْ بَجَالَةَ بْنَ عَبْدَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ أَنْ اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ.

বাজালাহ ইবনু আবাদাহ থেকে বর্ণিত, ওমর (রাঃ) মুসলিম গভর্নরদের কাছে পাঠানো নির্দেশনামায় বলেছিলেন, 'তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীকে হত্যা কর' *(বুখারী, বায়হাক্বী, আল-কাবায়ির ২৬ পৃঃ)*।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ.

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না। (১) সর্বদা মদপানকারী, (২) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, (৩) যাদুর প্রতি বিশ্বাসকারী' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৩৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৭ম খণ্ড হা/৩৪৮৯ 'মদের বিবরণ ও মদ্যপায়ীর প্রতি ভীতিপ্রদর্শন' অনুচ্ছেদ)।*

যাদুকে শির্কের মধ্যে শামিল করার কারণ হচ্ছে- যাদু শির্ক ব্যতীত কার্যকর করা সম্ভব নয়। আবার শয়তানী আত্মার ওয়াসীলা ব্যতীত যাদুকরের স্বার্থ অর্জিত হয় না। তাই যাদুবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা ব্যতীত মানুষের একত্ববাদ পরিপূর্ণ হতে পারে না। যাদু দু'টি কারণে শির্কের অন্তর্ভুক্ত। (১) যাদু বিদ্যায় শয়তানকে ব্যবহার করা হয় এবং তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। (২) যাদু বিদ্যায় ইলমে গায়েবের দাবী করা হয়। যাদুকরের জ্ঞান ও যাদুবিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র অংশীদারিত্বের দাবী করা হয়, এটা নিঃসন্দেহে শির্ক। তাছাড়া যাদুকে কার্যকর করতে গেলে অনেক হারাম, নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য কার্যকলাপের আশ্রয় নিতে হয়, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ 'মনে রেখ, আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না' *(আ'রাফ ১৩১)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, قَالُوْا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنتَهُوْا لَنَـرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ، قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَعَكُـمْ- 'জনগণ রাসূলগণকে বলল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ কুলক্ষুণে মনে করছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদের পাথর দ্বারা হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। তখন রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অশুভ কুলক্ষণ তোমাদের সাথে রয়েছে' *(ইয়াসীন ১৮-১৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وفي رواية وَلاَ نَوْءَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُوْلَ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দীন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ, পেঁচা পাখির ডাকের মন্দ প্রতিক্রিয়া, পেটে পীড়াদায়ক সাপ, নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত ও ভুত বা দৈত বলে কিছু নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৭৮-৪৫৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৮ম খণ্ড, হা/৪৩৭৬-৭৭ 'শুভ ও অশুভ লক্ষণ' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قال الطِّيَرَةُ شِرْكٌ قَالَهُ ثَلاَثًا.

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অশুভ বা কুলক্ষণ ফল গ্রহণ করা শির্কী কাজ। কথাটি তিনি তিনবার বললেন *(আবূদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৫৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৮ম খণ্ড হা/৪৩৮২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কুলক্ষণ বা অশুভ ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখল, সে মূলত শির্ক করল। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এর কাফ্ফারা কী? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা এ দো'আ পড়- اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ 'হে আল্লাহ! তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। তোমার অশুভ ছাড়া কোন অশুভ নেই এবং তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই' *(আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৬৫, ৩/৫৪ পৃষ্ঠা)*।

কুলক্ষণ বা অশুভ ফলগ্রহণ করা শিরক। যেমন- পাখি উড়িয়ে অথবা কোন কিছু দেখে ও শুনে অশুভ ফল গ্রহণ করা। আর তা হচ্ছে মানুষ দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে এমন কিছু দেখতে পায় বা শুনতে পায় যা তার কাছে অপসন্দনীয়। তখন সে কাজটি পরিত্যাগ করে বা করতে সাহস করে না। কারণ তার মধ্যে ইসলাম বিরোধী আক্বীদা সৃষ্টি হয় এবং সে শির্কে পতিত হয়। সাথে সাথে এ রকম অশুভ ফল মানুষের বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করে দেয়। অসংখ্য দৃশ্য, কথা ও কর্মে মানুষের অশুভ ধারণা হয়। যেমন- রাস্তায় বের হয়ে নারীদের সাথে দেখা হলে উদ্দেশ্য হাছিল হয় না। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় ফিরে গেলে উদ্দেশ্য অর্জন হয় না। পিছন হতে ডাকলে যাত্রা শুভ হয় না। রাতে ঘরের আবর্জনা ঝাড়ু দিয়ে বাইরে ফেলা যায় না। রাতে মানুষকে টাকা কর্য দেয়া যায় না। রাতে ও সকালে বাকী বিক্রি করা যায় না। রাতে গাছের ফল পাড়া যায় না, রাতে লোহা নিয়ে বের না হলে বাচ্চাকে চোরা চুন্নি পাখিতে ধরে। জমজ কলা খেলে জমজ সন্তান হয়। গরুকে লাথি মারা যায় না। জুতা পায়ে দিয়ে শস্য ক্ষেতে বা শস্যের উপর যাওয়া যায় না। ঘরের উপর কাক ডাকলে মেহমান আসে। হাত হতে গ্লাস পড়লে মেহমান আসে। ছেলের মাথায় ঝাড়ু লাগানো যায় না, ছেলের মাথায় মায়ের আচল লাগানো যায় না। স্বামীর নাম ধরে ডাকা যায় না ইত্যাদি।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ وفِي رِوايَةٍ : فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ هُوَ الَّذِيْ عَمِلَهُ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন কাজ করে আর ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে আমি ঐ অংশীদারকেও অংশীদারীকে প্রত্যাখ্যান করি’।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘আমি ঐ ব্যক্তির কর্ম হতে মুক্ত’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৫ বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড হা/৫০৮৪)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْد الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَــسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الشِرْكُ الخَفْيِ اَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ فَيُرِيْدُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظْرِ رَجُلٍ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন। এমতাবস্থায় আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ে সংবাদ দিব না? যে বিষয়টি আমার কাছে দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর? ছাহাবীগণ বললেন, জ্বি হাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তা হচ্ছে গোপন শির্ক। (আর এর উদাহরণ হচ্ছে) একজন মানুষ ছালাতে দাঁড়িয়ে এই খেয়ালে ছালাত আদায় করে যে, কোন মানুষ তার ছালাত আদায় করা দেখছে’ *(ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৩৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৯ম খণ্ড হা/৫১০১)*। আলবানী হাদীছটি ছহীহ বলেছেন।

মানুষের প্রশংসা এবং সম্মান অর্জনের জন্য কোন আমল করা। অথবা কেবলমাত্র পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য কাজ করা, যা মানুষের খুলুছিয়াত এবং তাওহীদকে কলুষিত করে। লোক দেখানো, সুনাম অর্জন, নেতৃত্ব দান, দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার ইত্যাদি বিষয়গুলোর কোন একটি আল্লাহ্র ইবাদতের দ্বারা আশা করা শিরক।

১১. বিদ‘আত :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَسُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

‘রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তিনি কঠিন শাস্তিদাতা’ *(হাশর ৫৯/৭)*।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ.

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে মান্য কর। আর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা তোমাদের আমল বাতিল করো না’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

'হে নবী! তুমি বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও দয়াশীল' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا.

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের অন্তর্গত আদেশ-দাতাগণের; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তবে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে তা প্রত্যাবর্তিত কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক; এটাই হবে কল্যাণ ও পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا- أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.

'তারাই সেই লোক যাদের প্রচেষ্টা দুনিয়াবী জীবনে বিভ্রান্ত হয়। যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে। তারাই যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয়; ফলে তাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়। সুতরাং ক্বিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোন পরিমাপ প্রতিষ্ঠিত ও স্থির করব না' *(কাহফ ১০৪-০৫)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটাল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমার কোন নির্দেশনা নেই, তা পরিত্যাজ্য' *(মুসলিম হা/১৭১৮)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. وَفِيْ نَسَائِي (وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ).

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) হামদ ও ছালাতের পর বলেন, 'নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ বাণী হ'ল আল্লাহ্র কিতাব এবং শ্রেষ্ঠ হেদায়াত হ'ল মুহাম্মাদের হেদায়াত। আর নিকৃষ্টতম কাজ হ'ল দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি এবং প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই হ'ল ভ্রষ্টতা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১)*। আর নাসাঈতে রয়েছে, 'প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি জাহান্নাম' *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ مُلْحِدٌ فِى الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيْقَ دَمَهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত।- (১) যে ব্যক্তি হারামে নিষিদ্ধ কাজ করে (২) যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে জাহেলী যুগের রীতি চালুর আকাংখা করে (৩) যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো রক্ত কামনা করে স্রেফ রক্তপাতের উদ্দেশ্যে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪২)*। ইসলামী রীতি-নীতি ছাড়া সবকিছুই জাহেলী রসম-রেওয়াজ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى قِيْلَ وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ أَبَى.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে অসম্মত। জিজ্ঞেস করা হ'ল, কে অসম্মত? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করবে, সে (জান্নাতে যেতে) অসম্মত' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهْوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوْا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً فَاضْرِبُوْا لَهُ مَثَلاً. فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوْا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيْهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِىَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِىَ

لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَة. فَقَالُوْا أَوِّلُوْهَا لَهُ يَفْقَهْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوْا فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِى مُحَمَّدٌ ﷺ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ.

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ‘একদিন একদল ফেরেশতা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসলেন। এমতাবস্থায় তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। ফেরেশতাগণ পরস্পরে বললেন যে, তোমাদের এই সাথীর জন্য একটি উদাহরণ রয়েছে। তাঁকে উদাহরণটি বল। তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, তিনি যে নিদ্রিত। জবাবে অন্যরা বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত। তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, তাঁর উদাহরণটি হল, যেমন এক ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করেন। অতঃপর সেখানে একটি ভোজের আয়োজন করেন। অতঃপর (লোকদের আহ্বান করার জন্য) তিনি একজন আহ্বায়ক পাঠালেন। এখন যে ব্যক্তি তার আহ্বানে সাড়া দিল, সে উক্ত গৃহে প্রবেশ করতে পারল এবং খাদ্য গ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি তার আহ্বানে সাড়া দিল না, সে উক্ত গৃহে প্রবেশ করতে পারল না এবং খেতেও পারল না। অতঃপর তারা পরস্পরকে বললেন, তাঁকে এই উদাহরণের তাৎপর্য বলে দাও, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। এবারেও কেউ কেউ বললেন, তিনি তো নিদ্রিত। অন্যরা বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত, কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত। তারা বললেন, গৃহটি হল ‘জান্নাত’। আহ্বায়ক হলেন ‘মুহাম্মাদ’ (এবং গৃহ নির্মাণ ও খাদ্য প্রস্তুতকারী হলেন ‘আল্লাহ’)। অতএব যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্য হল, সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হল। মুহাম্মাদ হলেন মানুষের মধ্যে (ঈমান ও কুফরের) পার্থক্যকারী’ *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৪)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّى أُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّى لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى.

আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন তিনজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের নিকটে এল তাঁর ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। অতঃপর যখন রাসূলের ইবাদত সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা হল। তখন তারা যেন তাকে কম মনে করল এবং বলল, নবী করীম (ছাঃ) থেকে আমরা কত দূরে! তাঁর আগে-পিছের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের একজন বলল, আমি এখন থেকে সর্বদা সারা রাত ছালাতে রত থাকব। অন্যজন বলল, আমি প্রতিদিন ছিয়ামে কাটাব, কখনো ইফতার করব না। অন্যজন বলল, আমি নারীসঙ্গ থেকে দূরে থাকব, কখনো বিয়ে করব না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, তোমরাই কি সেই লোকেরা, যারা এমনামন কথা বলছিলে? শুনে রাখ, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ও সর্বাধিক পরহেযগার। কিন্তু আমি ছিয়াম রাখি আবার ছেড়েও দেই। ছালাত পড়ি, নিদ্রাও যাই। আমি বিবাহ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে ব্যক্তি আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এতে তাদের নিজস্ব ছওয়াবে কোনরূপ কমতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার জন্যও ঠিক সেই পরিমাণ গোনাহ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ তাদের নিজস্ব গোনাহে কোনরূপ কমতি হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ. وَفِيْ التِّرْمِذِيِّ (إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَّتِيْ).

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'ইসলাম মুষ্টিমেয় লোকদের মাধ্যমে সূচনা করেছে। সত্বর তা মুষ্টিমেয় লোকদের মধ্যেই ফিরে আসবে, যেমন সূচনাতে ছিল। অতএব সুসংবাদ হল ঐ মুষ্টিমেয় লোকদের জন্য' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯)*। আর তিরমিযী গ্রন্থে রয়েছে, 'নিশ্চয়ই সংখ্যালঘু অবস্থায় দ্বীন ছড়িয়ে পড়েছে। আর সংখ্যালঘুরাই সফল। আর তারা ওরাই, যারা আমার পরে আমার সুন্নাতের সংশোধন করে মানুষ যেগুলির বিপর্যয় ঘটিয়েছে' *(তিরমিযী হা/২৬৩০)*।

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আমাদের নিয়ে ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। অতঃপর আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় ওয়ায করলেন যে, চক্ষু সমূহ অশ্রুসজল হয়ে গেল এবং হৃদয় সমূহ ভীত-বিহ্বল হয়ে গেল। এমন সময় একজন লোক বলে উঠল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মনে হচ্ছে এটা বিদায়ী উপদেশ। অতএব আপনি আমাদেরকে আরও বেশী উপদেশ দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ভীতির উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমাদের আমীরের আদেশ শুনতে ও মান্য করতে উপদেশ দিচ্ছি যদিও তিনি একজন হাবশী গোলাম হন। কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা সত্বর বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। তাকে কঠিনভাবে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত সমূহ দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি হতে দূরে থাকবে। কেননা (দ্বীনের ব্যাপারে) যেকোন নতুন সৃষ্টি হল বিদ‘আত এবং প্রত্যেক বিদ‘আত হল পথভ্রষ্টতা’ *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫)।*

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنْ يَهُودَ تُعْجِبُنَا أَفْتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا؟ فَقَال أَمُتَهَوِّكُوْنَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوْسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ إِتِّبَاعِيْ.

জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন যখন ওমর (রাঃ) তাঁর কাছে এসে বললেন, আমরা ইহুদীদের নিকটে তাদের অনেক পুরানো ধর্মীয় কাহিনীগুলি, যা আমাদের নিকটে চমৎকার বোধ হয়, তার কিছু কিছু লিখে রাখার জন্য আপনি আমাদের অনুমতি দিবেন কি? তখন জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

বললেন, 'তোমরা কি দিকভ্রান্ত হয়েছ, যেমন ইহুদী-নাছারারা দিকভ্রান্ত হয়েছে? অথচ আমি তোমাদের কাছে এসেছি উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে। যদি আজকে মূসাও বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকত না' *(আহমাদ, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/১৭৭)*।

عَنْ مَالِك بْنِ أَنَسٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ.

ইমাম মালেক বিন আনাস (রাঃ) মুরসাল সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে গেলাম। তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না, যতদিন তোমরা সে দু'টিকে কঠিনভাবে ধরে থাকবে। সে দু'টি বস্তু হল : আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত' *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬)*।

عَنْ حَسَّانَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِيْ دِيْنِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لاَ يُعِيْدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

হাসসান বিন আত্বিয়াহ মুহারেবী (রাঃ) বলেন, 'যখনই কোন সম্প্রদায় তাদের দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আত সৃষ্টি করে, তখনই আল্লাহ তাদের মধ্য হতে সেই পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন। অতঃপর ক্বিয়ামত অবধি তা আর তাদের মধ্যে ফিরে আসে না' *(দারেমী, মিশকাত হা/১৮৮)*।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فَقَالَ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسَى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ لاَتَّبَعَنِيْ.

জাবের (রাঃ) বলেন যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন নিহিত, তার কসম করে বলছি, যদি আজ মূসা তোমাদের নিকটে আবির্ভূত হতেন। আর তোমরা তার অনুসরণ করতে এবং আমাকে পরিত্যাগ করতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা সরল পথ হতে বিচ্যুত হতে। যদি মূসা বেঁচে থাকতেন ও আমার নবুঅতকাল পেতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন' *(দারেমী, মিশকাত হা/১৯৪)*।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِيْ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فمنْ أحدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْــهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ذِمَّةُ المسلمِيْنَ واحدةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ

لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

আলী (রাঃ) বলেন, কুরআন এবং এই কাগজে যা আছে তা ব্যতীত আমি রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) নিকট হতে আর কিছু লিখে নেইনি। তিনি বলেন, এতে আছে- রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, মদীনা হারাম (সম্মানার্হ) আইর হতে সওর পর্যন্ত। যে তাতে কোন বিদ'আত সৃষ্টি করবে অথবা বিদ'আত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দিবে, তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কিছুই কবুল করা হবে না। সকল মুসলমানের প্রতিশ্রুতি এক, তাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তার চেষ্টা করতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি কোন মুসলামানে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের লা'নত; তার ফরয বা নফল কোনটাই গ্রহণ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি নিজের মালিকদের অনুমতি ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তার উপর আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের লা'নত; তার ফরয বা নফল কোনটাই গ্রহণ করা হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬০৮)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا: كِتَابُ اللهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ الْحَدِيْثِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে যা ছেড়ে যাচ্ছি, তা শক্তভাবে গ্রহণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হচ্ছে- আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাত' *(আত-তারগীব হা/৬২)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ الِاقْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ أَحْسَنُ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ.

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'শরী'আতে নতুন কাজ সম্পর্কে চিন্তা করার চেয়ে মধ্যম পন্থায় সুন্নাতের উপর আমল করা অতীব উত্তম' *(আত-তারগীব হা/৬৩)*।

عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ إِنِّىْ أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি হাজারে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারো না। নবী (ছাঃ)-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না' *(বুখারী হা/১৫৯৭)*।

عَنْ مُجَاهِد قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِيْ سَفَرٍ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ، فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ.

তাবেঈ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমরা একদা এক সফরে ইবনু ওমরের সাথে ছিলাম। তিনি এক স্থান দিয়ে পার হওয়ার সময় একটু জায়গা রাস্তা থেকে সরে পার হলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল- আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এই স্থানে এরূপ করতে দেখেছি, তাই আমি করলাম' *(আহমাদ হা/৪৮৭০; তারগীব হা/৭০)*। একেই অনুস্মরণ বলে।

عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِيْ بُطُوْنِكُمْ وَفُرُوْجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى.

আবু বারযাহ আসলামী (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ব্যাপারে তোমাদের অবৈধ উপার্জনের প্রবৃত্তি এবং অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রবৃত্তি সম্পর্কে ভয় করি এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সুন্নাতের ব্যাপারে ভ্রান্ত পথে চলার আশংকা করি' *(মুসনাদু বাযযার হা/৩৮৪৪; আত-তারগীব হা/৭৭)*।

১২. পরনিন্দা

জিহ্বা মূলত অন্তরের দরজা। মানুষের অন্তরের গোপনীয়তা জিহ্বা দ্বারা প্রকাশ পায়। এর ক্ষমতা প্রবল। এটা মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে। আবার সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহন করাতে পারে। অধিকাংশ পাপ ও নেকীর কাজ জিহ্বা দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে। গীবত-পরনিন্দা, কুটনামী, মিথ্যা, অশ্লীল কথা, গালমন্দ ইত্যাদি জিহ্বারই কাজ। সুতরাং জিহ্বাকে সংযত রাখাই মানুষের জন্য অতীব যরূরী কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ 'ধ্বংস নিশ্চিত এমন ব্যক্তির জন্য যে সামনা-সামনি মানুষকে গালাগাল দেয় এবং পিছনে নিন্দা রটাতে অভ্যস্ত' *(হুমাযাহ ১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيْمٌ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে বিরত থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ এবং তোমরা এক অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে ভালবাসবে? বস্তুতঃ তোমরাও এটাকে ঘৃণাই কর। তোমরা

আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, দয়ালু’ *(হুজুরাত ১২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ‘সামনে ও পশ্চাতে নিন্দাকারীর জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত’ *(হুমাযাহ ১)*। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

‘হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে বিদ্রূপ না করে; কেননা তারা তাদের চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন বিদ্রূপ না করে। কেননা সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং তোমরা এক অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পরে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ পরিত্যাগ করে না, তারাই অত্যাচারী’ *(হুজুরাত ১১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেন, তা হচ্ছে- আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। আর জিজ্ঞেস করা হল, মানুষকে কোন জিনিস সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন, তা হচ্ছে- মুখ বা জিহ্বা ও অপরটি লজ্জাস্থান’ *(তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬২১, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে জিহ্বা। কারণ জিহ্বা দ্বারা মানুষ সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করতে পারে। এর কারণে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজে বিশৃংখলা, অশান্তি, অরাজকতা ও নৈরাজ্য নেমে আসে। এজন্য জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা যরূরী।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ-

সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমার কাছে (এই অঙ্গীকার করবে যে, সে) তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর এবং তার দু’পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর যিম্মাদার হবে তবে আমি তার জন্য

জান্নাতের যিম্মাদার হব' *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬০১)*। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, রাসূল (ছাঃ) তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হবেন। কারণ লজ্জাস্থান হচ্ছে সমাজে অশ্লীলতা বিস্তারের মাধ্যম। এর কারণে মানুষ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। এসব থেকে বেঁচে থাকার জন্য লজ্জাস্থানের হেফাযত করা আবশ্যক। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِيْ هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে দ্বিমুখী। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে আসে এবং আরেক মুখ নিয়ে তাদের কাছে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২২; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৬১১)*। অত্র হাদীছ দু'টি হতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের জিহ্বা ও লজ্জাস্থান কবীরা গুনাহ সমূহের উৎস। কেননা মানুষ মুখ দ্বারা মিথ্যাচার, গালমন্দ, চোগলখুরী, ধোঁকাবাজি, গীবত-তোহমত, অভিসম্পাৎ প্রভৃতি কবীরা গোনাহ করে থাকে। কিন্তু মানুষ এসব পাপ থেকে সাবধান হওয়ার ন্যূনতম চেষ্টা করে না। এগুলি থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের জিহ্বাকে সংবরণ করা অত্যাবশ্যক। কেননা এগুলির ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'চোগলখোর ও খোটাদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৪৬১২)*।

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لاَ يَكُوْنُوْنَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই অভিশাপকারী কখনো ক্বিয়ামতের মাঠে সাক্ষী ও সুপারিশকারী হতে পারবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২০; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৬০৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِيْ لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا يَهْوِيْ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই বান্দা কখনও এমন কথা বলে যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিদ্যমান। অথচ সে তার গুরুত্ব জানে না। আল্লাহ এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে বান্দা

এমন কথা বলে, যাতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। অথচ সে তার অনিষ্ট সম্পর্কে অবগত নয়। আর এ কথাই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এই কথাই তাকে জাহান্নামের এত গভীরে পৌঁছে দেয়, যার পরিধি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণ' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১৩; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৬০২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*। উল্লিখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের যবান সাংঘাতিক জিনিস, যা মানুষকে জান্নাতের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়, আবার জাহান্নামের গভীর গহ্বরেও নিক্ষেপ করে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُوْرٌ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা একটি পুণ্যময় কাজ। আর পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে তাকে আল্লাহ্র খাতায় সত্যনিষ্ঠ বলে লিখে নেয়া হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা হচ্ছে পাপকাজ। পাপাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাকে আল্লাহ্র খাতায় মিথ্যুক বলে লিখে নেয়া হয়' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড হা/৪৬১৩)*। তাই আমাদের সকলের উচিত কথা বলার পূর্বে চিন্তা-ভাবনা করে বলা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিপূর্ণ কথা বলার চেষ্টা করা। যাতে আল্লাহর অসন্তোষ রয়েছে, সেসব কথা বলা থেকে বিরত থাকা। অনুরূপভাবে সত্য বলার চেষ্টা করা এবং মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকা। সেই সাথে আল্লাহ্র যিকরে মশগূল থাকা। আল্লাহর বাণী 'নিশ্চয়ই যে সকল নারী-পুরুষ বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন' *(আহযাব ৩৫)*।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৬১২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْغِيْبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি জান গীবত কি'? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, 'তোমার কোন ভাই সম্পর্কে এমন কথা বল, যা সে অপসন্দ করে'। জিজ্ঞেস করা হল, আমি যা বলি যদি তা আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলে আপনার কি অভিমত? তখন তিনি বললেন, 'তুমি যা বল তার মধ্যে তা থাকলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে যা তুমি বল, তখন তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৪৬১৭)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ، وفي رواية إِتِّقَاءَ فُحْشِهِ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় সেই ব্যক্তিই মন্দ বলে সাব্যস্ত হবে, যার অনিষ্টের ভয়ে লোকেরা তাকে ত্যাগ করেছে'। অপর এক বর্ণনায় আছে, 'যার অশ্লীলতার ভয়ে লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করেছে' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৪৬১৮)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ-

উকবা ইবনু আমির (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, নাজাতের উপায় কি? তিনি বললেন, 'নিজের জিহ্বা আয়ত্তে রাখ, নিজের ঘরে পড়ে থাক এবং নিজের পাপের জন্য রোদন কর' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৮৩৭; বাংলা মিশকাত হা/৪৬২৬, সনদ হাসান)*।

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী, ক্বিয়ামতের দিন তার (মুখে) আগুনের দু'টি জিহ্বা হবে' *(দারেমী, মিশকাত হা/৪৮৪৬; বাংলা মিশকাত হা/৪৬৩৩, সনদ হাসান)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيْءِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তি ভর্ৎসনাকারী, অভিসম্পাৎকারী, অশ্লীল গালমন্দকারী ও নির্লজ্জ হতে পারে না' *(তিরমিযী, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৮৪৭; বাংলা মিশকাত হা/৪৬৩৪, সনদ ছহীহ)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِي قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِهَا الْبَحْرَ لَمَزَجَتْهُ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, ছাফিয়্যা সম্পর্কে আপনাকে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এইরূপ এইরূপ। তিনি এটা দ্বারা বুঝাতে চাইলেন যে, তিনি বেঁটে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যদি তোমার এ কথাকে সমুদ্রের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা সমুদ্রের রং পরিবর্তন করে দেবে' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৮৫৩; বাংলা মিশকাত হা/৪৬৪০, সনদ ছহীহ)*।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوْا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ.

উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের পক্ষ হতে আমাকে ছয়টি বিষয়ের জামানত দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হব। (১) তোমরা যখন কথাবার্তা বল, তখন সত্য বলবে। (২) যখন ওয়াদা কর, তা পূর্ণ করবে। (৩) যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয়, তা আদায় করবে। (৪) নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে। (৫) স্বীয় দৃষ্টিকে অবনমিত রাখবে এবং (৬) স্বীয় হস্তকে (অন্যায় কাজ হতে) বিরত রাখবে' *(আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৮৭০; বাংলা মিশকাত হা/৪৬৫৬, সনদ হাসান)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيْثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوْا، وَلاَ تَجَسَّسُوْا، وَلاَ تَنَاجَشُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কারো সম্পর্কে (মন্দ) ধারণা হতে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা বড় ধরনের মিথ্যা। কারো কোন দোষের কথা জানতে চেষ্টা কর না। গোয়েন্দাগিরি কর না, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি কর না, পরস্পর হিংসা রেখ না, পরস্পর শত্রুতা কর না এবং একে অন্যের পিছনে লেগ না। বরং পরস্পর এক আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে থাক। অপর এক বর্ণনায় আছে, 'পরস্পর লোভ-লালসা কর না'। *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৮০৮)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَعدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِه وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِه، لاَ تُؤْذُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تُعَيِّرُوْهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهَ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِىْ جَوْفِ رَحْلِه.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহন করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'হে ঐ সকল লোক! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু ঈমান তাদের অন্তরে প্রোথিত হয়নি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে ভর্ৎসনা কর না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান কর না। কেননা যে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে বেড়ায়, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ যার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন, তাকে অপদস্থ করবেন, সে তার বাহনের পেটের মধ্যে অবস্থান করলেও' (*তিরমিযী হা/২০৩২, হাদীছ হাসান, 'মুমিনকে সম্মান করা' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/৪৮২৩*)।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِيْ رَبِّيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ هؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার পরওয়ারদেগার যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে গেলেন, তখন আমি কতিপয় লোকের নিকট দিয়ে গমন করলাম, যাদের নখ ছিল তামার। তা দ্বারা তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ আঁচড়াতে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, ঐ সকল লোক যারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইয্যত আব্রুর হানি করত' (*আবুদাউদ, বাংলা মিশকাত হা/৪৮২৫*)।

১৩. সদাচরণ :

ভদ্রতা, নম্রতা ও শালীনতা মানব জীবনের মহৎ গুণ। বিনয়-নম্রতা মানব চরিত্রের ভূষণ। এসব গুণের কারণে মানুষ সমাজে নন্দিত ও প্রশংসিত হয়। আর এসব গুণের অভাবে মানুষ নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নিন্দিত হয়। মহান আল্লাহ নিজে নম্র, তিনি নম্রতাকে পসন্দ করেন, ভালবাসেন। তাই প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের উচিত সকল ক্ষেত্রে নম্রতাকে অবলম্বন করা। আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

‘অতএব আল্লাহ্র অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত হয়েছিলে, তুমি যদি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হতে, তবে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে সরে যেত। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অনন্তর যখন তুমি সংকল্প কর, তখন আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর কর এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ভরশীলগণকে ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ১৫৯)*। তিনি আরো বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ.

‘ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত’ *(ফুছছিলাত ৩৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে যুক্তিতর্ক কর সদ্ভাবে; তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপদগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও সবিশেষ অবহিত’ *(নাহল ১২৫)*। আল্লাহ আরো বলেন,

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

‘যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে; আর আল্লাহ তো সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ১৩৪)*। তিনি বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ–

‘ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ দাও, মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চল’ *(আ‘রাফ ১৯৯)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ لِعَائِشَةَ: عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ কোমল, তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন। আর তিনি কোমলতার প্রতি যত অনুগ্রহ করেন, কঠোরতা এবং অন্য কোন আচরণের প্রতি তত অনুগ্রহ করেন না'।

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, একদা রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, 'কোমলতা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হতে নিজেকে বাঁচাও। কারণ যাতে নম্রতা ও কোমলতা থাকে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। আর যাতে কোমলতা থাকে না, তা দোষণীয় হয়ে পড়ে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৮)*।

عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ.

জারীর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যাকে কোমলতা ও নম্রতা হতে বঞ্চিত করা হয়, তাকে যাবতীয় কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৯)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيْمَانِ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) এক আনছারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে তার ভাইকে লজ্জা করার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা হল ঈমানের অংশ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭০)*।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ : اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ.

ইমরান ইবনু হুছায়েন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না'। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, 'লজ্জার সবকিছুই কল্যাণ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭১)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُوْلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পূর্ববর্তী নবীগণ হতে লোকেরা যা পেয়েছে এবং আজও যা বিদ্যমান তা হল যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭২)*।

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِىْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

নাওয়াস ইবনু সাম‘আন আল-আনছারী (রাঃ) বলেন, ‘একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ‘নেকী হল উত্তম চরিত্র আর পাপ হল যে কাজ তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে এবং ঐ কাজটি তুমি জনসমাজে প্রকাশ হওয়া অপসন্দ কর’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭৩)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আমার কাছে অধিক প্রিয়, যার চরিত্র ভাল’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭৪)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বপেক্ষা উত্তম, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭৫)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যাকে নম্রতার কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণের অংশ দেওয়া হয়েছে। আর যাকে সেই কোমলতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে উক্ত ইহকাল ও পরকালের বিরাট কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে’ *(শরহু সুন্নাহ, মিশকাত হা/৫০৭৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الْحَيَاءُ مِنَ الإِيْمَانِ وَالإِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘লজ্জা ঈমানের অংশ, আর ঈমানের ফলাফল জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের অংশ, আর দুশ্চরিত্রতার পরিণতি জাহান্নাম’ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৭৭, সনদ ছহীহ)*।

عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ؟ قَالَ: الْخُلُقُ الْحَسَنُ.

মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, একদা ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সর্বোত্তম কোন্ জিনিসটি, যা মানব জাতিকে দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন, উত্তম চরিত্র *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫০৭৮)*।

عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّــةَ الْجَــوَّاظُ وَلَـــا الْجَعْظَرِيُّ.

হারেছ ইবনু ওয়াহাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কঠোর ও রুক্ষ্ম স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫০৮০, সনদ ছহীহ)*।

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ.

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে, তা হল উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮১)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللهُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ الْمُــؤْمِنَ لَيُــدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ঈমানদার ব্যক্তিরা তাদের উত্তম চরিত্র দ্বারা নফল ছিয়াম পালনকারী ও রাতে ইবাদকারীর মর্যাদা লাভ করবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫০৮২, সনদ ছহীহ)*।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'তুমি যেখানে থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে। কোন কারণে মন্দ কাজ হয়ে গেলে তার পর পরই ভাল কাজ করবে। ভাল কাজ পাপকে মুছে ফেলবে। আর সদাচরণের মাধ্যমে মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيْبٍ سَهْلٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকের সংবাদ দিব না? যার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়; আর আগুনও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার মেজায নরম, স্বভাব কোমল, মানুষের নিকটতম (মিশুক) এবং আচরণ সরল সহজ' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৪)*।

عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমানদার মানুষ সরল ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে পাপী মানুষ ধূর্ত ও হীন চরিত্রের হয়' *(তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫)*।

আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা :

عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَقَالَ إِنِّیْ أُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِی فِی السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوْهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِی الأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَيَقُوْلُ إِنِّیْ أُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضْهُ، قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِیْ فِیْ أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضُوْهُ، قَالَ فَيُبْغِضُوْنَهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِی الأَرْضِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যখন কোন ব্যক্তিকে ভালবাসেন, তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) তাকে ভালবাসতে থাকেন। তারপর আকাশবাসীকে বলে দেন যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন। অতএব তোমরা তাকে ভালবাস। তখন আকাশের সকল ফেরেশতা তাকে ভালবাসতে থাকেন। অতঃপর সে ব্যক্তির জন্য যমীনেও জনপ্রিয়তা দান করা হয়। আর আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা কর। তখন জিবরাঈলও তাকে ঘৃণা করেন। এরপর আকাশবাসীকে বলে দেন যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। তখন আকাশবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে থাকে। অতঃপর তার জন্য যমীনেও মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৫)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِى الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّىْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, যারা আমার মর্যাদার খাতিরে পরস্পরে ভালবাসা স্থাপন করেছে, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দিব। আজ এমন দিন, আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৬)*।

عَنْ أَبِىْ مُوْسَى رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُّحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً.

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ভাল এবং মন্দ লোকের সাথে বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে আতর বিক্রেতা ও কামারের হাঁপরে ফুঁক দানকারীর মত। আতর বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু আতর দিতে পারে অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছু কিনে নিতে পার, অন্যথা তুমি তার সুঘ্রাণ পাবেই। আর কামারের হাঁপরের ফুলকি তোমার জামা-কাপড় জ্বালিয়ে দিতে পারে। এটা না হলেও তুমি তার ধোঁয়ার গন্ধ পাবেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০১০)*।

عَن مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ.

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশে সমাবেশে মিলিত হয়, আমার উদ্দেশে পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং আমার উদ্দেশ্যেই নিজেদের মাল-সম্পদ ব্যয় করে, আমার ভালবাসা তাদের জন্য অবধারিত' *(মালেক, মিশকাত হা/৫০১১)*।

عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ أَحَبَّهُ.

মিকদাদ ইবনু মা'দীকারাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন (মুসলমান) ভাইকে মহব্বত করে, তখন তাকে যেন জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে মহব্বত করে' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০১৬)*।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْد أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِىٌّ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'ঈমানদার ব্যতীত কাউকেও সাথী হিসাবে গ্রহণ কর না। আর পরহেযগার ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫০১৮)*।

সৃষ্টির প্রতি দয়া :

عَن جَرِيرِ بْنِ عَبْدُ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন না যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৪৭)*।

عَن عائشة قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَتُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক বেদুঈন রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে আসল (সে দেখল ছাহাবায়ে কেরাম নিজেদের শিশু সন্তানদের চুমু দিয়ে আদর করছেন।) তখন সে বলল, তোমরা কি শিশুদেরকে চুম্বন কর? আমরা তো শিশুদের চুম্বন করি না। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তর হতে স্নেহ-মমতা বের করে ফেলেন তবে আমি কি তা বাধা দিতে সক্ষম হব?' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৪৮)*।

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْنِيْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَان تَسْأَلُنِيْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ غَيْرَ تَمْرَة وَاحِدَة فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক মহিলা তার দু'টি কন্যা সাথে নিয়ে আমার কাছে আসল। মহিলাটি আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল। তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি তা তাকে দিয়ে দিলাম। সে তা দুই ভাগ করে তার দুই কন্যাকে দিলো এবং নিজে তা থেকে কিছু খেল না। তারপর সে উঠে চলে গেলো। এমন সময় নবী (ছাঃ) বাড়িতে প্রবেশ করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁর কাছে পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি কন্যাদের ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে, তাহলে এই কন্যাগণ তার জন্য জাহান্নামের অন্তরাল হবে' *(বুখারী হা/৫৯৯৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৪৯)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যার লালন-পালন করবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, ক্বিয়ামতের দিন সে আমার সাথে এভাবে আসবে। এ বলে তিনি নিজের আঙ্গুলসমূহ একত্রিত করে দেখালেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ يَشُكُّ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বিধবা ও মিসকীনদের সহযোগী আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর ন্যায় এবং তাহাজ্জুদগুযার ব্যক্তির ন্যায়, যে অলস হয় না এবং এমন ছিয়াম পালনকারীর ন্যায়, যে ইফতার করে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫১)*।

عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতীম পালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তরজনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাঁকা রেখে ইশারা করে দেখালেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তুমি ঈমানদারদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তার জন্য বিনিদ্র ও জ্বরে আক্রান্ত হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩)*।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ.

নু‘মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সকল মুমিন এক ব্যক্তির মত, যদি তার চক্ষু অসুস্থ হয় তখন তার সর্বাঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর যদি তার মাথায় ব্যথা হয় তখন তার সমস্ত শরীরই ব্যথিত হয়’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৪)*।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘একজন মু‘মিন অপর মুমিনের জন্য এক গৃহের মত, যার একাংশ অপরাংশকে সুদৃঢ় রাখে। অতঃপর তিনি এক হাতের অঙ্গুলীগুলি অপর হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে প্রবিষ্ট করলেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৫)*।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَيَقْضِيْ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ مَا شَاءَ.

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে যখন কোন ভিক্ষুক বা অভাবী আসত তখন তিনি ছাহাবীদেরকে বলতেন, ‘তোমরা সুপারিশ কর, এতে তোমাদেরকে নেকী দেওয়া হবে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে যে ফায়ছালা চান তা জারি করবেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৬)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তুমি তোমার (মুসলমান) ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অত্যাচারিতকে তো সাহায্য করব, কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহয্য করব? তিনি বললেন, তাকে যুলুম করা হতে বিরত রাখ। এটাই হল তার প্রতি তোমার সাহায্য’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৭)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবেন না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজনে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার বিপদ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৮)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কাজেই তার উপর যুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে তুচ্ছ মনে করবে না। আল্লাহভীতি এখানে- একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বুকের দিকে ইশারা করলেন। নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেছেন, কোন ব্যক্তির মন্দ কাজ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের কোন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করে। একজন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও মান-সম্মান বিনষ্ট করা হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৯)*।

পিতামাতার সাথে সদাচরণ :

পিতামাতার সাথে সদাচরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ-

'আমরা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। একাধারে দু'বছর দুধ পান করিয়েছে। অতএব আমার প্রতি ও পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর আমার নিকটেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে' *(লোক্বমান ১৪)*। তিনি আরো বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا-

‘তোমার পালনকর্তা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাকে ছাড়া যেন অন্য কারো ইবাদত না কর। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিও না ও তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সাথে নম্রভাবে করুণার ডানা অবনত করে দাও এবং বল হে আমার পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছে’ *(বানী ইসরাঈল ২৩-২৪)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পরেই পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) কারো কোন কাজের জন্য তার পিতামাতা কষ্ট না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (২) তাদের কোন কাজের জন্য তাদেরকে ধমক বা কষ্ট দেওয়া যাবে না। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। তাদের সাথে সদা নম্র-ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। (৩) বৃদ্ধাবস্থায় তাদের প্রতি দয়ার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। (৪) তাদের মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দো‘আ করতে হবে। এ আয়াত ব্যতীত আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ এভাবে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা নির্দেশ দিয়েছেন।

পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে কতিপয় হাদীছ এখানে উল্লেখ করা হল।-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قال قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ،قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় আমল কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘সময়মত ছালাত আদায় করা। আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তারপর হচ্ছে পিতা-মাতার অনুগত হওয়া। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা’ *(বুখারী ২/৮৮২, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/৫২২ ‘ছালাত’ অধ্যায়)*। এ হাদীছে আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় আমল সময়মত ছালাত আদায়ের পরই পিতামাতার সাথে সদাচরণের কথা বলা হয়েছে। এমনকি এতে জিহাদের উপরেও পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পিতামাতার মধ্যে মায়ের মর্যাদা পিতার চেয়ে তিনগুণ বেশী বলে অন্য হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوكَ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী কে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১১, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৯৪)*। এ হাদীছে প্রথমে তিনবার মায়ের কথা বলে চতুর্থবার পিতার কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, মায়ের মর্যাদা সর্বোচ্চে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তার নাক ধূলায় মলিন হোক (একথা তিনি তিন বার বললেন)। বলা হল, সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অথবা দু'জনের একজনকে পেল (অথচ তাদের সেবা করে না) সে জান্নাত লাভ করতে পারল না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৯৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا-

মু'আবিয়া ইবনু জাহিমা হতে বর্ণিত একদা আমার পিতা জাহিমা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি জিহাদে যেতে ইচ্ছুক। আমি আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা আছেন কি? লোকটি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাঁর সেবা কর, তাঁর পায়ের নিকট জান্নাত রয়েছে' *(আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৩৯; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৭২২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ-

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সন্তানের উপর পিতামাতার কি হক? তিনি বললেন, তারা উভয় তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৭২৪)*।

উপরোক্ত হাদীছ দু'টি দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতামাতা সন্তানের জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়। তাই তাদের সাথে সদাচরণ করে জান্নাত লাভের চেষ্টা করাই মুমিনের কর্তব্য। পিতামাতার নিকটে যদি কোন ছেলের স্ত্রী অপসন্দনীয় হয়, তবে তাকে তালাক দিতে হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবূদারদা (রাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার মাতা আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলছেন। আবুদ্দারদা (রাঃ) তাকে বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, পিতা-মাতা হচ্ছেন জান্নাত লাভের মাধ্যম। তুমি ইচ্ছা করলে তা হিফাযত করতে পার, নষ্টও করতে পার' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯২৮)*।

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّيْ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا-

আবূবকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, আমার মুশরিক মা, আমার নিকট আসলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা ইসলামের ব্যাপারে অনাগ্রহী, তিনি আমার নিকট আসেন আমি তার সাথে কি সদ্ব্যবহার করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ তার সাথে সদ্ব্যবহার কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯১৩; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৬৯৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতামাতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। পিতামাতা নির্দেশ দিলে স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে, যা উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنعَ وَهَاتٍ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ-

মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর মাতাদের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত প্রোথিতকরণ, কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করেছেন। আর তোমাদের জন্য বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক জিজ্ঞাসাবাদ ও সম্পদ বিনষ্টকরণ মাকরূহ করেছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৯৮)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ইহসান করে খোঁটাদানকারী, মাতা-পিতার বিরুদ্ধাচরণকারী ও মদ্যপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(নাসাঈ, দারেমী, বাংলা মিশকাত হা/৪৭১৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ السَّاعِيْ عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ النَّهَارَ لاَ يُفْطِرُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বিধবা ও মিসকীনের তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মত। রাবী বলেন, আমার ধারণা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটাও বলেছেন, রাত্রি জাগরণকারী যে অলসতা করে না এবং ঐ ছিয়াম পালনকারীর মত যে কখনও ছিয়াম ভঙ্গ করে না' *(নাসাঈ, দারেমী, বাংলা মিশকাত হা/৪৭৩৪)*।

আমর ইবনু আছ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'বড় গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা। পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা' *(আত-তারগীব হা/৩৫৬৮)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যাক্তির সর্বোত্তম কাজসমূহের অন্যতম নেক কাজ হল পিতার অবর্তমানে তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৭)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় জীবিকার বৃদ্ধি এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৮)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ اللهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রেহম বা সদাচরণ শব্দটি রহমান হতে নির্গত। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে সদাচরণ! তোমাকে

যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে, আমি আল্লাহ তাকে গ্রহণ করব। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ত্যাগ করবে, আমি তাকে ত্যাগ করব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯২০)*।

অত্র হাদীছে আল্লাহ তা'আলা সদাচরণকে সম্বোধন করে বলেন, (সদাচরণ)! তোমাকে যে গ্রহণ করবে, আমি তাকে গ্রহণ করব। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের সাথে ভাল আচরণ করবে, আমি তার প্রতি দয়া করব। আর যার আচরণ ভাল নয়, আমি তার প্রতি দয়া করব না।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللهُ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহ্র আরশের সাথে ঝুলন্ত থেকে বলে, যে আমার সাথে সম্পর্ক রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২১)*।

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

জুবাইর ইবনু মুত্বঈম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِيْ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيْؤُوْنَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ. فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার এমন কতিপয় আত্মীয়-স্বজন আছে আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, অথচ তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যবহারে ধৈর্যধারণ করি; কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খতা প্রদর্শন করে। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি, যেরূপ বললে, যদি তুমি এরূপ আচরণই করে থাক, তবে তুমি যেন তাদের মুখের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করেছ। আর তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত এই নীতির উপর বহাল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন, যিনি তাদের ক্ষতিকে প্রতিরোধ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২৪)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِىْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়, যে শুধু বিনিময়ের জন্য আত্মীয়তা রক্ষা করে। বরং সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী যার সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করা হলে সে পুনরায় স্থাপন করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ৪৯২৩)*।

কেউ আত্মীয়তা রক্ষা করলে আমি তার সাথে সদাচরণ করব, এর নাম আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা নয়; বরং যে সম্পর্ক ছিন্ন করছে, তার সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করতে হবে, এর নাম যথাযথ আত্মীয়তা।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ.

ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দো'আ ছাড়া অন্য কিছু ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না এবং সদাচরণ ছাড়া অন্য কিছু হায়াত বাড়াতে পারে না। আর মানুষের পাপের করণে তাকে রূযী হতে বঞ্চিত রাখা হয়' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯২৫)*।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِىِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُـــوْلَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيْرُكَ. فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ. قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا.

মু'আবিয়া বিন জাহিমা আস-সুলামী হতে বর্ণিত, জাহিমা নামে একজন ছাহাবী যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পরামর্শ নিতে আসলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার মাতা আছেন কি? লোকটি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাঁর সেবা কর। কেননা তাঁর পায়ের নিকটে জান্নাত রয়েছে' *(আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৩৯)*।

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ.

আবু বাক্‌রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করা অপেক্ষা কোন পাপই এত জঘন্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ তা'আলা খুব শীঘ্রই এই পৃথিবীতে এর শাস্তি দেন এবং আখেরাতও তার জন্য তা জমা করে রাখেন' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৯৩২)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَة نَفَر يَمَاشُوْنَ أَخَذَهُمُ الْمطَرُ فَمَالُوْا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ منَ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوْا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوْهَا لِلَّه صَالحَةً فَادْعُوْا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا. فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَان شَيْخَان كَبِيْرَان وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيْهِمَا قَبْلَ وَلَدِي وَإِنَّهُ قَدْ نَأَى بِيْ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجِئتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوْسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَة قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِيْ وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ حَتَّى يرَوْنَ السَّمَاءَ.

قَالَ الثَّانِي: اَللَّهُمَّ إِنَّه كَانَ لِيْ بِنْتُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَة دِيْنَارٍ فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا. قَالَتْ يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا. اَللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً.

وَقَالَ الْآخَرُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرْقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي. فَعَرَضْتُ عَلَيْه حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأْ بِيْ. فَقُلْتُ: إِنِّيْ لَا أَهْزَأُ بِكَ فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيْهَا فَأَخَذَ فَانْطَلَقَ بِهَا. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُم.

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, ‘একদা তিন ব্যক্তি পথ চলছিল, এমন সময় তারা বৃষ্টির কবলে পড়ল এবং একটি পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিল। তৎক্ষণাৎ পর্বত হতে একখানা প্রকাণ্ড পাথর এসে গুহার মুখে পতিত হওয়ায় গুহার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তাদের একজন আর একজনকে বলল,

তোমরা নিজেদের এমন কোন নেক কাজকে স্মরণ কর, যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যেই করেছ। আর সেই কাজটিকে অসীলা করে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা কর। আশা করা যায় এর অসীলায় তিনি এই বিপদ দূর করে দিবেন। অতঃপর তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং আমার ছোট ছোট কয়টি বাচ্চাও ছিল। আমি তাদের জন্য মেষ-দুম্বা চরাতাম, আর যখন সন্ধ্যায় তাদের কাছে ফিরে আসতাম, তখন তাদের জন্য দুধ দোহন করে আনতাম। কিন্তু আমি আমার সন্তানদেরকে পান করানোর আগেই প্রথমে আমার পিতামাতাকে পান করাতাম। ঘটনা ক্রমে একদিন চারণভূমি আমাকে দূরে নিয়ে গেল। ফলে ঘরে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল তখন আমি তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম; কিন্তু আমি প্রতিদিনের মত আজও দুধ দোহন করলাম এবং দুধের পাত্র নিয়ে তাদের কাছে আসলাম এবং পাত্র হাতে তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাদেরকে ঘুম হতে জাগানো ভাল মনে করলাম না। আর তাদের আগে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করানোও ভাল মনে করলাম না। অথচ বাচ্চাগুলো (ক্ষুধার তাড়নায়) আমার পায়ের কাছে কাঁদছিল। অবশেষে ভোর পর্যন্ত আমার ও তাদের অবস্থা এভাবে বিদ্যমান ছিল। (অবশেষে ঘুম হতে জাগার পর তাদেরকেই আগে দুধপান করালাম)। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, এই কাজটি আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তাহলে এর অসীলায় আমাদের জন্য এতটুকু পথ করে দাও যেন আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা পাথরটিকে এই পরিমাণ সরিয়ে দিলেন যে, তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয় জন বলল, আমার এক চাচাত বোন ছিল, তাকে আমি অত্যধিক ভালবাসতাম যতটা পুরুষেরা মহিলাদেরকে ভালবাসতে পারে। আমি তাকে উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। সে তা অস্বীকার করল, যে পর্যন্ত না আমি তাকে একশত দীনার প্রদান করি। অতঃপর আমি চেষ্টা করতে লাগলাম, অবশেষে একশত দীনার সংগ্রহ করে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তারপর যখন আমি তার দুই পায়ের মধ্যখানে বসলাম সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর, মোহর খুলে দিও না (অর্থাৎ আমার কুমারিত্ব নষ্ট কর না)। তৎক্ষণাৎ আমি তাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হে আল্লাহ্! যদি তুমি জান, এই কাজ আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তবে আমাদের জন্য তার অসীলায় পথ মুক্ত করে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পাথরটি আরও কিছু সরিয়ে দিলেন।

তৃতীয় জন বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ব্যক্তিকে এক 'ফরক' (টুকরী) পরিমাণ চাউলের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করেছিলাম। যখন সে কাজ সম্পাদন করল, তখন বলল, আমাকে আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি তার পাওনা তাকে পেশ করলাম। সে তাকে অবহেলা করে ফেলে চলে গেল, অবশেষে আমি তাকে

চাষাবাদে লাগালাম এবং পরিশেষে তা দ্বারা (বর্ধিত করতে করতে) অনেকগুলি গরু ও রাখাল যোগাড় করলাম। এরপর একদা সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, আমার উপর অবিচার করো না। আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি বললাম, এই গরুগুলি এবং তার রাখালসমূহ নিয়ে যাও। (এইগুলি সমুদয় তোমারই)। সে বলল, আল্লাহ পাককে ভয় কর, আমার সাথে উপহাস করিও না। তখন আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছিনা। ঐ গরুগুলি রাখালসহ নিয়ে যাও। অতঃপর সে ঐগুলি নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, এই কাজটি আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করেছিলাম, তবে তার অসীলায় এখনও পাথর যতখানি বাকী আছে তা খুলে দাও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পাথরখানি সরিয়ে অবশিষ্ট অংশ উন্মুক্ত করে দিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৮)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ.

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে মুসলমান মানুষের সাথে মেলা-মেশা করে এবং তাদের জ্বালা-যন্ত্রণায় ধৈর্যধারণ করে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক উত্তম যে তাদের সাথে মেলা-মেশা করে না এবং তাদের যন্ত্রণাও সহ্য করে না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫০৮৭)*।

লজ্জাশীলতা :

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। যার লজ্জা নেই, সে যা ইচ্ছা করতে পারে। আর লজ্জা মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তোলে। লজ্জার গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হল 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই' একথা বলা এবং সর্বনিম্ন স্তর হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর লজ্জা হল ঈমানের একটি শাখা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫, 'ঈমান' অধ্যায়)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانُ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জা ও ঈমান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং এর একটি তুলে নেয়া হলে অপরটিও তুলে নেয়া হয়'। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর এক বর্ণনায় আছে 'যখন উভয়ের কোন একটিকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, তখন অপরটিও তার পশ্চাতে অনুগমন করে' (*বায়হাক্বী, হাকিম, ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৬৩৬; মিশকাত হা/৫০৯৩*)।

عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: اَلْحَيَاءُ وَالْعِىُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ-

আবু উমামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'লজ্জা ও অল্প কথা বলা ঈমানের দু'টি শাখা। আর অশ্লীলতা ও বাকপটুতা (বাচালতা) মুনাফিকীর দু'টি শাখা' (*তিরমিযী হা/২০২৭; মিশকাত হা/৪৭৯৬*)।

عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ اَلْحَيَاءُ-

যায়েদ ইবনু তালহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক দ্বীনের একটি বিশেষ স্বভাব আছে। আর দ্বীন ইসলামের বিশেষ স্বভাব হল লজ্জাশীলতা' (*মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৬৩২; মিশকাত হা/৫০৯০*)।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ وَفِى رِوَايَةٍ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ-

ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা পুণ্য ও কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই আনয়ন করে না'। অন্য বর্ণনায় আছে, 'লজ্জার সর্বাংশই উত্তম' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭১*)।

عن أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَاكَانَ الْفُحْشُ فِىْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ وَمَاكَانَ الْحَيَاءُ فِىْ شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নির্লজ্জতা কোন জিনিসের মধ্যে থাকলে তাকে ত্রুটিপূর্ণ করে। আর লাজুকতা কোন জিনিসের মধ্যে থাকলে তার শ্রী বৃদ্ধি করে' (*ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৩৫*)।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْكَانَ الْحَيَاءُ رَجُلاً كَانَ رَجُلاً صَالِحًا وَلَوْكَانَ الْفُحْشُ رَجُلاً لَكَانَ رُجُلُ سُوْءٌ-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘হে আয়েশা! লজ্জাশীল যদি কোন লোক হয়, তাহলে সে হবে সৎ ব্যক্তি। আর অশ্লীলতা (লজ্জাহীনতা) কোন লোক হলে নিশ্চয়ই সে হবে নিকৃষ্ট লোক’ (*ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৩১*)।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমানের স্থান জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের অঙ্গ। দুশ্চরিত্রের স্থান জাহান্নাম’ *(আহমাদ, তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৫৬)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ–

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী হতে পরবর্তী লোকেরা (অবিকৃতাবস্থায়) যা পেয়েছে (এবং যা অদ্যাবধি বিদ্যমান) তা হল তুমি যখন বেহায়া হয়ে যাবে, তখন তোমার যা ইচ্ছা তাই কর’ (*বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭৩)*।

عَنْ قُرَّةَ بْنِ اِيَاسٍ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ عَنْهُ الْحَيَاءَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلْحَيَاءُ مِنَ الدِّيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَلْ هُوَ الدِّيْنُ كُلُّهُ–

কুররাহ ইবনু ইয়াস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর নিকটে লজ্জাশীলতার কথা উল্লেখ করা হল। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! লজ্জাশীলতা হচ্ছে দ্বীনের অংশ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘বরং সেটা (লাজুকতা) হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন’ (*ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৬৩০)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اسْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَال قُلْنَا يا نَبِىَ اللهِ إِنَّا لَنَسْتَحِىْ وَالْحَمْدُ للهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْاسْتِحْيَاءُ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ–

আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা আল্লাহ্কে যথাযথ লজ্জা কর। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা অবশ্যই আল্লাহ্কে লজ্জা করি, আলহামদুলিল্লাহ। তিনি বলেন,

এটা নয়। বরং আল্লাহকে যথাযথ লজ্জা করতে হবে। অর্থাৎ তুমি তোমার মাথাকে ও তা যা স্মরণ রাখে তাকে হেফাযত করবে। পেট ও তার অভ্যন্তরীণ বিষয়কে হেফাযত করবে। মৃত্যু ও পরীক্ষাকে স্মরণ করবে। আর যে আখিরাতের আশায় দুনিয়ার সৌন্দর্য ত্যাগ করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কে লজ্জা করে' *(ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৩৮)*।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ، فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ وَزَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيْقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُوْنُ مِنْهُ الشَّبَهُ.

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, একদিন (আনাসের মা) উম্মে সুলাইম বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা হক কথা বলতে লজ্জা করেন না (অতএব আমিও লজ্জা করব না)। স্ত্রীলোকের উপর কি গোসল ফরয হয়, যখন তার স্বপ্নদোষ হয়? রাসূল (ছাঃ) উত্তর করলেন হ্যাঁ (ফরয হয়) যখন সে (জাগ্রত হয়ে) বীর্য দেখে। এটা শুনে উম্মে সালামা (লজ্জায়) আপন মুখ ঢেকে ফেললেন এবং বললেন হে রাসূল (ছাঃ)! স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয় (এবং পুরুষের ন্যায় বীর্যপাত হয়)? রাসূল বললেন, হ্যাঁ কি আশ্চর্য! (তা না হলে) তার সন্তান তার সদৃশ হয় কেমন করে? *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৮)*।

عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ.

ইয়া'লা ইবনু মুররা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে উন্মুক্ত স্থানে (উলঙ্গ হয়ে) গোসল করতে দেখলেন এবং মিম্বরে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বড় পর্দাকারী। অতএব যখন তোমাদের কেউ গোসল করার ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন পর্দা করে' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১১)*।

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا.

সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের আল্লাহ লজ্জাশীল ও দাতা; লজ্জাবোধ করেন তাঁর কোন বান্দা তাঁর নিকট দু'হাত উঠালে তা খালি ফিরিয়ে দিতে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২২৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৩৮)*।

উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান ও লজ্জাশীলতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যার লজ্জা নেই তার ঈমান নেই। আর যার ঈমান নেই, তার স্থান জাহান্নামে। অপরপক্ষে লজ্জাহীন মানুষ পশুতুল্য। বর্তমানে নারী-পুরুষ লজ্জাহীন হয়ে উঠছে। নিজেদের ইয্যত-আব্রু খোলা রাখার প্রতিযোগিতায় যেন তারা লিপ্ত হয়েছে। পুরুষের চেয়ে নারীরা বর্তমানে অধিকতর খোলামেলা পোষাক পরিধান করে চলাফেরা করে। যার পরিণতি হচ্ছে ধর্ষণ-অপহরণ ইত্যাদি। এসব থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের শালীন পোষাক পরিধানের পাশাপাশি যথাযথ পর্দায় রাখা একান্ত আবশ্যক। কোন ঈমানদার লজ্জাশীল পুরুষ তার স্ত্রী-কন্যা, পরিবার-পরিজনকে অশালীন, নগ্ন পোষাক পরিয়ে অন্য মানুষের ঈমান হরণ করতে পারে না। মোদ্দাকথা লজ্জা মুমিনের ভূষণ। সুতরাং মুমিন নর-নারীকে সেই ভুষণ আঁকড়ে থাকা অপরিহার্য।

অত্যাচার :

যুলুম-অত্যাচার ইসলামে একটি জঘন্য অপরাধ, যাকে সবাই ঘৃণা করে। এর কারণে পার্থিব জীবনে মানুষ হবে লাঞ্ছিত এবং পরকালে ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيْعٍ يُطَاعُ 'যালিমদের জন্য পরকালে কোন দরদী বন্ধু থাকবে না এবং তাদের জন্য কোন সুপারিশকারীও হবে না, যার কথা মান্য করা হবে' *(মুমিন ১৮)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ 'যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না' *(হজ্জ ৭১)*। উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ একে অপরের উপর অত্যাচার করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ অত্যাচারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন কোন সাহায্যকারী থাকবে না। সেদিন তার অত্যাচারের সমপরিমাণ নেকী অত্যাচারিত ব্যক্তিকে প্রদান করতে হবে। যা হবে তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। এজন্য যুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ 'শুধু তাদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা হবে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(শূরা ৪২)*। তিনি অন্যত্র বলেন, إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيْرًا

وَانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ 'কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে বারবার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়' *(শু'আরা ২২৭)*। তিনি অন্যত্র আরো বলেন, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ 'আর এরূপেই যখন তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন' *(হূদ ১০২)*। তিনি অন্যত্র আরো বলেন, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيْلٍ مَنْضُوْدٍ 'অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, আমি ঐ ভূ-খণ্ডের উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং ওর উপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা অবিরাম ছিল' *(হূদ ৮২)*।

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ-

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা অত্যাচার করা হতে সাবধান থাক। নিশ্চয়ই অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন হবে অন্ধকার। তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক কৃপণতা তোমাদের পূর্বের জনগণকে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদেরকে অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করার প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি উৎসাহিত করেছিল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬৫; বাংলা মিশকাত, ৪র্থ খণ্ড, হা/১৭৭১ 'যাকাত' অধ্যায়)*। অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কারো উপর তার ভাইয়ের যদি কোন দাবী থাকে, মান-ইয্যত অথবা অন্য কোন কিছুর উপরে যুলুম সম্পর্কিত তাহলে সে যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই তার থেকে মাফ

করিয়ে নেয়, যে দিন কোন অর্থ-সম্পদ থাকবে না; বরং যদি কোন নেক আমল থাকে তাহলে যুলুম পরিমাণ, তা নিয়ে নেয়া হবে। আর যদি কোন নেক আমল না থাকে তাহলে তার পাওনাদারের গোনাহের বোঝা নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে' *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৯৯)*।

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, অত্যাচারী ব্যক্তি ক্বিয়ামতের কঠিন অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। আর সেই অত্যাচার যে কোন ব্যাপারে হোক না কেন। আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, লেন-দেন ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে হোক না কেন। যুলুম হয়ে গেলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে নইলে পরকালে নেকীর মাধ্যমে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আর নেকী না থাকলে অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। পাপের বোঝা নিয়ে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। ছহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) মু'আযকে বললেন, 'হে মু'আয! মযলূমের অভিশাপকে ভয় করবে। কেননা তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না' *(বুখারী, হা/২২৬৮; মুসলিম, তিরমিযী হা/১৯৩৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ-

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা বলতে পার সবচেয়ে নিঃস্ব কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মাঝে সবচেয়ে দরিদ্র সেই যার কোন অর্থ ও উপকারী বস্তু নেই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতে সবচেয়ে গরীব এমন ব্যক্তি যে ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের নেকী নিয়ে ক্বিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে। অপরদিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা, অপবাদ দেয়া ও গালি করার অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হবে। তখন তার নেকী হতে তাদেরকে পরিশোধ করা হবে। তার নেকী শেষ হয়ে গেলে তাদের পাপ নিয়ে তার উপর চাপানো হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(মুসলিম, হা/৪৬৭৮; মিশকাত হা/৫১২৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অত্যাচারে হক নষ্ট করা হয়, যা পাপের অন্তর্ভুক্ত। এটার দায় ক্বিয়ামতের দিন নেকী দিয়ে পরিশোধ করতে হবে।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ-

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে তাকে যখন পাকড়াও করেন, তখন তাকে আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন 'তোমার প্রতিপালকের ধরা এইরূপ যে যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন, তাঁর ধরা বড় কঠিন' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, বুখারী হা/৪৩১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৯৭)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যুলম ক্বিয়ামতের দিন বহু অন্ধকারের কারণ হবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৩)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحِجْرِ قَالَ لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ، أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ. ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِى.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) যখন ছামূদ সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার এলাকা পার হচ্ছিলেন, তখন বললেন, তোমরা ঐসব লোকের বাসস্থানে প্রবেশ কর না যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে। তবে আল্লাহ্‌র নিকট ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ করতে পার। কারণ তোমাদের উপর ঐ বিপদ আসতে পারে, যা তাদের উপর এসেছিল। তারপর রাসূল (ছাঃ) তরবারী মাথায় করে ঐ এলাকা দ্রুত পার হয়ে গেলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ কারো প্রতি যদি সম্মানের ব্যাপারে বা কোন কিছুর ব্যাপারে অত্যাচার করে থাকে, তাহলে আজকেই সে যেন তা সমাধা করে নেয়, ঐ দিন আসার পূর্বে, যে দিন তার নিকট কোন অর্থ-সম্পদ থাকবে না। ঐ দিন সৎ আমল থাকলে অন্যায় পরিমাণ নিয়ে নেয়া হবে। আর সৎ আমল না থাকলে তার পাপগুলি নিয়ে অপরাধীর উপর চাপিয়ে দেয়া হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামাতের দিন সবার হক আদায় করা হবে, এমনকি শিংবিহীন ছাগলকে শিং প্রদান করে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৮)*।

عَنْ سَعِيْد بْنِ زَيْد عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অত্যাচার করে অর্ধহাত যমীন দখল করেছে, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন অনুরূপ সাতটি যমীন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৩৮)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সক্ষম ব্যক্তির জন্য টাল বাহানা করা অন্যায়। তোমাদের কারও প্রাপ্য পরিশোধে ঋণী ব্যক্তি অপর সক্ষম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব দিলে তা অনুমোদন করা কর্তব্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৭)*।

অহংকার :

অহংকার মানব জীবনের এক জঘন্য স্বভাব, যা মানুষে আত্মোপলব্ধিকে ভুলিয়ে দেয়। মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও অন্যকে হেয় জ্ঞান করতে থাকে। এজন্য অহংকার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً– 'তুমি পৃথিবীতে অহঙ্কার করে চল না। নিশ্চয়ই তুমি যমীনকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারবে না' *(ইসরা ৩৭)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, لاَ جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ 'এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে; তিনি অহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(নাহল ২৩)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ– 'অহংকার বশতঃ তুমি

মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে অহংকার করে বিচরণ করো না, কারণ আল্লাহ কোন অহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(লুক্বমান ১৮)*।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দাম্ভিক ও অহংকারীকে অপসন্দ করেন বলে ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই মানুষের মধ্যে কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ ধনী, কেউ গরীব। মানুষের মাঝে এই ভেদাভেদ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। আবার সকলের রিযিকের ব্যবস্থাও তিনি করেন। মানুষ কেউই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। কোন না কোন কাজে ও প্রয়োজনে তাকে অন্যের সাহায্য নিতে হয়, অপরের মুখাপেক্ষী হতে হয়। কাজেই অহংকার করা মানুষের সাজে না। অহংকারের পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) কঠিন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ أَوْصِنِىْ. قَالَ لاَ تَغْضَبْ. فَرَدَّ ذَلِكَ مِرَارًا، قَالَ لاَ تَغْضَبْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আমাকে উপদেশ দিন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি রাগ কর না। সে কয়েকবার একই কথা জিজ্ঞেস করল, রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেকবার একই জবাব দিলেন, তুমি রাগ কর না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১০৪)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে প্রতিপক্ষকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিতে পারে। বরং সে ব্যক্তিই প্রকৃত শক্তিশালী, যে রাগের সময় নিজেকে সংযত করে রাখতে পারে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৫)*।

حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِىِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيْمٍ مُتَكَبِّرٍ.

হারিছা ইবনু ওহাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকের কথা বলব না? তারা হল সরলতার দরুণ দুর্বল, যাদেরকে লোকেরা হীন, তুচ্ছ ও দুর্বল মনে করে। আল্লাহ তাদেরকে এত ভালবাসেন যে, তারা কোন বিষয়ে কসম করলে তাদেরকে সত্যে পরিণত করেন। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদেরকে কি জাহান্নামীদের কথা বলব না? তারা হল, যারা অনর্থক কথা নিয়ে বিবাদ করে, আর যারা বদমেযাজী অহংকারী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৬)*।

عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُوْد عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন এক ব্যক্তি বলল, কেউ তো পসন্দ করে যে তার পোশাক ভাল হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এটাও কি অহংকার? তিনি বললেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং সুন্দরকে পসন্দ করেন। অহংকার হল, হককে অহংকার করে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে হীন ও তুচ্ছ মনে করা’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : قَالَ اللهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِىْ فَمَن نَازَعَنِىْ وَاحِداً مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ جَهَنَّمَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘অহংকার আমার চাদর আর আত্মম্ভরী তা আমার লুঙ্গী। এই দু’টির কোন একটি কেউ গ্রহণ করলে আমি তাকে জাহান্নামে দেব’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১১০)*।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْه عَنْ جَدِّه عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ أَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَة فِىْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ.

আমর ইবনে শু‘আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিপীলিকার ন্যায় জড়ো করা হবে। অবশ্য আকৃতি-অবয়ব হবে মানুষের। অপমান তাদেরকে চারদিক হতে বেষ্টন করে রাখবে। ‘বাওলাস’ নামক জাহান্নামের কারাগারের দিকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নিওয়া হবে। আগুনের অগ্নিশিখা তাদের উপর ছেয়ে যাবে। আর তাদেরকে পান করানো হবে জাহান্নামীদের দেহ নিংড়ানো ‘ত্বীনাতুল খাবাল’ নামক কদর্য পুঁজ-রক্ত’ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১১২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثُ مُنَجِّيَاتٍ وَثَلَاثُ مُهْلِكَاتٍ فَأَمَّا الْمُنَجِّيَاتُ فَتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسَّخْطِ وَالْقَصْدِ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوَى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٍ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসসাধনকারী। মুক্তিদানকারী জিনিসগুলো হল, প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা। খুশী ও অখুশী উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা এবং ধনী ও দরিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংস সাধনকারী জিনিসগুলি হল, প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া, লোভ-লালসার দাস হওয়া বা কৃপণ হওয়া এবং কোন ব্যক্তির আত্ম অহমিকায় লিপ্ত হওয়া এবং তা হল সর্বাপেক্ষা জঘন্য’ *(শু‘আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৫১২২, সনদ হাসান)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে যাবে না। আর যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে যাবে না’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অহংকারী ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। উপরোক্ত হাদীছে দু’টি বিষয় এমনভাবে সাংঘর্ষিক যে, ঈমান থাকলে জাহান্নামে যাবে না। আর অহংকার থাকলে জান্নাতে যাবে না। তাই প্রত্যেক মুমিন যেন অহংকার হতে নিজের অন্তরকে সদা পবিত্র রাখে এবং এর কলুষ-কালিমা দ্বারা নিজের অন্তরকে নির্মল রাখে। যাতে তাকে জাহান্নামের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হতে না হয়। অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা তিন শ্রেণীর লোকের সাথে ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। (১) বয়সপ্রাপ্ত যেনাকার (২) মিথ্যুক শাসক (৩) অহংকারী দরিদ্র’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে অহংকার বশত পায়ের নিচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে রাখে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি দৃষ্টি দিবেন না’ *(বুখারী*

হা/৫৩৪২)। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, যারা অহংকার করে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে মুসলিম পুরুষরা লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট গোড়ালীর নিচে ঝুলিয়ে পরে। এটা যেন এখন একটা ফ্যাশান। অথচ এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এ বিষয়ে কোন মানুষ চিন্তা করে না। এর মধ্যে কোন ভদ্রতা ও শালীনতা নেই। বরং এর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। তাই এ বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিম পুরুষকে সজাগ ও সচেতন হওয়া যরূরী। জান্নাত পিয়াসী মুসলিম পুরুষকে টাখনুর উপরে কাপড় পরিধান করতে হবে। অন্যথা পরকালে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে।

১৪. ইয়াতীম ও প্রতিবেশী :

প্রতিবেশী আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খবরাখবর নেয়া যরূরী। যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, তারা জান্নাতে যাবে না। এদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কসম করে বলেছেন, যেসব কারণে মানুষ জান্নাতে যাবে না, প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানকারী তার অন্যতম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا-

‘আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। পথিক ও দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী-দাম্ভিককে পসন্দ করেন না’ *(৩৬ নিসা)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা প্রতিবেশীর হক উল্লেখ করেছেন এবং যারা প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে না, তাদেরকে অহংকারী ও দাম্ভিক বলেছেন। পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দানের পাশাপাশি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী এবং দাস-দাসীর সাথেও উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উপরোক্ত আয়াতে। কেননা প্রতিবেশী ও দাস-দাসীরাই মানুষের বিপদে-আপদে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। তাই এসব লোকের সাথে ভাল আচরণ করা মুমিনের কর্তব্য। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ- فَكُّ رَقَبَةٍ- أَوْ إِطْعَامٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ- يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ- أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ-

'কিন্তু সে দুর্গম গিরি পথে প্রবেশ করল না। তুমি কী জান যে, দুর্গম গিরি পথটি কি? এটা হচ্ছে, কোন দাসকে মুক্ত করা। অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান। কোন ইয়াতীম, আত্মীয়কে। অথবা ধূলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে' *(বালাদ ১১-১৬)*। তিনি আরো বলেন,

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى- وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى- وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى- فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ- وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ-

'তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দান করেছেন। তিনি তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পেয়েছেন, তারপর তিনি দেখিয়েছেন পথ। তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পান তারপর তোমাকে ধনবান করেন। অতএব তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না। আর ভিক্ষুককে ধমক দিও না' *(যুহা ৬-১০)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوْفًا 'আর যখন তা বণ্টনের সময়ে স্বজনগণ, পিতৃহীনগণ এবং দরিদ্রগণ উপস্থিত হয়, তখন তা হতে তাদেরকেও জীবিকা দান কর এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা বল' *(নিসা ৮)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ- وَلَا تَحَاضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ 'কখনও নয়। বস্তুতঃ তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না এবং তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিত কর না অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে' *(ফজর ১৭-১৮)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ- فَذَلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ- وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ 'তুমি কি দেখেছ তাকে, যে পরকালকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে? সে তো ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্থকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না' *(মাঊন ১-৩)*।

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا 'এবং খাদ্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও অভাবগ্রস্থ, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে' *(দাহর ৮)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ قَالُوْا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْجَارُ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেই ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যার অন্যায় থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৯৬২; বাংলা মিশকাত হা/৪৭৪৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*। অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি কখনও জান্নাতে যাবে না, যার অন্যায়ের কারণে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। অনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৩; বাংলা মিশকাত ৮ম খণ্ড, হা/৪০৬৯ 'খাদ্য' অধ্যায়)*। উল্লেখিত হাদীছ সমূহ হতে বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশীর হক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার সাথে জান্নাত পাওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। তাই প্রতিবেশীর হক আদায় করে জান্নাতের পথ সুগম করা প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর জন্য আবশ্যক।

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَمْرَ عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

আয়েশা ও ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হত যে, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে সম্পদের অংশীদার বানিয়ে দিবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশীকে তুচ্ছ মনে না করে। এমনকি ছাগলের পায়ের ক্ষুর হলেও প্রতিবেশীর নিকট পাঠাতে হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৯২; বাংলা মিশকাত ৪র্থ খণ্ড, হা/১৭৯৮ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْك بَابًا.

আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার দু'টি প্রতিবেশী আছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া প্রদান করব? তিনি বললেন, 'উভয়ের মধ্যে যার বাড়ী তোমার বেশী কাছে তাকে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৩৬; বাংলা মিশকাত ৪র্থ খণ্ড, হা/১৮৪০)*।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ.

আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আবূ যার! যখন তুমি তরকারী রান্না কর, তখন একটু বেশি পানি দিয়ে ঝোল বেশি করো এবং তোমার প্রতিবেশীর হক্ব পৌঁছে দাও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীকে দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৬৪; বাংলা মিশকাত ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৮৩৫ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর জিনিস প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ–

উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ঝগড়াটে দুই প্রতিবেশীর মুকদ্দমা পেশ করা হবে’ *(আহমাদ, বাংলা মিশকাত হা/৪৭৮২)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ–

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, যে উদর পূর্ণ করে খায় আর তার পার্শ্বেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে’ *(বায়হাক্বী, বাংলা মিশকাত হা/৪৭৭৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنْ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা অধিক ছালাত পড়ে, ছিয়াম রাখে এবং দান-ছাদাক্বাহ করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম ছিয়াম পালন করে, দান-ছাদাক্বাও কম করে এবং ছালাতও কম আদায় করে। তার দানের পরিমাণ হল পনীরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী’ *(আহমাদ, বায়হাক্বী, বাংলা মিশকাত হা/৪৭৭৫)*।

উপরিউক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশীর হক অত্যধিক। তাদের সাথে সদাচরণ করা প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকাও রাসূলের নির্দেশ। খাদ্য আদান-প্রদান ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যরূরী। প্রতিবেশীর হক আদায় না করলে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার না করলে জান্নাত পাওয়া কঠিন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলার কাছে সে সঙ্গী-সাথী উত্তম, যে নিজের সঙ্গী-সাথীর কাছে উত্তম। আর আল্লাহ্‌র কাছে সে প্রতিবেশী উত্তম, যে নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম' *(তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৪৯৮৭)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِنَبِيِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ لِيْ أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَوْ إِذَا أَسَأْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ: قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ. وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ: قَدْ أَسَأْتَ فقد أَسَأْتَ.

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি কিভাবে জানতে পারব যে, আমি যা করেছি তা ভাল করেছি বা খারাপ করেছি? তিনি বললেন, যখন তোমার প্রতিবেশীদেরকে বলতে শুনবে যে, তুমি ভাল করেছ, তখন তুমি (বুঝতে পারবে যে) অবশ্যই ভাল কাজ করছ। আর যখন তাদেরকে বলতে শুনবে যে, তুমি খারাপ কাজ করছ, তখন তুমি (বুঝবে যে,) নিশ্চয়ই খারাপ কাজই করেছ' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯৮৮)*।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ قُرَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوئِه فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا؟ قَالُوْا: حُبُّ اللهِ وَرَسُوْلِه. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيُصَدِّقْ حَدِيْثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ.

আব্দুর রহমান ইবনু আবু কুরাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল (ছাঃ) অযূ করলেন, তখন তাঁর ছাহাবীগণ অযূর পানি তাদের গায়ে মাখতে লাগলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাদেরকে এটা করতে উদ্বুদ্ধ করছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যার আন্তরিক বাসনা যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসবে অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যেন তাকে ভালবাসে সে যখন কথা বলে যেন সত্য কথাই বলে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় সে যেন উক্ত আমানত আদায় করে এবং প্রতিবেশীর সাথে যেন প্রতিবেশী সুলভ উত্তম আচরণ করে' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৯০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَأَطْعِمْ الْمِسْكِيْنَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে নিজের হৃদয়ের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করল। তিনি বললেন, 'ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খানা খাওয়াও' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪৯৯১)*।

عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ইয়াতীম পালনকারী (নিজের ইয়াতীম হোক অথবা অন্যের ইয়াতীম হোক) জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাঁকা রেখে ইশারা করে দেখালেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫২; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৭৩৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

১৫. সালাম :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ কর না; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, সম্ভবত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে' *(নূর ২৭)*।

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا.

'আর যখন তোমরা সালাম ও অভিবাদন প্রাপ্ত হও, তবে তোমরাও তা হতে শ্রেষ্ঠতর উত্তম সম্ভাষণ কর অথবা ওটাই প্রত্যার্পণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী' *(নিসা ৮৬)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, কোন ইসলাম (তার কোন কাজ) উত্তম! তিনি বললেন, (অভুক্তকে) খানা খাওয়ান এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম করা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: يَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক। যথা– যখন সে রোগে আক্রান্ত হয় তখন তার সেবা-শুশ্রূষা করবে। সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযা ও দাফন-কাফনে উপস্থিত থাকবে। দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করবে। সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দেবে। হাঁচি দিলে (يرحمك الله বলে) তার জওয়াব দেবে এবং উপস্থিত বা অনুপস্থিত উভয় অবস্থায় তার জন্য কল্যাণ কামনা করবে’ *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৬৩০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

আবু হুরায়রা রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দিব না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? (অবশ্যই বলব, তা হল) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচলকারীকে এবং পদব্রজে চলাচলকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কম বয়সী বয়োজ্যেষ্ঠকে, পথ অতিক্রমকারী উপবিষ্টকে এবং কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম প্রদান করবে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬৩৩)*।

عَن أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) কতিপয় বালকের নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তাদেরকে সালাম করলেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا تَبْدَؤُوْا الْيَهُوْدَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِيْ طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أضيَقِه.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ইহুদী-নাছারাদেরকে আগে সালাম দিবে না এবং রাস্তায় চলার পথে যখন তাদের কারো সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে যেতে বাধ্য করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৫)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُوْدُ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ أَحَدُهُمْ السَّامُ عَلَيْكَ. فَقُلْ: وَعَلَيْكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইহুদীরা যখন তোমাদেরকে সালাম করে তখন তারা বলে 'আসসামু আলাইকা'। সুতরাং জওয়াবে তুমি বলবে 'ওয়া আলাইকা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৬)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন আহলে কিতাব তোমাদেরকে সালাম করে, তখন তোমরা (জবাবে) 'ওয়া আলাইকুম' বলবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৭)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا؟ قَالَ: قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একদল ইহুদী নবী (ছাঃ)-এর কাছে আসতে অনুমতি চাইল এবং বলল, 'আসসামু আলাইকুম'। তখন আমি (আয়েশা) জওয়াবে বললাম, 'বাল আলাইকুমুস সাম ওয়াল্‌লা'নাত'। (অর্থ- বরং তোমাদেরই শীঘ্র মৃত্যু হোক এবং আল্লাহর অভিশাপ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, 'হে আয়েশা! আল্লাহ সহনশীল, তিনি প্রত্যেক কাজে সহনশীলতাকেই পসন্দ করেন'। তখন আমি বললাম, আপনি শুনেননি তারা কি বলেছিল? তিনি বললেন, 'আমিও তো তাদের জওয়াবে 'ওয়া আলাইকুম' বলেছি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৮)*।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন এক সমাবেশের নিকট দিয়ে গমন করলেন যেখানে মুসলমান ও মুশরিক তথা পৌত্তলিক ও ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল তিনি তাদেরকে সালাম করলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৯)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ. قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ والأمرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, 'তোমরা রাস্তার উপর বসা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। তাঁরা (ছাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের তো রাস্তার উপর বসা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। কারণ তথায় বসে আমরা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। তিনি বললেন, যদি তোমরা তথায় বসতে একান্ত বাধ্যই হও, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, চক্ষু নিয়ন্ত্রণে রাখা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের জওয়াব দেওয়া, ভাল কাজের আদেশ করা এবং খারাপ হতে নিষেধ করা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৪০)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ.

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় যে প্রথমে সালাম করে' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৬)*।

عَن جَرِيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ.

জারীর (রাঃ) বলেন, 'একদা নবী করীম (ছাঃ) কতিপয় মহিলার নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তাদেরকে সালাম করলেন' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪৬৪৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারো কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন সে যেন তাকে সালাম করে। অতঃপর যদি তাদের উভয়ের মধ্যখানে কোন বৃক্ষ, প্রাচীর কিংবা পাথরের আড়াল পড়ে যায়, পরে পুনরায় যখন সাক্ষাৎ হয় তখনও যেন আবার সালাম করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৫০)*।

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِيْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ نَعَمْ.

কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে 'মুছাফাহার' প্রচলন ছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ ছিল *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬৭৭)*।

عَن أنس قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيْقَهُ أَيَنْحَنِيْ لَهُ؟ قَالَ لَا. قَالَ أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ لَا. قَالَ أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ نَعَمْ.

আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমাদের কেউ যখন তার কোন ভাইয়ের সাথে কিংবা কোন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে তখন কি তার জন্য মাথা নত করবে? তিনি বললেন, না। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তাকে কি আলিঙ্গন করবে এবং চুম্বন করবে? তিনি বললেন, না। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, সে কি তার হাত ধরে তার সাথে মুছাফাহ করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৮০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক হাতে মুছাফাহ করতে হবে।

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ أَفْشُوْا السَّلَامَ تَسْلَمُوْا.

বারা ইবনু আয়েব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পরে সালামের প্রচলন কর, তাহলে নিরাপদ থাকবে' *(তারগীব হা/২৬৯৬)*।

عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ عَبدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ سَمِعتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفشُوْا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

আবু ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'হে মানুষ! তোমরা পরস্পরে সালামের প্রচলন কর এবং (দুঃস্থ-গরীবকে) খাদ্য প্রদান কর। আর মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন ছালাত আদায় কর। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তারগীব হা/২৬৯৭)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اُعْبُدُوْا الرَّحْمَنَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ تَدْخُلُوْا الْجِنَانَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা রহমানের ইবাদত কর এবং পরস্পরে সালামের প্রচলন কর। আর খাদ্য প্রদান কর, তাহলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তারগীব হা/২৬৯৮)*।

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفشُوْا السَّلاَمَ كَيْ تَعْلَوْا.

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরে সালামের প্রচলন কর, তাহলে তোমরা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে' *(আত-তারগীব হা/২৭০১)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ.

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র নিকটে মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে ব্যক্তি আগেই সালাম প্রদান করে' *(আত-তারগীব হা/২৭০৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِيْ الدُّعَاءِ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অপারগ ব্যক্তি সেই, যে দো'আ প্রার্থনা করতে অপারগতা প্রকাশ করে। আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ সেই, যে সালাম প্রদানে কৃপণতা করে' *(আত-তারগীব হা/২৭১৪)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَسْرَقُ النَّاسِ اَلَّذِيْ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ قَالَ لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় চোর সেই, যে তার ছালাত চুরি করে। কেউ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কিভাবে সে তার ছালাত চুরি করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যে তার ছালাতের রুকূ এবং সিজদা পূর্ণ করে না। আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ সেই, যে সালাম প্রদানে কৃপণতা করে' *(আত-তারগীব হা/২৭১৫)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلسَّلاَمُ قَبلَ السُّؤَالِ، فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلاَمِ فَلاَ تُجِيْبُوْهُ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জিজ্ঞাসা বা কথপোকথনের পূর্বে সালাম হতে হবে। অতএব যে ব্যক্তি সালামের পূর্বেই জিজ্ঞাসা বা কথপোকথন শুরু করবে তোমরা তার কথার উত্তর দিয়ো না' *(সিলসিলা ছহীহাহ*

হা/৮১৬)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, বক্তব্য বা যে কোন কথার পূর্বে সালাম হতে হবে।

عَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কথার পূর্বে সালাম হতে হবে' *(তিরমিযী হা/২৬৯৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৬, সনদ হাসান)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَصحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَلاَقَوْا تَصَافَحُوْا وَإِذَا قَدِمُوْا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوْا.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পরে সাক্ষাৎ করলে মুছাফাহা করতেন এবং কোন সফর থেকে আসলে কাঁধে কাঁধ মিলাতেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৪৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোলাকোলির বিষয়টি আগন্তুকের জন্য। কাজেই ঈদের মাঠে তা করা বিদ'আত।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْكَامَ قَالَ كُنَّا إِذَا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا قُلْنَا : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ.

যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) বলেন, যখন নবী কারীম (ছাঃ) আমাদেরকে সালাম দিতেন, তখন আমরা বলতাম, وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ 'আপনার উপরে আল্লাহ্‌র শান্তি, রহমত, বরকত ও ক্ষমা অবতীর্ণ হোক' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৪৯)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ.

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম প্রদান না করে, তাকে তোমরা কথা বলার বা প্রবেশের অনুমতি দিয়ো না' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৭)*।

অত্র হাদীছগুলি দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কথা বলার পূর্বে অথবা কোন স্থানে বা বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে সালাম প্রদান করা যরূরী।

১৬. খাওয়ার নিয়ম :

يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

‘হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ কর, আর খাও এবং পান কর (তবে পরিচ্ছদ ও পানাহারে) অপব্যয় করবে না। কেননা আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালবসেন না’ *(আ‘রাফ ৩১)*।

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَـدِي تَطِيْشُ فِي الصَّفْحَةِ. فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

ওমর ইবনু আবু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি একজন বালক হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমার হাত খাওয়ার পাত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, ‘বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

عَن حُذَيْفَة قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয় যে খাদ্যে বিসমিল্লাহ বলা হয় না’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬০)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِـهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন কোন ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান (তার অনুসারীদিগকে) বলে, এই ঘরে তোমাদের জন্য রাত্রি যাপনের সুযোগ নেই এবং খাদ্যও পাওয়া যাবে না। (সুতরাং চল এই স্থান ত্যাগ করি)। আর যখন ষে (ঘরে) প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহ্‌র নাম নেয় না, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপনের স্থান পেয়েছ। আর যখন সে খাওয়ার সময়ও আল্লাহ্‌র নাম নেয় না, তখন সে বলে, তোমরা রাত্রি যাপন ও খাওয়া উভয়টির সুযোগ লাভ করেছ’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬১)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যখন কিছু খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায়। আর যখন পান করে তখন যেন ডান হাতে পান করে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬২)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! তোমাদের কেউই যেন বাম হাতে না খায় এবং সেই (বাম) হাতে পানও না করে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে খায় এবং সেই হাতে পানও করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৩)*।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِيْ أَيَّةِ الْبَرَكَةُ؟

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (খাওয়ার শেষে) অঙ্গুলীসহ ও খাদ্যপাত্র চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'খাদ্যের কোন অংশটির মধ্যে বরকত রয়েছে নিশ্চয়ই তোমরা তা অবগত নও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৫)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِه حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِه فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ: فِيْ أَيِّ طَعَامِه يَكُوْنُ الْبَرَكَةَ؟

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'তোমাদের কারো প্রতিটি কাজের সময় শয়তান তার পাশে উপস্থিত হয়, এমন কি তার খাওয়ার সময়ও তার নিকট উপস্থিত হয়। সুতরাং যদি তোমাদের কারো লোকমা পড়ে যায়, সে যেন তা তুলে ময়লা পরিস্কার করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়। আর খাওয়া শেষে যেন অঙ্গুলী চেটে নেয়। কেননা সে জানে না, তার খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৭)*।

عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا.

আবু জোহায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি হেলান দিয়ে খাই না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৬৮)*। হেলান দিয়ে খাওয়া অহংকারীদের আচরণ, তাই নবী করীম (ছাঃ) এটা পসন্দ করতেন না।

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِيْ سُكُرُّجَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قِيْلَ لِقَتَادَةَ: عَلَى مَا يَأْكُلُوْنَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ.

কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আনাস (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ) কখনও টেবিলে রেখে আহার করেননি এবং ছোট ছোট পেয়ালাবিশিষ্ট খাঞ্চায়ও খানা খাননি। আর তার জন্য কখনও চাপাতি রুটিও তৈরী করা হয়নি। কাতাদাকে জিজ্ঞেস করা হল, তবে তারা কিভাবে খেতেন? তিনি বললেন, সাধারণ দস্তরখান বিছিয়ে আহার করতেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৬৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طُعَامًا قَطُّ اِنِ اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) কখনও কোন খাদ্যের দোষ প্রকাশ করেননি। অবশ্য মনে চাইলে খেতেন এবং অপসন্দ হলে পরিত্যাগ করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৭২)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلَ.

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মিষ্টি ও মধু পসন্দ করতেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৮২)*।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدْمَ. فَقَالُوْا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُوْلُ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ছাঃ) নিজ গৃহে তরকারি চাইলেন, তারা বললেন, আমাদের কাছে সিরকা ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন তিনি তা চেয়ে নিলেন এবং তা দ্বারা রুটি খেতে লাগলেন, আর বললেন, সিরকা উত্তম তরকারি, সিরকা উত্তম তরকারি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৮৩)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে কাকড়ীর সাথে তাজা খেজুর খেতে দেখেছি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৮৫)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَجُوْعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই গৃহবাসী অভুক্ত নয়, যাদের কাছে খেজুর আছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৮৯)*।

عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سمعتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ: مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ.

সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ভোরে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সে দিন কোন বিষ ও জাদুটোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯০)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً وَإِنَّهَا تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ.

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মদীনার উচ্চভূমির আজওয়া খেজুরের মধ্যে রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। আর ভোরে তা (খাওয়া) বিষের প্রতিষেধক' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯১)*।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْ لِيَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ. وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَقَالَ: قَرِّبُوْهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ: كُلْ فَإِنِّيْ أُنَاجِيْ مَنْ لَا تُنَاجِيْ.

জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পিয়াজ খায়, সে যেন আমাদের নিকট হতে দূরে থাকে। অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ হতে দূরে থাকে অথবা নিজ বাড়ী-ঘরে বসে থাকে। এক সময় নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে একটি তরকারির পাতিল আনা হল। তিনি তাতে এক ধরনের গন্ধ অনুভব করলেন, তখন তা (হতে নিজে না খেয়ে উপস্থিত) একজন ছাহাবীর সম্মুখে এগিয়ে দিতে বললেন এবং সেই ছাহাবীকে বললেন, তুমি খেতে পার। কারণ আমাকে যার সাথে গোপনে কথা বলতে হয়, তোমাকে তার সাথে কথা বলতে হয় না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯৭)*।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ.

মিকদাম ইবনে মা'দীকারীব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্যকে মেপে নেও। এতে তোমাদের জন্য বরকত দেওয়া হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/ ৪১৯৮)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبُّنَا.

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সম্মুখ হতে যখন দস্তরখানা উঠানো হতো, তখন তিনি এই দো'আ পড়তেন, অর্থ পাক-পবিত্র, বরকতময়, অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। হে পরওয়ারদেগার! তোমার নেয়ামত হতে মুখ

ফিরান যায় না, আর তার অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং তার প্রয়োজন হতে মুক্ত থাকা যায় না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট, যে এক গ্রাস খাদ্য খেয়ে তাঁর প্রশংসা করে অথবা এক ঢোক পানি পান করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করে' *(মুসিলম, মিশকাত হা/৪২০০)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَه وآخِرَه.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ খানা খায় এবং আল্লাহ্র নাম নিতে ভুলে যায়, (স্মরণ হওয়ার পর) সে যেন বলে, বিসমিল্লাহি আওয়্যালাহু ওয়া আখিরাহু' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২০২)*।

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কিছু খেতেন অথবা পান করতেন, তখন এই দো'আ পড়তেন। অর্থ- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি খাওয়ায়েছেন, পান করিয়েছেন, অতি সহজে তা উদরস্থ করেছেন এবং বের হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২০৭)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيْدٍ فَقَالَ: كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِيْ وَسَطِهَا.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মুখে এক পাত্র ছারীদ আনা হল। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা তার পার্শ্ব হতে খাও, মধ্য হতে খেও না। কেননা খাদ্যের বরকত মাঝখানেই অবতীর্ণ হয় *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৪২১১)*।

عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحَرِّجَهُ.

আবু শুরাইহ আলকা‘বী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ঈমান রাখে সে যেন তার অতিথির সম্মান করে। অতিথির জন্য উত্তম খানাপিনার ব্যবস্থা করা চাই এক দিন ও এক রাত। আর সাধারণভাবে আতিথেয়তা হল তিন দিন। এর পর যা করবে তা হবে ছাদক্বা। আর মেহমানের জন্য জায়েয নয় এত সময় মেযবানের গৃহে অবস্থান করা যাতে তার কষ্ট হয়’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৪)*।

১৭. নারীর মর্যাদা :

জাহেলী যুগে নারীদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ইয়াহুদী খৃষ্টানরা নারীদের মর্যাদা দেয়নি। অমুসলিমরাও নারীদের মূল্যায়ন করেনি। বরং ইসলামই নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন করেছে।

জাহেলী যুগে যে নারীদের মূল্যায়ন করা হয়নি, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ- يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

‘তাদের কাউকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানী হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতই না নিকৃষ্ট!’ *(নাহল ৫৮-৫৯)*।

وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ- بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.

‘যখন জীবন্ত-প্রথিত (জীবন্ত কবর) কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে। কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?’ *(তাকবীর ৮-৯)*।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ. وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنعَ وَهَاتٍ.

মুগীরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর তোমাদের মাতাদের অবাধ্যতাকে হারাম করেছেন। কন্যাদের জীবন্ত পুঁতে দেওয়া হারাম করেছেন আর কৃপণতা হারাম করেছেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৫)*।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيْدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَخِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمَّنَا مُلَيْكَةَ كَانَتْ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَقْرِيْ الضَّيْفَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ قُلْنَا فَإِنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ

أُخْتًا لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّة فَهَلْ ذَلكَ نَافعُهَا شَيْئًا قَالَ الْوَائدَةُ وَالْمَوْءُوْدَةُ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْوَائدَةُ الْإِسْلَامَ فَيَعْفُوَ اللهُ عَنْهَا-

সালামা ইবনু ইয়াযীদ আল-জু'ফী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের মাতা মুলাইকা আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতেন, অতিথি সেবা করতেন। এছাড়া অন্যান্য ভাল আমল করতেন। তিনি জাহেলী যুগে মারা গেছেন। এসব সৎ আমল তার কোন কাজে আসবে কি? তিনি উত্তরে বললেন, না। আমরা বললাম, তিনি জাহেলী যুগে আমাদের এক বোনকে জীবন্ত পুঁতে দিয়েছিলেন, এতে তার কোন ক্ষতি হবে কি? নবী কারীম (ছাঃ) বললেন, 'যাকে জীবন্ত দাফন করা হয়েছে এবং যে দাফন করেছে উভয়েই জাহান্নামে যাবে। তবে পরে ইসলাম গ্রহণ করলে ক্ষমা হবে' *(আহমাদ হা/১৫৮৬৬; ইবনু কাছীর হ/৭১৬৭)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ-

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যাকে জীবন্ত দাফন করা হয়েছে এবং যে দাফন করেছে উভয়েই জাহান্নামী' *(ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭১৬৮)*।

عَنْ عُمَرَ قَالَ جَاءَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنِّيْ وَأَدْتُ ثَمَانِيَ بَنَاتٍ لِيْ فِي الْجَاهِلِيَّة، قَالَ: أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا رَقَبَةً، قُلْتُ: إِنِّيْ صَاحِبُ إِبِلٍ، قَالَ: اهْدِ إِنْ شِئْتَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بَدَنَةً-

ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কায়েস ইবনু আছিম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি জাহেলী যুগে আমার ৮ জন কন্যাকে জীবিত প্রোথিত করেছি, এখন আমার করণীয় কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি প্রত্যেকটি কন্যার বিনিময়ে একটি করে গোলাম আযাদ করে দাও'। তখন কায়েস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তো উটের মালিক। আমি গোলামের মালিক নই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তাহলে তুমি প্রত্যেকের জন্য একটি করে উট আল্লাহ্র নামে কুরবানী করে দাও' *(বাযযার, তাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭১৭১)*।

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ وَأَدْتُ ثَمَانِيَ بَنَاتٍ لِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ فِىْ اَخِرِهِ فَاهْدِ إِنْ شِئْتَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بَدَنَةً-

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, কায়েস ইবনু আছিম বলেন, আমি জাহেলী যুগে আমার ৮টি মেয়েকে জীবন্ত প্রোথিত করেছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তুমি প্রত্যেকটি মেয়ের বিনিময়ে একটি করে উট কুরবানী কর' *(ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭১৭২)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যার লালন-পালন করবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, ক্বিয়ামতের দিন সে আমার সাথে এভাবে আসবে। এ বলে তিনি নিজের আঙ্গুলিসমূহ একত্রিত করে দেখালেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫০)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَات فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যার তিনটি কন্যা সন্তান থাকবে সে যদি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজের সামর্থ্যানুযায়ী তাদের খাদ্য প্রদান করে, পান করার ব্যবস্থা করে এবং তাদের পোশাক পরিধান করায়, তাহলে তারা ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম হতে অন্তরাল হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৯; ছহীহাহ হা/২৯৪)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন মুসলমান ব্যক্তির দু'জন কন্যা হবে, সে তাদের ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে যতদিন তারা দু'জন তার কাছে থাকবে, তাহলে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭০)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তিন জন মেয়েকে লালন-পালন করবে, তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে এবং তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে, অতঃপর তাদের সাথে ভাল ব্যবহার বজায় রাখবে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে' *(আহমাদ হা/১১৮৬৩)*।

অত্র আয়াতসমূহ এবং হাদীছগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহেলী যুগে মেয়েদেরকে জীবিত মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত। মুফাসসিরগণ তার বাস্তবরূপের এভাবে বিবরণ দেন।

ইহুদী-খৃষ্টান নারীদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং উপভোগের বস্তু হিসাবে ব্যবহার করে। নারীরা ঋতুবতী হলে তারা তাদেরকে ঘৃণা করে।

عَنْ أَنَسٍ إِنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ).

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কোন স্ত্রীলোক হায়েযগ্রস্তা হত তখন তাদের সাথে একত্রে খেত না এবং তাদেরকে এক সঙ্গে রাখত না। একবার নবী করীম (ছাঃ)-কে তারা (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করল। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে হায়েয সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫)*। অত্র হাদীছে নারীদের সাথে ইহুদী-নাছারাদের আচরণ প্রমাণিত হয়, যা খুব দুঃখজনক।

পক্ষান্তরে নবী কারীম (ছাঃ) ঋতুবতী নারীদের সাথে যে আচরণ করেন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِد كِلاَنَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِيْ فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِيْ وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি নবী করীম (ছাঃ) একই পাত্র হতে গোসল করতাম, অথচ তখন আমরা উভয়ে নাপাক। আমি তাঁর আদেশক্রমে লজ্জাস্থানের উপর লুঙ্গী বা কাপড় বাঁধতাম, তারপর তিনি তাঁর শরীর আমার শরীরের সাথে লাগাতেন অথবা আমার সাথে শুইতেন। অথচ তখন আমি ঋতুবতী। তিনি ই'তেকাফ অবস্থায় আমার দিকে মাথা বের করে দিতেন। আমি মাথা ধুয়ে দিতাম, অথচ আমি ঋতুবতী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি ঋতু অবস্থায় পানি পান করতাম, অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে মুখ রেখে পানি পান করতেন। আর কখনও আমি ঋতু অবস্থায় হাড়ের গোশত খেতাম। অতঃপর তা আমি তাকে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে মুখ লাগিয়ে খেতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭)*।

عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِيْ حَجْرِيْ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পড়তেন, অথচ আমি ঋতুবতী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّيْ حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একদা আমাকে বললেন, 'মসজিদ হতে মাদুরটি দাও! আমি বললাম, আমি ঋতুবতী। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমার ঋতু তোমার হাতে লেগে নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯)*।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَأَنا حَائِضٌ.

মায়মুনা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত পড়তেন একটি চাদরে, যার একাংশ আমার গায়ের উপর থাকত আর অপরাংশ তাঁর গায়ের উপর, অথচ তখন আমি ঋতুবতী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০)*।

অত্র বিবরণে বুঝা যায় আল্লাহ্র নবী নারীদের কেমন মর্যাদা দিতেন। ঋতু অবস্থায় ইহুদীরা নারীদের ঘৃণা করে। আর এসময় আল্লাহ্র নবী স্ত্রীর উরুর উপর মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করেন।

আল্লাহ তা'আলা ভাল নারীর গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

'অতএব যারা সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোক তারা তাদের স্বামীদের ব্যাপারে আল্লাহ্র হুকুম পালনকারীণী এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে গোপনীয় বিষয়গুলির হেফাযতকারীণী হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ নিজেই তার হেফাযত করেন' *(নিসা ৩৪)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ভাল নারীর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।-

আল্লাহ তা'আলা বলেন, عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا 'নবী যদি

আপনাদের সবাইকে তালাক দেন তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ নবীকে তোমাদের পরিবর্তে এমনসব স্ত্রী দিবেন যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে। যারা হবে সত্যিকার মুসলিম অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, ছিয়াম পালনকারী কুমারী কিংবা অকুমারী নারী' *(তাহরীম ৫)*।

অন্য এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيْرِ

'তোমরা কুমারীদের বিবাহ কর। কেননা তাদের মুখ বেশি মিষ্টি, তারা অধিক গর্ভধারিণী এবং অল্পে তুষ্ট' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬২৩, ১৯৫৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, (১) তালাকপ্রাপ্তা নারীর চেয়ে কুমারী নারীকে বিবাহ করা ভাল। স্বামীর নিকট কুমারী স্ত্রী হিসাবে থাকা যরূরী। এ বাণী দ্বারা আরো প্রতীয়মান হয় যে, 'চুন থেকে পান খসলেই' অর্থাৎ একটু অসুবিধা হলেই প্রথম স্বামীর ঘর-সংসার ছেড়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা শোভনীয় নয়। যদিও তা শরী'আতে জায়েয। (২) অধিক সন্তান প্রসব করতে হবে। (৩) স্বামীর সামর্থ্য অনুসারে সামান্য কোন জিনিসে তুষ্ট থেকে স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করতে হবে। আর এগুলি ভাল নারীরা ছাড়া অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَـرْأَةُ لِـأَرْبَعٍ لِمَالِهَـا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে নারীকে বিবাহ করা হয় : (১) তার সম্পদ (২) বংশ (৩) সৌন্দর্য ও (৪) ধার্মিকতা। তুমি শুধুমাত্র ধার্মিকতার প্রতি লক্ষ্য কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮২; মিশকাত বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৯৪৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) শুধুমাত্র ধার্মিক মেয়েকে বিবাহ করতে বলেছেন। বাকী গুণগুলি থাকলে ভাল, না থাকলে কোন দোষ নেই।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَـا مَتَـاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সম্পূর্ণ পৃথিবী সম্পদ। আর পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎ চরিত্রবান নারী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩)*।

ভাল নারীর একটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسْطُ الطَّرِيْقِ 'নারীরা রাস্তার মধ্য দিয়ে চলাচল করবে না' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৫৬)*। অত্র হাদীছে ভাল নারীদের রাস্তায় চলার আদর্শ বর্ণিত হয়েছে। রাস্তায় চলার ব্যাপারে ভাল নারীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা রাস্তার মধ্যস্থল দিয়ে চলবে না এবং এদিক সেদিক তাকিয়ে চলবে না। দৃষ্টি নত করে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলাই হচ্ছে ভাল নারীর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ الاَّمَاظَهَرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ الاَّلِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْاَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوِاخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اَخَوَتِهِنَّ اَوْنِسَائِهِنَّ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتَّبِعِيْنَا غَيْرِاُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْآاِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'আপনি মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, যা প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়নাকে তাদের বুকের উপর দিয়ে পেচিয়ে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আবরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' *(নূর ৩১)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى 'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন কর না' *(আহযাব ৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ 'লজ্জা হচ্ছে ঈমান। আর ঈমান হচ্ছে জান্নাত লাভের মাধ্যম' *(মিশকাত হা/৫০৭৭)*।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলাদেরকে নিজ গৃহেই অবস্থান করতে হবে। প্রয়োজন বশত যদি তাদেরকে বাইরে যেতেই হয় তাহলে তাদেরকে পূর্ণ পর্দা করে যেতে হবে। মূলতঃ পর্দাই হচ্ছে মহিলাদের শ্রেষ্ঠ গুণ। কারণ যাদের পর্দা নেই তাদের লজ্জা-শরম নেই। আর যাদের লজ্জা নেই ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি ভালবাসা তাদের নিকট হতে দূরে সরে যায়। তাই প্রত্যেক মুমিনা মহিলার জন্য কুরআন-হাদীছ অনুসারে পর্দা করা যরূরী এবং লোক দেখানো পর্দা পরিহার করা আবশ্যক।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ সে মহিলার দিকে করুণার দৃষ্টি দেন না, যে স্বামীর শুকরিয়া আদায় করে না, আর সে স্বামীকে নিজের জন্য পরিপূর্ণ মনে করে না' *(ত্বাবারাণী, কাবায়ির পৃঃ ২৯৩)*।

অত্র হাদীছে মহিলাদের দু'টি দোষের কথা বলা হয়েছে। (১) স্বামীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করা (২) স্বামীকে নিজের জন্য যথেষ্ট মনে না করা। মুসলিম মহিলাদের জন্য উক্ত দোষ দু'টি থেকে বেঁচে থাকা অতীব যরূরী। কেননা যে কারণে মহিলারা বেশি বেশি জাহান্নামে যাবে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব নারীদের প্রতি অভিশাপ করেছেন, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দেহে উল্কি (সুচিবিদ্ধ করে চিত্র অংকন) করে বা অন্যের মাধ্যমে করিয়ে নেয়। যারা ভ্রূ উপড়িয়ে চিকন করে, যারা দাঁত সমূহকে শানিত ও সরু বানায়। কারণ তারা আল্লাহ্র স্বাভাবিক সৃষ্টির বিকৃতি ঘটায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩১)*।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ 'যারা চুলে জোড়া লাগায় অথবা অন্যের দ্বারা লাগিয়ে নেয়, যে নারী দেহে কিছু অংকন করে অথবা অন্যের দ্বারা করিয়ে নেয় তাদের উভয়ের প্রতি অভিশাপ করেছেন' *(বুখারী,মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩০)*।

উপরোক্ত হাদীছ দু'টিতে রাসূল কতিপয় কাজ করতে মহিলাদের বারণ করেছেন। নারীর জন্য উক্ত কাজগুলি থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

‘আল্লাহ তা‘আলা সেই সব পুরুষের প্রতি অভিশাপ করেছেন, যারা মহিলার বেশ ধারণ করে। আর ঐসব মহিলাদের প্রতিও অভিশাপ করেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯, বাংলা মিশকাত হা/৪২৩২)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন পুরুষ মহিলার পোশাক পরিধান করতে পারে না। তেমনি কোন মহিলাও পুরুষের পোশাক পরিধান করতে পারে না। তদ্রূপ যে সমস্ত পোশাকে মহিলাদের সাথে পুরুষের সাদৃশ্য করা হয় কিংবা পুরুষদের সাথে মহিলাদের সাদৃশ্য হয়, সেসব পরিহার করতে হবে। মুমিনা নারীর জন্য ঐসব কাজ থেকে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলিম মহিলা কখনো পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে পারে না।

কোন এক বৈঠকে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আমি জাহান্নামের প্রতি লক্ষ্য করলাম দেখলাম সেখানকার অধিকাংশই নারী। ছাহাবীগণ বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কি? তিনি বললেন, তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, তারা স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করে না। তুমি যদি সারা জীবন তাদের সাথে অনুগ্রহ কর, অতঃপর তোমার মধ্যে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করে, তখন বলে ফেলে আমি তোমার মধ্যে কোন কল্যাণই পাইনি’ *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৩৯৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا-

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যদি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম’ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫৫; বাংলা মিশকাত হা/৩১১৬, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছে স্ত্রীর উপর স্বামীর হক্ব কতটুকু তা স্পষ্ট হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন মহিলাকে ভাল হতে হলে নিম্নোক্ত গুণাবলী অর্জন করতে হবে। ঈমানদার, পরহেযগার, নেককার, আল্লাহভীরু, লজ্জাস্থানের হিফাযতকারিণী, সতী-সাধবী, উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী, অনুগত, পর্দানশীন, দানশীলা, ছালাত আদায়কারিণী, ছিয়াম পালনকারিণী ইত্যাদি। এক কথায় যার মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ রয়েছে সেই হচ্ছে প্রকৃত ভাল নারী। কেননা আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

‘প্রকৃত পক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের জীবনে রয়েছে এক সর্বোত্তম আদর্শ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে, আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে’ *(আহযাব ২১)*।

স্ত্রীর জন্য স্বামীর আনুগত্য করা যরূরী। স্ত্রীর ন্যায় সঙ্গতভাবে স্বামীর খিদমত করবে। রান্না-বান্না থেকে শুরু করে বাড়ির যাবতীয় কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করবে। যদি স্ত্রী স্বামীর খিদমত না করে তাহলে স্বামী তার স্ত্রীকে খিদমতে বাধ্য করবে। আর এটাই হল তার কর্তৃত্ব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

‘আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়’ *(বাক্বারাহ ২২৮)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি অধিকার রাখে। যা পরস্পরকে আদায় করা কর্তব্য। তবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرا.

‘পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে সৎস্ত্রীগণ হয় আনুগত্যশীল এবং আল্লাহ্ তা‘আলা যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন তা হেফাযত করেন। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা রয়েছে তাদের সদুপদেশ দাও। তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায় তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবার শ্রেষ্ঠ’ *(নিসা ৩৪)*।

অত্র আয়াত দু’টিতে স্বামী-স্ত্রীর পার্থক্য এবং তাদের পারস্পরিক অধিকার যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কর্তব্য এবং সেগুলির স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শারঈ মূলনীতি হিসাবে গণ্য। নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা একান্ত যরূরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা যরূরী। তবে পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় বেশি। দু’টি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের

উপর পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে। **প্রথমতঃ** পুরুষকে তার জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারী জাতির উপরে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। **দ্বিতীয়তঃ** নারীর যাবতীয় প্রয়োজন পুরুষেরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা মিটিয়ে থাকে। প্রথম কারণটি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও মানুষের নিজস্ব ক্ষমতা বহির্ভূত। আর দ্বিতীয় কারণটি নিজের উপার্জিত ও ক্ষমতাভিত্তিক।

পারিবারিক জীবনে যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশংকা দেখা দেয়, তাহলে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধনের জন্য নরমভাবে তাদের বুঝাবে। যদি তাতে বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের শয্যা পৃথক করে দিবে। যাতে এই বিচ্ছিন্নতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। বিচ্ছিন্নতা শুধু শয্যাতেই হবে, বাড়ি ও থাকার ঘর পৃথক করতে হবে না। কারণ তাতে তার অনুতাপ বেশি হবে। এতে সংশোধন না হলে প্রহারের কথা আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর ছিয়াম পালন করা জায়েয নয় এবং স্বামীর বাড়িতে তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে প্রবেশ করতে দেয়াও জায়েয নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩১ 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'কাযা ছিয়াম পালন করা' অনুচ্ছেদ)।* উল্লেখ্য যে, ফরয ছিয়াম পালন করার জন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন হয় না। স্বামী যথাযথভাবে স্ত্রীর খিদমত উপভোগ করবে। স্ত্রী নফল ইবাদতের মাধ্যমে এই খিদমত বন্ধ করতে পারে না। কাজেই স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল ইবাদত করা যাবে না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ وفي رواية وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে, আর সে বিছানায় যেতে অস্বীকার করে এবং স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তখন ফেরেশতাগণ তার প্রতি সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকেন'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কসম করে বললেন, 'কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে এবং তার স্ত্রী তা অস্বীকার করলে,

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার উপর ততক্ষণ পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৬, বাংলা মিশকাত হা/৩১০৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّتْ الْمَـرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ-

আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন স্ত্রীলোক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করবে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে ও স্বামীর আনুগত্য করবে, তখন তাকে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে বলা হবে' *(আহমাদ, আবূ নু'আইম, মিশকাত হা/৩২৫৪, বাংলা মিশকাত হা/৩১১৫, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছে নারীদের ইচ্ছামতো জান্নাতে যাওয়ার চারটি মাধ্যম উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে স্বামীর অনুগত হওয়া। স্ত্রীদের জন্য স্বামীর সেবাই হচ্ছে প্রধান কাজ। স্বামীর সেবার বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। স্ত্রীলোকের জন্য সাংসারিক দায়িত্ব খুবই কম।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَـتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لاَ تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِـكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন নারী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতের হূরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে সে বলে, হে (অভাগিনী)! তুমি তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে পরবাসী। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৫৮, বাংলা মিশকাত হা/৩১১৯, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২৮৪ পৃঃ)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَـدِهِ لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'স্ত্রী ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র হক্ব আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার স্বামীর হক্ব আদায় না করবে। যদি স্বামী উটের গদির উপর থাকা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবুও স্ত্রীকে সম্মতি প্রকাশ করতে হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২৮৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ مَا آلُوْهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَانْظُرِيْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.

হুছাইন ইবনু মিহছান বলেন, আমার ফুফু আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যে, কোন প্রয়োজনে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আসলাম। অতঃপর নবী (ছাঃ) বললেন, 'হে ওমুক মহিলা! তোমার স্বামী আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি তার জন্য কেমন?' সে বলল, আমি তার অনুগত ও খিদমতে কমতি করি না। তবে আমি তার পক্ষ থেকে কমতি পাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি অপেক্ষা কর, তুমি তার মাধ্যমে কোথায় যাবে? কেননা সে তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম' *(আহমাদ হা/১৯০২৫; আবী শায়বাহ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২৮৫ পৃঃ)।* হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীদের জন্য কর্তব্য হচ্ছে স্বামীদের সেবায় নিয়োজিত থাকা। কেননা স্বামী হচ্ছে তার জান্নাত ও জাহান্নামের কারণ।

বেপর্দা নারী :

যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সরাসরি জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা উল্লেখ করেছেন, বেপর্দা নারী তাদের অন্যতম। এটা মানুষের ঈমান ধ্বংসেরও কারণ বটে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ.

'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে' *(রূম ২১)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُوْلَى– 'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না' *(আহযাব ৩৩)*।

জাহেলী যুগে নারীরা নগ্ন, অর্ধনগ্ন হয়ে নিজেদেরকে প্রদর্শন করত, যাকে বর্বরতা ও অসভ্যতা বলা হয়েছে। আমাদের নারীদেরকে এ নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার পথ অবলম্বন করতে আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ-

'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না' *(আহযাব ৫৯)*।

এ আয়াতে স্বাধীন নারীদেরকে বিশেষভাবে পর্দার আদেশ দেয়া হয়েছে। তারা যেন মাথার উপর দিক থেকে চাদর ঝুলিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। যাতে সাধারণ দাসীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠে এবং দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَات يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ-

'হে নবী! তুমি ঈমানদার নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তাদের গ্রীবা ও গলদেশ চাদর দ্বারা ঢেকে রাখে' *(নূর ৩১)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখার জন্য আদেশ করেছেন। কারণ যেসব দৃশ্য পুরুষের জন্য ক্ষতিকর, সেসব দৃশ্য নারীর জন্যও ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ-

'তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ' *(আহযাব ৫৩)*।

অত্র আয়াতের সারমর্ম এই যে, নারীদের নিকট থেকে অন্য কোন পুরুষ কোন ব্যবহারিক পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেয়া যরূরী হলে সামনে এসে নিবে না; বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। দেয়াল, দরজা ও পোশাক অন্তরাল হতে পারে। অত্র আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِيْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْس عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

‘বৃদ্ধ নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের বহির্বাস পোষাক (চাদর, বোরকা ইত্যাদি) খুলে রাখলে কোন অপরাধ হবে না। তবে এটা হতে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(নূর ৬০)*।

অত্র আয়াতে পর্দার বিশেষ পোষাক পরা ভাল বলা হয়েছে। যদিও সমাজে এ আয়াতের সরাসরি বিরোধিতা করা হয়। অর্থাৎ বৃদ্ধা মা বোরকা পরিধান করেন অথচ সাথে পূর্ণ যুবতী মেয়ে নগ্ন-অর্ধনগ্ন হয়ে থাকে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘আমি জান্নাতের প্রতি লক্ষ্য করলাম ও দেখলাম জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। অতঃপর জাহান্নামের প্রতি লক্ষ্য করলাম এবং দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৪; বাংলা মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৫০০৫ ‘মন ভোলানো’ অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘এক পুরুষ অপর পুরুষের গুপ্তাঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতে পারে না। তেমনি এক নারী অপর নারীর গুপ্তাঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতে পারে না। দু’জন পুরুষ একটি কাপড়ের নীচে শয্যা গ্রহণ করতে পারে না। তেমনি দু’জন নারী একটি কাপড়ের নীচে শয্যা গ্রহণ করতে পারে না’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০০; বাংলা মিশকাত ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৯৬৬ ‘বিবাহ’ অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) অনেক বিষয়ে পুরুষকে পুরুষ থেকে এবং নারীকে নারী থেকে পর্দা করতে বলেছেন। বিশেষ করে হাতের কব্জি ও মুখমণ্ডল ব্যতীত একজন নারী অপর নারীর বাকী অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতে পারে না।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتْهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘এক নারী অপর নারীর অঙ্গের সাথে অঙ্গ লাগাতে পারে না বা স্পর্শ করতে পারে না। কারণ সে তার স্বামীকে ঐ নারীর অঙ্গের বিবরণ দিতে পারে তখন তার স্বামী ঐ নারীকে অন্তরের চোখে লক্ষ্য করবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৯৯; বাংলা মিশকাত ৮ম খণ্ড, হা/৩৯২১ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) নারীকে নারী থেকে পর্দা করতে বলেছেন। সুতরাং আমাদের দেশে বিবাহের অনুষ্ঠানে হলুদ মাখানো প্রথা নিতান্তই জঘন্য। কারণ এ অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলে, চলে হলুদ মাখানোর নামে অশ্লীলতা, এগুলি থেকে বিরত থাকা যরূরী।

عَنْ جَرِيرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْـأَةِ فَـأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى.

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল(ছাঃ)-কে নারীদের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আমাকে আমার চোখ ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৪; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৯৭০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) নারীদের প্রতি স্বেচ্ছায় লক্ষ্য করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِيْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِـيْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِيْ قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَـى إِمْرَأَتِـهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِيْ نَفْسِهِ.

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মহিলারা শয়তানের আকৃতিতে আসে আর শয়তানের আকৃতিতে যায়। যদি কোন নারীকে তোমাদের কাউকে ভাল লাগে এবং সে অন্তরে গেঁথে যায়, তাহলে সে যেন তার স্ত্রীর নিকট চলে যায় এবং তার সাথে মিলনে লিপ্ত হয়। নিশ্চয়ই এ মিলন অন্তরের কুবাসনা দূর করে দিবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৫)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বেহায়া নগ্ন নারীদেরকে শয়তানের সাথে তুলনা করেছেন। তাদের ক্ষতি অন্তরে জাগতে পারে বলে সতর্ক করেছেন।

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَرأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নারী হচ্ছে গোপন বস্তু। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে নগ্নতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলে' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১০৯)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, নারী পর্দাবিহীন অবস্থায় বের হলে শয়তান তাকে পাপের প্রতি উৎসাহিত করে তোলে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تُسَافِرُمَرْأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُومَحْرَمٍ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা একদিন এক রাতের সফর করতে পারে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৫; বাংলা ৫ম খণ্ড, হা/২৪০১ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) নারীদেরকে একা সফর করতে নিষেধ করেছেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী রয়েছে যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি। (প্রথম শ্রেণী) এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরু পরিচালনা করা লাঠি থাকবে যা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। (দ্বিতীয় শ্রেণী) নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সেই সুগন্ধি এত এতদূর হতে পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'এক মাসের পথের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়' *(মুসলিম, মিশকত হা/৩৫২৪; বাংলা মিশকাত ৭ম খণ্ড, হা/৩৩৬৯)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) নগ্ন পোষাক পরিহিতা বেহায়া ঈমান ধ্বংসকারিণী নারীদের তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি তাদেরকে জাহান্নামী বলেছেন। বিশেষ করে তাদের নগ্ন মাথার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ... فَاتَّقُوا الدُّنْيَا واتَّقوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, '.... তোমরা দুনিয়া এবং নারীদের থেকে সাবধান থাক। কারণ নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈলের প্রথম দুর্ঘটনা নারীদের মধ্যেই ঘটে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৬; বাংলা মিশকাত ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৯৫২ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি আমার পরে এমন কোন জটিল সমস্যা ত্যাগ করিনি, পুরুষদের জন্য বেশী ক্ষতিকারক হতে

পারে নারীদের চেয়ে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৫)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) নারীদেরকে পুরুষদের জন্য সবচেয়ে বেশী ধ্বংসাত্মক বলে ঘোষণা করেছেন। কাজেই পুরুষদের সাবধান থাকা যরূরী।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে সাবধান থাক। একজন ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দেবর সম্পর্কে কি বলছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'দেবর মরণ সমতুল্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০২; বাংলা মিশকাত ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৯৬৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) পুরুষদেরকে নারী থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন। আর ভাবীদেরকে দেবর থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ.

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হলে তৃতীয় জন হবে শয়তান' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩১৮; বাংলা মিশকাত হা/২৯৮৪)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) পুরুষদেরকে অপর কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং শয়তান তাদেরকে বিপদগামী করবে বলে সাবধান করেছেন।

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَيْ كُنَّ.

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'বুদ্ধি ও ধর্মের ব্যাপারে অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী পুরুষদের জ্ঞান তোমাদের অপেক্ষা আর কেউ অধিক বিনষ্ট করতে পারে এমন কাউকে আমি দেখিনি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জ্ঞানী ব্যক্তিও নারীদের চক্রান্ত থেকে রেহাই পায় না। নারীদের চক্রান্ত অত্যন্ত শক্তিশালী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের (নারীদের) চক্রান্ত শক্তিশালী' *(ইউসুফ ২৮)*।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا 'নিঃসন্দেহে শয়তানের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল' *(নিসা ৭৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সেই পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন যে মহিলার পোষাক পরিধান করে এবং সে মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন যে পুরুষের পোষাক পরিধান করে *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৯, বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৪২৭০, হাদীছ ছহীহ)*। কেননা নারীরা পুরুষের পোষাক পরলে পর্দা লজ্ঘিত হয়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنْ النِّسَاءِ .

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) হিজড়ার বেশ ধারণকারী পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীর উপর অভিশাপ করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৮)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَمْرٍوعنِ النَبِيِّ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَرَّجْلَةُ النِّسَاءِ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না– (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী (৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী' *(নাসাঈ, ছহীহ তারগীব হা/২০৭০)*।

عَنْ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ

আবূ মুলায়কা (রাঃ) বলেন, একদা আয়েশা (রাঃ)-কে বলা হল- একটি মেয়ে পুরুষের জুতা পরে। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, রাসূল (ছাঃ) পুরুষের বেশধারী নারীর প্রতি অভিশাপ করেছেন *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৭০, হাদীছ ছহীহ)*।

হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব পুরুষের পোষাক বলে পরিচিত সেসব পোষাক নারীরা পরিধান করলে তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ হবে। উল্লেখ্য, নারীদের মাথার চুল ছোট করা পুরুষের বেশ ধারণ করার অন্তর্ভুক্ত।

১৮. আল্লাহ্‌র উপর ভরসা :

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ– 'মুমিনতো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয়, যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর আয়াত তাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরেই নির্ভর করে' *(আনফাল ২)*। তিনি

আরো বলেন, الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ 'যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকেরই উপর নির্ভর করে' *(নাহল ৯৯; শূরা ৩৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ 'যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে' *(নাহল ৪২; আনকাবূত ৫৯)*। অন্য আয়াতে তিনি আরো বলেন, -وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ 'মুমিনদের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত' *(ইবরাহীম ১১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, -فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ 'যখন তুমি কোন কাজের সিদ্ধান্ত কর, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর' *(আলে ইমরান ১৫৯)*। তিনি আরো বলেন, -وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 'যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট' *(তালাক্ব ৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ 'আল্লাহ ছাড়া আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তার উপর ভরসা রাখি, আমি তার নিকট ফিরে যাব' *(হূদ ৮৮)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা। ইবাদত-বন্দেগী, তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকার ইত্যাদির পাশাপাশি ধৈর্য ধারণ করে হালাল-হারাম বেছে চলা আবশ্যক। সেই সাথে পাপকাজ থেকে বেঁচে থেকে তাক্বওয়া ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করতে হবে। অন্তরে আল্লাহভীতি না থাকলে মানুষ যে কোন পাপে লিপ্ত হতে পারে। অপরপক্ষে তাওয়াক্কুল মানুষকে অন্যায় পন্থায় অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখে এবং মানুষকে অনেক বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে।

আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا 'আপনি চিন্তা করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন' *(তওবা ৪০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ، قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ 'তারপর উভয় দল যখন মুখোমুখী হল, তখন মূসার সাথীরা চিৎকার করে বলে উঠল, আমরাতো বন্দী হয়ে গেলাম। মূসা বলল, কখনো নয়, নিশ্চয়ই আমার সাথে রয়েছে আমার প্রতিপালক। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। তখন আল্লাহ বলেন, আমি মূসাকে অহি-র মাধ্যমে বললাম, সাগরের উপর আপনার লাঠি মার। সহসা সাগর বিদীর্ণ হল এবং তার প্রতি অংশ এক একটি বিরাট পাহাড়ের আকার ধারণ করল' *(শু'আরা ৬১-৬৩)*। এ আয়াতে

বাহ্যিকভাবে তাঁদের বাঁচার কোন পথ ছিল না। কারণ ডানে-বামে পিছনে শত্রুদল। আর সামনে সাগর। এরপরেও মূসা (আঃ) আল্লাহর উপর দৃঢ় ভরসা রেখে বলছেন, কখনো নয়, এটা অসম্ভব বা হতেই পারে না। ফেরাউন আমাকে ধরতে পারবে না। কারণ নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি আমাকে বাঁচার পথ দেখাবেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে, رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّة وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَله وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَـوْمِ الظَّـالِمِيْنَ 'ফেরাউনের স্ত্রী (আসিয়া) বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং আমাকে ফেরাউন ও তার কর্ম হতে রক্ষা কর। আর অত্যাচারী লোকদের কবল হতে আমাকে বাঁচাও' *(তাহরীম ১১)*।

আল্লাহ্র উপর তার ভরসা কেমন ছিল এবং তার ঈমানী দৃঢ়তা কতটা মযবুত ছিল, তা এ ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয়। তিনি পৃথিবীতে থেকেই জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণের জন্য আল্লাহ্র নিকট জোরাল দাবী জানান।

জিবরাঈল (আঃ) যখন মানুষের রূপ ধরে মারিয়ামের কাছে প্রবেশ করলেন, তখন মারিয়াম বললেন, قَالَتْ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّـا 'নিশ্চয়ই আমি রহমানের নিকট তোমার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। যদি তুমি পরহেযগার হও' *(মারিয়াম ১৮)*। এ আয়াতটি আল্লাহ্র উপর মারিয়ামের ভরসার প্রমাণ বহন করে। তিনি নিজেকে রহমানের সাহায্যে বাঁচাতে চাইলেন।

ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّيْ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ 'একদা সে ঘরের দরজা বন্ধ করে বলল, এবার তুমি আস। ইউসুফ বললেন, আমি আল্লাহ্র নিকট এমন কাজ হতে আশ্রয় চাই। নিশ্চয়ই তিনি আমার মালিক, তিনি আমার উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই অপরাধীরা সফল হয় না' *(ইউসুফ ২৩)*। এ আয়াত ইউসুফ (আঃ)-এর ঈমানী দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি তার নির্ভরতার প্রমাণ।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ) قَالَهَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্ম বিধায়ক। একথা ইবরাহীম (আঃ) বলেন, যখন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়' *(বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন ১/৭৬)*।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِه لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا-

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি যথাযথভাবে ভরসা কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিযিক দান করবেন, যেরূপ পাখিদের দিয়ে থাকেন। তারা ভোরে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে ফিরে আসে’ *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫০৬৯)*। এ হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, আল্লাহর উপর ভরসা করলে মানুষ সকল বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে এবং তাদের রিযিকের ব্যবস্থাও তিনি করে দেন।

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ رضى الله عنه قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِى الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا. فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا.

আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন গর্তে আশ্রয় নিলাম। তখন আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, যদি কাফেররা তাদের পায়ের নিচের দিকে তাকায়, তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবু বকর! আপনি কি মনে করেন, তারা দু’জন? আল্লাহ তাদের তৃতীয়জন রয়েছেন’ *(বুখারী হা/৩৬৫৩)*। এ হাদীছ দ্বারা আমাদের নবীর আল্লাহর উপর ভরসার পরিমাণ অনুমান করা যায়। তিনি একেবারেই নিশ্চিত যে, শত্রু তাঁদেরকে দেখতে পাবে না। অথচ শত্রু তাঁদের মাথার উপরে রয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। আর এসব লোক তারাই যারা ঝাঁড়ফুঁক করে না। অশুভফল গ্রহণ করে না। যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَاجَرَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْه السَّلاَمُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوْكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيْلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيْمُ بِامْرَأَةٍ، هِىَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْه أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ، مَنْ هَذِه الَّتِى مَعَكَ قَالَ أُخْتِىْ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا، فَقَالَ لاَ تُكَذِّبِى حَدِيْثِىْ فَإِنِّى أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكَ أُخْتِىْ، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْه، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ

وَتُصَلِّىْ فَقَالَت اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِىْ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِىْ فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِه. أَوْ فِى الثَّالِثَة، فَقَالَ وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَىَّ إِلاَّ شَيْطَانًا، ارْجِعُوْهَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَأَعْطُوْهَا آجَرَ. فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) একদা সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন যেখানে এক বাদশাহ ছিল। অথবা এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হল যে, ইবরাহীম নামক এক ব্যক্তি নারীদের মধ্যে সবচেয়ে পরমা সুন্দরী এক নারীকে নিয়ে আমাদের এখানে প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল। হে ইবরাহীম! তোমার সাথে এ নারী কে? তিনি বললেন, সে আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথায় আমাকে মিথ্যা প্রমাণ কর না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর কসম! দুনিয়াতে এখন তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ মুমিন নেই। (সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনি ভাই-বোন)। এরপর ইবরাহীম (আঃ) বাদশাহর নির্দেশে সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হল। এ সময় সারা ওযূ করে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দো'আ করলেন, اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ 'হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার উপর এবং তোমার রাসূল ইবরাহীমের উপর ঈমান এনে থাকি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল মানুষ হতে আমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে থাকি, তাহলে তুমি এ কাফেরকে আমার উপর জয়ী কর না'। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে মাটির উপর পায়ের আঘাত করতে লাগল। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! এ লোক যদি এভাবে মারা যায়, তাহলে লোকেরা বলবে, স্ত্রী লোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে জ্ঞান ফিরে পেল। এরূপ অবস্থা তিনবার ঘটল। তারপর বাদশাহ বলল, আল্লাহর কসম! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকট ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর। সারা ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে ফিরে এসে বললেন, আপনি কি জানেন, আল্লাহ তা'আলা কাফেরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে একজন দাসী হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে' *(বুখারী হা/২২১৭)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) তিনবার ব্যতীত জীবনে আর কখনো মিথ্যা বলেননি। তার দু'টি ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ্র

সন্তুষ্টির জন্য। (১) তিনি তাদের (মুশরিকদের) কথার উত্তরে বলেছিলেন, আমি অসুস্থ। (২) তাঁর দ্বিতীয় কথাটি ছিল, বরং তাদের বড় মূর্তিটিই একাজ করেছে। (৩) আর একটি ছিল তাঁর নিজস্ব ব্যাপারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, একদা ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী সারা মিসরের এক অত্যাচারী শাসকের এলাকায় পৌঁছেন। তখন শাসককে খবর দেয়া হল যে, এখানে একজন লোক এসেছে, তাঁর সাথে আছে একজন অতীব পরমা সুন্দরী নারী। রাজা তখন ইবরাহীমের কাছে লোক পাঠাল। সে তাকে জিজ্ঞেস করল যে, বাদশাহ জানতে চেয়েছেন, এ রমণী কে? ইবরাহীম (আঃ) বললেন, সে আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং তাকে বললেন, হে সারা! তুমি আমাকে মিথ্যুক প্রমাণ কর না। আমি তাদেরকে বলেছি, তুমি আমার বোন। যদি এ অত্যাচারী শাসক জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী, তাহলে সে তোমাকে আমার নিকট হতে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবে। অতএব যদি সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তুমি বলিও যে, তুমি আমার বোন। মূলতঃ তুমি আমার দ্বীনী বোন। আমি ও তুমি ছাড়া এ মাটির উপর কোন মুমিন নেই। এবার রাজা সারার নিকট (তাকে আনার জন্য) লোক পাঠাল। সারাকে উপস্থিত করা হল। অপর দিকে ইবরাহীম (রাঃ) ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। সারা যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, রাজা তখন তাকে ধরার জন্য হাত বাড়ালো। তখনই সে আল্লাহর গযবে পাকড়াও হল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- তখন তার দম বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি অজ্ঞান হয়ে মাটির উপর পায়ের আঘাত করতে লাগল। অত্যাচারী শাসক নিজের অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ কর, আমি তোমার ক্ষতি করব না। তখন সারা তার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করলেন। ফলে সে বিপদ থেকে মুক্তি পেল। অতঃপর সে দ্বিতীয় বার ধরার জন্য হাত বাড়াল। তখন সে পূর্বের ন্যায় কিংবা আরো কঠিনভাবে পাকড়াও হল। এবারও সে বলল, আমার জন্য দো'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা আবারো তার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। এরপর রাজা তার একজন দারোয়ানকে ডেকে বলল, তোমরা তো আমার কাছে কোন মানুষকে আননি, বরং তোমরা আমার কাছে এনেছ একজন শয়তান। তারপর সে সারার খেদমতের জন্য হাজেরা নামক একজন রমণী দান করল। অতঃপর সারা ইবরাহীমের কাছে ফিরে আসলেন। এসময় তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছালাতের মধ্যেই হাতের ইশারায় সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি হল? সারা বললেন, আল্লাহ কাফেরের কুপরিকল্পনাকে তার উপরই নিক্ষেপ করেছেন। সে আমার খেদমতের জন্য হাজেরাকে দান করেছে। হাদীছটি বর্ণনার পর আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, হে আকাশের পানির সন্তান! অর্থাৎ আরববাসীগণ এ হাজেরাই তোমাদের আদী মাতা *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৬০)*। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা হাজেরার ঈমানের দৃঢ়তা এবং ঈমানের দাবী কেমন হতে পারে, তা বুঝা যায়।

عَنْ سَعِيْد بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيْمُ، وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيْلَ وَهْيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ، فَوْقَ زَمْزَمَ فِيْ أَعْلَى الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَ وَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيْمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيْمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِيْ لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ آللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ. قَالَتْ إِذًا لاَ يُضَيِّعُنَا. ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيْمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لاَ يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ (رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ).

সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাঈল (আঃ)-এর মায়ের নিকট থেকে। হাজেরা (আঃ) কোমরবন্দ লাগাতেন সারা (আঃ)-এর থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) হাজেরা ও তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল (আঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন এ অবস্থায় যে, হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত, ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযম কুপের উপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নিচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন মানুষ, না ছিল কোনরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের নিকট রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পানি। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর মা পিছু পিছু আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে কোন ব্যবস্থা। তিনি এ কথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) তাঁর দিকে তাকালেন না। হাজেরা তাঁকে বললেন, এর আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইবরাহীম (আঃ)ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছে না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি দু'হাত তুলে এ দো'আ করলেন এবং বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতককে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় রেখে যাচ্ছি, যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' *(ইবরাহীম ৩৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَار، فَقَالَ ائْتِنِىْ بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ. فَقَالَ كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا. قَالَ فَأْتِنِى بِالْكَفِيْلِ. قَالَ كَفَىْ بِاللهِ كَفِيْلاً. قَالَ صَدَقْتَ. فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِى الْبَحْرِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا، يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِىْ أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً، فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيْهَا أَلْفَ دِيْنَار، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِه، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَىْ بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّىْ كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِيْنَار، فَسَأَلَنِى كَفِيْلاً، فَقُلْتُ كَفَى بِاللهِ كَفِيْلاً، فَرَضِىَ بِكَ، وَسَأَلَنِىْ شَهِيْدًا، فَقُلْتُ كَفَىْ بِاللهِ شَهِيْدًا، فَرَضِىَ بِكَ، وَأَنِّىْ جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا، أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِىْ لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّىْ أَسْتَوْدِعُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِى الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهْوَ فِى ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا، يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِه، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِىْ كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِه، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِى فِيْهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِه حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِىْ كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَىْ بِالأَلْفِ دِيْنَار، فَقَالَ وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِى طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِىْ أَتَيْتُ فِيْهِ. قَالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَىْءٍ قَالَ أُخْبِرُكَ أَنِّىْ لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِىْ جِئْتُ فِيْهِ. قَالَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِىْ بَعَثْتَ فِى الْخَشَبَةِ فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّيْنَارِ رَاشِدًا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অপর ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইল। তখন সে (ঋণদাতা) বলল, কয়েকজন লোক আন, আমি তাদের সাক্ষী রাখব। সে বলল, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তারপর ঋণদাতা বলল, তাহলে একজন যামিনদার উপস্থিত কর। সে বলল, যামিনদার হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। ঋণদাতা বলল, তুমি সত্যিই বলেছ। এরপর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দীনার দিয়ে দিল। তারপর ঋণ গ্রহীতা সামুদ্রিক সফর করল এবং তার প্রয়োজন সমাধা করে সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে সে নির্ধারিত সময়ের ভেতর ঋণদাতার কাছে এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে কোন যানবাহন পেল না। তখন সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র

করল এবং ঋণদাতার নামে একখানা পত্র ও এক হাজার দীনার তার মধ্যে ভরে ছিদ্রটি বন্ধ করে সমুদ্র তীরে এসে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জান, আমি অমুকের নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে যামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই যামিন হিসাবে যথেষ্ট। এতে সে রাযী হয়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল, আমি বলেছিলাম, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তাতে সে রাযী হয়ে যায়। আমি তার ঋণ (যথাসময়ে) পরিশোধের উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তোমার নিকট সোপর্দ করলাম। এই বলে সে কাষ্টখণ্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। আর কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে প্রবেশ করল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাওয়ার যানবাহন খুঁজতে লাগল। ওদিকে ঋণদাতা এই আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়ত বা ঋণগ্রহীতা কোন নৌযানে করে তার মাল নিয়ে এসেছে। তার দৃষ্টি কাষ্ঠখণ্ডটির উপর পড়ল, যার ভিতরে মাল ছিল। সে কাষ্টখণ্ডটি তার পরিবারের জ্বালানীর জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন সে তা চিরল, তখন সে মাল ও পত্রটি পেয়ে গেল। কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাজার দীনার নিয়ে হাযির হল এবং বলল, আল্লাহর কসম! আমি আপনার মাল যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে সব সময় যানবাহনের খোঁজে ছিলাম। কিন্তু আমি যে, নৌযানে এখন আসলাম, তার আগে আর কোন নৌযান পাইনি। ঋণদাতা বলল, তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলে? ঋণগ্রহীতা বলল, আমি তো তোমাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন নৌযান আমি পাইনি। সে বলল, তুমি কাঠের টুকরোর ভিতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ তোমার পক্ষ হতে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে আনন্দচিত্তে এক হাজার দীনার নিয়ে ফিরে চলে এল' *(বুখারী হা/২২৯১, 'কিতাবুল কিফালাহ')*।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'একবার তিন জন লোক পথ চলছিল, তারা বৃষ্টিতে আক্রান্ত হল। অতঃপর তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় হতে এক খণ্ড পাথর পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বলল, নিজেদের কৃত কিছু সৎকাজের কথা চিন্তা করে বের কর, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তোমরা করেছ এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট দো'আ কর। তাহলে হয়ত আল্লাহ তোমাদের উপর হতে পাথরটি সরিয়ে দিবেন। তাদের একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমার আব্বা-আম্মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট সন্তানও ছিল। আমি তাদের ভরণ-পোষণের জন্য পশু পালন করতাম। সন্ধ্যায় যখন আমি বাড়ি ফিরতাম তখন দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগে আমার আব্বা-আম্মাকে পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে দেরী হয় এবং সন্ধ্যা হওয়ার আগে আসতে পারলাম না। এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। যখন আমি দুধ দোহন করলাম, যেমন প্রতিদিন দোহন করি। তারপর আমি তাঁদের শিয়রে (দুধ নিয়ে) দাঁড়িয়ে

রইলাম। তাদেরকে জাগানো আমি পসন্দ করিনি এবং তাদের আগে আমার বাচ্চাদেরকে পান করানোও অসঙ্গত মনে করি। অথচ বাচ্চাগুলো দুধের জন্য আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। এভাবে ভোর হয়ে গেল। হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজটি করে থাকি তবে আপনি আমাদের হতে পাথরটা খানিক সরিয়ে দিন, যাতে আমরা আসমানটা দেখতে পাই। তখন আল্লাহ পাথরটাকে একটু সরিয়ে দিলেন এবং তারা আসমান দেখতে পেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। পুরুষরা যেমন মহিলাদেরকে ভালবাসে, আমি তাকে তার চেয়ে অধিক ভালবাসতাম। একদিন আমি তার কাছে চেয়ে বসলাম (অর্থাৎ খারাপ কাজ করতে চাইলাম)। কিন্তু তা সে অস্বীকার করল যে পর্যন্ত না আমি তার জন্য একশ' দীনার নিয়ে আসি। পরে চেষ্টা করে আমি তা যোগাড় করলাম (এবং তার কাছে এলাম)। যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম (অর্থাৎ সম্ভোগ করতে তৈরী হলাম) তখন সে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়ভাবে মোহর (পর্দা) ছিঁড়ে দিয়ো না। (অর্থাৎ আমার সতীত্ব নষ্ট করো না) তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে আপনি আমাদের জন্য পাথরটা সরিয়ে দিন। তখন পাথরটা কিছু সরে গেল।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম। যখন সে তার কাজ শেষ করল আমাকে বলল, আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি তাকে তার পাওনা দিতে গেলে সে তা নিল না। আমি তা দিয়ে কৃষি কাজ করতে লাগলাম এবং এর দ্বারা অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। বেশ কিছু দিন পর সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর (আমার মজুরী দাও)। আমি বললাম, এই সব গরু ও রাখাল নিয়ে নাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাথে ঠাট্টা কর না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, ঐ গুলো নিয়ে নাও। তখন সে তা নিয়ে গেল। হে আল্লাহ! আপনি জানেন, যদি আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে পাথরের বাকীটুকু সরিয়ে দিন। তখন আল্লাহ পাথরটাকে সরিয়ে দিলেন' *(বুখারী হা/৩৪৬৫)*।

১৯. আল্লাহভীতি

আল্লাহভীতি মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি। তাক্বওয়াশীল মানুষই জান্নাতে যাবে। এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'গাভীর বাট থেকে দুধ বের করে তা পুনরায় ভিতরে ঢোকানো যেমন অসম্ভব, আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়া তেমনি অসম্ভব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে নত মুখে

লুটিয়ে পড়ে এবং কান্নার শব্দ শুনে তাদের নিবিড় আনুগত্য আরো বৃদ্ধি পায়' *(ইসরা ১০৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيْث تَعْجَبُوْنَ، وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ، وَأَنْتُمْ سَامِدُوْنَ، فَاسْجُدُوْا لِلَّه وَاعْبُدُوْا– 'তোমরা ক্বিয়ামতের বিভীষিকাময় কথা শুনে আশ্চর্য হচ্ছ, হাসছ অথচ কাঁদছ না? আর গান-বাজনায় মত্ত হয়ে এসব এড়িয়ে যাচ্ছ। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধূলায় লুটিয়ে পড় এবং তাঁর ইবাদতে মগ্ন হও' *(নাজম ৫৯-৬২)*। আল্লাহভীতি সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় এখানে উদ্বৃত হল।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِيْ ظِلِّه يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِد، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْه، وَرَجُلاَن تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتَفَرَّقَا عَلَيْه، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَب وَجَمَال، فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে বড় হয়েছে, (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর তথায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত, (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে। আল্লাহর ওয়াস্তে উভয়ে মিলিত হয় এবং তাঁর জন্যই পৃথক হয়ে যায়, (৫) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুই চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে, (৬) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) সে ব্যক্তি যে গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কি দান করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৯)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। যে চক্ষু আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে এবং যে চক্ষু আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারা দেয়' *(তিরমিযী, আত-তারগীব হা/৪৭০৭)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে যাবে না। দুধ যেমন গাভীর ওলানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহর পথের ধূলা এবং জাহান্নামের আগুন এক সাথে জমা হবে না' *(আত-তারগীব হা/৪৭০৯)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَاتَتْ تَكْلَأُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشِيَةِ اللهِ

আনাস (রাঃ) ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দুই শ্রেণীর চক্ষু জাহান্নাম দেখবে না। ১. যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়। ২. যে চক্ষু আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে' *(আত-তারগীব হা/৪৭১১)*।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ تَرَى أَعْيُنُهُمْ النَّارَ عَيْنٌ حَرَسَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشِيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ كَفَتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ.

মু'আবিয়া ইবনু হায়দাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যাদের চক্ষু জাহান্নাম দেখবে না। এক. যারা আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়। দুই. যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। তিন. যারা নিষিদ্ধ বিষয় দেখে চক্ষু নীচু করে' *(আত-তারগীব হা/৪৭১৩)*।

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَىْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِى خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِى سَبِيْلِ اللهِ. وَأَمَّا الأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَثَرٌ فِىْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

আবু ওমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট দু'টি ফোটা বা বিন্দু এবং দু'টি চিহ্নের চেয়ে প্রিয় কিছু নেই। ১. আল্লাহ্র ভয়ে চক্ষু হতে প্রবাহিত পানির ফোঁটা। ২. আল্লাহ্র রাস্তায় প্রবাহিত রক্তের ফোঁটা। আর প্রিয় চিহ্ন হচ্ছে আল্লাহর পথে জখমের চিহ্ন এবং আল্লাহ্র ফরয আদায় করতে করতে পায়ে বা কপালের চিহ্ন' *(তিরমিযী, আত-তারগীব হা/৪৭১৭)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ الثَّالِثُ اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا يَوْمًا فَعَمِلَ لِيْ نِصْفَ النَّهَارِ فَأَعْطَيْتُهُ أَجْرًا فَسَخِطَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ فَوَفَّرْتُهَا عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ خُذْ هَذَا كُلَّهُ وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أُعْطِيْهِ إِلاَّ أَجْرَهُ الْأَوَّلَ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرِجْ عَنَّا فَزَالَ الْحَجَرُ وَخَرَجُوْا يَتَمَاشَوْنَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ... ‘তিনজনের তৃতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, আমি এক দিনের জন্য একজন দিন মজুর নিয়েছিলাম। সে আমার অর্ধ দিন কাজ করেছিল। আমি তাকে মজুরি দিলাম। সে অসন্তুষ্ট হল এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ করল না। আমি সে অর্থকে বাড়ালাম। শেষ পর্যন্ত তা প্রচুর সম্পদে পরিণত হল। তারপর হঠাৎ একদিন এসে সে তার পারিশ্রমিক চাইল। আমি বললাম, এসব সম্পদ তুমি নিয়ে নাও। আমি ইচ্ছা করলে শুধু সেদিনের পারিশ্রমিক দিতে পারতাম। তুমি যদি মনে কর আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির আশায় এবং তোমার শাস্তির ভয়ে করেছি, তাহলে তুমি আমাদের এ গর্তের মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দাও। আল্লাহ পাথর সরিয়ে দিলেন এবং তারা বের হয়ে চলতে লাগল’ *(বুখারী, আত-তারগীব হা/৪৭৮১)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা গর্তের মধ্যে আল্লাহ্‌র রহমতের আশাবাদী হয়ে তাঁর শাস্তির ভয়ে কান্নাকাটি করে বিপদ থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। মানুষ বিপদে পড়ে কান্নাকাটি করে এভাবে বাঁচতে চাইলে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يُرْوَي عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلاَ أَنَّهُ قَالَ وَعِزَّتِيْ لاَ أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِيْ خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ إِذَا خَافَنِيْ فِيْ الدُّنْيَا أَمَنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا أَمِنَنِيْ فِيْ الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِيْ الْآخِرَةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, আমার মর্যাদার কসম! আমি আমার বান্দার মাঝে দু’টি ভয় ও দু’টি নিরাপত্তা এক সাথে জমা করি না। যদি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে, আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন নিরাপত্তা দিব। আর যদি দুনিয়াতে আমার ব্যাপারে নিরাপদ থাকে, তাহলে আমি তাকে পরকালে ভীত-সন্ত্রস্ত করব’ *(আত-তারগীব হা/৪৭৮৬)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে রাতে ইবাদত করে আর যে রাতে ইবাদত করে সে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সম্পদ দামী। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্পদ হচ্ছে জান্নাত' *(তিরমিযী, আত-তারগীব হা/৪৭৮৭)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহ্‌র ভয়ে রাতে কাঁদে তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وُجُوْهَهُمْ لَهُمْ خَنِيْنٌ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একদা এমন খুৎবা দিলেন, যার মত খুৎবা আমি কখনো শুনিনি। যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি। তবে কম হাসতে আর বেশী কাঁদতে। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ তাদের মুখ নিচু করে নিলেন এবং নীরবে কাঁদতে লাগলেন' *(বুখারী, তারগীব হা/৪৭৯৪)*।

২০. তাক্বওয়া :

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি মুমিন জীবনের মূলভিত্তি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করে আল্লাহ তার সকল বিষয় সমাধান করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ– 'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করে দেন এবং এমন সূত্রে তাকে রিযিক দেন যার কল্পনা সে করেনি' *(তালাক ২-৩)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেরূপ ভয় করা উচিৎ। আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না' *(আলে ইমরান ১০২)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহকে যথার্থরূপে ভয় করতে হবে। আর তাঁকে যে ভয় করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন এবং তাকে মর্যাদা দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সেই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, –وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّــه جَنَّتَــان 'আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হতে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত' *(আর-রহমান ৪৬)*।

তাক্বওয়া মুমিনের একমাত্র সম্বল। যা মানুষকে সম্মানিত করে। তাক্বওয়াশীলদেরকেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) সবচেয়ে সম্মানিত বলেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

'হে মানুষ সকল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত' *(হুজুরাত ১৩)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা পরহেযগারকেই সবচেয়ে বড় সম্মানিত মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন। অত্র আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, বংশমর্যাদা সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম নয় এবং নারী বা পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়াও সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম নয়। মানুষ কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে ইহাকাল ও পরকালে সম্মান লাভ করতে পারে।

আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা আল্লাহকে যথা সাধ্য ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ মানুষকে তার সাধ্যানুযায়ী পরহেযগারিতা অবলম্বন করার জন্য আদেশ দিয়েছেন।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল' *(আহযাব ৭০)*। এ আয়াতে আল্লাহ মানুষকে পরহেযগারিতা অবলম্বন করতে বলেন এবং সত্য কথা বলতে আদেশ করেন।

অপর এক আয়াতে পরহেযগারিতা অবলম্বনের উপকারিতা তুলে ধরে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চল, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মানদণ্ড দান করবেন। তোমাদের পাপ মিটিয়ে দিবেন। আর তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল' *(আনফাল ২৯)*।

অত্র আয়াতে চারটি জিনিসের কথা বলেছেন- (১) পরহেযগার হতে বলেছেন (২) বিনিময়ে আল্লাহ মানদণ্ড দিবেন (৩) পাপ মিটিয়ে দিবেন (৪) ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহভীতি বা তাকওয়া মানুষকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করে চলার মানসিকতা তৈরী করে দেয়। আর তাকওয়া মানুষের জীবিকার গ্যারান্টি হতে পারে। মানুষ তার বংশমর্যাদা দ্বারা সম্মান লাভ করতে পারে না। কেবল তাক্বওয়া দ্বারা ইয্যত-সম্মান লাভ করতে পারে।

আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ‘যে লোক আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজ ও সুবিধাজনক করে দেন’ *(তালাক্ব ৪)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ বলেন, যারা পরহেযগারিতা অবলম্বন করে আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ‘যে লোক পরহেযগারিতা অবলম্বন করে আল্লাহ তার পাপ মিটিয়ে দেন এবং তাকে বড় প্রতিদান প্রদান করেন’ *(তালাক্ব ৫)*। অত্র আয়াতে তাকওয়া অবলম্বন করার দু’টি বড় ফলাফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) তাকওয়ার ভিত্তিতে আল্লাহ মানুষের পাপ মিটিয়ে দেন। (২) আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বনকারীকে বড় প্রতিদান দেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوْنِ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ– ‘আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। আর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাক্বওয়া। হে জ্ঞানী মানুষ! তোমরা আমাকে ভয় কর’ *(বাক্বারাহ ১৯৭)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাক্বওয়াকে সবচেয়ে উত্তম পাথেয় বলেছেন। আর আল্লাহ জ্ঞানী ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা আমার ব্যাপারে তাক্বওয়া অবলম্বন কর। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ‘আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাক্বওয়াশীল মানুষের সাথে থাকেন’ *(বাক্বারাহ ১৯৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাকওয়াশীল ব্যক্তিদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৭৬)*। উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করার জন্য তাকওয়াই হচ্ছে বড় মাধ্যম।

এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু’ *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৯)*।

এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ‘যার কর্ম তাকে পিছে সরিয়েছে, তার বংশমর্যাদা তাকে আগে বাড়াতে পারবে না’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)*।

নবী কারীম (ছাঃ) যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিকে তাকওয়াশীল হওয়ার জন্য আদেশ করতেন-

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا-

সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন সৈন্যদলের আমীর নির্ধারণ করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করার তথা তাক্বওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ করতেন। আর সাধারণ মুসলিম যোদ্ধাদেরকে কল্যাণের উপদেশ দিতেন' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১২৬৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে তাক্বওয়াশীল হওয়ার জন্য বলেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْصِيْهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْشِيْ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لاَ تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِيْ هَذَا أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِيْ أَوْ قَبْرِيْ فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُوْنَ مَنْ كَانُوْا وَحَيْثُ كَانُوْا-

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল (ছাঃ) তাকে ইয়ামান পাঠান, তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে উপদেশ দেয়ার জন্য তার সাথে বের হলেন। মু'আয সওয়ারীর উপরে আরোহন করেছিলেন এবং নবী করীম (ছাঃ) সওয়ারীর নীচে চলতেছিলেন। তিনি উপদেশ শেষে বললেন, মু'আয! সম্ভবত এ বছরের পর তোমার সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হবে না। তুমি আমার মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে পার হয়ে যাবে। মু'আয (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর বিচ্ছিন্নতায় চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন এবং মদীনার দিকে ফিরে দেখলেন। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিরাই সবচেয়ে আমার নিকটে। তারা যেই হোক না কেন, যেখানেই হোক না কেন'? *(ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৪৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (ছাঃ) মু'আয ইবনে জাবালকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। তার প্রতি শেষ উপদেশ ছিল পরহেযগার হওয়ার। তিনি পরহেযগার ব্যক্তিকে তাঁর সবচেয়ে নিকটে বলেছেন।

রাসূল (ছঃ) তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রাঃ)-কে তাক্বওয়ার উপদেশ দেন। এমর্মে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيْ مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا فَقَالَ

مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِيْنَ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَتْ مَا كُنْتُ أُفْشِي عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثْتِنِيْ مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ أَمَّا الْآنْ فَنَعَمْ أَمَّا حِيْنَ سَارَّنِيْ فِي الْمَرَّةِ الْأُوْلَى فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْآنْ مَرَّتَيْنِ وَإِنِّيْ لاَ أُرَى الْأَجَلَ إِلاَّ قَدْ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِيْ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِيْ رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَيْ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَتْ فَضَحِكْتُ ضِحْكِي الَّذِيْ رَأَيْتِ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সকল স্ত্রী একদা তাঁর নিকট ছিলাম। এ সময় ফাতিমা (রাঃ) আসলেন। তার চলার ভঙ্গি রাসূল (ছাঃ)-এর চলার ভঙ্গির সাথে স্পষ্ট মিল ছিল। যখন তিনি তাকে দেখলেন তখন বললেন, হে আমার কন্যা! তোমার আগমন মুবারক হোক। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) তাকে তাঁর ডানে অথবা বামে বসালেন। তারপর চুপে চুপে তাকে কিছু বললেন, এতে ফাতিমা ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর যখন তার অস্থিরতা দেখলেন, তিনি পুনরায় তার কানে চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন ফাতিমা হেসে উঠলেন। আমি তাকে বললাম, রাসূল (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের মাঝে তোমাকে খাছ করে চুপে চুপে কিছু বললেন, তুমি এতে কেঁদে উঠলে। অতঃপর ভীতিকর কান্না শুনে দ্বিতীয়বার তার সাথে চুপে চুপে কথা বললেন, তখন ফাতিমা হেসে উঠলেন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) সেখান থেকে চলে গেলেন। আমি ফাতিমাকে বললাম, নবী করীম (ছাঃ) তোমাকে কি বললেন? ফাতিমা বলল, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর গোপন কথা ফাঁস করব না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) যখন ইন্তেকাল করলেন। তারপর আমি ফাতিমাকে বললাম, তোমার উপর আমার যে অধিকার রয়েছে, তার প্রেক্ষিতে আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, রাসূল (ছাঃ) তোমাকে চুপে চুপে যা বলেছেন, তা আমাকে বল। ফাতিমা বলল, এখন সে কথাটি প্রকাশ করতে কোন আপত্তি নেই। প্রথম বার তিনি আমাকে চুপে চুপে বলেছিলেন, জিবরাঈল প্রতিবছর আমার সামনে কুরআন একবার পেশ করেন। কিন্তু এবার তিনি দু'বার পেশ করেছেন। এতে আমি মনে করছি আমার মরণের সময় নিকটে চলে এসেছে। অতএব ফাতিমা তুমি

আল্লাহকে ভয় কর, পরহেযগার হও এবং ধৈর্য ধারণ কর। আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রযাত্রী। একথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। অতঃপর যখন তিনি আমার অস্থিরতা দেখলেন, তখন দ্বিতীয় বার আমাকে চুপে চুপে বললেন, ফাতিমা তুমি খুশী হবে না যে, তুমি মুমিন নারীদের সরদার অথবা এ উম্মতের নারীদের সরদার। তখন আমি হাসতে লাগলাম। যে হাসি আপনি দেখলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৭৮)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-কে তাক্বওয়াশীল হওয়ার এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করার আদেশ করেন।

ছাহাবীগণ উপদেশ চাইলে নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে তাক্বওয়াশীল হতে বলেন।

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّ هَذِه مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

ইরবায ইবনে সারিয়া (ছাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের ছালাত আদায় করালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ করে আমাদের উদ্দেশ্যে এমন এক মর্মস্পর্শী নছীহত করলেন, যাতে চক্ষু সমূহ অশ্রু প্রবাহিত করল এবং অন্তর সমূহ ভীত-বিহ্বল হল। এ সময়ে এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এ মনে হচ্ছে বিদায় গ্রহণের শেষ উপদেশ। আমাদের আরও কিছু উপদেশ দিন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার, তাক্বওয়াশীল হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি এবং নেতার কথা শুনতে ও তার আনুগত্য করতে উপদেশ দিচ্ছি, নেতা বা ইমাম হাবশী গোলাম হলেও। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অল্প দিনের মধ্যেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সৎপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তাকে শক্তভাবে ধরে থাকবে। অতএব সাবধান তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহর বাইরে নতুন কথা হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন কথাই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৫৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল উপদেশের মূল হচ্ছে তাক্বওয়াশীল হওয়ার উপদেশ প্রদান করা। তাক্বওয়া মানুষকে সকল প্রকার অপসন্দনীয় কথা ও কাজ হতে বিরত রাখতে পারে এবং তাক্বওয়া মানুষের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি তাকান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কাজেই তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে তুচ্ছ মনে করবে না। আল্লাহর ভয় এখানে থাকে। একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বক্ষের দিকে ইশারা করলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পরহেযগারিতা মানুষের অন্তরের ব্যাপার। অন্তরে পরহেযগারিতা থাকলে কথা ও কাজে তা প্রকাশ পাবে। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) তিনবার বুকের দিকে ইশারা করে বললেন, পরহেযগারিতা মানুষের বুকের মধ্যে রয়েছে। মন ভাল আছে, পরিষ্কার আছে এই দোহাই দিয়ে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী একাকার হয়ে চলবে, অবাধে মেলামেশা করবে; পর্দা-পুশীদার ধার ধারবে না। এটা কোন মুসলিম সমাজের জন্য কাম্য নয়। বরং আল্লাহ প্রদত্ত পর্দার বিধান মেনে চলাই মন ভাল থাকার পরিচয়। যে মনে তাকওয়া থাকে, যে অন্তরে আল্লাহভীতি থাকে তাকেই ভাল মন ও ভাল অন্তর বলা যায়। এতদ্ব্যতীত কোন অন্তর ভাল অন্তর নয়।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ-

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মনে রেখ নিশ্চয়ই মানুষের শরীরে একটি গোশত পিণ্ড আছে যা, সঠিক থাকলে সমগ্র দেহই সঠিক থাকে। আর তার বিকৃতি ঘটলে সমস্ত দেহেরই বিকৃতি ঘটে। সে গোশতের টুকরাটি হল অন্তর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল অন্তর ঠিক থাকলে ব্যক্তি ঠিক থাকে। আর অন্তর খারাপ হলে ব্যক্তিও খারাপ হয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষের পরহেযগারিতা নির্ভর করে মানুষের অন্তরের উপর। এখানে অন্তর ঠিক করার অর্থ হচ্ছে খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ভয় করা। আর যে অন্তর আল্লাহকে ভয় করে, তা গোপন-প্রকাশ্য সকল প্রকার পাপাচার হতে বিরত থাকে।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ-

উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বিদায় হজ্জের খুৎবা প্রদান করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, 'হে মানুষ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর, তোমাদের নেতাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী হা/৬১৬; ইবুন হিব্বান হা/৭৯৫)*। এ হাদীছে ৫টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। (১) আল্লাহকে ভয় করা (২) দিনে-রাতে ৫ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা (৩) রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা (৪) সম্পদের যাকাত প্রদান করা (৫) নেতার আনুগত্য করা। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হচ্ছে তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিহার করা। সুতরাং তাকওয়া অর্জনের পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক ইবাদত সমূহ আদায় করা মানুষের পরহেযগারিতার প্রমাণ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ قَالُوْا صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হল, সবচেয়ে উত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন, প্রত্যেক মাখমূমুল ক্বালব এবং ছদূকুল লিসান। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা জিহ্বার সত্যবাদিতা বুঝি কিন্তু মাখমূমুল ক্বালব বুঝি না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে পরহেযগার এবং নিষ্কলুষ। আর পরহেযগার এমন ব্যক্তি (১) যার মধ্যে পাপ নেই, (২) সীমালংঘন নেই (৩) খিয়ানত নেই (৪) হিংসা নেই' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬)*।

অত্র হাদীছে পরহেযগার হওয়ার চারটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ যার মধ্যে পাপ নেই। অর্থাৎ কোন কারণে পাপ হলে তাড়াতাড়ি তওবা করে। দ্বিতীয়তঃ যার মধ্যে সীমলংঘন নেই। অর্থাৎ যে কোন ছোট বা বড় কাজে বাড়াবাড়ি করে না। তৃতীয়তঃ যার মধ্যে খিয়ানত নেই। অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে অর্থের বা দায়িত্বের ক্ষেত্রে খিয়ানত করে না। চতুর্থতঃ যার মধ্যে হিংসা নেই। অর্থাৎ যে কোন বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে না।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْصِنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَا اسْتَطَعْتَ وَاذْكُرِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَحْدُثْ عِنْدَهَا تَوْبَةَ السِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ بِالْعَلاَنِيَةِ-

আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন মু‘আয (রাঃ)-কে ইয়ামান পাঠালেন, তখন মু‘আয বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার জন্য যথাসম্ভব তাক্বওয়া অবলম্বন করা যরূরী। আর আল্লাহকে স্মরণ কর প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকট। আর কোন পাপ কাজ করলে তার জন্য তওবা কর। পাপ প্রকাশ্যে হলে তওবা প্রকাশ্যে কর। পাপ গোপনে হলে তওবা গোপনে কর’ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩২০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে সম্ভবপর পরহেযগারিতা অবলম্বন করতে হবে। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। পাপ হলেই তওবা করতে হবে। সামাজিক পাপ হলে সমাজে তওবা করতেই হবে এবং গোপনে পাপ হলে গোপনে তওবা করতে হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ أُوصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহভীতি অবলম্বন করার উপদেশ করছি। আর প্রত্যেক উঁচু স্থানে আল্লাহু আকবার বলার জন্য উপদেশ দিচ্ছি’ *(ইবনু মাজাহ হা/২৭৭১, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের জন্য তাকওয়াশীল হওয়া এক যরূরী কর্তব্য এবং প্রত্যেক উঁচু স্থানে উঠলে ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে হবে।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُوصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الإِسْلاَمِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ، وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِى السَّمَاءِ، وَذِكْرُكَ فِى الأَرْضِ-

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হে জাবের! আমি তোমাকে তাকওয়াশীল হওয়ার জন্য উপদেশ দিচ্ছি। নিশ্চয়ই তাক্বওয়াই হচ্ছে সব কিছুর কল্যাণের মূল। তোমার উপর জিহাদ যরূরী। কারণ জিহাদই হচ্ছে ইসলামের বৈরাগ্য। আল্লাহর যিকর কর এবং কুরআন তেলাওয়াত কর। কারণ এ দু’টি হচ্ছে আকাশে শান্তি লাভের মাধ্যম এবং যমীনে সুখ্যাতি অর্জনের মাধ্যম’ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৫৫)*। অত্র হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) মানুষকে তাক্বওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ করেন এবং বলেন, তাক্বওয়াই হচ্ছে সব

কল্যাণের মূল। জিহাদ যরূরী, কারণ জিহাদই হচ্ছে ইসলামে বৈরাগ্য। আর কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরের পরিণাম হচ্ছে দুনিয়াতে সুনাম অর্জন করা এবং পরকালে জান্নাত অর্জন করা।

নবী করীম (ছাঃ) মানুষকে বিদায় দেওয়ার সময় বলতেন,

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وآخِرَ عَمَلِكَ وَزَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ-

'আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত ও তোমার শেষ কর্মকে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখলাম। আল্লাহ তোমাকে পরহেযগারিতা দান করুন। আল্লাহ তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন তুমি যেখানেই থাক' *(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩২৪)*। এ হাদীছে বিদায় জানানোর সুন্নাতী তরীকা বর্ণিত হয়েছে। যা অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য যরূরী। কিন্তু বর্তমানে মানুষ বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণে ওকে, টাটা, বাই, বাই ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে বিদায় নেয় ও অন্যকে বিদায় জানায়। এসব পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। এগুলির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। বরং এসবের কারণে ক্বিয়ামতের মাঠে বিধর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে আল্লাহর ভয় বা তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? একটি মুখমণ্ডল ও অপরটি লজ্জাস্থান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬২১, হাদীছ ছহীহ)*। এ হাদীছে আদর্শ মানুষের চারটি গুণ তুলে ধরা হয়েছে। (১) তাকওয়া বা আল্লাহভীতি (২) উত্তম চরিত্র (৩) মুখ নিয়ন্ত্রণ (৪) লজ্জাস্থানের হেফাযত। এসব বিষয় কেউ অবলম্বন করতে পারলে সে আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। তার দ্বারা দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে এবং সবাই তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হলে তাদের দ্বারা অন্যরা নির্যাতিত হবে না। সবাই শান্তি-নিরাপত্তা লাভ করবে। আর তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি হবে জান্নাতী।

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى-

হাসান বাছারী সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মান-মর্যাদা হল ধন-সম্পদ। আর ভদ্রতা-নম্রতা হল তাক্বওয়া অবলম্বন করা' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৬৪৮)*। মানুষ কিভাবে ভদ্র-নম্র হতে পারে এ হাদীছে তার স্পষ্ট বিবরণ পেশ করা হয়েছে। পরহেযগারিতা ছাড়া মানুষ ভদ্র হতে পারে না। আর পরহেযগার মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে ভদ্র বলা যায় না। মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তাকে বিচার করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে তাকওয়াই মানুষকে শালীন-ভদ্র করে গড়ে তোলে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمُسَبَّةٍ عَلَى أَحَدٍ كُلُّكُمْ بَنِيْ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ لَمْ تَمْلَئُوْهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّيْنِ وَالتَّقْوَى كَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُوْنَ بَذِيًّا فَاحِشًا بَخِيلاً-

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের বংশ পরিচয় এমন কোন বস্তু নয় যে, তার কারণে তোমরা অন্যকে গালমন্দ করবে। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। দাড়িপাল্লার উভয় দিক যেমন সমান থাকে, যখন তোমরা পূর্ণ করনি। দ্বীন ও তাক্বওয়া ছাড়া একজনের উপর আর একজনের কোন মর্যাদা নেই। তবে কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য অশ্লীল বাকচারী ও কৃপণ হওয়াই যথেষ্ট' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪৬৯৩)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, বংশের নিন্দা করা যাবে না। আর পাল্লার উভয় দিক যেমন সমান, তেমনি আদম সন্তান হিসাবে সকল বংশের মানুষই সমান। সুতরাং একমাত্র তাক্বওয়াই হল উঁচু-নীচু মান নির্ধারণের মাধ্যম। এ হাদীছে উল্লিখিত দু'টি দোষ মানুষের অভদ্র হওয়ার মাধ্যম। (১) অশ্লীল বাকচারী (২) কৃপণ। যাকে তাকে যখন তখন যথেচ্ছা গালিগালাজ করা, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা অভদ্রতা। এগুলি পরিহার করা যেমন প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য, তেমনি কৃপণতা ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'ঈমানদার ছাড়া কাউকে সাথী কর না। আর পরহেযগার ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৭৯৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানদার ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। আর পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে স্বেচ্ছায় খাদ্য দেয়া যাবে না। তবে পরহেযগার ছাড়া কেউ যদি চায় তাহলে তাকে সাধ্যমত দান করতে হবে। আল্লাহর বাণী, 'আপনি সায়েলকে ধমক দিবেন না' *(যুহা ১০)*।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا.

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'তুমি যেখানে যেভাবে থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে বা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে। কোন কারণ বশত পাপ কাজ হয়ে গেলে তারপর ভাল কাজ করবে। তা তোমার পাপকে মিটিয়ে দিবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ যেখানে যেভাবেই থাকবে সেখানে সে অবস্থাতেই পরহেযগারিতা অবলম্বন করবে। আর যে কোন অপসন্দনীয় কথা ও কাজের পর পুণ্য লাভের চেষ্টা করতে হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি কাজ মানুষকে রক্ষা করে এবং তিনটি কাজ মানুষকে ধ্বংস করে। রক্ষাকারী কাজ তিনটি হচ্ছে- (১) প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা (২) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে হক কথা বলা এবং (৩) সচ্ছলতায় ও অসচ্ছলতায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী কাজ তিনটি হচ্ছে- (১) প্রবৃত্তির অনুসরণ করা (২) কৃপণতাকে মেনে নেওয়া এবং (৩) আত্ম-অহংকার করা। আর এটিই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫১২২)*।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

'হে মানুষ! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক একজন এবং তোমাদের পিতা একজন। মনে রেখো, আরাবীদের কোন সম্মান নেই আজামীদের উপর এবং আজামীদের কোন সম্মান নেই আরাবীদের উপর। লাল রঙের লোকের কোন সম্মান নেই কালো রঙের লোকের উপর এবং কালো রঙের লোকের কোন সম্মান নেই লাল রঙের লোকের উপর। তবে তাক্বওয়াই হচ্ছে মর্যাদার মাধ্যম। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী সেই, যে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে তাক্বওয়াশীল *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০০)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সহজ-সরল সঠিক পথ চাই। আপনার নিকট পরহেযগারিতা চাই। হারাম হতে বেঁচে থাকতে চাই এবং অন্যের নিকট মুখাপেক্ষী হওয়া হতে বেঁচে থাকতে চাই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৭০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল নবী করীম (ছাঃ) সর্বদা আল্লাহ্র নিকট পরহেযগারিতা চাইতেন।

১৯. আল্লাহ্র ক্ষমা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, সবচেয়ে ভাল মানুষ ঐ ব্যক্তি যে অপরাধ করার পর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চায়। ক্ষমা প্রার্থনা করা সবচেয়ে বড় ইবাদত। এতে আল্লাহ যত বেশী খুশী হন, অন্য কোন ইবাদতে তিনি তত বেশী খুশী হন না। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) দিনে প্রায় সত্তর বারেরও বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِيْ اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন আল্লাহ নবী এবং তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও ডান পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন। আর আমাদের ক্ষমা করুন। আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান *(তাহরীম ৮)*।

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ.

'সুতরাং তুমি জান যে, আল্লাহ ব্যতীত (সত্য) কোন মা'বূদ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার জন্য এবং মুমিন নর-নারীদের পাপের জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে অবগত আছেন' *(মুহাম্মাদ ১৯)*।

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

‘তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপানি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব’ *(আ‘রাফ ২৩)*।

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

‘তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন! অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু’ *(কাছাছ ১৬)*।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

‘হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, দয়ালুদের মধ্যে আপনিই সবচেয়ে বেশী দয়ালু’ *(মুমিনূন ১১৮)*।

এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ اَلْخَطَّائِيْنَ اَلتَّوَّابُوْنَ–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী। উত্তম অপরাধী তারাই যারা তওবা করে, ক্ষমা চায়’ *(আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৪০; বাংলা মিশকাত হা/২২৩৭)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে অপরাধ করার পর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চায়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَاللهِ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سبعيْنَ مرَّةً.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই আমি দিনে ৭০ বারেরও বেশী আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাই এবং তাঁর নিকট তওবা করি’ *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩২৩)*।

عَنِ الاَغَرِّ الْمُزَانِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ–

আগার মুযানী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘হে মানব মণ্ডলী! আল্লাহর নিকট তওবা কর। আমি দৈনিক একশতবার তাঁর নিকট তওবা করি’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫; বাংলা মিশকাত হা/২২১৭)*।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْمَا رَوَى عَنْ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ... يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ-

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,... 'হে আমার বান্দারা! তোমরা অপরাধ করে থাক রাত-দিন। আমি সমস্ত অপরাধ মাফ করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৬; বাংলা মিশকাত হা/২২১৮)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِيْ وَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِيْ وَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বানী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যে, নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য বের হল এবং একজন দরবেশের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবা আছে কি? তিনি বললেন, নেই। সে তাকেও হত্যা করল এবং বার বার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে থাকল। এক ব্যক্তি বলল, অমুক গ্রামে যাও, অমুককে জিজ্ঞেস কর। এসময় তার মউত এসে গেল এবং মৃত্যুকালে সে স্বীয় বক্ষকে ঐ গ্রামের দিকে কিছু বাড়িয়ে দিল। অতঃপর রহমতের ফিরিশতা ও আযাবের ফিরিশতা দল পরস্পর ঝগড়া করতে লাগল, কারা তার রূহ নিয়ে যাবে। এসময় আল্লাহ তা'আলা ঐ গ্রামকে বললেন, তুমি মৃতের নিকট আস আর তার নিজ গ্রামকে বললেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর ফিরিশতাদের বললেন, তোমরা উভয় দিকের দূরত্ব মেপে দেখ। মেপে তাকে এই গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকটে পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে মাফ করে দেয়া হল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৭; বাংলা মিশকাত হা/২২১৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا، لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ، فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ تَعَالَى، فَيَغْفِرُ لَهُمْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার আত্মা রয়েছে! যদি তোমরা গুনাহ না করতে আল্লাহ তোমাদের সরিয়ে দিতেন এবং এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৮; বাংলা মিশকাত হা/২২২০)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন বান্দা গুনাহ স্বীকার করে এবং অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ক্ষমা চায় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩০; বাংলা মিশকাত হা/২২২৩)*।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا-

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা রাতে স্বীয় হাত প্রসারিত করেন, যাতে দিনের গুনাহগার যারা তারা তওবা করে। আবার দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের গুনাহগার ব্যক্তিরা তওবা করে। এভাবে তিনি ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৯; বাংলা মিশকাত হা/২২২১)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন অপরাধী দিনে ও রাতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে পারে, তাহলে সে নিশ্চিত ক্ষমা পাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রেখেছেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের প্রতিপালক তাবারকা ওয়া তা'আলা প্রত্যেক রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগে (এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে) প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন কে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে তা দিব। কে আমার কাছে ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করে দিব' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩১; বাংলা মিশকাত হা/২২২৩)*।

ব্যাখ্যা : ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তওবা করলে তার তওবা কবুল করা হবে। পশ্চিম দিক হতে সূর্য ওঠার পর তওবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর এটা হবে ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা ও ক্ষমা চাওয়াতে আনন্দিত হন, যখন সে তাঁর নিকট তওবা করে। তোমাদের মধ্যকার সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যার বাহন একটি মরু প্রান্তরে তার নিকট হতে ছুটে পালায় যার পিঠে তার খাদ্য ও পানীয় ছিল। এতে লোকটি হতাশ হয়ে যায়। অতঃপর সে একটি গাছের নিকট এসে তার ছায়ায় শুয়ে পড়ে। সে তার বাহন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ। এমতাবস্থায় সে হঠাৎ দেখে বাহন তার নিকট দাঁড়িয়ে আছে। সে তার লাগাম ধরে আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রতিপালক! সে ভুল করে আনন্দের আতিশয্যে এরূপ বলে ফেলে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩২; বাংলা মিশকাত হা/২২২৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا، وَرُبَّمَا قَالَ، أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِيْ فَقَالَ رَبُّهُ، أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ، أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ

أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِيْ فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثَلاَثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন বান্দা অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, (হে আমার ফিরিশতাগণ!) আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? (তোমরা সাক্ষী থাক) আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন ততদিন অপরাধ না করে থাকল। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর সে অপরাধ না করে থাকল যতদিন আল্লাহ চাইলেন। সে আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার আর এক অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে যা ইচ্ছা করুক’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩; বাংলা মিশকাত হা/২২২৫)*।

عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ فَإِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ أَوْ كَمَا قَالَ-

জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে মাফ করবেন না। তখন আল্লাহ বললেন, কে আছে যে আমাকে কসম দিতে পারে বা আমার নামে কসম খেতে পারে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না। যাও আমি তাকে ক্ষমা করলাম এবং তোমার আমল নষ্ট করে দিলাম। তিনি অনুরূপ বলেছেন’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৪; বাংলা মিশকাত হা/২২২৬)*।

عن شَدَّادِ بْنِ أَوسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ : اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ،

وأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ-

শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্ষমা প্রার্থনা করার শ্রেষ্ঠ দো‘আ হল তোমার এরূপ বলা- আল্লাহ তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহকে আমি স্বীকার করি এবং আমার অপরাধকে স্বীকার করি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি এ দো‘আর প্রতি বিশ্বাস রেখে দিনে বলবে আর সন্ধ্যার আগে মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে বিশ্বাস করে রাতে বলবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫; বাংলা মিশকাত হা/২২২৭)*।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِيْ. يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لاَ تُشْرِكْ بِيْ شَيْئاً، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতদিন তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। আমি কারো পরওয়া করি না। আদম সন্তান তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। আমি ক্ষমা করার ব্যাপারে কারো পরওয়া করি না। আদম সন্তান তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কোন শরীক না করে আমার সামনে আস, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব’ *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৩৬; বাংলা মিশকাত হা/২২২৭)*।

عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ، وإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ-

নবী করীম (ছাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দের পুত্র ইয়াসার তার পুত্র বেলাল (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমার দাদার মাধ্যমে বলেন যে, আমার দাদা যায়েদ বলেছেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'যে ব্যক্তি বলল, আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম ওয়াতুবু ইলাইহি-আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। যিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নিকট তওবাকারী। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে জিহাদের মাঠ হতে পালিয়ে গিয়ে থাকে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৩৫৩; বাংলা মিশকাত হা/২২৪৪)*।

২২. আল্লাহ্র দয়া :

মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

'হে আমার বান্দাগণ! যারা অপরাধ করেছ আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু' *(যুমার ৫৩)*।

وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

'আর (স্মরণ কর) আইয়ুব (আঃ)-এর কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(আম্বিয়া ৮৩)*

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

'হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, দয়ালুদের মধ্যে আপনিই দয়ালু' *(মুমিনূন ১১৮)*।

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের উপর দয়া করুন, আপনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(মুমিনূন ১০৯)*।

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন’ *(কাহাফ ১০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اَللهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَبًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ যখন মাখলূক সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, একটি লিপি লিখলেন যা তাঁর নিকট তাঁর আরশের উপর আছে, আমার দয়া আমার ক্রোধ অতিক্রম করেছে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৪; বাংলা মিশকাত হা/২২৫৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিতে চান না; বরং সব সময় ক্ষমা করতে চান।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اَللهِ ﷺ إِنَّ لِلَّه مِائَةَ رَحْمَة أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ্র একশত রহমত রয়েছে যা হতে একটি মাত্র রহমত তিনি জিন, মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গের মধ্যে নাযিল করেছেন। এ দ্বারাই তারা একে অন্যকে মায়া করে। এর মাধ্যমেই একে অন্যকে দয়া করে এবং এর মাধ্যমেই ইতর প্রাণীরা তাদের সন্তানদেরকে ভালবাসে। বাকী নিরানব্বইটি রহমত ক্বিয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন। যা দ্বারা তিনি ক্বিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের প্রতি রহমত করবেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৫; বাংলা মিশকাত হা/২২৫৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اَللهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنْ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِه أَحَدٌ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যদি মুমিন জানত আল্লাহ্র নিকট কি শাস্তি রয়েছে, তাহলে তাঁর জান্নাতের আশা কেউ করত না। আর যদি কাফের জানত আল্লাহ্র নিকট কি পরিমাণ দয়া রয়েছে, তবে কেউ তার জান্নাত হতে নিরাশ হত না’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৭; বাংলা মিশকাত হা/২২৫৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ لِأَهْلِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيْهِ فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِيْنَ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوْا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি কখনো কোন ভাল কাজ করেনি। তার পরিবার-পরিজনকে বলল, অন্য বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের প্রতি অবিচার করল, বড় অপরাধ করল। কিন্তু যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন সে তার সন্তানদের অছিয়ত করল, যখন সে মারা যাবে তখন তাকে যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। অতঃপর অর্ধেক স্থলে ও অর্ধেক সমুদ্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কসম! যদি তিনি তাকে ধরতে সক্ষম হন, তবে এমন শাস্তি দিবেন যা জগতের কাউকে কখনো দেননি। যখন সে মারা গেল তার নির্দেশ মত সন্তানরা কাজ করল। আল্লাহ সমুদ্রকে হুকুম দিলেন, সমুদ্র তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। এভাবে স্থল ভাগকে নির্দেশ দিলেন, স্থলভাগ তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এরূপ করেছিলে? সে বলল, হে প্রতিপালক! তোমার ভয়ে এরূপ করেছি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৯)*।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا تَسْعَي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا-

ওমর (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট কতক যুদ্ধবন্দী আসল। দেখা গেল একটি স্ত্রী লোকের দুধ ঝরে পড়ছে আর সে শিশু অন্বেষণে দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে একটি শিশু পেল এবং তাকে কোলে টেনে নিল ও দুধ পান করাল। তখন নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমাদের কি মনে হয় এই স্ত্রী লোকটি নিজের ছেলেকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সে যখন অন্যের সন্তানের প্রতি এত দয়া দেখায়, তখন নিজের সন্তানকে কি আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কখনো না, সে তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে না। রাসূল (ছাঃ)

বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি এই স্ত্রী লোকের সন্তানের প্রতি দয়া অপেক্ষা অধিক দয়াবান' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৭০; বাংলা মিশকাত হা/২২৬০)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহ কত বড় দয়ালু। কাজেই এত দয়াশীল আল্লাহ সহজে তাঁর বান্দাকে জাহান্নামে দিবেন না। আমরা এ ব্যাপারে বড় আশাবাদী।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيْرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا أَنَا إِلاَّ بِرَحْمَةِ اللهِ.

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কাউকে তার আমল জান্নাতে পৌঁছাতে পারবে না এবং তাকে জাহান্নাম হতেও বাঁচাতে পারবে না, এমন কি আমাকেও নয়, আল্লাহ্র রহমত ছাড়া' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৭২)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِن هم بعملها كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِن هُوَ هَمَّ بِعَمَلِهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাপ-পুণ্য সম্পর্কে নির্ধারণ করে রেখেছেন, যে ব্যক্তি পুণ্যের সংকল্প করে আর তা সম্পাদন না করে, আল্লাহ তার জন্য তাকে নিজের নিকট একটি পূর্ণ পুণ্য লিখেন। আর যদি তার সংকল্প করে, অতঃপর তা সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তার জন্য তাকে দশ গুণ হতে সাতশত গুণ বরং বহুগুণ পর্যন্ত পুণ্য লিখেন। আর যে পাপের সংকল্প করে অতঃপর তা সম্পাদন না করে, আল্লাহ্ তার জন্য তাকে নিজের নিকট একটি পূর্ণ পুণ্য লিখেন। আর যদি সে তার সংকল্প করে অতঃপর তা সম্পাদন করে, আল্লাহ তার জন্য তাকে একটি মাত্র পাপরূপে লিখেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৭৪)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَعَدَنِيْ رَبِّيْ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّيْ.

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আমার প্রতিপালক আমার সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য হতে

সত্তর হাযার মানুষকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদের কোন হিসাব এবং কোন শাস্তি হবে না। তারপর প্রত্যেক হাযারের সাথে আরো সত্তর হাযার এবং আমার প্রতিপালকের অঞ্জলী সমূহের তিন অঞ্জলী লোক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৫৫৬, বাংলা মিশকাত হা/৫৩২২)*।

২৩. আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا 'এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর' *(আহযাব ৩৩/৪২)*। তিনি অন্যত্র বলেন, فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ 'অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও আনুগত্যের মাধ্যমে ও অকৃতজ্ঞ হয়ো না অবাধ্য হয়ে' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*। তিনি অন্যত্র আরো বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ 'আর স্বীয় প্রভুকে বিশেষভাবে স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর মহিমা বর্ণনা কর' *(আলে ইমরান ৩/৪১)*।

ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করা, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা, বিনয় প্রকাশ করা। আর প্রার্থনা করতে এগুলি চূড়ান্তভাবে পাওয়া যায়। এজন্য দো'আ হচ্ছে ইবাদতের মূল। আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ অপেক্ষা কোন জিনিসই অধিক সম্মানিত নয়। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 'তোমরা আমার নিকট দো'আ কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব' *(গাফির ৬০)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ– 'আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, (আপনি মানুষকে বলুন) আমি বান্দার নিকটে রয়েছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً– 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, অতীব বিনয়ের সাথে এবং অতীব গোপনে' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। মানুষ সবকিছুই তার প্রতিপালকের নিকট চাইবে। তিনি অন্যত্র বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ 'আপনার প্রতিপালককে মনে মনে বিনয় নম্র ও ভয়-ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে, আর [(হে নবী (ছাঃ)] আপনি এই ব্যাপারে গাফিল ও উদাসীন হবে না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِه إِذَا انْقَطَعَ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই যেন স্বীয় প্রতিপালকের নিকট যাবতীয় জিনিস প্রার্থনা করে। এমনকি যখন তার জুতার দোয়ালী ছিড়ে যায়, তাও যেন আল্লাহর নিকট চায়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫১; বাংলা মিশকাত হা/২১৪৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ছোট হোক, বড় হোক সবকিছু আল্লাহর নিকট চাইতে হবে।

আল্লাহ মানুষকে প্রার্থনা করার জন্য বলেছেন। প্রার্থনা করা নবীগণের সুন্নত। মানুষের ডাকে আল্লাহ সাড়া দেন। মানুষ চাইলে আল্লাহ দান করেন। মানুষ ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বড় মাধ্যম প্রার্থনা করা।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الاسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'গোনাহের কাজের দো'আ না করলে অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দো'আ না করলে কিংবা দো'আতে তাড়াতাড়ি না করলে বান্দার দো'আ কবুল করা হয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাড়াতাড়ি কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, মানুষ বলবে আমি এ দো'আ করেছি, আমি ঐ দো'আ করেছি, কৈ আমার দো'আ তো কবুল হতে দেখলাম না। অতঃপর সে দুর্বল ও অলস হয়ে পড়ে এবং দো'আ করা ছেড়ে দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৭)*।

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِه مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِيْنْ وَلَكَ بِمِثْلٍ-

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অগোচরে যে দো'আ করে সে দো'আ কবুল করা হয়। তার মাথার পাশে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত থাকেন। যখন সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো'আ করে নিযুক্ত ফিরিশতা বলেন, (আমীন) আল্লাহ কবুল কর এবং তোমার জন্যও ঐরূপ হোক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৮; বাংলা মিশকাত হা/২১২৪)*।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوْا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ-

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের জন্য বদদো'আ করো না। নিজেদের ছেলেমেয়ের জন্য বদদো'আ করো না এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে বদদো'আ করো না। কারণ তা কবুল হয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৯; বাংলা মিশকাত হা/২১২৫)*।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ-

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দো'আ হচ্ছে মূলতঃ ইবাদত' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২২৩০; বাংলা মিশকাত হা/২১২৬)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ-

আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন মানব দল আল্লাহ্‌র যিকির করতে বসে তখন আল্লাহর ফিরিশতাগণ তাদের ঘিরে রাখেন। তাঁর রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাঁর নিকটতম ফিরিশতাদের সামনে তাদের যিকিরের বিষয়টি আলোচনা করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬১; বাংলা মিশকাত হা/২১৫১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلإٍ، ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দার নিকটে সেরূপ যেরূপ সে আমাকে ভাবে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে জনসমাজে স্মরণ করে, আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের মাঝে স্মরণ করি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬৪; বাংলা মিশকাত হা/২১৫৭)*।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيْئَةً ثُمَّ لَا يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً–

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার নিকট একটি ভাল কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তার দশগুণ পুরস্কার রয়েছে। আমি তার চেয়েও বেশী দিব। আর যে একটি মন্দ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তার প্রতিফল তার অনুরূপ একগুণ রয়েছে। অথবা আমি মাফ করে দিব। যে আমার এক বিঘাত নিকটে আসে আমি তার এক হাত নিকটে যাই। আর যে আমার এক হাত নিকটে আসে, আমি তার এক বাহু নিকটে হই। আর যে আমার নিকট হেঁটে আসে, আমি তার নিকট দৌড়িয়ে যাই এবং আমার নিকট পৃথিবী পূর্ণ গুনাহ নিয়ে আসে আমার সাথে কাউকে শরীক না করে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি ঐ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬৫)*।

عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ لَهُمْ إِنَّ آخِرَ كَلَامٍ فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ قُلْتُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ أَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

মালিক ইবনু ইউখামির (রাঃ) বলেন, মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) তাদেরকে বলেছেন, রাসূল (ছাঃ)-এর শেষ বাক্যটি ছিল, যা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে উত্তম আমল কোন্টি? তিনি বলেছিলেন, তুমি মৃত্যুবরণ করবে, তখন তোমার মুখ আল্লাহ্র যিকিরে সিক্ত থাকবে (এটাই সবচেয়ে উত্তম আমল)’ *(তারগীব হা/২১২৮)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ سَاعَةٍ تَمُرُّ بِابْنِ آدَمَ لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهَا إِلاَّ حَسَّرَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলছিলেন, আমদ সন্তানের যে মুহূর্তই পার হচ্ছে, তাতে সে আল্লাহকে স্মরণ করে না এর জন্য তাকে ক্বিয়ামতের দিন আফসোস করতে হবে *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৭২০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন দল কোন মজলিসে বসল, অথচ আল্লাহ্র স্মরণ করল না এবং তাদের নবীর প্রতিও দরূদ পড়ল না, নিশ্চয় তা তাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হল। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তাদের শাস্তিও দিতে পারেন, আর যদি ইচ্ছা করেন ক্ষমাও করে দিতে পারেন' *(তারগীব হা/২১২৮; মিশকাত হা/২২৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৬৭)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً. وَمَا مَشَى أَحَدٌ مَمْشًى لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসেছে আর সেখানে আল্লাহ্র স্মরণ করেনি , আল্লাহ হুকুম অনুযায়ী সে বৈঠক তার পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়েছে। এরূপে যে ব্যক্তি কোন শয়নস্থলে শুয়েছে, অথচ সেখানে আল্লাহ্র স্মরণ করেনি, আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী তা তার পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে। আর মানুষ যেকোন পথে চলে সেখানে আল্লাহকে স্মরণ করে না। এর জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার উপর ধ্বংস রয়েছে' *(তারগীব হা/১৫১২; মিশকাত হা/২২৭২)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ إِلاَّ قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন সম্প্রদায় কোন বৈঠক হতে উঠে, তাতে আল্লাহকে স্মরণ করে না, তাহলে তারা যেন মৃত্যু গাধার লাশের মত হয়ে উঠে। এর জন্য ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে আফসোস করতে হবে' *(তারগীব হা/২১৬৭; আবুদাউদ হা/৪৮৫৫)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ فِىْ مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ. إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِىْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে বহু বেফায়দা কথা বলেছে, অতঃপর উঠার পূর্বে বলেছে-"আল্লাহ্! আমি

তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই ; আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তোমার দিকে ফিরে যাই।" নিশ্চয় আল্লাহ্ তার ঐ মজলিসে যা হয়েছে তা ক্ষমা করে দিবেন' *(তারগীব হা/২১৬৯; তিরমিযী হা/৩৪৩৩; মিশকাত হা/২৪৩৩)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, শ্রেষ্ঠ যিকর হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর শ্রেষ্ঠ দো'আ হল, 'আলহামদু লিল্লাহ' *(তারগীব হা/২১৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০; মিশকাত হা/২৩০৬)*।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

আমর ইবনু শুআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'সমস্ত দো'আর শ্রেষ্ঠ দো'আ হল আরাফার দিনের দো'আ এবং সমস্ত যিকির যা আমি করেছি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন, তার শ্রেষ্ঠটি হল: *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর'*। -আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই; তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি সর্বশক্তিমান' *(তারগীব হা/২২০১; তিরমিযী হা/৩৫৮৫; মিশকাত হা/২৫৯৮)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'টি বাক্য এমন যা মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ, পাল্লায় অতি ভারী, আর আল্লাহ্র নিকট অতি প্রিয়। তা হল, *সুবহানাল্লাহিল 'আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'* *(বুখারী হা/৬৪০৬; তারগীব হা/২২০৪)*।

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ. غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ.

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বলবে 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি' অর্থাৎ মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপন করা হবে' *(তারগীব হা/২২০৮; মিশকাত হা/২৩০৪)*।

عَنْ سَعْد بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ. فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِه كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ.

সা‘দ ইবনু আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ছিলাম। এসময়ে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি দৈনিক এক হাযার নেকী অর্জন করতে অক্ষম? তাঁর সাথে বসা কোন ছাহাবী বললেন, কিভাবে আমাদের কেউ দৈনিক এক হাযার নেকী অর্জন করতে পারে? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে দৈনিক একশত বার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে। এতে তার জন্য এক হাযার নেকী লেখা হবে। অথবা তার এক হাযার গুনাহ মাফ করা হবে’ *(তারগীব হা/২২১৩; মুসলিম হা/২৬৯৮; মিশকাত হা/২২৯৯)*।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ الْكَلاَمِ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘শ্রেষ্ঠ বাক্য হচ্ছে চারটি, সুবহানাল্লাহি, ওয়ালহামদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার- ‘আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহর জন্য প্রশংসা, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই ও আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান’ *(তারগীব হা/২২১৫; মুসলিম হা/২১৩৭; মিশকাত হা/২২৯৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ خُذُوْا جُنَّتَكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ عَدُوٌّ حَضَرَ قَالَ لاَ وَلَكِنْ جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ قُوْلُوْا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَنِّبَاتٌ وَمُعَقِّبَاتٌ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাঁচার ঢাল গ্রহণ কর। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! শত্রু এসে গেছে কি? তিনি বললেন না, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল গ্রহণ কর। তোমরা বল, سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ‘আমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি আর প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই। তিনি মহান’। নিশ্চয়ই এ কালেমাগুলি ক্বিয়ামতের মাঠে ঢাল স্বরূপ আসবে এবং পিছন থেকে রক্ষাকারী হিসাবে আসবে। আর এগুলি হচ্ছে স্থায়ী সৎ আমল *(তারগীব হা/২২৩৪)*।

عَنْ أَبِىْ مُوْسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا قَرِيْبًا. ثُمَّ أَتَىْ عَلَىَّ وَأَنَا أَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. فَقَالَ لِى يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নবী (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা উঁচু স্থানে উঠার সময় তাকবীর বলতাম। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, ‘তোমরা তোমাদের নফসের উপর একটু দয়া কর। কেননা তোমরা কোন বধির কিংবা অনুপস্থিতকে ডাকছ না। বরং তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং ঘনিষ্ঠতমকে। এরপর তিনি আমার কাছে আসলেন। তখন আমি মনে মনে لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ বলছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, ‘হে আব্দুল্লাহ ইবনু কায়স! বল, لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ‘কেননা এটি জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডার। অথবা তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে সেই সম্পর্কে জানিয়ে দেব না (যা হচ্ছে জান্নাতের খাজানা)? *(তারগীব হা/২২৬৬; বুখারী হা/৭৩৮৬)*।

عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ طُوْبَى لِمَنْ وَجَدَ فِىْ صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘সেই লোক ধন্য হবে, যার আমলনামাতে বেশী বেশী ইস্তিগফার পাওয়া যাবে অর্থাৎ ক্ষমা চাওয়া আমল পাবে’*(তারগীব হা/২৩২৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৮১৮)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِىْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى، فَإِنْ ذَكَرَنِى فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى، وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِىْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ ঘোষণা করেন, আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে। আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জন-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়। আমি তার

দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌঁড়ে যাই' *(তারগীব হা/২৩৪০; বুখারী হা/৭৪০৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِيْ الرَّخَاءِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চায় যে, কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ তার দো'আ কবুল করুক, সে যেন ভাল অবস্থায় বেশী বেশী দো'আ করে' *(তারগীব হা/২৩৪২; তিরমিযী হা/৩৩৮২)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِى يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِى بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِى لاَ تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতদিন তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। আমি কারো পরওয়া করি না। আদম সন্তান তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব আমি ক্ষমা করার ব্যাপারে কারও পরওয়া করি না। আদম সন্তান তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কোন শরীক না করে আমার সামনে আস, আমি পৃথিবী পরিমান ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব' *(তারগীব হা/২৩৪৪; মিশকাত হা/২৩৩৬)*।

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِى مِنْ عَبْـــدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا.

সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের আল্লাহ লজ্জাশীল ও দাতা; লজ্জাবোধ করেন তাঁর কোন বান্দা তাঁর নিকট দুই হাত উঠালে তা খালি ফিরিয়ে দিতে' *(তারগীব হা/২৩৫২; মিশকাত হা/২২৪৪)*।

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ : اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُـــوًا أَحَـــدٌ. فَقَالَ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِىْ إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ.

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে (আবু মূসাকে) এরূপ বলতে শুনলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং জানি যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই , তুমি এক, অনন্য, নিরপেক্ষ ও অন্যদের নির্ভরস্থল, যিনি জনকও নন, জাতও নন এবং যাঁর কোন সমকক্ষ নেই'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে আল্লাহকে তাঁর ইসমে আ'যম বা সর্বাধিক বড় ও সম্মানিত নামের সাথে ডাকল, যা দ্বারা যখন কেউ তাঁর নিকট কিছু চায়, তিনি তাকে তা দান করেন এবং যা দ্বারা যখন কেউ তাঁকে ডাকে, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন' *(তারগীব হা/২৩৬১; মিশকাত হা/২২৮৯)*।

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَاعِدًا إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ. قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمِدَ اللهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّهَا الْمُصَلِّي ادْعُ تُجَبْ.

ফাযালাহ ইবনু ওবাইদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যাক্তি আসল এবং ছালাত পড়ল। অতঃপর সে (দো'আ করতে যেয়ে শুধু এই) বলল, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, হে মুছল্লী! দো'আতে বড় তাড়াতাড়ি করলে। যখন তুমি ছালাত পড়বে, অতঃপর দো'আর জন্য বসবে, প্রথমে আল্লাহ্‌র গুণগান করবে, যার যোগ্য তিনি। তৎপর আমার উপর দরুদ পাঠ করবে, তারপর দো'আ করবে। ফাযালাহ বলেন, এরপর এক ব্যক্তি এসে ছালাত পড়ল। অতঃপর আল্লাহ্‌র গুণগান করল এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ করল। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, হে মুছল্লী! আল্লাহ্‌র নিকট কিছু প্রার্থনা কর, তা কবূল করা হবে' *(তারগীব হা/২৩৬৯; মিশকাত হা/৯৩০)*।

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ) لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ استجابَ لَهُ.

সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মাছওয়ালা নবী ইউনুস (আঃ) এর দো'আ হল এই; যখন তিনি মাছের পেটে থেকে দো'আ করে ছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুব্হানাকা ইন্নী কুন্তু মিনাযযালিমীন'- 'তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি পবিত্র আর আমি হচ্ছি অত্যাচারী অপরাধী'। যে কোন মুসলমানই কোন ব্যাপারে এই দো'আ করবে নিশ্চয়ই তার দো'আ কবূল হবে' *(তারগীব হা/২৩৭০; মিশকাত হা/২২৯২)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِـــرُ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ.

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কোন দো'আ বেশী কবুল হয়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, শেষ রাতের এবং ফরয ছালাতের পর' *(তারগীব হা/২৩৭৫; মিশকাত হা/৯৬৮)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পড়তে ভুলে যায়, সে জান্নাতের পথ ভুলে যাবে' *(তারগীব হা/২৪২১; ইবনু মাজাহ হা/৯০৮)*।

عَنْ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

হুসাইন (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হয়, তখন সে আমার উপর দরূদ পড়ে না, সে ব্যক্তিই কৃপণ *(তারগীব হা/২৪২২)*।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ-

ছাওবান (রাঃ) বলেন, আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম তবে তা সঞ্চয় করতাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের কারো শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল আল্লাহকে স্মরণকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী। যে তার স্বামীকে তার ঈমানের ব্যাপারে সাহায্য করে' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২২৭৭; বাংলা মিশকাত হা/২১৭০)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ জিহ্বা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে জিহ্বা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকারে ব্যস্ত থাকে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ أَنَا مَعَ عَبْدِيْ إِذَا هُوَ ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে থাকি, যখন সে আমার যিকির করে এবং আমার তরে তার দু'ওষ্ঠ নড়' *(বুখারী, মিশকাত হা/২২৮৫; বাংলা মিশকাত হা/২১৭৭)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা আল্লাহ্‌র যিকির করে আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন। অর্থাৎ তার সাহায্য, দয়া ও রহমত সর্বদা তার উপর বর্ষিত হতে থাকে।

২৪. ভাল কাজের আদেশ করুন ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করুন :

ভাল কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজের নিষেধ করা মুসলিমদের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ। তিনি বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকতে হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে সফলকাম' *(আলে-ইমরান ১০৪)*। তিনি আরো বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ-

'তোমরাই এমন এক উত্তম দল, যাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; আর যদি গ্রন্থ প্রাপ্তগণ বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে অবশ্যই তাদের জন্যে মঙ্গল হত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো মুমিন এবং তাদের অধিকাংশই দুষ্কার্যকারী' *(আলে ইমরান ১১০)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ 'মুমিন পুরুষ ও নারী তারা পরস্পরের বন্ধু শুভাকাঙ্খী। তারা ভালকাজের আদেশ করে এবং মন্দকাজের নিষেধ করে। তারা আল্লাহকে মান্য করে, তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন মানুষ যাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৭১)*।

লোকমান হাকীম তার ছেলেকে বলেন, يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ 'হে আমার পুত্র! ছালাত কায়েম কর, ভালকাজের আদেশ দাও, মন্দকাজের নিষেধ কর। আর যে বিপদই আসুক না কেন তাতে ধৈর্য ধারণ কর। এ কাজগুলি এমন যাতে খুব বেশী বেশী তাকীদ করা হয়েছে' *(লোকমান ১৭)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হচ্ছে, যালিম শাসকের নিকটে হক কথার দাওয়াত দেয়া' *(আবুদাউদ, তারগীব হা/৩২৯৯)*।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ.

জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'শহীদদের সর্দার হচ্ছেন হামযা ইবনু আবদুল মুত্তালিব এবং সেই ব্যক্তিও শহীদদের সর্দার যে অত্যাচারী নেতার নিকটে গেল এবং তাকে ভাল কাজের আদেশ করল এবং মন্দ কাজের নিষেধ করল। তখন সে তাকে হত্যা করল' *(তিরমিযী, তারগীব হা/৩৩০২)*।

এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অত্যাচারী শাসকের নিকট হকের দাওয়াত দেয়া খুবই কঠিন কাজ। এমন স্থানে দাওয়াত দেওয়ার পরিণতি জীবন বিসর্জনও হতে পারে। তবে তার বিনিময় হবে জান্নাত। আর তার মর্যাদা হবে শহীদদের মর্যাদার সমান। অত্যাচারী শাসকের ভয়ে দাওয়াতের কাজ থেমে থাকতে পারে না, স্তিমিত বা শিথিল হতে পারে না। বরং যালিমের মোকাবিলায় আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে জোরে শোরে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ-

ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শক্তি প্রয়োগে দাওয়াত দিবে সে মুমিন, যে মুখের মাধ্যমে দাওয়াত দিবে সে মুমিন, যে অন্তরের মাধ্যমে দাওয়াত দিবে সে মুমিন। যে এ তিনটি পদ্ধতির কোন একটি অবলম্বন করবে না, তার অন্তরে সরিষা দানা সমপরিমাণও ঈমান নেই' *(মুসলিম, তারগীব হা/৩৩০৪)*।

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ-

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা রয়েছে! অবশ্যই তোমরা ভালকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজের নিষেধ করবে নইলে অচিরেই আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি প্রেরণ করবেন, তখন তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন না' *(তিরমিযী, তারগীব হা/৩৩০৭)*।

عَنْ جَرِيْرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ ﷺ اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ ثَلَاثًا. قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُــوْلَ اَللهِ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ-

জারীর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘দ্বীন হচ্ছে উপদেশ প্রদানের নাম। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। জারীর (রাঃ) বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এ উপদেশ কার জন্য হবে? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতাদের জন্য ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য’ *(বুখারী, তারগীব হা/৩৩১০)*।

আল্লাহর জন্য উপদেশ হচ্ছে তাঁর সাথে শিরক না করা। রাসূলের জন্য উপদেশ হচ্ছে তাঁর আনুগত্য করা। নেতাদের জন্য উপদেশ হচ্ছে অনুগতদের কল্যাণ কামনা করা, তাদেরকে দ্বীনের পথে পরিচালনা করা। সাধারণ মুসলমানের জন্য উপদেশ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে আহ্বান করা এবং জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন করা।

عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ فَلاَ يُغَيِّرُوْا إِلَّا أَصَابَهُمْ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوْتُوْا.

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যখন কোন মানুষ কোন সম্প্রদায়ের মাঝে পাপের কাজ করে। এ সময় তারা বাধা প্রদান করবে না, তাহলে আল্লাহ তাদের মরণের পূর্বে তাদের সকলের উপর বিপদ চাপিয়ে দিবেন’ *(আবুদাউদ, তারগীব হা/৩৩১২)*।

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ عَمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ-

আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যখন কোন সম্প্রদায় শরী‘আত বিরোধী কোন কাজ দেখবে এবং তা হতে বাধা প্রদান করবে না, তখন আল্লাহ তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন’ *(আবুদাউদ, তারগীব হা/৩৩১৩)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ قَالَ مَنْ رَأَى مِــنْكُمْ مُنْكَــرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ.

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের যে কোন ব্যক্তি যে কোন অন্যায় কাজ দেখবে সে যেন তা বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করে।

এভাবে সম্ভব না হলে মুখে বাধা প্রদান করবে। সম্ভব না হলে সে অন্যায়কে ঘৃণা করবে। আর অন্তরে ঘৃণা করে বাধা প্রদান করা কাজটি সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*।

عَنْ النُّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِىْ حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ أَعْلاَهَا، فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ أَسْفَلِهَا يَمُرُّوْنَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِىْ أَعْلاَهَا، فَتَأَذَّوْا بِه، فَأَخَذَ فَأْسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِيْنَة، فَأَتَوْهُ فَقَالُوْا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِىْ، وَلاَ بُدَّ لِىْ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوْهُ أَهْلَكُوْهُ وَ أَهْلَكُوْا أَنْفُسَهُمْ.

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অন্যায়কারী ও অন্যায় দেখে যে ব্যক্তি বাধা প্রদান করে না এমন ব্যক্তিদ্বয়ের উদাহরণ হচ্ছে এক সম্প্রদায়ের মত। যে সম্প্রদায় একটি নৌকায় আরোহনের জন্য লটারী করেছে। এতে তাদের কিছু হয়েছে উপর তলার যাত্রী এবং কিছু হয়েছে নীচ তলার। নীচ তলার লোকেরা উপর তলায় পানি আনতে যায়। এতে উপর তলার লোকের কষ্ট হয়। তখন নীচ তলার একজন কুড়াল দিয়ে পানি বের করার জন্য নৌকার তলা ছিদ্র করতে উদ্ধত হয়। তারপর উপর তলার লোক এসে বলে, তোমার কি হয়েছে, তুমি এমন করছ কেন? তখন তারা বলল, আমরা নীচ তলা থেকে পানি আনতে গেলে তোমাদের কষ্ট হয়। আবার আমাদের পানিরও খুব দরকার। (এ কারণে নৌকার তলা ছিদ্র করে পানি বের করব।) উপরের লোকেরা যদি তার কুড়ালটি নিয়ে নেয় এবং তাকে একাজ থেকে বারণ করে তাহলে তারা তাদেরকে বাঁচাবে এবং নিজেদেরকেও বাঁচাবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দেয়, বাধা না দেয়, তাহলে তাদেরকে ডুবিয়ে ধ্বংস করবে এবং নিজেদেরকেও ধ্বংস করবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৮)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা অন্যায় করে এবং যারা অন্যায় দেখে বাধা দেয় না, তারা উভয়ই পাপী। তাদের উভয়ের অপরাধ সমান।

ভালকাজের আদেশ দিলে নিজেও পালন করতে হবে। অন্যথা পরিণতি হবে ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা কর না? আল্লাহর নিকট বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা বল এমন কথা, যা তোমরা কর না' *(ছফ ২-৩)*।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِى النَّارِ، فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُوْلُوْنَ أَىْ فُلاَنٌ، مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

উসামা ইবনু যায়েদ বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুড়ি বের হয়ে যাবে। এসময় সে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চার পার্শ্বে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে ভালকাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভালকাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম অথচ আমিই তা করতাম’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৯)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِىْ رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هَؤُلاَءِ قَالَ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلاَ يَعْقِلُوْنَ.

আনাস ইবনু মালিক বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে রাতে আমাকে মি‘রাজে নিয়ে যাওয়া হল, সে রাতে কতগুলি লোককে দেখলাম, যাদের ঠোট আগুনের কাঁচি দ্বারা কেটে দেয়া হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের বক্তা, যারা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করত, কিন্তু নিজেরা আমল করত না। তারা কুরআন তেলাওয়াত করত, তারা কুরআন চর্চা করত না’ *(ইবনু হিব্বান, তারগীব, হা/৩৩২৮)*।

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَزْدِيْ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِيْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيْءُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ.

জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ আযদী বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সে ব্যক্তির উদাহরণ যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের দাওয়াত দেয়, নিজে আমল করে না। সে সেই মোমবাতির মত, যে মোমবাতি মানুষকে আলো দেয় এবং নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়’ *(তাবারানী, তারগীব, হা/৩৩৩১)*।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِيْ كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِيْمُ بِاللِّسَانِ.

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার অবর্তমানে তোমাদের উপর যেটা সবচেয়ে বেশী ভয় করি, তা হচ্ছে সেই সব লোক যারা মুখে জ্ঞানী, মুনাফেক' *(তাবারানী, তারগীব হা/৩৩৩২)*। যারা মুখে ধর্মের কথা বলে, নিজে আমল করে না। এদের বিষয়টি সবচেয়ে ভয়াবহ। এরা মুখে জ্ঞানী, কর্মে মুনাফিক।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُبْصِرُ أَحْدُكُمُ الْقَذَاةَ فِيْ عَيْنِ أَخِيْهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِيْ عَيْنِهِ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি অন্যের চোখে ক্ষুদ্র-কুটা দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখে গাছের শিকড়, বড় কাঠ খণ্ড দেখতে পায় না' *(তাবারানী, তারগীব হা/৩৩৩৬)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ অপরের ক্ষুদ্র দোষ দেখতে পায় কিন্তু নিজের বড় দোষ দেখতে পায় না। ভাল কাজের আদেশ দেয়া আর নিজে না করা সবচেয়ে বড় দোষ।

২৫. নফল ছালাত :

ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলে মানুষের গুনাহ মোচন হয়ে যায়। জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ 'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাও' *(বাক্বারাহ ৪৫)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও। আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের সাথে থাকেন' *(বাক্বারাহ ১৫৩)*। ধৈর্য ও নফল ছালাত এদু'টি এমন জিনিস যা দ্বারা মানুষ যে কোন সাফল্য লাভ করতে পারে। নিজেকে অত্যন্ত দৃঢ় ও মযবূত করতে পারে। সত্য ও পুণ্যের পথে চলতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ– 'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ৪৫)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহ্‌র ভয়-ভীতি নিয়ে একনিষ্ঠভাবে ওযূ করে ছালাত আদায় করে, তারা অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবে বলে আশা করা যায়। قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ– الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ 'সেসব মুমিন সফল হল, যারা ভয়-ভীতি নিয়ে ছালাত আদায় করল'

(মুমিনূন ১-২)। আল্লাহর নিকট ক্ষমা পাওয়ার আশায় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে ক্ষমা প্রার্থনা করা ভাল। গুনাহ করার পর এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ– 'আর যারা যখন কোন গুনাহের কাজ করে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করে, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে এবং নিজেদের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে' *(আলে ইমরান ১৩৫)*। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করেন।

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি তার ছালাত গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে সমস্ত আমল গ্রহণীয় হবে। আর যদি ছালাত গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে সমস্ত আমলই বাতিল হবে' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৯৮)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلاَةُ ثَلاَثَةُ أَثْلاَثٍ الطُّهُوْرُ ثُلُثٌ وَالرُّكُوْعُ ثُلُثٌ وَالسُّجُوْدُ ثُلُثٌ فَمَنْ أَدَّهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতের ছওয়াব তিনভাগে বিভক্ত। একভাগ পবিত্রতার মাধ্যমে, দ্বিতীয় ভাগ রুকূর মাধ্যমে, তৃতীয়ভাগ সিজদার মাধ্যমে। যে এইগুলি পূর্ণ আদায় করল তার ছালাত গৃহীত হল এবং সমস্ত আমলও গৃহীত হল। আর যার ছালাত গ্রহণ করা হবে না, তার কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪৩)*।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيْهِمَا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ–

যায়েদ ইবনু খালেদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন ভুল না করে মনোযোগ সহকারে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল, আল্লাহ তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৭৭; বাংলা মিশকাত হা/৫৩০)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাত কবুল হওয়ার জন্য তিনটি কাজ সুন্দর হওয়া যরূরী- ১. ওযূ সুন্দর না হলে ছালাত কবুল হবে না। ২. রুকূ যথাযথ পূর্ণ

না হলে ছালাত কবুল হবে না। ৩. সিজদা যথাযথ পূর্ণ না হলে ছালাত কবুল হবে না। আর ছালাত কবুল না হলে সমস্ত আমল বাতিল হবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ-

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করল, অতঃপর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করল, অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল, তাহলে তার হজ্জ ও ওমরা পালনের পূর্ণ নেকী হল। রাসূল (ছাঃ) কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৭)*। অত্র হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, যারা ফজরের ছালাত আদয়ের পর সেখানে বসে থেকে আল্লাহর যিকির করবে এবং সূর্যোদয়ের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাকে এত ছওয়াব দিবেন বৈধ পন্থায় হজ্জ ও ওমরা করে যত ছওয়াব পাওয়া যায়।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا وَقَبْلَ الأُوْلَى أَرْبَعًا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ-

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চাশতের চার রাক'আত ছালাত আদায় করে এবং যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হয়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৫)*।

عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ مَرْفُوْعًا مُرْسَلاً أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يَعْدِلْنَ بِصَلاَةِ السَّحَرِ-

আবু ছালেহ মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত রাতের তাহাজ্জুদ ছালাতের সমান' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৩৬)*।

যোহরের পুর্বে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করলে রাতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করার সমান নেকী হবে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلاَةً إِلَى صَلاَتِكُمْ هِىَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ الاَ وَهِيَ رَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ছালাতের উপর একটি ছালাত বৃদ্ধি করেছেন তা তোমাদের জন্য লাল

উটের চেয়ে উত্তম। আর তা হচ্ছে ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৫৯)*। সেকালে আরবের লোকদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ছিল লাল উট। অতএব লাল উট যেমন মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর তেমনি ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাতও মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর।

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِه فَقَالَ لِيْ سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ-

রাবী'আ ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে রাত্রি যাপন করতাম। একদা তাঁর ওযূ ও এস্তেঞ্জার পানি উপস্থিত করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে চাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এছাড়া আর কিছু চাও। আমি বললাম, এটাই চাই। তিনি বললেন, তাহলে বেশী বেশী সিজদা করে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৬; বাংলা মিশকাত হা/৮৩৬)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করলে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ হবে।

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اَللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ-

উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিন-রাতে বার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। চার রাক'আত যোহরের পূর্বে, দুই রাক'আত যোহরের পরে, দুই রাক'আত মাগরিবের পরে, দুই রাক'আত এশার পরে এবং দু'রাক'আত ফজরের পূর্বে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১৫৯; বাংলা মিশকাত হা/১০৯১)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সাথে বার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে প্রতি বার রাক'আতের বিনিময়ে জান্নাতে একটি করে ঘর নির্মাণ করা হবে।

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اَللّٰهُ عَلَى اَلنَّارِ–

উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি বরাবর যোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং যোহরের পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের প্রতি হারাম করে দিবেন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৬৭; বাংলা মিশকাত হা/১০৯৯)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত পড়া যায়। এর প্রতিদানে জাহান্নামকে তার প্রতি হারাম করা হবে। এরূপ আমলকারী জাহান্নামে যাবে না বরং জান্নাতে যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ–

আবদুল্লাহ ইবনু সায়েব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, যে এই সময় এমন এক সময় যাতে আসমানের দরজা সমূহ খোলা হয়। অতএব আমি ভালাবাসি যে এ সময় আমার ভাল আমল উপরে উঠে যাক' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৬৯; বাংলা মিশকাত হা/১১০১)*।

ব্যাখ্যা : সূর্য ঢলামাত্র আসমানের দরজা খোলা হয়। প্রত্যেক মানুষের জন্য কর্তব্য এসময় কিছু সৎ আমল উপরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। এজন্য যোহরের পূর্বে চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা ভাল।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَحِمَ اللهُ إِمْرَاءً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا–

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭০)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) আছরের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছাহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭২; বাংলা মিশকাত হা/১১০৪)*।

ব্যাখ্যা : আছরের পূর্বে কোন ব্যক্তি চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে আল্লাহ তার প্রতি বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন। এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) রহমত বর্ষণের দো'আ করেছেন। তবে আছরের পূর্বে দু'রাক'আতও পড়া যায়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত ছালাত পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা উত্তম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৪; বাংলা মিশকাত হা/১০৯৬)*।

ব্যাখ্যা : সুন্নাত সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাত। এ সূন্নাতে কত কল্যাণ আছে, তা মানুষের পক্ষে হিসাব করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। তারপর যোহরের পূর্বে চার রাক'আত, তারপর যোহরের দু'রাক'আত তারপর মাগরিবের পরে দু'রাক'আত, তারপর এশার পর দু'রাক'আত ধারাবাহিক গুরুত্ব বহন করে। প্রকাশ থাকে যে, মাগরিবের পর ছয় রাক'আত নফল পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭৩)*। মাগরিবের পর বিশ রাক'আত নফল ছালাত পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটিও জাল *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭৪)*। এশার পর চার রাক'আত বা ছয় রাক'আত ছালাত পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটিও নিতান্তই যঈফ *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭৫)*।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِيْ صَلاَةِ السَّحَرِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَيُسَبِّحُ اللهَ تِلْكَ السَّاعَةَ-

ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাতের নেকী শেষ রাতের ছালাতের সমান করা হয়। সূর্য ঢলে যাওয়া মাত্র পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকে' *(তিরমিযী, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত, ১১৭৭ নং হাদীছের টীকা দ্রঃ হাদীছ ছহীহ)*। শেষ রাতে যেমন আল্লাহর বিশেষ রহমত বর্ষণ হয় তেমন সূর্য ঢলা মাত্র রহমত বর্ষণ হয়ে থাকে। আর এ সময়ে সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ؛ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِن اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথার পিছন দিকে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপর মোহর মারে বা থাবা মেরে বলে, রাত অনেক আছে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও। যদি সে জাগে এবং দো'আ পড়ে তাহলে একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যদি সে ওযূ করে আরও একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যদি সে ছালাত আদায় করে তবে অপর গিরাটিও খুলে যায় এবং সে সকালে প্রফুল্ল মন পবিত্র অন্তরে সকাল করে। অন্যথা সে সকালে উঠে কলুষিত অন্তর ও অলস মনে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২১৯; বাংলা মিশকাত হা/১১৫১)*।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ مَنْ تَعَارَّ منَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ للَّه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰه ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي أَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

উবাদা বিন ছামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাত্রে জেগে বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর রাজত্ব, তাঁরই জন্য প্রশংসা, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই'। অতঃপর বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা কর। অতঃপর কোন প্রার্থনা করলে, আল্লাহ তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং সে যদি ওযূ করে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তার সে ছালাত কবুল করেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৪৫)*।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اَللهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا-

মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) রাতের ছালাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর পায়ের পাতা ফুলে যেত। তখন তাঁকে বলা হল, আপনি এরূপ কেন করেন? আল্লাহতো আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহ্‌র একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না'? *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২০; বাংলা মিশকাত হা/১১৫২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَة إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতেই এই নিকটবর্তী আকাশে অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন কে আছে যে, আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে যে আমার নিকট কিছু চায়, আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩; বাংলা মিশকাত হা/১১৫৫)*।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى خَيْراً مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ-

জাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, 'রাত্রের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যদি কোন মুসলমান সে সময় লাভ করতে পারে এবং আল্লাহর নিকট ইকালের কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ তাকে তা দান করেন। আর এই সময়টি প্রত্যেক রাতেই রয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৪; বাংলা মিশকাত হা/১১৫৬)*। ব্যাখ্যা : এই বিশেষ মুহূর্ত কোন রাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক রাতেই ঘটে। এসময় সবার অনুসন্ধান করা উচিত।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ-

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের জন্য রাতে ছালাত আদায় করা উচিত। রাতে ইবাদত করা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের নিয়ম। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের পন্থা, গুনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হতে বিরত থাকার মাধ্যম' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১২২৭; বাংলা মিশকাত হা/১১৫৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন যে ব্যক্তি রাতে উঠে ছালাত আদায় করে, স্বীয় স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও ছালাত আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহলে তার মুখের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়। অনুরূপ আল্লাহ দয়া করেন সেই স্ত্রী লোকের প্রতি যে রাতে উঠে ছালাত আদায় করে। নিজের স্বামীকেও জাগায় এবং সেও

ছালাত আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৩০)*।

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ-

আবু মালিক আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের মধ্যে এমন মসৃণ প্রাসাদ রয়েছে যার বাইরের জিনিস সমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হতে দেখা যায়। সেসব প্রাসাদ আল্লাহ এমন ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি মানুষের সাথে নরম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খেতে দেয, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত আদায় করে' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১২৩২; বাংলা মিশকাত হা/১১৬৪)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ-

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি রাতে স্বীয় স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর উভয়ে পৃথকভাবে অথবা একসাথে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত হয়' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১২৩৮; বাংলা মিশকাত হা/১১৬৯)*।

যেসব ছালাত আদায় করলে খুব বেশী নেকী পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চাশতের ছালাত। সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্য স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে যোহা বা চাশত বলে। পূর্ববর্তী নবীগণ এই সময়ে ছালাত আদায় করতেন। বেশী কল্যাণের আশায় এই ছালাত আদায় করা উচিত।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى-

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সকাল হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য একটি ছাদাক্বা করা আবশ্যক। তবে (মনে রেখো) তোমাদের প্রত্যেক তাসবীহ একটি ছাদাক্বা, প্রত্যেক তাহমীদ একটি ছাদাক্বা, প্রত্যেক তাহলীল একটি ছাদাক্বা, প্রত্যেক তাকবীর একটি ছাদাক্বা এবং সৎকাজের আদেশ একটি ছাদাক্বা এবং অসৎ কাজে নিষেধ একটি ছাদাক্বা। অবশ্য এশরাক বা চাশতের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা এসবের পরিবর্তে যথেষ্ট' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১১; বাংলা মিশকাত হা/১২৩৬)*।

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ، وَأَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ-

আবু দারদা ও আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য দিনের প্রথমাংশে চার রাক'আত ছালাত আদায় কর। আমি দিনের শেষাংশে তোমার জন্য যথেষ্ট হব'। অর্থাৎ আমি দিনের শেষাংশেই তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করব' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩১৩; বাংলা মিশকাত হা/১২৩৮)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ যে আশা নিয়ে দিনের প্রথমাংশে চাশতের ছালাত আদায় করবে, দিনের শেষাংশে আল্লাহ তার সে আশা পূর্ণ করবেন।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِيْ هَذَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ওযূর বিস্তারিত নিয়ম পেশ করার পর বললেন, যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করবে অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যাতে সে আপন মনে আল্লাহর ভয়-ভীতি ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৮৭, বাংলা মিশকাত হা/২৬৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ওযূ করার পর খালিছ অন্তরে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলে বড় সফলতা অর্জন করবে। তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ-

ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন মুসলমান উত্তমরূপে ওযূ করে অন্তর ও স্বীয় মুখমণ্ডলকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে

দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬, বাংলা মিশকাত হা/২৬৮)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন মুসলমান সুন্দর করে ওযূ করার পর মনে প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাতের পর বেলাল (রাঃ)-কে বললেন, বেলাল! বল দেখি তুমি মুসলমান হওয়ার পর এমন কি আমল কর, যার নেকীর আশা তুমি অধিক পরিমাণে কর? কেননা আমি জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ আমার সম্মুখে শুনতে পাচ্ছি। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি এছাড়া কোন আমল করি না যা আমার নিকট অধিক নেকীর কারণ হতে পারে। আমি রাতে বা দিনে যখনই ওযূ করি তখনই সে ওযূ দ্বারা (দু'রাক'আত) ছালাত আদায় করি যা আদায় করার তাওফীক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩২২, বাংলা মিশকাত হা/১২৪৬)*।

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَدَعَا بِلاَلاً فَقَالَ بِمَا سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ، مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِيْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِهِمَا-

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সকালে উঠে বেলাল (রাঃ)-কে ডাকলেন এবং বললেন, বেলাল! কি কাজের বিনিময়ে তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌঁছলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করি, তখনই আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই। বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছি। আর যখনই আমার ওযূ ভেঙ্গেছে তখনই আমি ওযূ করেছি এবং মনে করেছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ)

বললেন, এই দুই কাজের দরুনই তুমি জান্নাতে আমার আগে আগে জুতা পায়ে দিয়ে চল' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩২৬, বাংলা মিশকাত হা/১২৫০)*। উল্লিখিত হাদীছ দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূর পরে সর্বদা দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে পারলে বড় সাফল্য অর্জন করা যাবে।

আমর ইবনু আবু সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) দশ ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসাবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠালেন এবং আছিম ইবনু ছাবিত আনছারীকে তাঁদের দলপতি নিয়োগ করেন। যিনি আছিম ইবনু ওমর ইবনিল খাত্ত্বাবের নানা ছিলেন। তাঁরা রওয়ানা করলেন, যখন তাঁরা উসফান ও মক্কার মাঝে হাদাআত নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন হুযায়েল গোত্রের একটি শাখা যাদেরকে লেহইয়ান বলা হয়, তাদের নিকট তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। তারা প্রায় দু'শত তীরন্দাজকে তাঁদের পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠান। এরা তাঁদের চিহ্ন দেখে চলতে থাকে। ছাহাবীগণ মদীনা হতে সঙ্গে নিয়ে আসা খেজুর যেখানে বসে খেয়েছিলেন, অবশেষে এরা সে স্থানের সন্ধান পেয়ে গেল, তখন এরা বলল, ইয়াছরিবের খেজুর। অতঃপর এরা তাঁদের পদচিহ্ন দেখে চলতে লাগল। যখন আছিম ও তাঁর সাথীগণ এদের দেখলেন, তখন তাঁরা একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আর কাফিররা তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং তাঁদেরকে বলতে লাগল, তোমরা অবতরণ কর ও স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ কর। আমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য হতে কাউকে আমরা হত্যা করব না। তখন গোয়েন্দা দলের নেতা আছিম ইবনু ছাবিত (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো আজ কাফিরদের নিরাপত্তায় অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নবীকে সংবাদ পৌঁছে দিন। অবশেষে কাফিররা তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আর তারা আছিম (রাঃ) সহ সাত জনকে শহীদ করল। অতঃপর অবশিষ্ট তিনজন খুবাইব আনছারী, যায়েদ ইবনু দাসিনা (রাঃ) ও অপর একজন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করে তাদের নিকট অবতরণ করলেন। যখন কাফিররা তাদেরকে আয়ত্তে নিয়ে নিল, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে ফেলে তাঁদের বেঁধে ফেলল। তখন তৃতীয় জন বলে উঠলেন, গোড়াতেই বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না, যারা শহীদ হয়েছেন আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব। কাফিররা তাঁকে শহীদ করে ফেলে এবং তারা খুবাইব ও ইবনু দাসিনাকে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তাঁদের উভয়কে মক্কায় বিক্রয় করে দেয়। এটা বদর যুদ্ধের পরের কথা। তখন খুবাইবকে হারিছ ইবনু আমিরের পুত্ররা ক্রয় করে নেয়। আর বদর যুদ্ধের দিন খুবাইব (রাঃ) হারিছ ইবনু আমিরকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব (রাঃ) কিছু দিন তাদের নিকট বন্দী থাকেন। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, আমাকে ওবায়দুল্লাহ ইবনু আয়ায অবহিত করেছেন, তাঁকে হারিছের কন্যা জানিয়েছে যে, যখন হারিছের পুত্রগণ খুবাইব (রাঃ)-কে শহীদ

করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি তার কাছ থেকে ক্ষৌর কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুর ধার চাইলেন। তখন হারিছের কন্যা তাকে একখানা ক্ষুর ধার দিল। সে সময় ঘটনাক্রমে আমার ছেলে আমার অজ্ঞাতে খুবাইবের নিকট চলে যায় এবং আমি দেখলাম যে, আমার ছেলে খুবাইবের উরুর উপর বসে আছে এবং খুবাইবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। খুবাইব আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি ভয় পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এ ভয় কর যে, আমি শিশুটিকে হত্যা করে ফেলব? কখনও আমি তা করব না। আল্লাহর কসম! আমি খুবাইবের মত উত্তম বন্দী কখনো দেখিনি। আল্লাহর শপথ! আমি একদা দেখলাম, তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় ছড়া হতে আঙ্গুর খাচ্ছেন, যা তাঁর হাতেই ছিল। অথচ এ সময় মক্কায় কোন ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। হারিছের কন্যা বলতো, এ তো ছিল আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত জীবিকা, যা তিনি খুবাইবকে দান করেছেন। অতঃপর তারা খুবাইবকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে হারাম-এর নিকট হতে হিলের দিকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল, তখন খুবাইব (রাঃ) তাদের বললেন, আমাকে দু’রাকা‘আত ছালাত আদায় করতে দাও। তারা তাঁকে সে অনুমতি দিল। তিনি দু’রাকা‘আত ছালাত আদায় করে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা যদি ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি, তবে আমি ছালাতকে দীর্ঘ করতাম। হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস করুন। (অতঃপর তিনি এ কবিতা দু’টি আবৃত্তি করলেন)।

‘যখন আমি মুসলিম হিসাবে শহীদ হচ্ছি তখন আমি কোনরূপ ভয় করি না।
আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে যেখানেই মাটিতে লুটিয়ে ফেলা হোক না কেন।
আমার এ মৃত্যু আল্লাহ তা‘আলার জন্যই হচ্ছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন,
তবে আমার দেহের প্রতিটি খণ্ডিত জোড়াসমূহে বরকত সৃষ্টি করে দিবেন।’

অবশেষে হারিছের পুত্র তাঁকে শহীদ করে ফেলে। বস্তুত যে মুসলিম ব্যক্তিকে বন্দী অবস্থায় শহীদ করা হয়, তার জন্য দু’রাকা‘আত ছালাত আদায়ের এ রীতি খুবাইব (রাঃ)ই প্রবর্তন করে গেছেন। যে দিন আছিম (রাঃ) শাহাদত বরণ করেছিলেন, সেদিন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দো‘আ কবুল করেছিলেন। সেদিনই আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীগণকে তাঁদের সংবাদ ও তাঁদের উপর যা যা আপতিত হয়েছিল সবই অবহিত করেছিলেন। আর যখন কুরাইশ কাফিরদেরকে এ সংবাদ পৌঁছানো হয় যে, আছিম (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়েছে, তখন তারা তাঁর কাছে এক লোককে পাঠায়, যাতে সে ব্যক্তি তাঁর লাশ হতে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আসে, যাতে তারা তা দেখে চিনতে পারে। কারণ বদর যুদ্ধের দিন আছিম (রাঃ) কুরাইশদের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। আছিমের লাশের (রক্ষার জন্য) মৌমাছির ঝাঁক প্রেরিত হল, যারা তাঁর দেহ আবৃত করে রেখে

তাদের ষড়যন্ত্র হতে হিফাযত করল। ফলে তারা তাঁর শরীর হতে এক খণ্ড গোশতও কেটে নিতে পারেনি' *(বুখারী হা/৩০৪৫)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যখন কোন মুসলিমকে শূলে বা ফাঁসিতে চড়ানোর সময় আসবে তখন সে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করবে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِى الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِيْسَى، وَكَانَ فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ، كَانَ يُصَلِّى، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ أُجِيْبُهَا أَوْ أُصَلِّى. فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُوْمِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِىْ صَوْمَعَتِه، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ . فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوْا صَوْمَعَتَهُ، وَأَنْزَلُوْهُ وَسَبُّوْهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ مَنْ أَبُوْكَ يَا غُلاَمُ قَالَ الرَّاعِى. قَالُوْا نَبْنِى صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ طِيْنٍ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِى إِسْرَائِيْلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِى مِثْلَهُ. فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِى مِثْلَهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتِ اللهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِى مِثْلَ هَذِه. فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَهَا. فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَهَذِهِ الأَمَةُ يَقُوْلُوْنَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ. وَلَمْ تَفْعَلْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনজন শিশু ছাড়া অন্য কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। প্রথম জন ঈসা (আঃ), দ্বিতীয়জন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে 'জুরাইজ' নামে ডাকা হত। একদা ইবাদতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল, আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না ছালাত আদায় করতে থাকব। তার মা বলল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদতখানায় থাকত। একবার তার নিকট একটি নারী আসল। তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর নারীটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল এটি কার থেকে? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নামিয়ে আনল ও তাকে গালিগালাজ করল। তখন জুরাইজ ওযূ করল এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, সেই রাখাল। তারা

বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে।

(তৃতীয়জন) বানী ইসরাঈলের একজন নারী তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। নারীটি দো‘আ করল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে তার মত বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরাল। আর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মত কর না। অতঃপর মুখ ফিরিয়ে স্তন পান করতে লাগল। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, আমি যেন নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি আঙ্গুল চুষছেন। অতঃপর সেই নারীটির পার্শ্ব দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। নারীটি বলল, হে আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মত কর না। শিশুটি তাৎক্ষণিক তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মত কর। তার মা বলল, তা কেন? শিশুটি বলল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন। আর এ দাসীটির ব্যাপারে লোকে বলেছে, তুমি যিনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি’ *(বুখারী হা/৩৪৩৬; মুসলিম হা/৪৫(২)*।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ-

আলী (রাঃ) বলেন, আমাকে আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহ করে অতঃপর উঠে ওযূ করে এবং (দু’রাক‘আত) নফল ছালাত আদায় করে তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন ব্যক্তির গুনাহ ক্ষমা করে দেন’ *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩২৪, বাংলা মিশকাত হা/১২৪৮)*। এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ খুশী হয়ে রহমত বর্ষণ করেন।

যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ উপলক্ষে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে এক বিশেষ নিয়মে প্রার্থনা করা ভাল। যাকে এস্তেখারার ছালাত বলে। এরূপ প্রার্থনায় বিশেষ কল্যাণ নিহিত আছে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُوْلُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ

مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ–

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে আল্লাহ্র নিকট কল্যাণ চাওয়ার নিয়ম ও দো'আ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন ফরয ছাড়া দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে। অতঃপর বলে, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ ... وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের সাহায্যে এই বিষয়ের ভাল দিক প্রার্থনা করছি এবং তোমারই ক্ষমতার সাহায্যে তোমার নিকট এই কাজ অর্জনের ক্ষমতা চাচ্ছি। আর আমি চাচ্ছি তোমার নিকট তোমার বড় অনুগ্রহ। কেননা তুমি ক্ষমতা রাখ, আমি রাখি না। তুমি এই কাজের ভাল-মন্দ জান, আমি জানি না। তুমি অদৃশ্যের সবকিছু জান। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, এই বিষয়টি আমার জন্য, আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবন ধারণের ব্যাপারে ও আমার ইহকাল ও পরকালে ব্যাপারে ভাল হবে, তাহলে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারণ কর। আর তা অর্জন করা আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর আমার জন্য সে কাজে বরকত দান কর। আর তুমি যদি মনে কর যে, বিষয়টি আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, আমার দ্বীনের ব্যাপারে এবং আমার ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে তাহলে তুমি তা আমার থেকে দূরে রাখ এবং আমাকেও সে কাজ হতে বিমুখ রাখ। তারপর আমার জন্য ভাল নির্ধারণ কর যেখানে সম্ভব, যেভাবে সম্ভব। এরপর তুমি আমাকে সে কাজের উপর সন্তুষ্ট রাখ' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩২৩, বাংলা মিশকাত হা/১২৪৭)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন কাজের প্রথমে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে কাজ কল্যাণকর হলে তা সহজে সমাধা করার ক্ষমতা এবং তাতে বরকত প্রার্থনা করা উচিত এবং কাজ অকল্যাণকর হলে তা হতে দূরে হওয়ার পার্থনা করা উচিত।

যে কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যরূরী। ছালাত আদায় না করে বসা যাবে না। উল্লেখ্য, মসজিদের নামে দু'রাক'আত হতে হবে এমনটি যরূরী নয়। যে কোন ছালাত হতে পারে। অর্থাৎ বসার পূর্বে কোন না কোন ছালাত হতে হবে।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ-

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে' *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১৪৪; মিশকাত হা/৭০৪)*।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ-

জাবির (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১৪৫; মিশকাত হা/৭০৪)*। প্রকাশ থাকে যে, ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলেও ছালাত আদায় করা ব্যতীত বসা যাবে না। কারণ এ হচ্ছে মসজিদের হক্ব, যা যে কোন সময়ে আদায় করা আবশ্যক।

সফর থেকে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বাড়ীতে আসা ভাল। এতে সফর ও বাড়ীর কল্যাণ কামনা করা হবে।

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ-

কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখনই সফর থেকে বাড়িতে আসতেন, তখনই দিনের প্রথম ভাগে আসতেন। প্রথমে তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন। সেখানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। তারপর মসজিদে বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৫)*।

ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা ভাল। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا يَشُكُّ سَهْلٌ يُحْسِنُ فِيْهِنَّ الذِّكْرَ وَالْخُشُوْعَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهَ غُفِرَ لَهُ-

আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে দু'রাক'আত বা চার রাক'আত (রাবী সাহল সন্দেহ করেন) ছালাত আদায় করল, যাতে সে যিকর ও নম্রতা অবলম্বন করল, অতঃপর আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করল, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন' *(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৪৬)*।

আযানের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা ভাল। যেসব আমলের বিনিময়ে মানুষ পরকালে বড় লাভবান হবে আযানের পর দু'রাক'আত ছালাত তার অন্যতম।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে ছালাত রয়েছে, প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে ছালাত রয়েছে। অতঃপর তৃতীয়বারে বলেন, যে ইচ্ছা করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২; বাংলা মিশকাত হা/৬১১)*।

জুম'আর দিন খুৎবা শুরু হয়ে গেলেও কমসে কম দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا-

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) খুৎবা দেওয়ার সময় বললেন, 'যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় আসে তখন সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১; বাংলা মিশকাত হা/১৩২৭)*। জুম'আর খুৎবা চলাকালীনও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা ব্যতীত বসা যাবে না।

এশরাক, চাশত ও আওয়াবীন তিন নামে এক ছালাত। সাধারণত সকালের দিকে এই ছালাত আদায় করা হলে মানুষ তাকে এশরাক বলে। আর একটু দেরী করে ১০/১১-টার দিকে আদায় করলে মানুষ তাকে চাশত বা আওয়াবীন বলে। প্রকাশ থাকে যে, মাগরিবের পর ছয় রাক'আত ছালাতের নাম আওয়াবীন বলে কোন হাদীছ নেই। মাগরিবের পর ছয় রাক'আত ছালাত পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللهُ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي

صَلَاة مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ. وَفِي رِوَايَة: قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَت الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ. وَزَادَ فِي دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ. مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন ব্যক্তির মসজিদে জামা‘আতে ছালাত আদায়ের নেকী তার ঘরে বা তার বাজারে ছালাত আদায় অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী। আর এই নেকী তখনই হয় যখন সে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করে আর একমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়। এমতাবস্থায় সে যত পদক্ষেপ রাখে প্রত্যেক পদক্ষেপের দরুণ একটা করে পদমর্যাদা উন্নত করা হয় এবং একটা করে গুনাহ ক্ষমা করা হয়। অতঃপর যখন সে ছালাত আদায় করতে থাকে ফিরিশতাগণ তার জন্য দো‘আ করতে থাকেন। তারা বলেন, اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللهُ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ– ‘হে আল্লাহ তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর, হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি দয়া কর, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল কর। আর এভাবে তারা বলতে থাকে যে পর্যন্ত সে ছালাত আদায়ের স্থানে থাকে। যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং ওযূ ভঙ্গ না করে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০২; বাংলা মিশকাত হা/৬৫০)*।

২৬. ফরয ছালাত :

যেসব আমলের মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে, ছালাত তার অন্যতম। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ‘নিশ্চয়ই ছালাত মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে’ *(আনকাবূত ৪৫)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِه الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِه وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِه–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি তার ছালাত গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে সমস্ত আমল গ্রহণীয় হবে। আর যদি ছালাত গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে সমস্ত আমলই বাতিল হবে’ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৯৮)*। ছালাত এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহর নিকট গৃহীত হলে বাকী আমলগুলিও গৃহীত হবে। অন্যথা সব আমল বাতিল হবে। কারণ সমস্ত ইবাদতের ভিত্তি ইবাদত হচ্ছে ছালাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاث الطُّهُوْرُ ثُلُثٌ وَالرُّكُوْعُ ثُلُثٌ وَالسُّجُوْدُ ثُلُثٌ فَمَنْ أَدَّهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِه وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِه–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতের ছওয়াব তিনভাগে বিভক্ত। একভাগ পবিত্রতার মাধ্যমে দ্বিতীয় ভাগ রুকূর মাধ্যমে তৃতীয়ভাগ সিজদার মাধ্যমে। যে এইগুলি পূর্ণ আদায় করল তার ছালাত গৃহীত হল এবং সমস্ত আমলও গৃহীত হল। আর যার ছালাত গ্রহণ করা হবে না, তার কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪৩)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাত কবুল হওয়ার জন্য তিনটি কাজ সুন্দর হওয়া যরূরী- ১. ওযূ সুন্দর না হলে ছালাত কবুল হবে না। ২. রুকূ যথাযথ পূর্ণ না হলে ছালাত কবুল হবে না। ৩. সিজদা যথাযথ পূর্ণ না হলে ছালাত কবুল হবে না। আর ছালাত কবুল না হলে সমস্ত আমল বাতিল হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ হতে অপর জুম'আ পর্যন্ত, এক রামাযান হতে অপর রামাযান পর্যন্ত কাফফারা হয় সে সমস্ত গুনাহের যা এর মধ্যবর্তী সময়ে করা হয়। যখন কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪; বাংলা মিশকাত হা/৫১৮)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, জুম'আর ছালাত এবং রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে ছগীরা গুনাহ মাফ হয়। কারণ কবীরা গুনাহ মাফের জন্য তওবা শর্ত। আর কোন দিন এমন গুনাহ করব না এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে মনে অনুশোচনা নিয়ে বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট তওবা করলে বড় গুনাহ মাফ হতে পারে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আচ্ছা বলতো যদি তোমাদের কারো দরজায় একটি নহর থাকে যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তার কিছু ময়লা বাকী থাকবে কি? ছাহাবীগণ বললেন, কোন ময়লা থাকবে না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এইরূপ উদাহরণ হচ্ছে পাঁচওয়াক্ত ছালাতের। আল্লাহ এই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মাধ্যমে গুনাহ সমূহ মুছে দেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫; বাংলা মিশকাত হা/৫১৯)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা মনোযোগ সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে তাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা হয়ে যায়।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَات افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَّغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ-

ওবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের জন্য উত্তমরূপে ওযূ করবে এবং ঠিক সময়ে ছালাত আদায় করবে এবং পূর্ণ ভয়-ভীতি নিয়ে বিনয়ের সাথে তার রুকূ পূর্ণ করবে, তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে এভাবে আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহর উপর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাকে মাফ করবেন, ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন’ *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৭০; বাংলা মিশকাত হা/৫২৪)*।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : صَلُّوْا خَمْسَكُمْ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ-

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত কায়েম কর, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর এবং তোমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যা আদেশ করেন তার আনুগত্য কর। তাহলে তোমরা ইচ্ছা মত তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে’ *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/ ৫৭১; বাংলা মিশকাত হা/৫২৫)*।

عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا، فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَة، وَمَنْ لَمْ يُحَافظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا، وَلاَ بُرْهَانًا، وَلاَ نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা নবী করীম (ছাঃ) ছালাতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, যে ব্যক্তি সঠিক নিয়মে ও সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করবে, ক্বিয়ামতের দিন ছালাত তার জন্য আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে এভাবে ছালাত আদায় করবে না, ছালাত তার জন্য আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে না। ক্বিয়ামতের দিন সে কারূণ, ফের‘আউন, হামান ও উবাই ইবনু খালফের সাথে থাকবে’ *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৭৮; বাংলা মিশকাত হা/৫৩১)*।

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يَّلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا-

ওমারা ইবনু রুআইবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'কখনও এমন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না যে, ফজর ও আছরের ছালাত আদায় করেছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৫)*।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ-

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজর ও আছরের ছালাত আদায় করল সে জান্নাতে যাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৫; বাংলা মিশকাত হা/৫৭৬)*।

অত্র হাদীছে ফজর ও আছরের ছালাতের বিশেষ গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য ছালাত সহ যারা ফজর ও আছরের ছালাত সঠিকভাবে আদায় করবে, তারা কখনও জাহান্নামে যাবে না; বরং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি মানুষ জানত আযান দেয়া এবং ছালাত আদায়ের জন্য প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি নেকী রয়েছে, তাহলে লটারী করা ব্যতীত তাদের কোন উপায় থাকত না। আর যদি তারা জানত প্রথম সময়ে ছালাত আদায় করাতে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা অন্যের আগে পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্টা করত। আর যদি তারা জানত এশা ও ফজর ছালাতের মধ্যে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা এই ছালাত আদায়ের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৮; বাংলা মিশকাত হা/৫৭৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে কঠিন ছালাত হচ্ছে ফজর ও এশা। যদি তারা জানত এ ফজর ও এশা ছালাতে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা এ ছালাত আদায় করতে আসত হামাগুড়ি দিয়ে হলেও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৯; বাংলা মিশকাত হা/৫৮০)*।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ-

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে এশার ছালাত জাম'আতে আদায় করল সে যেন অর্ধরাত্রি ছালাত আদায় করল। আর যে ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি ছালাত আদায় করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৩০; বাংলা মিশকাত হা/৫৮১)*। এশা এবং ফজরের ছালাতে কি রয়েছে তার কিছু প্রমাণ অত্র হাদীছে পাওয়া যায়। এশার ছালাত জামা'আতে আদায় করার পর ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করলে পূর্ণ রাত্রি ছালাত আদায় করে যা ছওয়াব হবে অনুরূপ ছওয়াব হবে। এটা আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ। আল্লাহ বান্দার উপর খুশি হলে এরূপ অনুগ্রহ করে থাকেন।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ مُرْنِيْ بِأَمْرٍ اَنْقَطِعُ بِهِ قَالَ اعْلَمْ أَنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيْئَةً-

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি আমাকে একটি আমলের কথা বলুন, যা আমি যথাযথভাবে পালন করব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যখনই তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে সিজদা করবে, তখনই আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং গুনাহ মুছে দেবেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৪২)*।

عَنْ أَبِيْ الْمُنِيْبِ قَالَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ فَتًى قَدْ أَطَالَ الصَّلاَةَ وَأَطْنَبَ فَقالَ أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ أَمَّا أَنِّيْ لَوْ أَعْرَفْتُهُ لَأَمَرْتُهُ بِكَثْرَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ انَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ أُتِيَ بِذُنُوْبِهِ كُلِّهَا فَوُضِعَتْ عَلَى عَاتِقَيْهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ-

আবু মুনীব (রাঃ) বলেন, একদা ইবনু ওমর (রাঃ) এক যুবককে দীর্ঘ সময়ে ছালাত আদায় করতে দেখলেন এবং বললেন, তোমরা কেউ এ যুবকের পরিচয় জান? একজন বলল, আমি তাকে চিনি। ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, আমি তাকে চিনলে বেশী বেশী রুকূ-সিজদা করতে বলতাম। কারণ রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই বান্দা যখন ছালাতে দাঁড়ায় তার সমস্ত গুনাহ তার দু'কাঁধে রেখে দেয়া হয়। যতবার রুকূ, সিজদা করে ততবার তার গুনাহ ঝরে পড়ে' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৭৫)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন অপরাধী ছালাত আরম্ভ করলে তার গুনাহ তার কাঁধে চাঁপিয়ে দেয়া হয় এবং রুকূ-সিজদার সাথে সে গুনাহ ঝরে যায়।

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْمُسْلِمَ يُصَلِّي وَخَطَايَاهُ مَرْفُوْعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ، كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتَّتْ عَنْهُ فَيَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِهِ وَقَدْ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ-

সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন মুসলমান ছালাত আরম্ভ করে তার গুনাহ তার মাথার উপর থাকে। যতবার সে সিজদা করে ততবার গুনাহ ঝরে পড়ে। অতঃপর যখন সে ছালাত শেষ করে তখন তার সব গুনাহ ঝরে যায়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৭৯)*।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الأُوْلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَأَتَانِ بَرَأَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَأَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ৪০ দিন জামা'আতে ছালাত আদায় করবে এবং তাকবীরে তাহরীমা পাবে অর্থাৎ ছালাত আরম্ভ হওয়ার সময় উপস্থিত থাকবে আল্লাহ তাকে দু'টি জিনিস হতে মুক্তি দিবেন। ১. জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং ২. মুনাফেকী থেকে মুক্তি দিবেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৭)*।

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيْحِ الضُّحَى لاَ يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِيْ عِلِّيِّيْنَ-

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে নিজের ঘর হতে ওযূ করে ফরয ছালাত আদায়ের জন্য বের হল তার নেকী একজন এহরামধারী হাজীর নেকীর সমান। আর যে চাশতের ছালাতের জন্য বের হল, তার ছওয়াব একজন ওমরাকারীর ছওয়াবের সমান এবং এক ছালাতের পর অপর ছালাত আদায় করা যার মধ্যে কোন অনর্থক কাজ করা হয়নি এমন ব্যক্তির নাম ইল্লীনে লেখা হয়' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৭২৮; বাংলা মিশকাত হা/৬৭৩)*।

২৭. আযান :

যারা ইবাদত করে বড় নেকীর অধিকারী হয়, মুয়াযযিন তাদের একজন। আযান দেওয়ার বিনিময় জাহান্নাম হতে মুক্তি ও জান্নাত লাভ হয়। তিনি ক্বিয়ামতের ময়দানে বড় সম্মানের অধিকারী হবেন। মানুষ জিন ও পৃথিবীর সকল বস্তু

ক্বিয়ামতের দিন মুয়াযযিনের জন্য কল্যাণের সাক্ষী দিবে। আল্লাহ তা‘আলা আযানের ব্যাপারে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ‘হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে জুম‘আর দিন ছালাতের জন্য ডাকা হবে, তখন তোমরা আল্লাহকে ডাকার জন্য দৌঁড়ে আস। আর ক্রয়-বিক্রয় ছেড়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জান’ *(জুম‘আহ ৯)*।

عَنْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ، وَلاَ إِنْسٌ، وَلاَ شَيْءٌ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে কোন মানুষ ও জিন অথবা যে কোন বস্তু মুয়াযযিনের কণ্ঠ শুনবে সে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৬; বাংলা মিশকাত হা/৬০৫)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সকল বস্তু কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনের জন্য কল্যাণ চাইবে। জাহান্নাম হতে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দাবী জানাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন তার জওয়াবে বল মুয়াযযিন যা বলে। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট ‘ওয়াসীলা’ চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান। যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মাত্র একজন বান্দার জন্য উপযোগী। আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য ‘ওয়াসীলা’ চাইবে তার জন্য আমার শাফা‘আত যরূরী হয়ে যাবে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭; বাংলা মিশকাত হা/৬০৬)*।

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ-

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন মুয়াযযিন বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' যদি তোমাদের কেউ বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', অতঃপর যখন মুয়াযযিন বলে 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সেও বলে 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', মুয়াযযিন বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' সেও বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', এরপর মুয়াযযিন বলে, 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' সে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পুনরায় যখন মুয়াযযিন বলে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' সে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পরে যখন মুয়াযযিন বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' সেও বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। অতঃপর যখন মুয়াযযিন বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সেও বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর এই বাক্যগুলি মনে-প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে বলে তাহলে সে জান্নাতে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮; বাংলা মিশকাত হা/৬০৭)*।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيْلَةَ، وَالفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ القِيَامَةِ-

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে, اَللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيْلَةَ، وَالفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ 'হে এই পূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের প্রতিপালক! আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং প্রশংসনীয় স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন। যার ওয়াদা আপনি করেছেন। ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত যরূরী হয়ে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯; বাংলা মিশকাত হা/৬০৮)*।

প্রকাশ থাকে যে, কেউ কেউ অত্র হাদীছে দু'টি অংশ বৃদ্ধি করেছে- ১. اَلدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ ২. اَنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ এ দু'টি অংশের কোন ভিত্তি নেই *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত, টীকা নং ২)*। অতএব উক্ত বাক্যাংশ দু'টি বলা থেকে সাবধান হতে হবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُغِيْرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلاَّ أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوْا فَإِذَا هُوَ رَاعِيْ مِعْزًى-

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ফজরের সময় শত্রুদের প্রতি আক্রমণ চালাতেন এবং আযান শুনার জন্য কান পেতে থাকতেন। যদি আযান শুনতেন তাহলে আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন। অন্যথা আক্রমণ চালাতেন। একদা এক ব্যক্তিকে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলতে শুনলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ইসলামের উপর আছ। অতঃপর লোকটি বলল, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করলে। অতঃপর ছাহাবীগণ সেই মুয়াযযিনের দিকে লক্ষ্য করলেন, দেখলেন সে একজন রাখাল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬০; বাংলা মিশকাত হা/৬০৯)*।

মোটকথা একা হলেও আযান দেয়া সুন্নাত। মাঠে-ঘাটে যে কোন স্থানে আযান দিয়ে ছালাত আদায় করা সুন্নাত। আযানের প্রতিদান জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ।

عَنْ سَعْد بْنِ أَبِيْ وَقَّاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً، وَبِالإِسْلامِ دِيْناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ-

সা'দ ইবনু আবু ওয়াককাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে বলবে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّد رَسُوْلاً، وَبِالإِسْلامِ دِيْناً، 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূলরূপে এবং ইসলামকে দ্বীনরূপে পেয়ে

সন্তুষ্ট হয়েছি। তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬১; বাংলা মিশকাত হা/৬১০)*। অর্থাৎ আযান শেষে উক্ত দো‘আ পড়লে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِلْجَبَلِ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّى، فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اُنْظُرُوْا إِلَى عَبْدِىْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلاَةِ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ-

ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূর (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমার প্রতিপালক খুশি হন সেই ছাগলের রাখালের প্রতি যে একা পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে ছালাতের আযান দেয় এবং ছালাত আদায় করে। তখন আল্লাহ ফিরিশতাগণকে ডেকে বলেন, তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ? সে আযান দেয় ও ছালাত ক্বায়েম করে এবং আমাকে ভয় করে। (তোমরা সাক্ষী থাক) আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলাম’ *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৬৬৫; বাংলা মিশকাত হা/৬১৪)*।

আল্লাহ মুয়াযযিনের প্রতি খুশি হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন এবং জান্নাতবাসী করেন। আর ফিরিশতাগণকে তা জানান।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِه وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ صَلاَةً وَّيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘মুয়াযযিনের কণ্ঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হবে এবং (ক্বিয়ামতের দিন) তার কল্যাণের জন্য প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বস্তু সাক্ষ্য দিবে এবং এই আযান শুনে যত লোক ছালাত আদায় করবে সবার সমপরিমাণ নেকী মুয়াযযিনের হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের জন্য উপস্থিত হবে, তার জন্য পঁচিশ ছালাতের নেকী লেখা হবে এবং তার দুই ছালাতের মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে’ *(নাসাঈ, হা/৬৬৭)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا بِأَذَانِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মুয়াযযিনগণ আমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমিও বল যেরূপ তারা বলে এবং যখন আযানের জওয়াব দেয়া শেষ হবে তখন

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তাহলে তোমাকেও প্রদান করা হবে' *(আবদাঊদ, হাদীছ ছাহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬৭৩; বাংলা মিশকাত হা/৬২২)*। অত্র হাদীছে মুছল্লীর চেয়ে মুয়াযযিনের মর্যাদা বেশী বলা হয়েছে। তবে শ্রোতা আযানের জওয়াব দিলে শ্রোতাকেও তাই দেয়া হবে যা মুয়াযযিনকে দেয়া হবে এবং আযানের পর যা কিছু চাইবে, তা প্রদান করা হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَامَ بِلاَلٌ يُنَادِيْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম তখন বেলাল (রাঃ) দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। যখন বেলাল (রাঃ) আযান শেষ করলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে এর অনুরূপ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬৭৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, যে কোন ব্যক্তি মনে-প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে আযান দিলে অথবা আযানের উত্তর দিলে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَامَ بِلاَلٌ يُنَادِيْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَرَّسَ ذَاتَ لَيْلَة فَأَذَّنَ بِلاَلٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِه، وَشَهِدَ مِثْلَ شَهَادَتِه فَلَهُ الْجَنَّةُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম তখন বেলাল (রাঃ) দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। যখন বেলাল (রাঃ) আযান শেষ করলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে এর অনুরূপ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(নাসাঈ হাদীছ ছহীহ)*। আবু ইয়া'লা আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন রাসূল (ছাঃ) এক রাত্রি যাপন করলেন। তখন বেলাল আযান দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি তার (বেলালের) কথার অনুরূপ বলবে এবং তার সাক্ষ্য দানের মত সাক্ষ্য দিবে তার জন্য জান্নাত' *(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৭৬, হাদীছ হাসান)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِه فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِه ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً–

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে বার বছর আযান দেয় তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায় এবং তার প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ষাট

নেকী এবং এক্বামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী অতিরিক্ত লেখা হয়' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭২৭)*। প্রকাশ থাকে যে, সাত বছর আযান দিলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬৬৪)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلاَةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ–

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ছালাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় এবং দো'আ কবুল করা হয়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৩১, ১৪১৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ছালাতের জন্য আযান দেয়া হলে আল্লাহর রহমতের দরজা খুলে যায় এবং এ সময় দো'আ কবুল করা হয়। এজন্য আযান শেষে মনোযোগ সহকারে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে দো'আ করা উচিত।

عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُطْلُبُوْا إِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ إِلْتِقَاءِ الْجُيُوْشِ وَإِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَنُزُوْلِ الْمَطَرِ–

মাকহূল (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা দো'আ কবুলের সময় খুঁজে বের করে দো'আ কর (১) যুদ্ধের সময় দো'আ কবুল হয় (২) ছালাতের জন্য এক্বামত দেয়ার সময় দো'আ কবুল হয় (৩) বৃষ্টি বর্ষণের সময় দো'আ কবুল হয়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৪১, ১৪৬৯)*। এই সময়গুলিতে দো'আ করা উচিত। বিশেষ করে আযান ও এক্বামতের সময় মুয়াযযিন ও শ্রোতার দো'আ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি মানুষ জানত আযান দেয়া এবং ছালাত আদায়ের জন্য প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি নেকী রয়েছে, তাহলে লটারী করা ব্যতীত তাদের কোন উপায় থাকত না। আর যদি তারা জানত প্রথম সময়ে ছালাত আদায় করাতে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা অন্যের আগে পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্ট করত। আর যদি তারা জানত এশা ও ফজর ছালাতের মধ্যে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা এই ছালাত আদায়ের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫৭৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ؛ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন ছালাতের জন্য আযান দেয়া হয়, শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে, যাতে সে আযান শুনতে না পায়। অতঃপর যখন আযান শেষ হয়ে যায়, সে ফিরে আসে। আবার যখন এক্বামত দেয়া হয় সে পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে এবং যখন এক্বামত শেষ হয়ে যায় পুনরায় ফিরে আসে ও মানুষের অন্তরে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে। সে বলে অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর, যে সকল বিষয় তার স্মরণ ছিল না। অবশেষে মানুষ এমন হয়ে যায় যে, সে বলতে পারে না, কত রাক‘আত ছালাত আদায় করেছে’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৫৫; আবু দাউদ হা/৮৬৯; নাসাঈ হা/১২৩৬)*।

আমাদের দেশের মুছল্লীরা আযান ও এক্বামতের জওয়াব দেওয়ার ব্যাপারে খুব অমনোযোগী। প্রকাশ থাকে যে, ‘হাইয়্যা আলা’ দ্বয় ব্যতীত আযান ও এক্বামতের জওয়াব দেয়ার ক্ষেত্রে আযানের শব্দগুলিই হুবহু উচ্চারণ করতে হবে। এক্বামতে أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَمَهَا বলা যাবে না। তেমনি ফজরের আযানে صَدَّقْتَ وَبَرَكْتَ বলা যাবে না। আযানের দো‘আয় اَلدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ ও اِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ বলা যাবে না। এসকল অতিরিক্ত শব্দ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলি জাল ও যঈফ।

২৮. ছালাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো :

عَن أَنَسٍ قَالَ: أُقِيْمَت الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ.

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা ছালাতের তাকবীর বলা হল, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের প্রতি মুখ ফিরালেন এবং বললেন, ‘তোমাদের কাতার সোজা কর এবং পরস্পরে মিলিত হয়ে দাঁড়াও! নিশ্চয়ই, আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক হতেও দেখে থাকি’ *(বুখারী, মিশকাত হা/১০৮৬)*।

عَن أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ. وَفِيْ مُسْلِمٍ (مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ).

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার ঠিক করবে। কেননা কাতার ঠিক করা ছালাত কায়েমের অন্তর্গত। আর মুসলিমে রয়েছে, 'কাতার ঠিক করাই হচ্ছে ছালাতের পূর্ণতা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৭)*।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ: اسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِيَنِى مِنْكُم أُوْلُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে আমাদের কাঁধ স্পর্শ করতেন এবং বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়াইও না, তাতে তোমাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান, তারাই যেন আমার নিকটে (প্রথম ছফে) থাকে। অতঃপর যারা বয়স ও বুদ্ধিতে তাদের নিকটবর্তী তারা। অতঃপর যারা উভয় ব্যাপারে এদের নিকটবর্তী তারা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৮)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا لِى أَرَاكُمْ عِزِيْنَ. ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا. فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوْفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ.

জাবির ইবনু ছামূরা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন এবং দেখলেন আমরা গোল হয়ে দলে দলে বসে আছি। তখন তিনি বললেন, তোমাদেরকে আমি বিচ্ছিন্নভাবে কেন দেখছি? অতঃপর আর একদিন তিনি আমাদের নিকট আসেন এবং আমাদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা ফেরেশতাদের মত সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছ না কেন? যেমন তাঁরা তাদের প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাঁরা তাদের প্রতিপালকের সামনে কিভাবে দাঁড়ায়? তিনি বললেন, প্রথমে প্রথম সারিসমূহ পূর্ণ করে এবং সারিতে পরস্পর মিলে দাঁড়ায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৯১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পুরুষ লোকের কাতার সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল প্রথম কাতার এবং সর্বনিকৃষ্ট কাতার হল শেষ কাতার, আর স্ত্রীলোকের কাতারসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল শেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল প্রথম কাতার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৯২)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَـــذَفُ. وَفِيْ أَحْمَدَ (وَسُدُّوْا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيْمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ). وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কাতারসমূহে প্রাচীরের মত হয়ে দাঁড়াও এবং সারিসমূহকে নিকটে নিকটে রাখ (অনুমান আড়াই হাত ফাঁক করে)। আর তোমাদের ঘাড়সমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখ। সেই আল্লাহ্র কসম, যাঁর হাতে আমার জান রয়েছে! নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি, সে কাতারের ফাঁকসমূহে প্রবেশ করে, যেন কাল ভেড়ার বাচ্চা' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১০৯৩)*। মুসনাদে আহমাদে আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আর তোমরা কাতারের ফাঁক বন্ধ কর। কেননা শয়তান তোমাদের মাঝে ছাগলের বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করে। আহমাদ গ্রন্থের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আর তোমরা শয়তানের জন্য কাতারের মাঝে ফাঁক রেখো না। যারা কাতারে মিলে মিলে দাঁড়াবে, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন। আর যারা কাতারের মাঝে ফাঁক রাখবে, আল্লাহ তাদের উপর রহমত ছিন্ন করবেন' *(আহমাদ হা/৫৭২৪)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِي قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِي قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: وعَلَى الثَّانِي.

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'প্রথম ছফের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণের 'রহমত' হৌক। এটা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দ্বিতীয় ছফের প্রতিও (এরূপ দো'আ)। তিনি বললেন, প্রথম ছফের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণের 'রহমত' হৌক। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দ্বিতীয় ছফের প্রতিও। তিনি বললেন, প্রথম ছফের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণের 'রহমত' হৌক। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দ্বিতীয় ছফের প্রতিও। তিনি বললেন, হ্যাঁ, দ্বিতীয় ছফের প্রতিও' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১১০১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যদি মানুষ জানত আযান দেয়া এবং ছালাত আদায়ের জন্য প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি নেকী রয়েছে, তাহলে লটারী করা ব্যতীত তাদের কোন উপায় থাকত না। আর যদি তারা জানত প্রথম সময়ে ছালাত আদায় করাতে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা অন্যের আগে পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্টা করত। আর যদি তারা জানত এশা ও ফজর ছালাতের মধ্যে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা এই ছালাত আদায়ের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৮)*।

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاَثًا وَلِلثَّانِى مَرَّةً.

ইরবায ইবনু সারিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রথম সারির জন্য তিনবার ক্ষমা চাইতেন আর দ্বিতীয় সারির জন্য একবার ক্ষমা চাইতেন *(ইবনু মাজাহ হা/৯৯৬)*।

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِي صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ بَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

উরওয়া ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা বন্ধ করবে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দিবেন’ *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৩৮৪৪)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِيْ صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি যেকোন কাতারে যেকোন ফাঁকা বন্ধ করবে আল্লাহ তার বিনিময়ে তার মর্যাদা উঁচু করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন’ *(মু‘জামুল আওসাত্ব হা/৫৭৯৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَصِلُ عَبْدٌ صَفًّا إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، وَ ذَرَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ مِنَ الْبِرِّ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন বান্দা যখন কাতারের সাথে মিলে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দেন এবং ফেরেশতাগণ তার উপর কল্যাণ ছড়িয়ে দেন’ *(তাবারানী, সিলসিলা ছহীহাহ ১৮৯২ নং হাদীছের অধীনে)*।

عَنْ النُّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِه فَقَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মানুষ বা মুছল্লীদের দিকে মুখ করে আসলেন এবং বললেন, 'তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর'। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর, নইলে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন'। তিনি বলেন, 'আমি মুছল্লীকে দেখেছি তারা কাঁধের সাথে কাঁধ এবং হাঁটুর সাথে হাঁটু এবং টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়াতেন' *(আবূদাঊদ হা/৬৬২)*।

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى. وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِه .

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক হতে দেখি। তিনি আরো বলেন, আমাদের কোন ব্যক্তি তার সঙ্গীর সাথে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে এবং পায়ে পা লাগিয়ে দাঁড়াতেন' *(বুখারী হা/৭২৫)*।

২৯. দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী :

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.

'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। অথচ আখিরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ১৬-১৭)*।

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ- كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ- ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ.

'ধন-সম্পদের লোভ তোমাদেরকে আত্মভোলা করে রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরসমূহে উপস্থিত হচ্ছ। এটা কখনও ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। অতঃপর এটা কখনও ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা এটা জানতে পারবে। সাবধান! যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারা অবহিত হতে (তবে এমন কাজ করতে না)। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে। এটা কখনও নয়, তোমরা এটা চাক্ষুষ প্রত্যয়ে দেখবেই, এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে সুখ ও সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে *(তাকাছুর ১-৮)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, স্বাস্থ্য ও অবসর দুইটি নেয়ামতের (সদ্ব্যবহারের) ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৫৫)*।

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلَ مَايَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ.

মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ্র কসম! পরকালের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল যেমন তোমাদের কেউ সাগরের মধ্যে নিজের একটি আঙ্গুল ডুবানোর পর লক্ষ্য করে দেখুক আঙ্গুল কি পরিমাণ পানি নিয়ে আসল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৬)*। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে আঙ্গুলের পানি এবং সাগরের পানি কম-বেশ হওয়ার ব্যাপারে তুলনা যেমন ইহকাল ও জান্নাতের তুলনা তেমন।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّت فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ فَقَالُوْا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ قَالَ فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ-

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি কান কাটা মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে এটাকে এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে পসন্দ করবে? তারা বললেন, আমরা তো এটাকে কোন কিছুর বিনিময়েই নিতে পসন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া (এবং তার সম্পদ) এর চাইতেও অধিক নিকৃষ্ট' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের পক্ষে জান্নাত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৮)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে বিপদ-মুছীবত দ্বারা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'টাকা-পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক। পোষাক বিলাসীরা ধ্বংস হোক। তাকে দিতে পারলে খুশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৬১)*।

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَوَاللهِ لَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.

আমর ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে দরিদ্রতার ভয় করি না। কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে যেমন প্রশস্ত করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করবে যেরূপ তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৩)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সে ব্যক্তিই সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযক প্রদান করা হল এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট রেখেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِيْ مَالِيْ وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘বান্দা আমার মাল, আমার সম্পদ বলে (তথা গর্ব করে)। প্রকৃতপক্ষে তার মাল হতে তার (উপকারে আসে) মাত্র তিনটি। যা সে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে বা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছে অথবা দান করে (পরকালের জন্য) সংরক্ষণ করেছে। এতদ্ভিন্ন যা আছে তা তার কাজে আসবে না এবং সে লোকদের (ওয়ারিছদের) জন্য ছেড়ে চলে যাবে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৬)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তিনটি জিনিস মৃত লাশের সাথে যায়। দু’টি ফিরে আসে এবং একটি তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে গমন করে আত্মীয়-স্বজন, কিছু মাল-সম্পদ এবং তার আমল। পরে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং থেকে যায় তার আমল’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৭)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের মাল অপেক্ষা আপন উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে অধিক ভালবাসে’? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই; বরং ওয়ারিছদের সম্পদ অপেক্ষা নিজের নিজের সম্পদকেই বেশী ভালবাসে। তিনি বললেন, যে (আল্লাহ্র পথে খরচ করে) যা অগ্রিম পাঠায় সেটিই তার সম্পদ। আর যা সে পিছনে রেখে যায়, সেটা তার ওয়ারিছের সম্পদ’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৬৮)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘ধনী হওয়া সম্পদের প্রাচুর্যের নাম নয়; বরং প্রকৃত সম্পদশালী সেই, যার অন্তর সম্পদশালী’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৭০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَخَذَ عَنِّيْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَعَدَّ خَمْسًا فَقَالَ: اتَّقِ

الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيْتُ الْقَلْبَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কে এই কয়েকটি বাক্য (বিধান) আমার নিকট হতে গ্রহণ করবে? অতঃপর নিজে সে মতে আমল করবে অথবা এমন ব্যক্তিকে শিখিয়ে দিবে, যে তার প্রতি আমল করে। আমি বললাম, আমি প্রস্তুত আছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তারপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং পাঁচটি গণনা করালেন। তিনি বললেন, (১) আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হতে বেঁচে থাক, তাতে তুমি হবে উত্তম ইবাদতকারী। (২) আল্লাহ তোমার কিসমত যা বণ্টন করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, তাতে তুমি হবে সর্বাপেক্ষা ধনবান। (৩) তোমার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাতে তুমি হবে পূর্ণ ঈমানদার। (৪) নিজের জন্য যা পসন্দ কর মানুষের জন্যও তা পসন্দ করবে, তখন তুমি হবে পূর্ণ মুসলমান। (৫) অধিক হাসবে না। কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭১)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدُّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দিব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব মিটাবো না' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৭২)*।

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ الْأَوْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَـــنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

আমর ইবনে মায়মূন আওদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে নছীহতস্বরূপ বললেন, 'পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি কাজ করাকে বিরাট সম্পদ মনে কর। (১) তোমার বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে। (২) রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে। (৩) দরিদ্রতার পূর্বে অভাবমুক্ত থাকাকে। (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭৪)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْكَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شُرْبَةً.

সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ্র কাছে মাছির একটি পাখার সমমূল্য হত, তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এক ঢোকও পানি পান করতে দিতেন না' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫১৭৭)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِيْ جَسَدِه فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْد: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ. فَقَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি (খালি) চাটাইয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন, তা হতে উঠলে তাঁর দেহ মোবারকে চাটাইয়ের দাগ পড়েছিল। তখন ইবনে মাসঊদ (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন তবে আমরা আপনার জন্য একখানা বিছানা তৈরি করে বিছিয়ে দিতাম। তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? বস্তুতঃ আমর ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হল একজন ঐ আরোহীর ন্যায়, যে একটি গাছের নীচে ছায়ায় কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়, অতঃপর বৃক্ষটিকে ছেড়ে চলে যায়' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৮৮)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّيْ لِيَجْعَلَ لِيْ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوْعُ يَوْمًا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ.

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার রব মক্কার বাতহা (প্রশস্ত উপত্যকা) আমার জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেওয়ার বিষয় আমার নিকট পেশ করলেন, তখন আমি বললাম, না, হে আমার প্রভু! বরং আমি একদিন পরিতৃপ্ত এবং আরেক দিন অভুক্ত থাকতে চাই। যাতে আমি যখন অভুক্ত থাকি তখন তোমার কাছে সকাতরে বিনয় প্রকাশ করব এবং তোমাকে স্মরণ করব। আর যখন পরিতৃপ্ত হব তখন তোমার প্রশংসা করব এবং তোমার শুকরিয়া আদায় করব' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯০)*।

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ طَعَامٌ وَثُلُثٌ شَرَابٌ وَثُلُثٌ لِنَفَسِه.

মিকদাম ইবনে মা‘দীকারাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘কোন ব্যক্তি তার উদর অপেক্ষা মন্দ কোন পাত্রকে ভর্তি করেনি। আদম সন্তানের জন্য এই পরিমাণ কয়েক লোকমাই যথেষ্ট যা দ্বারা সে নিজের কোমরকে সোজা রাখতে পারে (ও আল্লাহ্র এবাদত করতে পারে)। যদি এর অধিক খাওয়ার প্রয়োজন মনে করে তবে এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে’ *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৯২)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ؟

ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পদদ্বয় একটুও নড়তে পারবে না যে পর্যন্ত না তার নিকট হতে পাঁচটি বিষয়ের উত্তর চাওয়া হবে। (১) তার বয়স সম্পর্কে, সে তা কি কাজে ব্যয় করেছে? (২) তার যৌবন সম্পর্কে, সে তা কি কাজে ক্ষয় করেছে? (৩) তার মাল-সম্পদ সম্পর্কে, সে তা কোথায় থেকে উপার্জন করেছে? (৪) আর তা কোথায় ব্যয় করেছে? (৫) এবং যে ইলম হাছিল করেছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করেছে? *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৭)*।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنٌ فَكُوْنُوْا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ.

আলী (রাঃ) বলেন, দুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে, আর আখেরাত সম্মুখে আসছে। আর তাদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি রয়েছে। তবে তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা আজ আমলের সময়, এখানে কোন হিসাব নেই। আর আগামীকাল হিসাব-নিকাশ হবে, সেখানে কোন আমল নেই’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৫২১৫)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ. قَالُوْا: صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ النَّقِيُّ التَّقِيُّ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন, প্রত্যেক নিষ্কলুষ অন্তঃকরণ সত্যভাষী। ছাহাবাগণ আরয করলেন, 'ছাদূকুল লিসান' তো আমরা বুঝি, তবে 'মাখ্মূমুল কাল্ব' কি? তিনি বললেন, নির্মল ও পবিত্র অন্তঃকরণ, যা পাপ করেনি, যুলুম করেনি ও যা হিংসা-বিদ্বেষ হতে মুক্ত' *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫২২১)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا، حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমার মধ্যে চারটি বস্তু বিদ্যমান থাকে, তখন দুনিয়ার যা কিছুই তোমার থেকে চলে যায় তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, উত্তম চরিত্র হওয়া এবং খানা-পিনায় সতর্কতা অবলম্বন করা' *(আহমাদ, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৫২২২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُوْنَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'গরীব মুহাজিরগণ ক্বিয়ামতের দিন ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৫)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آل مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গ লাগাতার দুই দিন যবের রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হননি। এমতাবস্তায়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)–এর ওফাত হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৭)*।

عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ.

সাঈদ মাক্বারী আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, একদা তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন যাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিল ভাজা করা বক্রী। তারা খাওয়ার জন্য আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে ডাকলেন, কিন্তু তিনি এই বলে খেতে অস্বীকার করলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন, অথচ তিনি যবের রুটি দ্বারাও পরিতৃপ্ত হতে পারেননি' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫২৩৮)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رُبِطُوْا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَن تُرَى عَوْرَتُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আমি 'ছুফ্‌ফা'বাসীদের মধ্য হতে সত্তর জন লোককে দেখেছি যে, তাদের কোন একজনের নিকটও একখানা চাদর ছিল না। হয় তো একখানা লুঙ্গি ছিল অথবা একখানা কম্বল, যা তারা নিজেদের ঘাড়ের সাথে পেঁচিয়ে রাখত। তা কারো অর্ধ গোড়ালী পর্যন্ত, আবার কারো টাখনু পর্যন্ত পৌঁছত। তারা ওটাকে নিজের হাতের সাথে ধরে রাখত–এই আশংকায় যেন সতর খুলে না পড়ে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫২৪১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: انْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُم.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখে যাকে মাল-সম্পদে, স্বাস্থ্য-সামর্থ্যে অধিক দেয়া হয়েছে, তখন সে যেন নিজের চাইতে নিম্ন মানের ব্যক্তির দিকে তাকায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪২)*। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকের প্রতি তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকাইও না যে, তোমাদের চাইতে উচ্চ পর্যায়ের। যদি এই নীতি অবলম্বন করে তা হলে আল্লাহ তোমাকে যেই নেয়ামত দান করেছেন, তাকে ক্ষুদ্র বা হীন মনে করবে না' *(মুসলিম হা/২৯৬৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'গরীবেরা ধনীদের পাঁচ শত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তা হবে ক্বিয়ামতের অর্ধদিন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫২৪৩)*।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ

أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيفًا يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّي الْمِسْكِيْنَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحِبِّي الْمَسَاكِيْنَ وَقَرِّبِيْهِمْ فَإِنَّ اللهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীন অবস্থায় জীবিত রাখ, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান কর এবং মিসকীনদের দলে হাশর কর। বিবি আয়েশা বললেন, কেন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, তারা ধনীদের চলিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! কোন মিসকীনকে তোমার দুয়ার হতে (খালি হাতে) ফিরিয়ে দিও না। খেজুরের একটি টুকরা হলেও প্রদান করো। হে আয়েশা! মিসকীনদেরকে ভালবাসবে এবং তাদেরকে নিজের কাছে স্থান দিবে, ফলে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তোমাকে নিকটে রাখবেন' *(তিরমিযী, বায়হাকী, মিশকাত হা/৫২৫৪)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং দুইটি জিনিস তার মধ্যে জওয়ান হয়- সম্পদের প্রতি মোহ এবং দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্খা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৭০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِيْ اثْنَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْأَمَلِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বৃদ্ধ লোকের অন্তর দুইটি ব্যাপারে সর্বদা জওয়ান হতে থাকে; দুনিয়ার মহব্বত ও দীর্ঘ আকাঙ্খা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৭১)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দু'টি উপত্যকাও যদি দেওয়া হয়, সে তৃতীয়টির অপেক্ষা করবে। বস্তুতঃ আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুই পরিপূর্ণ করতে পারবে না। আর যে আল্লাহ্র কাছে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৭৩)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِيْ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِيْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ فَقَالَ لِيْ ابْنُ

عُمَرَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ-

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার শরীরের এক অংশ ধরে বললেন, 'পৃথিবীতে মুসাফির অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবনযাপন কর। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসীর একজন মনে কর'। তারপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'ইবনু ওমর, সকাল হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা কর না এবং সন্ধ্যা হলে সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা কর না। আর অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে মূল্যায়ন কর এবং মরণের পূর্বে জীবনকে মূল্যায়ন কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫২৭৪)*।

৩০. কুরআন তেলাওয়াত :

কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হয়। শয়তানের প্রতিক্রিয়া থাকে না। কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহ রূযীতে বরকত দেন। তেলাওয়াতকারীর পক্ষে কুরআন ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّوْرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহফ পড়বে তার ঈমানী আলো এক জুম'আ হতে অপর জুম'আ পর্যন্ত চমকিতে থাকবে' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৭৫, হাদীছ ছহীহ)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে জুম'আর দিন সূরা কাহফ পড়লে অপর জুম'আ পর্যন্ত যে কোন অন্যায় হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং যে কোন কল্যাণ অর্জন করার জন্য আলোর মত কাজ করবে।

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : يُؤْتَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِالقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا.

নাওয়াস ইবনু সাম'আন (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআনকে এবং যারা দুনিয়াতে কুরআন অনুযায়ী আমল করত তাদেরকে আনা হবে। কুরআনের আগে আগে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান। আর এ সূরা দু'টি তাদের তেলাওয়াতকারীদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে' *(মুসলিম, মিশকাত, রিয়াযুছ ছালিহীন, ৩/৪৩পৃঃ)*। ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াকারীর পক্ষ হয়ে কুরআন আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করবে এবং সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِيْ غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ.

ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমরা মসজিদে আহলে ছুফ্ফাদের মাঝে ছিলাম। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে কে চায় যে, সে প্রত্যহ সকালে বুতহান অথবা আকীক নামক বাজারে যাবে আর বড় কুঁজের অধিকারী দু’টি উটনী নিয়ে আসবে, কোন অপরাধ না করে ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা এমন সুযোগ প্রত্যেকেই গ্রহণ করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তবে কেন তোমাদের কোন ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে দু’টি আয়াত শিক্ষা দেয় না বা শিক্ষা গ্রহণ করে না, অথচ একাজ তার জন্য দু’টি উটনী অপেক্ষা উত্তম? তিন আয়াত তিনটি উটনী অপেক্ষা উত্তম এবং চার আয়াত চারটি উটনী অপেক্ষা উত্তম। মোটকথা যত আয়াত পড়বে বা পড়াবে তত উটনী অপেক্ষা উত্তম হবে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১০; বাংলা মিশকাত হা/২০০৮)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, একটি বড় দামী উটনী দান করে যত নেকী পাওয়া যাবে, কুরআনের একটি আয়াত মসজিদে গিয়ে পড়লে বা পড়ালে তার চেয়ে অধিক নেকী পাওয়া যাবে। এভাবে যত আয়াত পড়বে বা পড়াবে তত উটনী অপেক্ষা বেশী নেকী পাওয়া যাবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তোমাদের কেউ কি এটা ভালবাসবে যে, সে যখন বাড়ী ফিরে আসবে, তখন সে তিনটি হৃষ্টপুষ্ট বড় কুঁজ বিশিষ্ট গর্ভধারিণী উটনী পাবে? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, মনে রেখো, তিনটি আয়াত যা তোমাদের কেউ তার ছালাতে পড়ে তা তার জন্য এধরনের তিনটি উটনী অপেক্ষা উত্তম’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১১; বাংলা মিশকাত হা/২০০৯)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাতের মধ্যে সর্বনিম্ন তিনটি আয়াত পড়লেও তাকে বড় দামী তিনটি উটনী দান করার সমান নেকী দেওয়া হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَؤُهُ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফিরিশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আটকায় এবং কুরআন পড়া তার পক্ষে খুব কষ্টদায়ক হয় তার জন্য দুইগুণ নেকী রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১২; বাংলা মিশকাত হা/২০১০)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা অর্থ সহকারে সুন্দর উচ্চারণে দক্ষতার সাথে কুরআন পড়তে পারে এবং নিয়মিত পড়ে তারা জান্নাতে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হবে। আর যারা সুন্দর করে কুরআন পড়তে পারে না, পড়লে আটকে যায় এবং পড়া খুব কষ্টকর হয় তাদের জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ.

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এই কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ কোন কোন জাতিকে উন্নত করেন এবং অন্যদের অবনত করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৫; বাংলা মিশকাত হা/২০১৩)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র কুরআনের মাধ্যমে মানুষ ইহকাল ও পরকালে মর্যাদা লাভ করতে পারে। আর কুরআন তেলাওয়াত না করলে মানুষ উভয় জীবনে হবে লাঞ্ছিত।

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ.

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, একব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ছিল এবং তার কাছে তার ঘোড়া রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। এসময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং তার অতি নিকটতর হতে লাগল। আর তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। সে যখন সকালে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তা ছিল আল্লাহর রহমত ও শান্তি, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নেমে এসেছিল'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বললেন, تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ– 'তারা ছিল ফিরিশতা। তোমার কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ শুনে নিকটতর হয়েছিল। তুমি

যদি পড়তে থাকতে তারা সকাল পর্যন্ত তথায় থেকে যেত এবং মানুষ তাদের দেখতে পেত, তারা মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকাতে পারত না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৬-২১১৭; বাংলা মিশকাত হা/২০১৪-২০১৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি নাযিল হয়। ফিরিশতারা কুরআন শুনার জন্য দল বেঁধে নেমে আসেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের ঘর সমূহকে কবরস্থানে পরিণত কর না। নিঃসন্দেহে শয়তান সেই ঘর হতে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করা হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯; বাংলা মিশকাত হা/২০১৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় না সে ঘর কবরস্থানের ন্যায়। যে ঘরে কুরআন তেলাওয়া করা হয়, সে ঘর হতে শয়তান পালিয়ে যায়।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اقْرَءُوْا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ-

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করতে আসবে। তোমরা দুই উজ্জ্বল সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তেলাওয়াত কর। কেননা ক্বিয়ামতের দিন সূরা দু'টি দুইটি মেঘখণ্ড অথবা দুইটি সামিয়ানা অথবা দু'টি পাখা প্রসারিত পাখির ঝাঁকরূপে আসবে এবং পাঠকদের পক্ষে আল্লাহর সামনে জোরাল দাবী জানাবে। বিশেষভাবে তোমরা সূরা বাক্বারাহ পড়। কারণ সূরা বাক্বারাহ পড়ার বিনিময় হচ্ছে বরকত আর না পড়ার পরিণাম হচ্ছে আক্ষেপ। অলস ব্যক্তিরাই এ সূরা পড়তে অক্ষম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান ক্বিয়ামতের দিন মেঘখণ্ডের ন্যায় ছায়া হয়ে থাকবে। সূরা দু'টি পাঠককে জান্নাতে দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট জোরাল দাবী করবে। সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করলে অর্থ সম্পদে বরকত হবে। আর অলস ব্যক্তিরা এ সূরা পড়তে চায় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا، اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.

'অবশেষে সে বলল, তুমি যখন শয্যা গ্রহণ করবে তখন 'আয়াতুল কুরসী' পড়বে *'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়া ওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম'* আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটে আসতে পারবে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১১৩)*।

আয়াতুল কুরসী এক ব্যতিক্রম আয়াত। কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। শয্যা গ্রহণের সময় এটা তেলাওয়াত করলে সকাল পর্যন্ত শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যে কোন ছালাতে সালামের পর আয়াতুল কুরসী পড়লে সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করা মাত্রই জান্নাতে যাবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيْتَهُ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক সময় জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় উপর দিক হতে একটি দরজা খোলার শব্দ শুনলেন। তিনি উপর দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, আসমানের এই যে দরজাটি আজ খোলা হল। এই দরজা এদিনের পূর্বে আর কোন দিন খোলা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে দরজা হতে একজন ফিরিশতা যমীনে নামলেন। তখন জিবরাঈল বললেন, এই যে, ফিরিশতা যমীনে নামলেন, তিনি এদিন ছাড়া ইতিপূর্বে কোন দিন যমীনে নামেননি। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম করলেন। অতঃপর বললেন, দু'টি নূরের জ্যোতির সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে কোন নবীকে তা দেয়া হয়নি; সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষাংশ। আপনি তার যে কোন অক্ষর বা বাক্য পাঠ করুন না কেন নিশ্চয়ই আপনাকে তা দেয়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৪; বাংলা মিশকাত হা/২০২২)*।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا لَيْلَةً كَفَتَاه.

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত যে রাতে পড়বে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৫; বাংলা মিশকাত হা/২০২৩)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহ্‌র শেষ দু'আয়াত পড়বে সে শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদে থাকবে। আল্লাহ তাকে বিশেষ রহমতের মাধ্যমে নিরাপদে রাখবেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে বাড়ীতে সূরা বাক্বারাহ্‌র শেষ দু'আয়াত পড়া হবে সে বাড়ীতে শয়তান প্রবেশ করে না'।

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফিৎনা হতে নিরাপদে রাখা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৬; বাংলা মিশকাত হা/২০২৪)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে নিয়মিত পড়লে তাকে দাজ্জালের ফেৎনা হতে নিরাপদে রাখা হবে।

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالُوْا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? ছাহাবীগণ বললেন, কি করে প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়বে? তিনি বললেন, সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (ইখলাছ) কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২; বাংলা মিশকাত হা/২০২৫)*।

ব্যাখ্যা : সূরা ইখলাছ এত মান সম্পন্ন সূরা যা একবার পড়লে এত নেকী হবে যে, কুরআনের তিনভাগের একভাগ পড়লে যত নেকী হয়। অর্থাৎ সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِيْ صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ.

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে এক সেনাদলের সেনাপতি করে পাঠালেন। সে তার সঙ্গীদের ছালাত আদায় করাত এবং কিরআত শেষে সূরা ইখলাছ পড়ত। যখন তারা মদীনায় ফিরলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বিষয়টি পেশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা তাকে জিজ্ঞেস কর সে কি কারণে এরূপ করে'। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল। সে বলল, এই সূরাতে আল্লাহ্র গুণাবলী আছে। আর আমি আল্লাহর গুণাবলী পাঠ করতে ভালবাসি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৮; বাংলা মিশকাত হা/২০২৬)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক রাকআতে কিরা'আত শেষে সূরা ইখলাছ পড়া ভাল। কিরাআত শেষে সূরা ইখলাছ পড়লে আল্লাহকে ভালবাসার প্রমাণ হয়। এতে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। আর এ ভালবাসার পরিণাম জান্নাত।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُحِبُّ هذِهِ السُّوْرَةَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} قَالَ: إِنَّ حُبَّاكَ اِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ.

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তার প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে' *(বুখারী হা/৩১৩০)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষকে সূরা ইখলাছের প্রতি বিশেষ ভালবাসা রাখতে হবে। এ সূরাকে যে ব্যক্তি ভালবাসবে আল্লাহ তাকে ভালবাসবেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন প্রত্যেক রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন দু'হাতের তালু একত্র করতেন। অতঃপর তাতে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। তৎপর স্বীয় শরীরের সম্ভবপর অঙ্গসমূহ মুছে ফেলতেন। তিনি মাথা ও মুখমণ্ডল হতে আরম্ভ করতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। অক্ষর অক্ষর ও শব্দ শব্দ স্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে পাঠ করতেছিলে। কেননা তোমার জন্য জান্নাতে বসবাসের স্থান হচ্ছে তোমার তেলওয়াতের শেষ আয়াতের নিকট' *(আহমাদ, হাদীছ ছাহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৩৪; বাংলা মিশকাত হা/২০৩১)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُوْلُ ألم حَرفٌ، وَلكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيْمٌ حَرْفٌ.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের কোন একটি অক্ষর পাঠ করবে, তার জন্য নেকী রয়েছে। আর নেকী হচ্ছে আমলের দশগুণ। আমি বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর' *(তিরমিযী হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৩৭; বাংলা মিশকাত হা ২০৩৪)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদম সন্তান একটি নেকী করলে আল্লাহ দয়া করে একের স্থানে দশটি নেকী লিখে দিবেন। অতএব কুরআনের প্রতি অক্ষরে দশ নেকী পাওয়া যাবে। অর্থাৎ আলিফ, লাম ও মীম বললে ত্রিশ নেকী পাওয়া যাবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত পড়বে তাকে দাজ্জালের ফেতনা হতে নিরাপদে রাখা হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৪৬, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ سُوْرَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআনে ত্রিশ আয়াতের একটি সূরা আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছিল ফলে তাকে মাফ করা হয়েছে। সে সূরাটি হচ্ছে তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' *(আহমাদ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৫৩; বাংলা মিশকাত হা/২০৪৯, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সূরা সাজদা এবং সূরা মুলক না পড়ে ঘুমানেতন না *(শারহুস সুন্নাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৫৫)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ.

ইবনু আব্বাস ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের সমান, সূরা ইখলাছ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং সূরা কাফিরূণ এক-চতুর্থাংশের সমান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৫৬; বাংলা মিশকাত হা/২০৫২)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সূরা যিলযাল দু'বার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী পাওয়া যাবে। সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী পাওয়া যাবে। সূরা কাফিরূণ চারবার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী পাওয়া যাবে। প্রকাশ থাকে যে, যিলযালের অংশটুকু যঈফ *(যঈফুল জামে' হা/৫৩১; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮১৯)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَأَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا.

ওক্ববা ইবনু আমির (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জুহফা ও আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় চলছিলাম এমন সময় আমাদেরকে প্রবল ঝড় ও

ঘোর অন্ধকার ঢেকে ফেলল। তখন রাসূল (ছাঃ) সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে ওক্ববা! তুমি এই সূরাদ্বয় দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ এই সূরা দ্বয়ের মত আর কোন সূরা দ্বারা কোন প্রার্থনাকারী আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে না' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৬২; বাংলা মিশকাত হা/২০৫৮)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ঝড়-ঝঞ্ঝা কিংবা যে কোন বিপদে পড়ে আশ্রয় চাওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম সূরা ফালাক্ব ও নাস। এ সূরা দ্বারা নিজেও আশ্রয় চাইবে এবং সঙ্গী-সাথী ও পরিবার-পরিজনকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য বলবে। আশ্রয় চাওয়ার জন্য এ সূরাদ্বয় যত বড় মাধ্যম আর কোন সূরা বা কোন আয়াত এত বড় মাধ্যম নয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا فِيْ لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُوْلُ قَالَ قُلْ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُصْبِحُ وَحِيْنَ تُمْسِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

আবদুল্লাহ ইবনু খুবায়েব (রাঃ) বলেন, একবার আমরা ঝড়-বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে রাসূল (ছাঃ)-কে খোঁজার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং তাঁকে পেলাম। তখন তিনি বললেন, পড়, আমি বললাম কি পড়ব? তিনি বললেন, যখন তুমি সকাল করবে তিনবার করে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়বে এবং যখন সন্ধ্যা করবে তখন তিনবার করে এই সূরাগুলি পড়বে। এই সূরাগুলি যে কোন বিপদাপদের মোকাবিলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২১৬৩; বাংলা মিশকাত হা/২০৫৯)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, উক্ত সূরাগুলি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পড়লে যে কোন সমস্যা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী, রিয়াযুছ ছালিহীন, ৩/৪৩পৃঃ)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআন এক অতুলনীয় মর্যাদা সম্পন্ন অলৌকিক গ্রন্থ, যার শিক্ষা গ্রহণকারী এবং শিক্ষক ইহকাল ও পরকালে সবচেয়ে বেশী সম্মানের অধিকারী হবে। এজন্য কুরআন পড়া এবং পড়ানোর জোরাল চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য।

عَنْ أَبِيْ مَالِك الأَشْعَرِىِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ، والْحَمْدُ للهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ والْحَمْدُ للهِ تَمْلَآن أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، والصَّلاَةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا.

আবু মালিক আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ মানুষের আমলের পাল্লা পূর্ণ করে। ‘সুবহা-নাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ’ মানুষের আমলের নেকী দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়। ছালাত হল আলো। ছাদাক্বা হল দাতার ঈমানের পক্ষে দলীল। ধৈর্য হল জ্যোতি। কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে আত্মার ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় আত্মাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে, না হয় তাকে ধ্বংস করে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৬২)*।

৩১. কবরের শাস্তি :

মানুষের মরণের পর বড় ভয়াবহ কঠিন ও জটিল তিনটি স্থান রয়েছে। যেখানে মানুষের কোন সহযোগী থাকবে না। সেখানে মানুষ হবে বড় অসহায় ও নিরুপায়। সেদিন ভুল ধরা পড়লে সংশোধনের কোন পথ থাকবে না। সেদিন মানুষ যে কত অসহায় হয়ে পড়বে যা ভাষায় ও কলমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেমন নদীর স্রোত একবার চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তেমনি মানুষের শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। মৃত্যুর পরে পরকালীন ভয়াবহ স্থানের অন্যতম হচ্ছে কবর। এ সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীছ ও কুরআনের আয়াত রয়েছে, যার কিছু নমুনা পেশ করা হল।-

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَوْ تَرَي اذ الظَّالِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلئكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ ايَتِه تَسْتَكْبِرُوْنَ.

‘হে নবী! তুমি যদি অত্যাচারীদের দেখতেন, যখন তারা মৃত্যুকষ্টে পতিত হয়, ফেরেশতাগণ তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, তোমরা তোমাদের আত্মা বের করে দাও। ফেরেশতাগণ এ সময় বলেন, আজ হতে তোমাদেরকে প্রতিফল স্বরূপ অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে। আর অপমানজনক শাস্তির কারণ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি অসত্য আরোপ করতে এবং অহংকার করে তার আয়াত সমূহ এড়িয়ে চলতে’ *(আন‘আম ৯৩)*। অত্র আয়াতে অত্যাচারীদের মৃত্যুযন্ত্রণার কথা

উল্লেখ হয়েছে। মৃত্যুর সময় তাদেরকে অপমান করা হয়, তা স্পষ্ট করা হয়েছে এবং মরণের পর হতেই তাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হয়। আর মরণের পর হতে যে শাস্তি দেয়া হয় তাকেই কবরের শাস্তি বলে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ- النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا 'ফেরাঊন বংশীয় একজন মুমিনকে আল্লাহ ফেরাউনদের কবল হতে রক্ষা করেন। অবশেষে এদেরকে আল্লাহ্র কঠোর শাস্তি ঘিরে ধরে। আর এ কঠোর শাস্তি তাদের সামনে সকাল-সন্ধ্যা পেশ করা হয়' *(মুমিন ৪৫-৪৬)*। অত্র আয়াতে যে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে কবরের শাস্তি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيْمٍ 'অচিরেই আমরা তাদেরকে বারবার শাস্তি দিব। অতঃপর তারা মহা কঠিন শাস্তির দিকে ফিরে যাবে' *(তওবা ১০১)*। অত্র আয়াতে বারবার শাস্তি বলে কবরের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ 'আল্লাহ পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে অবিচল রাখবেন সে সকল লোককে যারা ঈমান এনেছে প্রতিষ্ঠিত বাণীতে' *(ইবরাহীম ২৭)*। এ আয়াত কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلَّي عَنْهُ اَصْحَابُهُ اَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعُدَانِهِ فَيَقُوْلَانِ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلَي مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدَ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُفَيُقَالُ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِيْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَايَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ.

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীগণ সেখান হতে ফিরতে থাকে, তখন সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। তাদের ফিরে যেতে না যেতেই তার নিকট দু'জন ফেরেশতা চলে আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তার পর নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি ইশারা করে জিজ্ঞেস করেন তুমি দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা করতে? মুমিন ব্যক্তি তখন বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র দাস এবং তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হয়, এই দেখে নেও জাহান্নামে তোমার স্থান কেমন ছিল। আল্লাহ তোমার সেই স্থানকে জান্নাতের সাথে পরিবর্তন করে

দিয়েছেন। তখন সে উভয় স্থান দেখে এবং খুশি হয়। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি মুনাফিক বা কাফের হয় তখন তাকে বলা হয়, দুনিয়াতে তুমি এ ব্যক্তি সর্ম্পকে কি ধারণা করতে? তখন সে বলে আমি বলতে পারি না। মানুষ যা বলত, আমিও তাই বলতাম, (প্রকৃত সত্য কি ছিল তা আমার জানা নেই)। তখন তাকে বলা হয়, তুমি তোমার বিবেক দ্বারা বুঝার চেষ্টা করনি কেন? আল্লাহ্‌র কিতাব পড়ে বোঝার চেষ্টা করনি কেন? অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমনভাবে পিটাতে শুরু করে, পিটানোর চোটে সে বিকটভাবে চিৎকার করতে থাকে। আর এত জোরে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত সব কিছুই তার চিৎকার শুনতে পায় *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১১৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মরণের পর মানুষ প্রশ্নের মুখামুখি হবে। প্রশ্নগুলি কি হবে তা নবী করীম (ছাঃ) স্পষ্ট বলে দিয়েছেন এবং তার উত্তরও বলে দিয়েছেন। কবরে যথাযথ উত্তর দিতে না পারলে তার পরিণাম হবে বড় ভয়াবহ। তাকে হাতুড়ি দ্বারা কঠিনভাবে পিটানো হবে। তখন সে বিকট শব্দ করে চিৎকার করতে থাকবে। মানুষ এবং জিন ছাড়া জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ ও জড় বস্তু সব কিছুই শুনতে পাবে।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اَحَدَكُمْ اذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ انْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّة فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّة وَانْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هذَا مَقْعَدُكَ حَتَّي يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার স্থায়ী স্থানটি সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতী হয়, তাহলে জান্নাতের স্থান তার সামনে পেশ করা হয়। আর যদি জাহান্নামী হয়, তাহলে জাহান্নামের স্থান তার সামনে পেশ করা হয় এবং বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার আসল স্থান। ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে এখানেই পাঠাবেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২০)*। অত্র হাদীছে বলা হয়েছে, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় কবরবাসীর সামনে জাহান্নাম বা জান্নাত পেশ করা হয় এবং বলা হয় এটাই তোমার আসল স্থান। তাকে জাহান্নাম দেখিয়ে সর্বদা আতঙ্কিত করা হয়। অথবা জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسأَلَتْ عَائِشةُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ القبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عائشةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعْدَ صَلَّى صَلَاةً اِلَّا تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক ইহুদী মহিলা তার নিকট আসল এবং কবরের আযাবের কথা উত্থাপন করে বলল, আয়েশা! আল্লাহ আপনাকে কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে কবরের শাস্তি সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, কবরের শাস্তি সত্য। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তার পর হতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে যখনই ছালাত আদায় করতে দেখেছি। তখনই তাকে কবরের আযাব হতে পরিত্রাণ চাইতে দেখেছি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবরের শাস্তি চূড়ান্ত সত্য। নবী করীম (ছাঃ) যখনই ছালাত আদায় করতেন, তখনই কবরের আযাব হতে পরিত্রাণ চাইতেন। তাই আমাদেরও উচিত প্রত্যেক ছালাতের মধ্যে কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাওয়া।

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَائِطٍ لِبَنِيْ النَّجَّارِ عَلَي بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ اذْحَادَتْ فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَاذَا اَقْبُرُ سِتَّةٌ اَوْخَمْسَةٌ فَقَالَ مَنْ يَّعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْقُبُوْرِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ فَمَتَىَ مَاتُوْا قَالَ فِى الشِّرْكِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْاُمَّةَ تُبْتَلَى فِيْ قُبُوْرِهَا فَلَوْلَا اَنْ لَّاتُدَفِّنُوْا لَدَعَوْتُ اللهَ اَنْ يُّسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِيْ اَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ قَالُوْا تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একদা নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করল। দেখা গেল সেখানে ৫টি কিংবা ৬টি কবর রয়েছে। তখন নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এই কবরবাসীদের কে চিনে? এক ব্যক্তি বলল, আমি চিনি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তারা কখন মারা গেছে? সে বলল, মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই মানুষকে তার কবরে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয় এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কবরের শাস্তির ভয়ে তোমরা কবর দেয়া ত্যাগ করবে, না হলে আমি আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করতাম যেন আল্লাহ তোমাদেরকে কবরের শাস্তি শুনিয়ে দেন, যেমন আমি শুনতে পাচ্ছি। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) আমাদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, তোমরা সকলেই জাহান্নামের

আযাব হতে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা সকলেই বলে উঠল, আমরা জাহান্নামের আযাব হতে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাচ্ছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা সকলেই কবরের আযাব হতে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা সকলেই বলল, আমরা কবরের শাস্তি হতে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাচ্ছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য ফেতনা হতে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা বলল, আমরা গোপন ও প্রকাশ্য ফেতনা হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফেতনা হতে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা বলল, আমরা সকলেই আল্লাহ্‌র নিকট দাজ্জালের ফেতনা হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২২)*। মানুষ কবরে এমন ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে, যা মানুষকে শুনানো সম্ভব নয়। মানুষ কবরের শাস্তি শুনতে পেলে বেঁচে থাকতে পারবে না এবং কাউকে কবরে দাফন করতেও চাইবে না। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) আমাদের সাবধান ও সর্তক করে বলেছেন, 'তোমরা সর্বদা কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাও'।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اذَا أُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَان اَسْوَادَان اَزْرَقَان يُقَالُ لأَحَدهمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلَان مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هذَا الرَّجُلِ فَيقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ أَشْهَدُ أنْ لَّا الَهَ الَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَقُوْلَان قَدْكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ هَذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِه سَبْعُوْنَ ذرَاعًا فِيْ سَبْعِيْنَ وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيْه ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُوْلُ اَرْجعُ اِلي أَهْلِيْ فَأُخْبِرُهُمْ فَيقُوْلَان لَهُ نَمْ كَنَوْمَة الْعَرُوْسِ الَّذيْ لَايُوْقظُهُ الَّا أَحَبُّ اَهْله الَيْه حَتَّي يَبْعَثَهُ اللهُ منْ مَضْجَعه ذَلكَ وَانْ كَانَ مُنَافقًا قَالَ سَمعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلًا فَقُلْتُ مثْلَهُ لَا اَدْرِىْ فَيَقُوْلَان لَهُ قَدْكُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ ذَلكَ فَيُقَالُ للْأَرْضِ الْتئِمِيْ عَلَيْه فَتَلْتَئِمُ عَلَيْه فَتَخْتَلفُ اَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا حَتَّي يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعه ذَلكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন কাল বর্ণের ফেরেশ্‌তা এসে উপস্থিত হন। তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার, অপর জনকে বলা হয় নাকির। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ইশারা করে বলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি দুনিয়াতে কি বলতে? মৃতব্যক্তি মুমিন হলে বলেন, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। তখন তারা বলেন, আমরা পূর্বেই জানতাম আপনি এ কথাই বলবেন। অতঃপর তার কবরকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৭০ (সত্তর) হাত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ অনেক প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং সেখানে আলোর ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

তারপর তাকে বলা হয়, ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলে, না অমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চাই। ফেরেশ্তাগণ বলেন, তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলার ন্যায় আনন্দে ঘুমাতে থাক, যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ ঘুম ভাঙাতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাকে এ শয্যাস্থান হতে না উঠাবেন, ততদিন পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে থাকবে। যদি মৃতব্যক্তি মুনাফিক হয় তাহলে সে বলে, লোকে তার সর্ম্পকে যা বলত আমিও তাই বলতাম। আমার জানা নেই তিনি কে? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমরা জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। তারপর যমীনকে বলা হয়, তোমরা এর উপর মিলে যাও। সুতরাং যমীন তার উপর এমনভাবে মিলে যায়, যাতে তার এক পাশের হাড় অপর দিকে চলে যায়। সেখানে সে এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত। ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে তার এ স্থান হতে উঠাবেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০, হাদীছ হাসান)*। মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার পরপরই ভয়াবহ আকৃতিতে দু’জন ফেরেশতা আসেন এবং তারা জিজ্ঞেস করেন। প্রশ্নের উত্তর ঠিক হলে কবরকে প্রশস্ত করা হয় এবং কবরকে আলোকিত করা হয়। আর বাসর ঘরের দুলার ন্যায় নিরাপদে ঘুমাতে বলা হয়। উত্তর সঠিক দিতে না পারলে মাটিকে বলা হয়, তুমি একে দু’দিক থেকে চেপে পিশে একাকার করে দাও। তখন মাটি তাকে এভাবে চেপে পিশে একাকার করতে থাকে আর এরূপ হতে থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللهُ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَادِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِيَ الْاِسْلَامُ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَاهَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَيَقُوْلَانِ لَهُ وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ- الاية قَالَ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَي الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّبَصَرِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ وَيُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِيْ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَادِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِيْ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَاهَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِيْ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَي النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ

حَتَّي يَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلَاعُهُ ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ اَعْمَي اَصَمُّ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ لَوْضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا فَيُضْرَبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُتُرَابًا ثُمَّ يُعَادُفِيْهِ الرُّوْحُ.

বারা ইবনে আযেব (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কবরে মুমিন বান্দার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, আমার দ্বীন ইসলাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, এই যে লোকটি তোমাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)। তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাকে বলেন, তুমি কিভাবে তা জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, তা দেখেছি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সমর্থন করেছি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এই হল আল্লাহ্‌র বাণী, يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ 'যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌ তাদেরকে কালেমা শাহাদাতের উপর অটল রাখবেন' *(ইবরাহীম ২৭)*। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এসময় আকাশ হতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা সঠিক বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য কবর হতে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। সুতরাং তার জন্য তাই করা হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ফলে তার দিকে জান্নাতের সুগন্ধি আসতে থাকে এবং ঐ দরজা তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

তারপর নবী করীম (ছাঃ) কাফেরের মৃত্যু প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, তার আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর দু'জন ফেরেশতা তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে পুনরায় বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তারা ইশারা করে বলেন, এই লোকটি কে, যিনি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন? সে পুনরায় বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। তারপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তার দিকে জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তখন তার দিকে জাহান্নামের লু হাওয়া আসতে থাকে। এছাড়া তার প্রতি তার কবরকে এত

সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, যাতে তার এক দিকের পাঁজর আর এক দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সাথে একটি লোহার হাতুড়ি থাকে। যদি এই হাতুড়ি দ্বারা কোন পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তাহলে পাহাড়ও ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে। আর সেই ফেরেশতা এ হাতুড়ি দ্বারা তাকে অতি জোরে আঘাত করেন। আর সে আঘাতের চোটে এত বিকট চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত পৃথিবীর সব কিছুই শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির সাথে মিশে যায়। তারপর আবার তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৪)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কবরে থাকতেই মানুষকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে। কবরে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে। জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে, জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেয়া হবে। এছাড়া কবরকে এত সংকীর্ণ করা হবে যাতে তার হাড়-হাড্ডি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এরপরও এমন একজন ফেরেশতা নির্ধাণ করা হবে যে অন্ধ ও বধির। অর্থাৎ যার নিকট কোন দয়ার আশা করা যায় না। কেননা চক্ষু দিয়ে দেখলে অন্তরে দয়ার প্রভাব হয় আর কান দিয়ে শুনলেও অন্তরে দয়ার প্রভাব হয়। কিন্তু এমন একজন ফেরেশ্তা যে চোখেও দেখে না কানেও শুনে না। তাই তার নিকট দয়ার কোন আশা করা যায় না।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَاهَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَيَقُوْلَانِ لَهُ وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَي الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّبَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيْهِ رَجُلٌ اَحْسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طِيْبُ الرِّيْحِ فَيَقُوْلُ أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ فَيَقُوْلُ لَهُ مَنْ اَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِئُ بِالْخَيْرِ فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ.

বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'লাশ কবরে রাখা হলে তার আত্মা তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)।

পুনরায় তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তা কি করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, অতঃপর তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমান হতে একজন আহ্বান করে বলেন, আমার বান্দা ঠিক বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তখন তার নিকট জান্নাতের সুখ-শান্তি আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবরকে তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসেন এবং তাকে বলেন, তোমাকে খুশি করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। আর এ দিনের ওয়াদাই তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। তখন মৃতব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা এত সুন্দর যে, কল্যাণের বার্তা বহণ করে। তখন সে বলে, আমি তোমার সৎ আমল' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভাল ব্যক্তির জন্য কবরও জান্নাত। কারণ সে কবর থেকে জান্নাতের সব ধরনের সুখ ভোগ করতে পায়। তার জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে তার নিজের সৎ আমলগুলি এক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সুবেশী সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তির আকার ধারণ করে এসে বলবে, তোমার জন্য সুসংবাদ, আমি তোমার সৎ আমল, আমি কল্যাণের বার্তা বহনকারী।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَادْرِيْ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَادِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَادْرِيْ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَي النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّي يَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيْهِ رَجُلٌ قَبِيْحُ الْوَجْهِ قَبِيْحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيْحِ فَيَقُوْلُ أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُؤُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ فَيَقُوْلُ لَهُ مَنْ اَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِئُ بِالشَّرِّ فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيْثُ.

বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'লাশ কবরে রাখা হলে আত্মা তার দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশ্‌তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করেন তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে?

তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। এসময় আকাশের দিক হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। সুতরাং তার দিকে জাহান্নামের লু হাওয়া আসতে থাকে। আর তার কবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার এক দিকের পাজর অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট অতি কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট নোংরা বেশী দুর্গন্ধযুক্ত এক লোক এসে বলে, তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর। এদিন সম্পর্কে তোমাকে পৃথিবীতে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। তখন সে জিজ্ঞেস করে তুমি কে, কি কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ সংবাদ বহন করে? সে বলবে, আমি তোমার বদ আমল' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পাপাচারী ব্যক্তি কবরেই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। আর সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে তার আমলগুলি এক কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত লোকের আকৃতি ধারণ করে এসে বলবে, আমি তোমার বদ আমল তোমার জন্য দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنصارِ فَانْتَهَيْنَا اِلي الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلي رُؤُسِنَا الطَّيْرَ وَفِيْ يَدِه عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ الْاَرْضَ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ اِسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذابِ القبْرِ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلَثًا.

বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, আমরা একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে আনছারদের এক লোকের জানাযায় গিয়েছিলাম। আমরা কবরের নিকট গেলাম, কিন্তু তখনও কবর খোড়া হয়নি, তখন নবী করীম (ছাঃ) বসলেন, আমরাও তাঁর আশেপাশে বসলাম। আমরা এমন চুপচাপ বসে ছিলাম, যেন আমাদের মাথায় পাখি বসে আছে। তখন নবী করীম (ছাঃ)-এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল, যা দ্বারা তিনি চিন্তিত ব্যক্তির ন্যায় মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, আল্লাহ্র নিকট কবর আযাব হতে পরিত্রাণ চাও। তিনি কথাটি দুই-তিন বার বললেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ)*। কবরের শাস্তি গভীরভাবে ভাববার বিষয়। কবরের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার জন্য নবী করীম (ছাঃ) আদেশ করেছেন। কথাটি তিনি বারবার বলে মানুষকে কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়েছেন।

عَنْ عُثْمَانَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا وَقَفَ عَلي قَبْرٍ بَكي حَتَّي يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِيْ وَتَبْكِىْ مِنْ هذا فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قال اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنَ مَنَازِلِ

الْاٰخِرَةِ فَاِنْ نَجَي مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرَ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا رَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلَّا وَالْقَبرَ اَفْظَعُ مِنْهُ.

উছমান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এমন কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি জাহান্নামের এবং জান্নাতের কথা স্মরণ করেন, অথচ কাঁদেন না, আর কবর দেখলেই কাঁদেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘পরকালের (বিপদজনক) স্থান সমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম। যদি কেউ সেখানে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে তার পরের সব স্থানগুলি সহজ হয়ে যাবে। আর যদি কবরে মুক্তি লাভ করতে না পারে তাহলে পরের সব স্থানগুলি আরও কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, নবী করীম (ছাঃ) এটাও বলেছেন যে, ‘আমি এমন কোন ভয়াবহ স্থান দেখিনি, যা কবরের চেয়ে ভয়াবহ হতে পারে’ *(তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৫, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ হতে বুঝা গেল যে, পরকালের ভয়াবহ স্থানসমূহের প্রথম স্থান হচ্ছে কবর। কবরের বিপদ হতে রক্ষা পেলে, বাকি সব স্থানে রক্ষা পাওয়া যাবে। কবরের ভয়-ভীতি মনে করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা এবং কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাওয়া উচিত।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هذا الَّذِيْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِنَ الْمَلائكة لَقَدْ ضَمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, সা‘দ (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, সা‘দ এমন ব্যক্তি যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপেছিল, যার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং যার জানাযাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু এমন ব্যক্তির কবরও সংকীর্ণ করা হয়েছিল। অবশ্য পরে তা প্রশস্ত করা হয়েছিল’ *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভাল মানুষের কবরও সংকীর্ণ হতে পারে।

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقَبْرِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তাঁকে অহীর মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের ফেতনার মতই তোমাদেরকে কবরের ফিতনার মুখোমুখি করা হবে’ *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৭)*। দাজ্জালের ফিতনা যেমন বিপদজনক তেমনি বিপদজনক হচ্ছে কবরের ফেতনা।

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ القَبْرِ الَّتِيْ يُفْتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً.

আবু বকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একদিন আমাদের মাঝে খুৎবা দিলেন। তাতে কবরের আলচনা করলেন। কবরের ফেৎনার কথা শুনে মুসলমানগণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন *(বুখারী হা/১৩৭৩; মিশকাত হা/১৩৭)*। মানুষের সামনে কবরের আলোচনা হওয়া উচিত। কবরের শাস্তি ও ফেতনার ভয়ে কান্নাকাটি করা উচিত।

عَنْ أَبِيْ هُرِيرةَ قال قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِهَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা এমন এক জিনিস খুব বেশি বেশি স্মরণ কর, যা মানুষের জীবনের স্বাদকে ধ্বংস করে দেয়, আর তা হচ্ছে মরণ' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৫৮, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের সবচেয়ে স্মরণীয় কথা হচ্ছে মরণ। আর মরণই মানুষের জীবনের সব আশা-আকাঙ্খাকে শেষ করে দেয়।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَي النَّبِيِّ ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفْضَلُ قَالَ اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ اَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكْيَسُ قَالَ اَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَاَحْسَنُهُمْ لَمَا بَعْدَهُ اِسْتِعْدَادًا اُوْلَئِكَ الْاَكْيَاسُ.

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ আনছারদের একজন লোক আসলেন। সে নবী করীম (ছাঃ)-কে সালাম করলেন, অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! সবচেয়ে উত্তম মুমিন কে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'চরিত্রে যে সবচেয়ে ভাল'। তারপর লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমান মুমিন কে? রাসূল (ছাঃ) বললেন যে, 'সবচেয়ে বেশি মরণকে স্মরণ করতে পারে আর মরণের পরবর্তী জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তারাই সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯, হাদীছ হাসান)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মরণকে যারা বেশী বেশি স্মরণ করে তারাই বেশী বুদ্ধিমান এবং তারাই পরবর্তী জীবনে বেশি সফলতা অর্জন করতে পারবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَان فَقَالَ انَّهُمَا لَيُعَذَّبَان وَمَايُعَذَّبَان فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ.

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এমন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কবর দু'টিতে শাস্তি হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, 'কবরে এ দু'ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে অথচ তাদের বড় পাপের জন্য

শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সর্তকতা অবলম্বন করত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত' *(বুখারী হা/১৩৬১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পেশাব হতে সতর্ক না থাকলে কবরে শাস্তি হবে।

قَالَ ابْنُ عُمَرَ اَطْلَعَ النَّبِىّ ﷺ عَلى اَهْلِ الْقَلِيْبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا فَقِيْلَ لَهُ تَدْعُوْ اَمْوَاتًا فقالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلكِنْ لَا يُجِيْبُوْنَ.

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরদের যারা কালীব নামক এক গর্তে পড়েছিল, তাদের দিকে ঝুকে দেখে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের সাথে তোমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তোমরা বাস্তবে পেয়েছো তো? (তারা ছিল ৪৪ জন) তখন ছাহাবীগণ নবী কারীম (ছাঃ)-কে বললেন, আপনি মৃতদের ডেকে কথা বলছেন, ওরা কি আপনার কথা শুনতে পায়? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাদের চেয়ে অধিক বেশি শুনতে পাও না। তারাই তোমাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাচ্ছে! তবে তারা জবাব দিতে পারছে না' *(বুখারী হা/১৩৭০)*। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, নবী করীম (ছাঃ) বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, তোমরা মরণের পর যে শাস্তি ভোগ করছ এ শাস্তির কথাই আমি তোমাদের বলতাম। এ শাস্তির ব্যাপারেই আল্লাহ সতর্ক করেছিলেন। যা তোমরা অস্বীকার করেছিলে। আর এটা হচ্ছে কবরের শাস্তি। জাহান্নাম-জান্নাতের বিষয়টি বিচারের পর।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ الّنبِىّ ﷺ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْانَ انّ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তারা এখন ভালভাবে জানতে ও বুঝতে পেরেছে যে, কবরের শাস্তি প্রসঙ্গে আমি তাদের যা বলতাম, তা বাস্তব ও চূড়ান্ত সত্য' *(বুখারী হা/১৩৭১, ৩৯৭৯)*।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُوْ وَيَقُوْلُ اللهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চেয়ে প্রার্থনা করতেন- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাই, জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় চাই, জীবন ও মরণের ফেতনা হতে পরিত্রাণ চাই এবং দাজ্জালের ফেতনা হতে পরিত্রাণ চাই *(বুখারী হা/১৩৭৭)*। হাদীছে বুঝা যায় যে, নবী করীম (ছাঃ) কবরের শাস্তি হতে নিয়মিত পরিত্রাণ চাইতেন। এজন্য সকল মানুষের যরূরী কর্তব্য হচ্ছে, কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাওয়া। তারপর অত্র হাদীছে যেসব শাস্তির কথা রয়েছে তা কবরেও হতে থাকে।

قال رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُّعَذَّبَ فِىْ قَبْرِهِ.

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যারা পেটের অসুখে মারা যায় তাদের কবরের শাস্তি হবে না' *(নাসাঈ হা/২০৫২; হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন মুসলমান জুম'আর রাতে অথবা জুম'আর দিনে যদি মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তাকে কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৩৬৭, হাদীছ ছহীহ)*। কবরের শাস্তি চূড়ান্ত যা অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়। জুম'আর দিন কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করা হয়।

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِىْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةِ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوِّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْرِبَائِهِ.

মিক্দাম ইবনে মা'দী কারেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। (১) শরীরের রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরতেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার পূর্বেই তার জান্নাতের জায়গাটি তাকে দেখিয়ে দেয়া হয় (২) কবরের শাস্তি হতে তাকে রক্ষা করা হয় (৩) ক্বিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা হবে। (৪) তার মাথায় সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তাতে থাকবে একটি ইয়াকূত, যা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। (৫) তাকে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট ৭২ জন হূর দেয়া হবে এবং (৬) তার সত্তর জন নিকটতম আত্মীয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৮৩৪)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, কবরের শাস্তি চূড়ান্ত, তবে যারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে এবং তাদের জানমাল কোন কিছু নিয়ে ফিরেনি অর্থাৎ শহীদ হয়, তাদেরকে কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করা হবে।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَفِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَ اَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ

وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وفى رواية وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذٰلِكَ الْمَيِّتُ.

আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একবার এক জানাযার ছালাত আদায় করলেন। আমি তাঁর দো‘আর কিছু অংশ মনে রেখেছি। তিনি তাতে বললেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তার প্রতি নিরাপত্তা অবতীর্ণ কর, তাকে ক্ষমা কর, তাকে সম্মানিত আতিথ্য দান কর, তার থাকার স্থানকে প্রসারিত কর, তাকে পানি, বরফ ও তুষার দ্বারা ধুয়ে দাও, অর্থাৎ তার গুনাহ মাফ করে দাও। তাকে গুনাহ-খাতা হতে পরিষ্কার কর যেভাবে তুমি পরিষ্কার কর সাদা কাপড়কে ময়লা হতে। তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর তাকে দান কর, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার তাকে দান কর, তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবরের আযাব থেকে রক্ষা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে তাকে কবরের ফেতনা হতে বাঁচাও এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আকাঙ্খা করছিলাম যে, যদি ঐ মৃত্যু ব্যক্তি আমিই হতাম *(বাংলা মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, মিশকাত হা/১৫৬৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, জানাযার সময় নবী করীম (ছাঃ) কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাইতেন।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَقَالَ إِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِىْ قُبُوْرِكُمْ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট কবরের শাস্তি হতে আশ্রয় চাইতেন। আর দাজ্জালের ফিতনা হতে পরিত্রাণ চাইতেন এবং বলতেন তোমাদেরকে কবরে বিপদের মুখোমুখি করা হবে’ *(নাসাঈ হা/২০৬৫, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوْزَتَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتَا انَّ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَهُمْ اَنْعَمُ اَنْ اُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَىّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فسَلَّم فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اَنَّ عَجُوْزَتَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ قَالَتَا انَّ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ قَالَ صَدَقَتَا اَنَّهُمْ يُعَذَّبُوْنَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً اِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মাদীনার ইহুদী বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্য হতে দু’জন বৃদ্ধা মহিলা আমার নিকট আসল এবং বলল, নিশ্চয়ই কবরবাসীকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হয়। তাদের কথা বিশ্বাস করতে না পারায় আমি তাদের কথা

অস্বীকার করলাম। তারপর নবী করীম (ছাঃ) আমার নিকট আসলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মদীনার বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্য হতে দু'জন বৃদ্ধা মহিলা বলল, নিশ্চয়ই কবরবাসীকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হয়। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তারা ঠিক বলেছে। নিশ্চয়ই তাদেরকে কবরে এত কঠিন শাস্তি দেয়া হয় যে, সমস্ত চতুস্পদ প্রাণী শুনতে পায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তারপর থেকে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এমন কোন ছালাত আদায় করতে দেখিনি যে, তিনি ছালাত শেষে কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাইতেন না। অর্থাৎ কোন ছালাত আদায় করলে ছালাত শেষে কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাইতেন। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাওয়া আমাদের জন্য একান্ত যরূরী।

সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর অভ্যাস ছিল তিনি ফজরের ছালাত শেষে প্রায় আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক তার তা'বীর বর্ণনা করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ (আজ রাত্রে) কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, 'কিন্তু আমি দেখেছি। আজ রাত্রে দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে (সম্ভবত তা শাম বা সিরিয়ার দিকে) নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে তা উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং তা দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভাল হয়ে যায়। আবার সে (প্রথমে যেভাবে চিরেছিল) পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সম্মুখের দিকে চললাম। অবশেষে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে (মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ করে) তা গড়িয়ে দূরে চলে যায়, তখনই সে লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায়, সে ফিরে আসার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে তা দ্বারা তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম। অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছলাম, যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপর অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন প্রজ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হতে বাইরে পড়ে

যাওয়ার উপক্রম হত আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা শিথিল হত, তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সুতরাং সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দণ্ডায়মান। আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরের লোকটি যখন তা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখ লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। মোটকথা, লোকটি যখনই বাহিরে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপর পাথর মেরে যেখানে ছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? সঙ্গীদ্বয় বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌঁছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। এ বৃক্ষটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, যা সে প্রজ্বলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করালো এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যে, এরূপ সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সে ঘর হতে বের করে বৃক্ষের আরও উপরে চড়ালো এবং এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যা প্রথমটি হতে সমধিক সুন্দর ও উত্তম। তাতেও দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাতে অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলেন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে বলল, হ্যাঁ, (আমরা তা জানাবো)। ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দ্বারা যার গাল চিরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হতে মিথ্যা রটানো হত। এমনকি তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তক পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলা যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কুরআন হতে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর (আগুনের) তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন, তারা হল যেনাকারী (নারী-পুরুষ)। আর ঐ ব্যক্তি যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হল সুদখোর। আর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে একটি বৃক্ষের গোঁড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর চতুষ্পার্শ্বে শিশুরা হল মানুষের সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করতে দেখেছেন, সে হল জাহান্নামের দারোগা মালেক। আর প্রথম যে ঘরটিতে

আপনি প্রবেশ করেছিলেন, তা (জান্নাতের মধ্যে) সর্বসাধারণ মুমিনদের গৃহ। আর যে ঘর পরে দেখেছেন, তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম জিব্রাঈল এবং এই হলেন, মীকাঈল। এবার আপনি মাথাটি উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথাটি তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের মত কোন একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্তর বিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস দেখলাম। তাঁরা বললেন, সেটা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তারা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন' *(বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৪৪১৬)*।

অত্র হাদীছে যে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তা মরণের পরে কবরের শাস্তির বিবরণ। একমাত্র আল্লাহ্র ভয় মানুষের অন্তরে থাকলে মানুষ কবরের শাস্তি হতে রক্ষা পেতে পারে।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقى عَمَلُهُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত ব্যক্তি যখন কবর স্থানে যায় তার সাথে তিনটি জিনিস যায়। দু'টি জিনিস ফিরে আসে আর একটি জিনিস তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে যায় তার পরিবারের সদস্য, সম্পদ ও তার আমল। তার পরিবারের সদস্য ও তার সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল তার সাথে থেকে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ যেদিন নিরূপায় হবে, সে দিন মানুষের কোন সহযোগী থাকবে না, সে দিন তার সহযোগী হবে একমাত্র তার আমল।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ يَهُوْدِيَّةٌ فَاسْتَطْعَمَتْ عَلى بَابِىْ فقَالَتْ اَطْعِمُوْنِىْ اَعَاذَكُمُ اللهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ فَلَمْ اَزَلْ اَحبِسُها حَتَّى اَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارسولَ اللهِ ﷺ! مَا تَقُوْلُ هَذِهِ الْيَهُوْدِيَّةُ؟ قَالَ وَمَا تَقُوْلُ قُلْتُ تَقُوْلُ اَعَاذَكُمُ اللهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ومِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ القَبْرِ فَقَامَ رَسولُ اللهِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًا يَسْتَعِيْذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ القَبْرِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন ইহুদী মহিলা আমার দরজায় এসে খেতে চাইল, সে বলল, আমাকে খেতে দিন, আল্লাহ আপনাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা ও কবরের আযাবের ফেতনা হতে পরিত্রাণ দিবেন। তখন আমি রাসূল (ছাঃ) বাড়ী আসা পর্যন্ত তাকে ধরে রাখলাম। রাসূল (ছাঃ) যখন আসলেন, আমি বললাম, হে

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এ ইহুদী মহিলা কি বলে? নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সে কি বলছে? আমি বললাম, সে বলছে আল্লাহ আপনাদেরকে দাজ্জালের ফেতনা ও কবরের আযাবের ফেতনা হতে রক্ষা করুন। তখন রাসূল (ছাঃ) দাঁড়ালেন এবং হাত তুলে দো'আ করলেন, এ সময় তিনি দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের আযাবের ফেতনা হতে পরিত্রাণ চাচ্ছিলেন *(আহমাদ হা/২৪৯৭০; তাফসীর দুররুল মানছূর ৫/৩৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের লোকেরাও কবরের আযাবকে ভয় করত এবং পরিত্রাণ চাইত। নবী করীম (ছাঃ) কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাওয়ার সময় হাত তুলে প্রার্থনা করেন এবং প্রার্থনায় কবরের আযাব হতে পরিত্রাণ চাইলেন। পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে অত্র বিষয়টি পাঠ করার পর কবরের আযাবকে বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র ভয়-ভীতি মনে নিয়ে কবরের আযাব হতে হাত তুলে প্রার্থনা করে পরিত্রাণ চাইবেন। আল্লাহ সকল মুসলিম নারী-পুরুষকে কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।

৩২. জান্নাত :

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান তারা, যারা মরণের পর জান্নাত লাভ করবে। আর সবচেয়ে হতভাগ্য তারাই, যারা মরণের পর জাহান্নামে যাবে। জান্নাত এক অনাবিল শান্তির জায়গা। জান্নাতের শান্তির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া মানুষের সাধ্যের বাইরে। তাই জান্নাতের কিছু নমুনা সহ আনুসঙ্গিক বিষয়াদির বর্ণনা পেশ করা হল।

জান্নাতীদের বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন,

أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُوْمٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ فِيْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِيْنٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ لَافِيْهَا غَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَايُنْزَفُوْنَ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتِ الطَّرْفِ عِيْنٌ كَأَنَّ هُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْن.

'তাদের জন্যই রয়েছে নির্ধারিত রূযী ফল-মূল এবং তারা সম্মানিত। তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতের বাগান সমূহ। তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন থাকবে। তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পানপাত্র। তা হবে উজ্জ্বল পানীয় পানকারীদের জন্য সুপেয় সুস্বাদু। তার দরুন তাদের দেহে কোন ক্ষতি হবে না এবং তাদের জ্ঞান বুদ্ধিও নষ্ট হবে না। তাদের নিকট দৃষ্টি সংরক্ষণকারী সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট নারীগণ থাকবে। তারা এমন স্বচ্ছ যেমন ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্লি' *(ছাফফাত ৪১-৪৯)*। জান্নাতে মানুষের জন্য রূযী রয়েছে। তাদের জন্য ফল বাগান রয়েছে। তারা হূরদের নিয়ে মুখোমুখি উঁচু আসনে বসে থাকবে। তাদের সামনে উৎকৃষ্টমানের শরাব পরিবেশন করা হবে। তাতে বিবেকের কোন

ক্ষতি হবে না। তাদের উপভোগের জন্য হরিণ নয়না সুদর্শনা নারীগণ থাকবেন। তারা এত স্বচ্ছ ও নরম যেমন ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্লি।

শরাবের এ পানপাত্র নিয়ে ঘুরতে থাকবে সুশ্রী বালকেরা। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ 'তাদের খেদমতের জন্য ঘুরতে থাকবে তাদের জন্য নিযুক্ত সেবক বালক। তারা যেন লুকানো মুক্তা' *(তূর ২৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا 'তাদের সেবার জন্য ঘুরতে থাকবে এমন সব ছেলে যারা সব সময় বালকই থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা বলেই মনে করবে' *(দাহর ১৯)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُوْنَ.

'তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ কর তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া হবে। তাদের সামনে সোনার থালা ও পানপাত্রসমূহ পরিবেশন করা হবে এবং মন ভুলানো ও দৃষ্টির পরিতৃপ্তকারী জিনিস সমূহ সেখানে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে, এখন তোমরা চিরদিন এখানেই থাক। তোমরা পৃথিবীতে যে নেক আমল করেছিলে সেসব আমলের দরুন তোমরা এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ। তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফল-ফলাদী রয়েছে যা তোমরা খাবে' *(যুখরুফ ৭০-৭৩)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ.

'মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার পরিচয় তো এই যে, তাতে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির ঝরণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। এমন দুধের ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে যার স্বাদ ও বর্ণ কখনও বিকৃত হবে না। এমন পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও সুপেয় হবে। আর এমন মধুর ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে, যা অতীব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। সেখানে তাদের সর্ব প্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা' *(মুহাম্মাদ ১৫)*। আল্লাহ আরো বলেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ذَوَاتَا اَفْنَانٍ، فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانٌ.

'আর যারা স্বীয় প্রতিপালকের সামনে আসার ব্যাপারে ভয় পোষণ করে তাদের প্রত্যেকের জন্যই দু'টি করে বাগান রয়েছে' *(আর-রহমান ৪৭)*। উভয় বাগানই সবুজ-সতেজ ডাল-পালায় পরিপূর্ণ *(আর-রহমান ৪৯)*। দু'টি বাগানেই ঝর্ণাধারা সদাসর্বদা প্রবাহমান রয়েছে *(আর-রহমান ৫১)*। উভয় বাগানের ফলসমূহের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হবে *(আর-রহমান ৫২)*। আল্লাহ আরো বলেন,

مُتَّكِئِيْنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ- فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ- كَأَنَّهُنَّ الْيَقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ- وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ- مُدْهَامَّتَانِ- فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ- فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ- فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٍ.

'জান্নাতী লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, যার আবরণ মোটা রেশমের তৈরী হবে আর বাগানের ডাল-পালা ঝুঁকে নুয়ে থাকবে' *(আর-রহমান ৫৪)*। এ অফুরন্ত নিয়ামত সমূহের মধ্যে লজ্জাবনত নয়না ললনারাও থাকবে। তাদেরকে এ জান্নাতী লোকদের পূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি *(আর-রহমান ৫৬)*। তারা এমনই সুন্দরী রূপসী যেমন হীরা ও মণি-মুক্তা *(আর-রহমান ৫৮)*। জান্নাতী লোকদের পূর্ববর্তী দু'টি বাগান ছাড়াও আরও দু'টি বাগান দেওয়া হবে, যা হবে ঘন-সন্নিবেশিত সবুজ-শ্যামল ও সতেজ। দু'টি বাগানে দু'টি উৎক্ষিপ্তমান ঝর্ণাধারা থাকবে *(আর-রহমান ৬৬)*। তাতে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও আনার থাকবে। এসব নিয়ামতের মধ্যেই থাকবে সৎচরিত্রের অধিকারী সুদর্শনা স্ত্রীগণ *(আর-রহমান ৭০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِي الْخِيَامِ- لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ- مُتَّكِئِيْنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.

'তাবুসমূহের মধ্যে সুরক্ষিত থাকবে বড় চোখবিশিষ্ট শ্বেত সুন্দরী নারীগণ। তাদেরকে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করেনি *(আর-রহমান ৭৪)*। তারা অস্বাভাবিক উৎকৃষ্টমানের উত্তম সবুজ গালিচা এবং সুন্দর সুসজ্জিত শয্যায় হেলান দিয়ে অবস্থান করবে' *(আর-রহমান ৭৭)*। তিনি আরো বলেন,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ فِىْ جَنّٰتٍ وَعُيُوْنٍ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِيْنَ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ.

'আল্লাহভীরু লোকেরা দুশ্চিন্তা ও ভয়ভীতি মুক্ত নিরাপদ ও শান্তিময় স্থানে থাকবে। তা হবে বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা পরিবেষ্টিত জায়গা। চিকন রেশম ও মখমলের পোশক পরে সামনা-সামনি আসীন হবে। এটাই হবে তাদের জাঁকজমকের অবস্থা। সুন্দরী রুপসী হরিণ নয়না নারীদেরকে তাদের স্ত্রী করে দিবে' *(দুখান ৫১-৫৪)*।

وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ اُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ فِىْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِنَ الْاَخِرِيْنَ عَلى سُرُرٍ مَوْضُوْنَةٍ مُتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِيْنٍ لَايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُوْنَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُوِ الْمَكْنُوْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيْمًا اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَاأَصْحَابُ الْيَمِيْنِ فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ وَطَلْحٍ مَنْضُوْدٍ وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ وَمَاءٍ مَسْكُوْبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ لَامَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ اِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا.

'আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো সব ব্যাপারেই অগ্রবর্তী থাকবে। তারাই তো সান্নিধ্য লাভকারী লোক। তারা নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান ও বসবাস করবে। পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে বেশি সংখ্যক আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে কম সংখ্যক, তারা মণিমুক্তা খচিত আসন সমূহের উপর হেলান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসে থাকবে। চির কিশোরীগণ তাদের সামনে প্রবাহমান ঝর্ণার সুরায় ভরা পানপাত্র পরিবেশন করবে। হাতলধারী বড় বড় সুরাভাণ্ড, হাতলবিহীন পানপাত্র নিয়ে দৌড়া দৌড়ি করতে থাকবে। এসব পানীয় পান করে তাদের মাথা ঘুরবে না, তাদের বিবেক বুদ্ধিও লোপ পাবে না। আর চির কিশোরীগণ তাদের সামনে নানা রকমের সুস্বাদু ফল পরিবেশন করবে। যেন ইচ্ছামত নিতে পারে। আর তাদের জন্য সুন্দর চক্ষুধারী নারীগণও থাকবে। তারা লুকিয়ে রাখা মুক্তার মত সুশ্রী, সুন্দরী হবে। এসব কিছু তাদের সেই আমলের শুভ প্রতিফল যা তারা দুনিয়ার জীবনে করেছিল। তারা সেখানে কোন বাজে কথা বা পাপের কথা শুনতে পাবে না। যা কথা হবে তা ঠিক ঠিক ও যথাযথ হবে। আর ডান বাহুর লোকেরা, ডান বাহুর লোকদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলা যায়। তাদের জন্য থাকবে কাটাবিহীন কুল বৃক্ষসমূহ, থরে থরে সাজানো কলা সমূহ, বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী ছায়া, সর্বদা প্রবাহমান পানি, আর প্রচুর পরিমাণে ফল। যা কোনদিন শেষ হবে না, খেতে কোন বাধা বিপত্তি ঘটবে না। তারা উচ্চ আসনসমূহে সমাসীন থাকবে। তাদের স্ত্রীগণকে আমি বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে

কুমারী করে দিব। তারা নিজেদের স্বামীদের প্রতি থাকবে আসক্ত। আর তারা বয়সে সবাই সমান হবে' *(ওয়াক্বিয়া ১০-৩৭)*। (أَبْكَارً) শব্দটি মহিলাদের অতীব উত্তম নারীসুলভ সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্য বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ এমন সব মহিলাকে বুঝায় যারা নারীত্বে উত্তম, উন্নতমান, শুভ আচার-আচরণ মিষ্ট-ভদ্র কথা-বার্তা ও নারীসূলভ প্রেম-ভালবাসা ও হৃদয়াবেগে ভরপুর। যারা নিজেদের স্বামীগণকে মন-প্রাণ দিয়ে পেতে চায়, কামনা করে, ভালবাসে এবং তাদের স্বামীরাও তাদের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমিক। আল্লাহ আরো বলেন,

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَحَرِيْرًا مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَائِك لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيْرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَة مِّنْ فِضَّة وَأَكْوَاب كَانَتْ قَوَارِيْرَا قَوَارِيْرَ مِن فِضَّة قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا عَيْنًا فِيْهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيْلًا وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيْرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا.

'আল্লাহ তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। সেখানে তারা তাদের উচ্চ আসন সমূহে ঠেস দিয়ে বসবে। তারা সেখানে সূর্যের তাপ পাবে না, শীতের প্রকোপও অনুভব করবে না। জান্নাতের গাছের ছায়া তাদের উপর অবনত থাকবে। আর ফলমূল তাদের অধীনে থাকবে, তারা ইচ্ছামত তা পাড়তে পারবে। তাদের সামনে রৌপ্য নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পিয়ালা পরিবেশন করানো হবে। সে কাঁচ পাত্র ও রৌপ্য জাতীয় হবে। আর সে পানপাত্রগুলি জান্নাতের সেবক চির বালকেরা পরিমাণমত ভর্তি করে রাখবে। তাদেরকে সেখানে এমন সুরাপাত্র পরিবেশন করানো হবে, যাতে শুকনা আদার সংমিশ্রণ থাকবে। এ হবে জান্নাতের একটি ঝর্ণা, যাকে সালসাবীলও বলা হয়। তাদের সেবার জন্য এমন সব বালক ছুটা-ছুটি করতে থাকবে, যারা চিরকালই বালক থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে এরা যেন ছড়িয়ে দেয়া মুক্তা। তোমরা সেখানে যেদিকেই দেখবে শুধু নিয়ামত আর নিয়ামত দেখতে পাবে। দেখতে পাবে এক বিরাট সম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম, তাদের উপর চিকন রেশমের সবুজ পোশক এবং মখমলের কাপড় থাকবে। তাদেরকে রৌপ্যের কংকন পরানো হবে এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালক পবিত্র পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাবেন' *(দাহর ১২-২১)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

انَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ اَتِرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا.

'নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকদের জন্য রয়েছে একটি সাফল্যের স্থান এবং বাগ-বাগিচা, আংগুর, সমবয়স্কা নব্য যুবতীগণ এবং উচ্ছ্বাসিত পানপাত্রও। সেখানে তারা কোন অসার অর্থহীন ও মিথ্যা কথা শুনতে পাবে না' *(নাবা ৩১-৩৫)*। তিনি আরো বলেন,

إِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةً النَّعِيْمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِىْ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ.

'নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে থাকবে। উচ্চ আসনে সমাসীন হয়ে দৃশ্যাবলী অবলকন করবে। তাদের মুখে তোমরা স্বাচ্ছন্দ্য দেখতে পাবে। তাদেরকে মুখরোচক উৎকৃষ্ট মানের শরাব পান করতে দেওয়া হবে। তার উপর মিশক-এর মোহর লাগানো থাকবে। যেসব লোক অন্যদের উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এই জিনিসটি লাভের প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে। সে শরাবে তাসনীম মিশ্রিত থাকবে, এটা একটা ঝর্ণা, নৈকট্য লাভকারী লোকেরা এ শরাব পান করবে' *(মুত্বাফফেফিন ২২-২৮)*।

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةٌ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ.

'সেদিন কতিপয় লোকের মুখ উজ্জ্বল ঝকঝকে হবে, তারা নিজেদের চেষ্টা-সাধনার জন্য সন্তুষ্টচিত্ত হবে। সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না। সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। সমুন্নত আসনসমূহ থাকবে। পানপাত্রসমূহ সুসজ্জিত থাকবে। গির্দা বালিশ সমূহ সারিবদ্ধ থাকবে এবং সুদৃশ্য মখমলের বিছানা পাতানো থাকবে' *(গাশিয়াহ ৮-১৬)*।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى اَعَدَدْتُ لِعِبَادِىْ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কখনও কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তর কখনও কল্পনাও করেনি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭১)*। অত্র হাদীছের স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া খুব কঠিন। কারণ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মানুষের ভোগ-বিলাস আরাম-আয়েশের জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা করেছেন যা মানুষের চোখ কোন দিন দেখেনি। অথচ মানুষ পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছে। মানুষের কান কোন দিন শুনেনি। অথচ মানুষের

কান অনেক নতুন পুরাতন রাজাধিরাজের ভোগ-বিলাসের কাহিনী শুনেছে। মানুষের অন্তর কোনদিন পরিকল্পনা করেনি। অথচ মানুষের অন্তরে অনেক কিছুই পরিকল্পনা হয়। জান্নাত এ সকল পরিকল্পনার চেয়েও ভিন্ন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে একটি চাবুকের সমপরিমাণ জায়গা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭২)*। জান্নাতের সাথে পৃথিবীর আসলেই কোন তুলনা হয় না।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غُدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ امْرَأَةً مِنَ نِّسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاَتْ مَابَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র পথে এক সকাল এক সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদ হতে উত্তম। যদি জান্নাতের কোন নারী পৃথিবীতে উঁকি দেয় তবে গোটা পৃথিবী তার রূপের ছটায় আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ সুগন্ধিতে পরিণত হবে। এমনকি জান্নাতের নারীদের মাথার ওড়না গোটা দুনিয়া ও তার সব কিছুর চেয়ে উত্তম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৪)*।

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مَجُوْفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّوْنَ مِيْلًا وَفِيْ رِوَايَةٍ طُوْلُهَا سِتُّوْنَ مِيْلًا فِىْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اَهْلٌ مَايَرَوْنَ الْاٰخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا.

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে মুমিনদের জন্য মুক্তা দ্বারা তৈরী একটি তাঁবু থাকবে, যার মধ্যস্থল হবে ফাঁকা। তার প্রশস্ততা ষাট মাইল। অন্য বর্ণনায় আছে, তার দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। তার প্রত্যেক কোণে জান্নাতীরা থাকবে। এক কোণের লোক অপর কোণের লোককে দেখতে পাবে না। ঈমানদারগণ তাদের নিকট যাতায়াত করবে। দু'টি জান্নাত হবে রূপার। তার ভিতরের পাত্র ও অন্যান্য সব কিছু হবে রূপার এবং অপর দু'টি জান্নাত হবে সোনার। তার পানপাত্র ও ভিতরে সব কিছু হবে সোনার' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৫)*।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَايَقْطَعُهَا وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ تَغْرِبُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে এমন একটি বড় গাছ আছে, যদি কোন সওয়ারী তার ছায়ায় একশত বছর ভ্রমণ করে তবুও তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুকের সমপরিমাণ জায়গাটাও সূর্য যার উপর উঠে ও ডুবে তার চেয়ে উত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৪)*। হাদীছে বুঝা গেল জান্নাতের ধনুকের সমপরিমাণ জায়গা গোটা পৃথিবীর চেয়ে উত্তম।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِى الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ اَعْلَاهَا دَرَجَةً مِنْهَا تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْاَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْئَلُوْهَا الْفِرْدَوْسَ.

ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের স্তর হবে একশতটি। প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝখানের ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর হবে সবচেয়ে উপরে। সেখান থেকে প্রবাহিত রয়েছে চারটি ঝরণাধারা এবং তার উপর আল্লাহ্র আরশ। সুতরাং তোমরা যখনই আল্লাহ্র কাছে জান্নাত চাইবে তখন ফেরদাউস চাইবে' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৬)*। অত্র হাদীছে যে চারটি ঝরণার কথা রয়েছে তা পানি, মধু, দুধ ও শরাবের ঝরণা হতে পারে।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوْقًا يَأْتُوْنَهَا كُلَّ جُمْعَةٍ تَهُبُّ رِيْحُ الشِّمَالِ فَتَحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُوْنَ حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَرْجِعُوْنَ اِلَى اَهْلِيْهِمْ وَقَد ازْدَادُوْا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُوْلُ لَهُمْ اَهْلُوْهُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا.

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে একটি বাজার আছে। প্রত্যেক জুম'আর দিন জান্নাতীরা সেখানে একত্রিত হবে। তখন উত্তর দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সে বাতাস তাদের মুখে ও পোশাকে সুগন্ধি নিক্ষেপ করবে। ফলে তাদের রূপ আরও বেশি হয়ে যাবে। অতঃপর তারা যখন বর্ধিত সুগন্ধি ও সৌন্দর্য অবস্থায় নিজের স্ত্রীদের কাছে যাবে তখন স্ত্রীগণ তাদেরকে বলবে, আল্লাহর কসম! আপনারা তো আমাদের অবর্তমানে সুগন্ধি ও

সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ফেলেছেন। এর উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ্র কসম! আমাদের অবর্তমানে তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৭)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতে বাজার থাকবে জান্নাতীরা জুম'আর দিন বাজারে যাবে। বাজারে কোন ক্রয়-বিক্রয় হবে না। সেখানে গেলে জান্নাতীদের রূপ বৃদ্ধি পাবে। এ সময় বাড়ীতে অবস্থানরত তাদের স্ত্রীদের রূপ বেশি হয়ে যাবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ صُوْرَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ كَاَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ اضَاءَةً قُلُوْبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَااخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَاتَبَاغُضَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُرَى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَّرَاءِ الْعَظْمِ واللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ يُسَبِّحُوْنَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا لَايَسْقُمُوْنَ وَلَايَبُوْلُوْنَ وَلَايَتَغَوَّطُوْنَ وَلَايَتْفُلُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ اَنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَاَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَوَقُوْدُ مَجَامِرِهِمُ الْاُلُوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ أَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاءِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা ১৫ দিনে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দর রূপ ধারণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা হবে আকাশের তারকার ন্যায় ঝকঝকে। জান্নাতীদের সকলের অন্তর এক ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় হবে। তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ থাকবে না এবং হিংসা-বিদ্বেষও থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ হূরদের মধ্য থেকে দু'জন দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। বেশি সুন্দরী হওয়ার দরুন তাদের হাড় ও গোশতের উপর হতে নলার ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকবে। তারা কখনও অসুস্থ হবে না। তাদের পেশাব হবে না। তাদের পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তারা থুথু ফেলবে না। তাদের নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বের হবে না। তাদের ব্যবহারিক পাত্র সমূহ হবে সোনা-রূপার। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের এবং তাদের সুগন্ধির জ্বালানী হবে আগরের। তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর মত সুগন্ধিময়। তাদের স্বভাব হবে এক ব্যক্তির ন্যায়। তাদের শারীরিক গঠন হবে পিতা আদম (আঃ)-এর মত, উচ্চতায় ষাট গজ লম্বা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৮)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, যারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হবে। তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ কোন হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। অন্যের তুলনায় বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন দু'জন স্ত্রী থাকবে। তারা অতি

সুন্দরী হবে। এজন্য তাদের পায়ের নলার ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তাদের মুখে থুথু আসবে না, তাদের নাকে শিকনি আসবে না। সেই জান্নাতের পাত্রসমূহ হবে সোনা-রূপার। সুগন্ধি জ্বালানী হবে এক ধরনের আগরবাতি। শরীরের ঘামের গন্ধ হবে কস্তুরীর মত সুগন্ধিযুক্ত। সকলের স্বভাব ও আচার-আচরণ হবে একই।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انَّ اَهْلَ الْجَنَّة يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَايَبُوْلُوْنَ وَلَايَتَغَوَّطُوْنَ وَلَايَتْفُلُوْنَ وَلَايَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفْسَ.

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতীরা সেখানে খাবে, পান করবে। কিন্তু তারা থুথু ফেলবে না, মল-মূত্র ত্যাগ করবে না এবং তাদের নাক হতে শিকনীও বের হবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন তাহলে তাদের এসব খাদ্যের পরিণতি কি হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ঢেকুর এবং মেশকের ন্যায় সুগন্ধি ঘাম দ্বারা শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ্র তাসবীহ্ ও তাঁর প্রশংসা এমনভাবে তাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হবে যেমন শ্বাস-নিঃশ্বাস অবিরাম চলছে' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা জান্নাতে খাবে ও পান করবে। কিন্তু তাদের পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে না। কারণ সেগুলি ঢেকুর ও ঘামের মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে। আর শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন নিজ গতিতে চলে, এজন্য কোন চিন্তা-ভাবনা বা কোন পরিকল্পনা লাগে না, তেমনি জান্নাতীদের মুখে সর্বদা তাসবীহ চলতে থাকবে। তাসবীহ পাঠের জন্য কোন চেষ্টা করা লাগবে না।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَايَبْأَسُ وَلَا يَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকবে। কোন প্রকার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা তাকে স্পর্শ করবে না। পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে না। আর তার যৌবনকাল কখনও শেষ হবে না *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮০)*। প্রথমে বলা হয়েছে, জান্নাত যে কি আরাম-আয়েশের জায়গা তার বিবরণ দেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন অত্র হাদীছে বলা হল জান্নাত এক চির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের জায়গা। যেখানে কোনদিন দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার চিহ্ন থাকবে না। পোশাক কোনদিন পুরাতন বা ময়লা হবে না, যৌবনও কোনদিন শেষ হবে না।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ وَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يُنَادِىْ مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَبْأَسُوْا أَبَدًا.

আবু সা'ঈদ খুদ্‌রী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, তোমরা চিরদিন সুস্থ থাকবে, কখনও অসুস্থ হবে না। তোমরা সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা চিরদিন যুবক থাকবে, কোনদিন বৃদ্ধ হবে না। তোমরা চিরদিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও আরাম-আয়েশে থাকবে, কখনও হতাশা ও দুশ্চিন্তা তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮১)*।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاؤَنَ اَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَائُوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّىَ الْغَابِرَ فِى الْاُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَاءِ لَايَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلى وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ.

আবু সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীগণ তাদের ঊর্ধ্বের বালাখানার বাসীন্দাগণকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমনভাবে তোমরা আকাশের পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে একটি তারা দেখতে পাও। তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে এরূপ হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! সে স্থান তো হবে নবীগণের, অন্যেরা তো সেখানে পৌঁছতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, না; বরং সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যে সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণের সত্যতা স্বীকার করবে তারাও সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হবে' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮২)*। জান্নাতে মানুষের মর্যাদার খুব তারতম্য হবে। যমীন ও তারকার যেমন একটা অপরটা থেকে নীচে ও উপরে রয়েছে, তেমনি জান্নাতীদের মান-মর্যাদার পার্থক্য হবে। তবে অসম্মানিত হবে না।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ تَعَالى يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَااَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَ يَارَبِّ وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلَااُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَارَبِّ وَاَىُّ شَيْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذلِكَ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ জান্নাতবাসীগণকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তখন তারা বলবেন, আমরা উপস্থিত। সৌভাগ্য তোমার নিকট থেকেই অর্জিত এবং যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না আপনিই তো আমাদের এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টি জগতের আর কাউকেও দান করেননি। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কি এর চেয়ে উত্তম জিনিস তোমাদেরকে দান করব না? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়ে উত্তম কি হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি দান করছি, এরপর থেকে আমি আর কখনও তোমাদের উপরে অসন্তুষ্ট হব না' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সবচেয়ে উত্তম জিনিস। আল্লাহ নিজেই বলবেন, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলাম, আর কোনদিন অসন্তুষ্ট হব না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَدْنَى مَقْعَدِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اَنْ يَقُوْلَ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيَقُوْلُ لَهُ هَلْ تَمَنَّيْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতে সর্বাপেক্ষা নিম্নমানের হবে, তাকে বলা হবে তুমি তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর। তখন সে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে আরও আশা-আকাঙ্খা ব্যক্ত করবে অর্থাৎ বারবার অনেক অনেক আশা প্রকাশ করবে। তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কি তোমার আশা-আকাঙ্খা শেষ হয়েছে? সে বলবে হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তুমি যা আশা করেছ তা দেওয়া হল এবং তার সমপরিমাণ দ্বিগুণ দেওয়া হল' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮৫)*। মানুষ চাইবে তার বিবেক অনুযায়ী, আর আল্লাহ দিবেন তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী। আল্লাহ মানুষকে এত কিছু দিবেন যা মানুষের অন্তর পরিকল্পনা করতে পারে না। মানুষ যা চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না, ভাবতেও পারে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ قَالَ مِنَ الْمَاءِ قُلْنَا الْجَنَّةُ مَا بِنَائُهَا قَالَ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَمَلَاطُهَا الْمِسْكُ الاَذْفَرُ وَحَصْبَاءُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاْقُوْتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَايَبْأَسُ وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوْتُ وَلَا يَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ তার সমস্ত মাখলূক্বকে কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'পানি দ্বারা'। আবার জিজ্ঞেস করলাম, জান্নাত কি দ্বারা নির্মাণ করেছেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'এক ইট স্বর্ণের আর এক ইট রূপার এভাবে জান্নাত নির্মাণ করেছেন। আর তার মসল্লা হল সুগন্ধীময় কস্তুরী এবং তার কংকর হল মনি-মুক্তা আর মাটি হল জাফরানের তৈরী। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে সে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, সে কখনও হতাশা বা দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না। সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে কখনও মরবে না। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবন শেষ হবে না' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৬৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮৮)*।

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يُعْطَى الْمُؤمِنُ فِى الْجَنَّةِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَوْ يُطِيْقُ ذلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِئَةٍ.

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতী মুমিনদেরকে এত এত সহবাসের শক্তি প্রদান করা হবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এক ব্যক্তি এত শক্তি রাখবে কি? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'একশত পুরুষের শক্তি প্রদান করা হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৯৪, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতে পুরুষদের স্ত্রী মিলন ক্ষমতা অনেক অনেক গুণ বেশি করে দেওয়া হবে। জান্নাত অনাবিল শান্তির জায়গা, এটা শান্তি-বিনোদনের একটা বড় মাধ্যম।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَوْ اَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِى الْجَنَّةِ بَدَأَ لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمٰوَاتِ والْاَرْضِ ولَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَ فَبَدَأَ اَسَاوِرُهُ لَطَمِسَ ضُوْءُهُ ضُوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمَسُ الشَّمْسُ ضُوْءَ النُّجُوْمِ.

সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি জান্নাতের বস্তুসমূহ হতে নখের চেয়ে কম একটি ক্ষুদ্র বস্তুও পৃথিবীতে প্রকাশ হয়ে যায়, তবে আসমান ও যমীনের সমগ্র পার্শ্ব শেষ প্রান্তসহ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়ে যাবে। আর যদি জান্নাতের কোন ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে উঁকি মারে এবং তার হাতের কংকন প্রকাশ পায়, তাহলে এ ব্যক্তি এবং কংকনের আলো সূর্যের আলোকে এমনভাবে ম্লান করে দিবে, যেমন সূর্যের আলো তারকার আলোকে নিস্প্রভ করে দেয়' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত আলবানী হা/৫৬৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৯৫)*। অত্র হাদীছে জান্নাতের সমস্ত বস্তুর এমন উজ্জ্বলতা প্রমাণ করা হয়েছে, যা মানুষের বিবেচনার বাইরে। কারণ একজন জান্নাত হতে উঁকি মারলে তার জ্যোতিতে সূর্যের

জ্যোতি ম্লান হবে, এ বাক্যের ভাবার্থ মানুষের বুঝা বড় কঠিন। এমন জান্নাতের আশা করা মানুষের জন্য যরূরী কর্তব্য।

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ وَاَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ.

বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতবাসীদের একশত বিশ কাতার হবে। তার আশি কাতার হবে আমার উম্মতের, আর বাকী চল্লিশ কাতার হবে সমস্ত উম্মতের মধ্য হতে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০২)*। অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে এ উম্মত থেকে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُؤمِنُ اِذَا اشْتَهى الْوَلَدَ فِى الْجَنَّةِ كانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنَّهُ فِىْ سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِىْ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতবাসী মুমিন যখন সন্তান কামনা করবে, তখন গর্ভ, প্রসাব এবং তার বয়স চাহিদা অনুযায়ী মুহূর্তের মধ্যে সংঘটিত হবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী হা/৫৬৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল জান্নাতীরা সন্তান কামনা করতে পারে। আর সন্তান কামনা করা মাত্রই পাওয়া যাবে। তবে যে বয়সের সন্তান কামানা করবে তা মুহূর্তের মধ্যেই পাবে। তবে ইসহাক বিন ইবরাহীম বলেন, জান্নাতীরা সন্তান কামনাই করবে না।

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ إنّ فِى الْجَنَّةِ بَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تُشَقَّقُ الْاَنْهَارُ بَعْدُ.

হাকীম ইবনে মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে রয়েছে পানির সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর এবং শরাবের সাগর। অতঃপর এগুলি হতে আরও বহু নদী প্রবাহিত হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৮০)*। জান্নাতে মূলত চারটি সমুদ্র রয়েছে- ১. পানির ২. মধুর ৩. দুধের ও ৪. শরাবের। আবার এ চারটি সমুদ্র হতে বহু নদী প্রবাহিত হবে' *(তিরমিযী হা/২৫৭১)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِى الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ قَالَ بَلى وَلَكِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ. قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ،

فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللهُ دُوْنَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَىْءٌ. فَقَالَ الأَعْرَابِىُّ وَاللهِ لاَ تَجِدُهُ إِلاَّ قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ. فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ) কথা বলছিলেন, এসময় একজন গ্রাম্য বেদুইন উপস্থিত ছিল। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'জান্নাতবাসীর একজন জান্নাতে কৃষি কাজ করার জন্য তার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার যা কিছুর প্রয়োজন তা কি তোমার কাছে নেই? সে বলবে, হ্যাঁ আছে। তবে আমি কৃষি কাজ ভালবাসি। অতঃপর সে বীজ বপন করবে এবং মূহূর্তের মধ্যে তা অংকুরিত হবে, ফসল পাকবে এবং ফসল কাটা হবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, হে আদম সন্তান! এসব ফসল নিয়ে যাও, কোন কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না। তখন গ্রাম্য লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্র কসম! দেখবেন সে হয়তো কোন কোরাইশী অথবা আনছার গোত্রীয় লোক হবে। কেননা তারাই কৃষি কাজ করে থাকে। আর আমরা তো কৃষি কাজ করি না। তার কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) হেসে উঠলেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৪১০)*। এ হাদীছের ভাষায় বুঝা যায়, জান্নাতে মানুষ নিজ নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষা তার প্রতিপালকের কাছে পেশ করবে এবং তা তাৎক্ষণিক পূরণ করা হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ الّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের সমস্ত গাছেরই কাণ্ড ও শাখা হবে স্বর্ণের' *(তিরমিযী হা/২৫২৫, সনদ ছহীহ)*।

عَنْ عَلِى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انّ فِى الْجَنّة لَغُرَفًا تُرَى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا فَقَامَ الَيْهِ اَعْرَابِىُّ فَقَالَ لِمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ هِىَ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَادَامَ الصِيَامَ وَصَلَّى لِلّه بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে এমন কতগুলি বালাখানা রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহির দেখা যায় এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা যায়'। একজন বেদুইন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এমন জান্নাত কোন ব্যক্তির জন্য? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'যারা মানুষের সাথে নরমভাবে কথা বলে, ক্ষুধার্থ মানুষকে খাদ্য খাওয়ায়, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তাহাজ্জুদ ছালাত পড়ে' *(তিরমিযী হা/২৫২৭, হাদীছ হাসান)*। জান্নাতে সবচেয়ে উঁচুমানের বালাখানাগুলি এত স্বচ্ছ

পদার্থ দ্বারা তৈরী যে, তার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা যাবে। আর এর জন্য চারটি কাজ করা যরূরী। ১. মানুষের সাথে নরমভাবে কথা বলতে হবে ২. ক্ষুধার্ত ও অসহায় মানুষকে খাওয়াতে হবে ৩. নিয়মিত নফল ছিয়াম পালনে অভ্যাসী হতে হবে এবং ৪. রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِى الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرجَتَيْنِ مِئَةُ عَامٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে আর প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝে একশত বছরের ব্যবধান রয়েছে' *(তিরমিযী হা/২৫২৯, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انَّ اَوَّلَ زَمْرَةِ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضُوْءُ وُجُوْهِهِمْ عَلَى مِثْلِ ضُوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ اَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُوْنَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا.

আবু সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারার জ্যোতি হবে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায়। আর দ্বিতীয় দলটির চেহারা হবে আকাশের সর্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ঝকঝকে। সেখানে প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন অতীব সুন্দরী স্ত্রী থাকবে। তাদের প্রত্যেক স্ত্রীর পরিধানে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে, তাদের শরীর এত স্বচ্ছ এবং কাপড় এত চিকন হবে যে, এত কাপড়ের উপর দিয়ে পায়ের নলার মজ্জা দেখা যাবে' *(তিরমিযী, হা/২৫৩৫; আলবানী মিশকাত হা/৫৬৩৫, হাদীছ ছহীহ)*। এরা জান্নাতের বিশেষ নারী। এদের চেহারা হবে ঝকঝকে মুক্তার মত চোখ হবে বড় বড় ডাগর ডাগর হরিণ নয়না। দেখে মনে হবে চোখে সুরমা দেওয়া আছে। মাথার চুল হবে লম্বা, পরিমাণে অধিক ও কুচকুচে কাল।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كَحْلى لَايَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلَايَبْلى ثِيَابُهُمْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতবাসী গোফ ও দাড়ী বিহীন হবে, তাদের চক্ষু সুরমায়িত হবে। তাদের যৌবন কোনদিন শেষ হবে না। তাদের কাপড় কোন দিন পুরাতন বা ময়লা হবে না' *(তিরমিযী, হা/২৫৩৯; আলবানী মিশকাত হা/৫৬৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৯৬)*।

عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِيْنَ اَبْنَاءُ ثَلَاثِيْنَ اَوْ ثَلَاثٌ وَثَلَاثِيْنَ سَنَةً.

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন তাদের বয়স হবে ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর। তারা কেশবিহীন ও দাড়ীবিহীন হবেন, তাদের চক্ষু সুরমায়িত হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩৯৭, হাদীছ হাসান)*।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَطْفَالُ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ جَبَلٍ فِى الْجَنَّةِ يُكَفِّلُهُمْ اِبْرَاهِيْمُ وَسَارَةُ حَتّى يَدْفَعُوْنَهُمْ اِلَى اَبَائِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী সারা (আঃ) মুসলমানদের শিশুদেরকে জান্নাতের কোন পাহাড়ের পাশে লালন-পালন করছেন। ক্বিয়ামতের দিন শিশুদেরকে তাদের পিতার নিকট সমর্পণ করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা তাদের লালন-পালন করবেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৩৯)*। সকল শিশু এখন জান্নাতে প্রতিপালিত হচ্ছে। তাদের প্রতিপালনের দায়িত্বে রয়েছেন ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী সারা (আঃ)। জান্নাতে আনন্দভোগ করার জন্য মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পাহাড় রয়েছে।

عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اَطْفَالِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ هُمْ خَدَمُ اَهْلِ الْجَنَّةِ.

আবু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে মুশরিকদের শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'তারা জান্নাতীদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৪০)*।

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنِّىْ اُحِبُّ الْخَيْلَ أَفِى الْجَنَّةِ خَيْلٌ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنْ اُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ اُتِيْتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوْتَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ فَحَمَلْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَبِكَ حَيْثُ شِئْتَ.

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, একজন গ্রাম্য লোক রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি ঘোড়া ভালবাসি। জান্নাতে ঘোড়া পাওয়া যাবে কি? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমাকে যদি জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, তাহলে তোমাকে মুক্তা দ্বারা তৈরী একটি ঘোড়া দেওয়া হবে। যার দু'টি পাখা থাকবে, তোমাকে তার উপর সওয়ার করানো হবে। তোমার ইচ্ছামত তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৪৬)*।

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ الْحُوْرَ فِى الْجَنَّةِ يَتَغَنَّيْنَ يَقُلْنَ نَحْنُ الْحُوْرُ الْحِسَانُ– هُدِيْنَا لِاَزْوَاجٍ كِرَامٍ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে হূরগণ গান গাইবে এবং তারা বলবে, আমরা অতীব সুন্দরী নারী। আমরা আমাদের সম্মানিত স্বামীদের জন্য উপহার' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৫৬)*।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ يَرْفَعْنَ بِاَصْوَاتٍ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيْدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ طُوْبِى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ.

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের হূরগণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে উঁচু কণ্ঠে এমন সুন্দর লহরীতে গান বলবে। সৃষ্টি জীব সে ধরনের লহরী কখনও শুনেনি। তারা বলবে, আমরা চিরদিন থাকব, কখনও ধ্বংস হব না। আমরা সর্বদা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করব। কখনও দুঃখ দুশ্চিন্তায় পতিত হব না। অতএব চিরধন্য সে, যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যিনি' *(তিরমিযী, আলবানী মিশকাত হা/৫৬৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৭)*।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ الْمُضْمِرُ السَّرِيْعُ مِئَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন বড় গাছ রয়েছে। কোন ব্যক্তি দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহণ হয়ে একশত বছর চললেও তার ছায়া শেষ হবে না' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৬৩)*।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَاتَرَى اَعْيُنُهُمْ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَعَيْنٌ غَضَتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর মানুষের চক্ষু কিয়ামতের দিন জাহান্নাম দেখবে না। ১. এমন চক্ষু যে আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে ২. এমন চক্ষু যে আল্লাহ্র রাস্তায় জেগে থাকে এবং ৩. এমন চক্ষু যে বেগানা মহিলাকে দেখে নীচু হয়ে যায়' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৭৭)*।

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْجَنَّةُ لَهَا ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ وَالنَّارُ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ.

উতবা ইবনে আবদে সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে এবং জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৭৪)*। প্রকাশ থাকে যে, জান্নাত আটটি নয় বরং জান্নাত একটি তার দরজা আটটি। অনুরূপ জাহান্নামও।

عَنْ أَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَعَدَنِىْ رَبِّىْ اَنْ يُّدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لَاحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَاعَذَابَ مَعَ كُلِّ اَلْفٍ سَبْعُوْنَ اَلْفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّىْ.

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আমার প্রতিপালক আমার সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদের কোন হিসাব হবে না, তাদের কোন শাস্তিও দেওয়া হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তারপর আমার প্রতিপালকের তিন অঞ্জলী সমপরিমাণ মানুষকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৫৫৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ বহু মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ্‌র অঞ্জলীতে কত মানুষ জান্নাতে যাবে একথা মানুষ জানে না।

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ دَخَلَ رَجُلُ الْجَنَّةَ فَرَاى عَلى بَابِهَا مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشَرِ اَمْثَالِهَا وَالْقَرَضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখল জান্নাতের দরজায় লেখা আছে দানের নেকী দশ গুণ, আর কর্য প্রদানের নেকী আঠারো গুণ' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৮১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, দান ও কর্য উভয়ের প্রতিদান জান্নাত। তবে দান করার চেয়ে কর্য দিলে নেকী বেশি হয়।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاذَا اَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِشَابٍّ مِنْ قُرَيْشٍ فَظَنَنْتُ اَنِّى اَنَا هُوَ فَقُلْتُ وَمَن هُوْ فَقَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَلَوْ لَا مَا عَلِمْتُ مِنْ غَيْرَتِكَ لَدَخَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَغَارُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি জান্নাতে প্রবেশ করছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, স্বর্ণের একটি প্রাসাদ। আমি বললাম, এটা কার? তারা বলল, এক কুরাইশী যুবকের। আমি মনে করলাম, নিশ্চিত আমিই সেই যুবক হব। আমি

পুনরায় বললাম, সে কে? তারা বলল, তিনি হচ্ছেন ওমর বিন খাত্ত্বাব। নবী করীম (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, ওমর! তোমার আত্মমর্যাদা আমার জানা না থাকলে অবশ্যই আমি তোমার ঘরে প্রবেশ করতাম। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জন্য কি কারো ব্যাপারে আত্মমর্যাদার বিবেচনা করা মানায়?' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৮২)*। ওমর (রাঃ)-এর জন্য খুব উন্নত স্বর্ণের বালাখানা প্রস্তুত হয়ে আছে। আর রাসূল (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-এর আত্মমর্যাদা এত বেশি মনে করেন যে, তাঁর ঘরে ঢুকতে তিনি ইতস্ত বোধ করতেন।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ خِصَالٌ يُغْفَرُ لَهُ فِىْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُحَلَّى حُلْيَةُ الْاِيْمَانِ وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيأمنُ مِنَ الْفَزْعِ الاكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ اليَاقُوْتَةِ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُشفَّعُ فِىْ سَبْعِيْنَ اِنْسَانًا مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ.

মিক্বদাম ইবনে মা'দী কারাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'শহীদদের জন্য আল্লাহ্র নিকট কয়েকটি বিশেষ অধিকার রয়েছে। ১. তার শরীর থেকে প্রথম রক্তের ফোঁটা ঝরতেই তাকে ক্ষমা করা হয় ২. তাকে ঐ সময় তার জান্নাতের স্থান দেখানো হয় ৩. তাকে ঈমানের গয়না পরানো হয় ৪. আখিরাতে হূরদের মধ্য হতে ৭২ জন নারীর সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে ৫. কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে। ৬. জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিরাপদে রাখা হবে। ৭. ক্বিয়ামতের মাঠে তাকে মর্যাদার টুপি পরানো হবে যা দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম এবং ৮. তার পরিবারের ৭০ জনের ব্যাপারে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৯৪)*। জান্নাতী সাধারণ মুমিন বান্দাগণের তুলনায় শহীদ জান্নাতীগণের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। জান্নাতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী স্ত্রী হবে ২জন আর সাধারণ স্ত্রী হবে ৭০ জন।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَتَانِى رَجُلاَنِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِىْ جَبَلاً وَعْرًا فَقَالاَ: اصْعَدْ فَقُلْتُ: إِنِّى لاَ أُطِيْقُهُ فَقَالاَ إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِىْ سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ قَالُوْا هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَا بِىْ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ قَالَ هَؤُلاَءِ

الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ فَقَالَ خَابَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ سُلَيْمَانُ مَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ أَبُوْ أُمَامَةَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِهِ؟ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنِهِ رِيْحًا، وَأَسْوَئِهِ مَنْظَرًا، فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ هَؤُلَاءِ قَتْلَى الْكُفَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا، وَأَنْتَنِهِ رِيْحًا، كَأَنَّ رِيْحَهُمُ الْمَرَاحِيْضُ، قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الزَّانُوْنَ وَالزَّوَانِيْ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ، فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ، قُلْتُ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ، فَإِذَا أَنَا بِالْغِلْمَانِ يَلْعَبُوْنَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ، قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ ذَرَارِي الْمُؤْمِنِيْنَ، ثُمَّ شَرَفَ شَرَفًا، فَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ يَشْرَبُوْنَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ، قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ جَعْفَرٌ، وَزَيْدٌ، وَابْنُ رَوَاحَةَ، ثُمَّ شَرَفَنِيْ شَرَفًا آخَرَ، فَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ، قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيْمُ، وَمُوْسَى، وَعِيْسَى، وَهُمْ يَنْظُرُوْنَكَ –

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, 'আমার নিকট দু'জন ব্যক্তি আসল তারা দু'জন আমার দু'বাহুর মাঝামাঝি ধরে আমাকে এক ভয়াবহ কঠিন পাহাড়ের নিকট নিয়ে আসল। তারা দু'জন বলল, আপনি এ পাহাড়ে উঠুন। আমি বললাম, আমি এ পাহাড়ে উঠতে সক্ষম নই। তারা দু'জন বলল, আমরা আপনাকে পাহাড়ে উঠার কাজটি সহজ করে দিব। আমি উঠলাম, এমনকি পাহাড়ের উপরে চলে আসলাম। হঠাৎ আমি খুব কঠিন আওয়াজ শুনলাম। আমি বললাম, এটা কিসের শব্দ? তারা বলল, এটা হচ্ছে জাহান্নামীদের বিলাপ-আর্তনাদ ও কান্না। তারপর তারা আমাকে নিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ আমি দেখি একদল লোককে পায়ের সাথে বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। তাদের চোয়াল ফেটে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে আছে এবং চোয়াল হতে রক্ত ঝরছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, এরা ঐসব লোক যারা সময়ের পূর্বেই ইফতার করত। তখন তিনি বললেন, ইহুদী-নাছারারা ধ্বংস হোক। তারপর তারা আমাকে নিয়ে চলল। হঠাৎ দেখি কিছু লোক খুব ফুলে ওঠে মোটা হয়ে আছে। আর খুব দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে। তাদের দৃশ্য খুব কাল বিদঘুটে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, এরা ঐ সব লোক যারা কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে। তারপর তারা আমাকে নিয়ে চলল। হঠাৎ দেখি কিছু লোক ফুলে মোটা হয়ে আছে। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে। এত দুর্গন্ধ যেন তারা শৌচাগার। আমি বললাম, এরা কারা? তারা দু'জন বলল, এরা হচ্ছে ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী। তারপর তারা আমাকে নিয়ে চলল

দেখি কিছু মহিলা, প্রচুর সাপ তাদের স্তনগুলিতে বার বার ছোবল মারছে। আমি বললাম এদের কি হয়েছে? এদের এ অবস্থা কেন? তারা বলল, এরা ঐ সব মহিলা, যারা বাচ্চাদের দুধ পান করাতো না। তারপর তারা আমাকে নিয়ে চলল। হঠাৎ দেখি বেশকিছু ছেলে তারা দু'নদীর মাঝে খেলা করছে। আমি বললাম, এ সমস্ত ছেলে কারা? তারা বলল, এগুলি মুমিনদের শিশু। তারপর তারা আমাকে আর একটি উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল। হঠাৎ দেখি তিনজন মানুষ তারা অতীব মিষ্টি পরিস্কার শরাব পান করছে। আমি বললাম, এ লোকগুলি কারা? তারা বলল, এ লোকগুলি হচ্ছে জাফর, যায়েদ ও ইবনে রাওহা (এ তিনজন লোক মুতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন)। তারপর তারা আমাকে অন্য একটি উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল, দেখি তিনজন লোক। আমি বললাম, এ লোকগুলি কারা? তারা বলল, এ লোকগুলি হচ্ছেন ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) তারা আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৩০)*।

৩৩. জাহান্নাম :

মরণের পর তিনটি ভয়াবহ জায়গা রয়েছে। তার তৃতীয় জায়গা হচ্ছে জাহান্নাম। মানুষের উচিত জাহান্নাম হতে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাওয়া।

عَنَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِىْ يَوْمٍ اِلَّا قَالَتِ النَّارُ يَارَبِّ اِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا قَدْ اسْتَجَارَكَ مِنِّى فَأَجِرْهُ وَلَايَسْأَلُ اللهَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ فِىْ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ اِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ يَارَبِّ اِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا سَأَلَنِىْ فَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মানুষ সাতবার জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ চাইলে জাহান্নাম বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার অমুক দাস আমার থেকে আপনার নিকট পরিত্রাণ চেয়েছে, আপনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। আর কোন বান্দা আল্লাহ্‌র নিকট সাতবার জান্নাত চাইলে, জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার অমুক বান্দা আমাকে চেয়েছে, আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৫০৬)*।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ. وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ.

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তিনবার জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, তখন জাহান্নাম

বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দাও' *(ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪০, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকের উচিত দিনে তিনবার অথবা সাতবার করে জান্নাত চাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়া। জান্নাত চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হতে পারে اَللَّهُمَّ اِنِّى أَسْئَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ 'হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান কর'। আর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হতে পারে اَللَّهُمَّ أَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও'।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنتُمْ تُوعَدُوْنَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُوْنَ 'এই সেই জাহান্নাম, যার ব্যাপারে তোমাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করা হচ্ছিল। তোমরা দুনিয়াতে যে কুফরী করতেছিলে, তার প্রতিফল হিসাবে এখন এ জাহান্নমে প্রবেশ কর' *(ইয়াসীন ৬৪)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর সময় পৃথিবীর কথা স্মরণ করিয়ে অপমান করে জাহান্নামে দেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَاَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَا لِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيْمٍ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِالَى الْجَحِيْمِ.

'বল, জান্নাতের এ বড় সফলতা উত্তম, না এ যাক্কুম গাছ? আমি এ যাক্কুম গাছটি অত্যাচারীদের জন্য বিপদজনক করেছি। এটা এমন একটা গাছ, যা জাহান্নামের তলদেশ হতে বের হয়। এর ছড়াগুলি যেন শয়তানের মাথা। জাহান্নামীরা তা খাবে এবং তা দ্বারা পেট পূর্ণ করবে। তারপর পান করার জন্য তাদেরকে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। তারপর তারা সে জাহান্নামের আগুনের দিকেই ফিরে যাবে' *(ছাফফাত ৬৩-৬৯)*। যাক্কুম এক প্রকার গাছ। এ গাছ আরব দেশের তেহামা অঞ্চলে জন্মে। এর স্বাদ তিক্ত ও কটু আর গন্ধ অসহ্য। ভাঙ্গলে দুধের মত রস বের হয়। শরীরে লাগলে ফোস্কা পড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ- طَعَامُ الْاَثِيْمِ- كَالْمُهْلِىْ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ- كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ- خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلَى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ- ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ- ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ.

'যাক্কুম গাছ হবে পাপীদের খাদ্য। তেলের তলানীর মত। এ খাদ্য পেটের মধ্যে এমনভাবে উথলে উঠবে, যেমন টগবগ করে ফুটন্ত পানি। (ফেরেশতাদের বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে। তারপর ঢেলে দাও তার মাথার উপর টগবগ করা ফুটন্ত পানি। (আর বলা হবে এখন) গ্রহণ কর এর স্বাদ। তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত' *(দুখান ৪৩-৪৯)*। তিনি আরো বলেন, وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَائَهُمْ 'তাদেরকে এমন উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়ী-ভুঁড়ি পর্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে' *(মুহাম্মাদ ১৫)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلَالٍ وَّسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ. 'অপরাধী লোকেরা ভুল ধারণায় নিমজ্জিত এবং তাদের বিবেক-বুদ্ধি তিরোহিত যেদিন তাদেরকে উল্টাভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেদিন তাদেরকে বলা হবে এখন সাকার নামক জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন কর' *(কামার ৪৭-৪৮)*। তিনি আরো বলেন,

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ لَأَكِلُوْنَ مِّنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ هذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

'অতঃপর হে পথভ্রষ্ট ও অবিশ্বাস লোকেরা! তোমরা যাক্কুম গাছের খাদ্য অবশ্যই খাবে। তা দ্বারা তোমরা পেট ভর্তি করবে। আর ফুটন্ত টগবগে পানি পিপাসায় কাতর উটের ন্যায় পান করবে। এটাই হচ্ছে অপরাধীদের জন্য শেষ বিচারের দিনে মেহমানের খাদ্য' *(ওয়াকিয়া ৫৩-৫৬)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا اَغْنَى عَنِّى مَالِيَةْ هَلَكَ عَنِّى سُلْطَانِيَة خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ثُمّ فِىْ سِلْسِلَة ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ اِنَّهُ كَانَ لَايُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ ههُنَا حَمِيْمٌ وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنَ لَا يَأْكُلُهُ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ.

'অপরাধীরা ক্বিয়ামতের মাঠে বলবে, হায়! আফসোস দুনিয়ার মরণই যদি চূড়ান্ত হত! আজ আমার অর্থ-সম্পদ কোন কাজে আসল না। আমার সব ক্ষমতা-আধিপত্য প্রভুত্ব শেষ হয়ে গেল। বলা হবে, তাকে ধর তার গলায় লোহার শিকল দিয়ে ফাঁস লাগাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। আর তাকে ৭০ হাত দীর্ঘ শিকলে বেঁধে দাও। এ তো আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনেনি এবং মিস্কীনকে খাদ্য দেওয়ার প্রতি মানুষকে উৎসাহ দান করেনি। এ কারণেই আজ এখানে তার

কোন সহযোগী বন্ধু নেই। আর ক্ষত নিঃসৃত রক্ত পুজ ছাড়া তার আর কোন খাদ্য নেই। নিতান্ত অপরাধী ছাড়া এ খাদ্য আর কেউ খায় না' *(হাককাহ ২৭-৩৭)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

كَلَّا اِنَّهَا لَظٰى نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى تَدْعُوْ مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى وَجَمَعَ فَاَوْعٰى.

'কক্ষণই নয়। তাতো হবে তীব্র উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা। যা শরীরকে ঝলসিয়ে দিবে। আর ঐ সব ব্যক্তিকে নিজের দিকে ডাক দিবে যারা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পিঠ প্রদর্শন করেছে, এবং অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করেছে ও গুণে গুণে সংরক্ষণ করে রেখেছে' *(মা'আরিজ ১৬)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَحِيْمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا اَلِيْمًا 'নিশ্চয়ই আমাদের নিকট তাদের জন্য রয়েছে দুর্বহ বেড়ী, আর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন, গলায় আটকে যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি' *(মুযযাম্মিল ১২-১৩)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খুব ভারী ও দুর্বহ বেড়ী পাপাচারী অপরাধী লোকের পায়ে বেঁধে দেওয়া হবে। এটা হচ্ছে শাস্তির বেড়ি, শাস্তির উপর শাস্তি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ وَمَا اَدْرٰكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ. 'খুব শীঘ্রই আমি তাকে সাকার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তুমি কি জান সে সাকার নামক জাহান্নাম কি? তা এমন একটি জাহান্নাম যা কাউকেও জীবিত রাখে না আবার মরা অবস্থায় ছেড়েও দেয় না। জাহান্নামীদের চামড়া ঝলসিয়ে দেয়। সে জাহান্নামে কর্মচারী হিসাবে ১৯জন ফেরেশতা নিয়োজিত আছে' *(মুদ্দাছছির ২৬-৩০)*। এ কথাটি আল্লাহ অন্য আয়াতে এভাবে বলেছেন, لاَ يَمُوْتُ– فِيْهَا وَلَا يَحْيٰي 'সে সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না' *(আ'লা ১৩)*। জাহান্নাম এমন একটি কঠিন ও জটিল জায়গা যেখানে মানুষের মরণও হবে না, বাঁচতেও পারবে না।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِيْنَ مَآبًا لَّابِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا اِلَّا حَمِيْمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِّفَاقًا اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا.

'নিশ্চয়ই জাহান্নাম একটি ফাঁদ। আল্লাহদ্রোহীদের জন্য আশ্রয়স্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেখানে তারা কোন শীতল ও সুপেয় জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবে না। তাদের পান করার জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানি এবং

ক্ষত হতে নির্গত রক্তপুঁজ। এ হবে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল। তারা তো হিসাব-নিকাশের কোন প্রকার আশা পোষণ করত না। বরং আমাদের আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করত। অথচ আমরা তাদের প্রত্যেকটি বিষয় গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম। অতএব এখন স্বাদ গ্রহণ কর। আমরা একমাত্র তোমাদের শাস্তিই বেশি করব' *(নাবা ২১-৩০)*। অত্র আয়াতে একটি শব্দ রয়েছে غَسَّاقٌ গাসসাক্ব হচ্ছে কঠিন নির্যাতনের ফলে চক্ষু এবং চামড়া হতে যেসব রস নিঃসৃত হয় তাকে গাসসাক্ব বলে, আর এখানে পুঁজ মিশ্রিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে।

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلى نَارًا حَامِيَةٌ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ.

'সেদিন কতক মুখমণ্ডল ভীত সন্ত্রস্ত হবে। কঠোর শ্রমে ক্লান্ত-শ্রান্ত হবে, তীব্র অগ্নি শিখায় জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। ফুটন্ত ঝর্ণার পানি তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে। কাঁটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া আর অন্য কোন খাদ্য তাদের জন্য থাকবে না। তা তাদের পরিপুষ্টও করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবারণ করবে না' *(গাশিয়াহ ২-৭)*।

কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে, ক্ষত স্থান হতে নির্গত রক্ত পুঁজ ছাড়া কোন খাদ্য দেওয়া হবে না। আর এখানে বলা হয়েছে কাঁটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া তারা খাবার জন্য আর কিছু পাবে না। এসব কথার মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ এগুলি সব কঠিন শাস্তির মাধ্যম। তবে এটাও হতে পারে জাহান্নামে অপরাধীদের অপরাধ অনুপাতে রাখা হবে এবং তাদের বিভিন্নভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا اَدْرَكَ مَا هِيَةُ نَارٌ حَامِيَةٌ.

'আর যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তার আশ্রয়স্থল হবে গভীর গহ্বর হাবীয়া নামক জাহান্নাম। আর আপনি কি জানেন, হাবীয়া নামক জাহান্নাম কি জিনিস? তা হচ্ছে জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুন' *(ক্বারিয়াহ ১০-১১)*। هاوية শব্দের অর্থ হচ্ছে উঁচু স্থান হতে নীচে পতিত হওয়া। আর জাহান্নামকে هاوية বলার কারণ হচ্ছে হাবীয়া জাহান্নাম খুবই গভীর হবে এবং জাহান্নামীদেরকে উপর থেকে ফেলে দেওয়া হবে।

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةِ الذِّىْ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَكَ مَا لْحُطَمَةِ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلى الْأَفْئِدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِىْ عَمَدٍ مُمَدَّةٌ.

‘নিশ্চিত ধ্বংস, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে সামনা সামনি লোকদের গালি দেয় এবং পিছনে গীবত করতে অভ্যস্ত। যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং তা গুণে গুণে রাখে তার জন্যও ধ্বংস নিশ্চিত। সে মনে করে তার অর্থ-সম্পদ তার কাছে চিরকাল থাকবে, কক্ষণই নয়। সে ব্যক্তি তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী ‘হুতামা’ নামক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর আপনি কি জানেন সে চূর্ণ-বিচূর্ণকারী ‘হুতামা’ কি? তা হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে জ্বলন্ত উত্তপ্ত উৎক্ষিপ্ত আগুন, যা অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। আর সে আগুনকে তাদের উপর ঢেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর এটা এমন অবস্থায় হবে যে, তারা উঁচু উঁচু স্তম্ভে পরিবেষ্টিত হবে’ *(হুমাযাহ ১-৯)*। অত্র সূরায় যে ‘হুতামা’ শব্দটি রয়েছে তার অর্থ ভেঙ্গে ফেলা, নিস্পেষিত করা ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। ‘হুতামা’ জাহান্নামের একটি নাম। যে ব্যক্তি এ জাহান্নামে যাবে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ.

‘অতঃপর তার পিছনে জাহান্নাম তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। সেখানে তাকে পুঁজ মিশানো পানি পান করতে দেওয়া হবে। সে খুব কষ্ট করে ঢোক গিলে তা পান করার চেষ্টা করবে, আর খুব কমই ঢোক গিলতে পারবে। মরণের ছায়া তাকে চারিদিক থেকে আচ্ছন্ন করে ধরবে, কিন্তু সে মরবে না। আর পিছন হতে এক কঠিন শাস্তি তার উপর চেপে বসবে’ *(ইবরাহীম ১৬-১৭)*।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ-

‘অতঃপর ক্বিয়ামতের মাঠে যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সে সমস্ত লোক যারা নিজেদেরকে মহা ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, তারা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। আগুন তাদের মুখের চামড়া দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে’ *(মুমিনূন ১০৩-১০৪)*। অত্র আয়াতে ‘কালিহুন’ এমন চেহারাকে বলা হয়, যার চামড়া আলাদা করা হয়েছে এবং দাঁত বের হয়ে পড়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَائَتْ مُرْتَفَقًا.

'আমরা অমান্যকারী অত্যাচারীদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি, যার লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে। সেখানে তারা যদি পানি পান করতে চায়, তাহলে এমন পানি তাদেরকে পরিবেশন করা হবে, যা তেলপাত্রের তলানীর মত হবে এবং তাদের মুখমণ্ডল ভাজাভাজা করে দিবে। এ কতইনা নিকৃষ্ট পানীয়, আর কতই না খারাপ আশ্রয়স্থল' *(কাহাফ ২৯)*। আয়াতে 'মুহল' শব্দের অর্থ এরূপ হতে পারে তেলপাত্রের তলানী, ভূগর্ভস্থ গলিত ধাতু, যা গরমের তীব্রতার কারণে গলে প্রবাহিত হয় পুঁজ ও রক্ত। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْد. 'সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন আমরা জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পূর্ণ ভর্তি হয়েছ? তখন সে বলবে, আর কিছু আছে কি?' *(ক্বাফ ৩০)*। এ বাক্যের তাৎপর্য এমন হতে পারে জাহান্নাম পাপীদের উপর ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ হয়ে ফোঁস-ফোঁস করে ফুঁসছে আর বলছে আরও আছে নাকি, থাকলে নিয়ে আস যত থাকে, সমস্ত অপরাধীকে গ্রাস করে নিব, কাউকে রেহাই দিব না।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَحَاجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ اُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَالِىْ لاَ يَدْخُلُنِىْ الاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ قَالَ اللهُ لِلْجَنَّةِ اِنَّمَا اَنْتِ رَحْمَتِىْ اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِىْ وَقَالَ لِلنَّارِ اِنَّمَا اَنْتَ عَذَابِىْ اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِىْ وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا فَاَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتّٰى يَضَعَ اللهُ رِجْلَهُ تَقُوْلُ قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ فَلاَ يَظْلِمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ اَحَدًا وَاَمَّا الْجَنَّةُ فَاِنَّ اللهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ে তাদের প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করল। ব্যাপার কি আমাকে শুধু অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের জন্য নির্ধরণ করা হল কেন? আর জান্নাত বলল, আমার মধ্যে কেবল মাত্র দুর্বল নিম্ন স্তরের ও নির্বোধ লোকেরাই প্রবেশ করবে কেন? তখন আল্লাহ জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার দয়ার বিকাশ। এজন্য আমার যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তার প্রতি অনুগ্রহ করব। অতএব আমার বান্দা হতে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তাকে শান্তি দিব। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার শাস্তির বিকাশ। অতএব আমার বান্দা হতে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তাকে শাস্তি দিব এবং তোমাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ করা হবে। অবশ্য জাহান্নাম ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর পা তার মধ্যে না রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট

হয়েছে। এ সময় জাহান্নাম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার এক অংশকে আরেক অংশের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কারও প্রতি সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করবেন না। আর জান্নাতের বিষয়টি হল তার খালি অংশ পূরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন মাখলূক সৃষ্টি করবেন' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫০)*। জাহান্নাম ও জান্নাত নিজ নিজ ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট অভিযোগ করলে আল্লাহ তার কারণ উল্লেখ করবেন। জাহান্নাম মানুষ দ্বারা পূর্ণ হবে না। তখন আল্লাহ স্বীয় পা জাহান্নামের উপর রাখবেন তখন জাহান্নাম পরিপূর্ণ হবে এবং জাহান্নাম আল্লাহকে বলবে, আমি এখন পূর্ণ। ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ অত্যাচার করবেন না। সেদিন জান্নাত পূরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন প্রাণী সৃষ্টি করবেন।

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِىْ بَعْضُهَا اِلَى بَعْضٍ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلاَ يَزَالُ فِى الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنُهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামে অনবরত মানুষ ও জিনকে নিক্ষেপ করা হবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে, আর কিছু আছে কি? এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর পবিত্র পা তার উপর না রাখবেন। তখন জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের সাথে মিলে যাবে এবং বলবে তোমার মর্যাদা ও অনুগ্রহের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর জান্নাতে মানুষ প্রবেশের পর অতিরিক্ত স্থান খালি থেকে যাবে। তখন আল্লাহ ঐ খালি জায়গার জন্য নতুন নতুন মাখলূক সৃষ্টি করবেন। তাদেরকে জান্নাতের এ খালি জায়গায় রাখবেন' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫১)*।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرَئِيْلَ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا وَاِلَى مَا اَعَدَّ اللهُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَايَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَاجِبْرَئِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَايَدْخُلَهَا اَحَدٌ قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ يَاجِبْرَئِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَايَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهْوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَبْقَى اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যখন জান্নাত তৈরী করলেন, তখন জিবরীলকে বললেন, যাও জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে জান্নাত এবং জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য যে সমস্ত জিনিস প্রস্তুত করছেন, সবকিছু দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম! যে কোন ব্যক্তি জান্নাতের এ সুব্যবস্থার কথা শুনবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশের আশা-আকাঙ্খা করবে। অতঃপর আল্লাহ জান্নাতের চারিদিকে কষ্ট দ্বারা ঘিরে দিলেন, তারপর পুনরায় জিবরাঈল (আঃ)-কে বললেন, হে জিবরাঈল! আবার যাও, জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে জান্নাত দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এখন যা কিছু দেখলাম! তাতে জান্নাতে প্রবেশের পথ যে কি কষ্টকর! তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে আমার আশংকা হচ্ছে যে, জান্নাতে কোন ব্যক্তিই প্রবেশ করবে না। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতঃপর আল্লাহ জাহান্নামকে তৈরী করলেন এবং বললেন, হে জিবরাঈল যাও, জাহান্নাম দেখে আস। তিনি গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম! যে কেউ এ জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনও তাতে প্রবেশ করতে চাইবে না। অতঃপর আল্লহ জাহান্নামের চারদিক প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা ঘিরে দিলেন এবং জিবরাঈল (আঃ)-কে বললেন, আবার যাও, জাহান্নাম দেখে আস। তিনি গেলেন এবং দেখে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম করে বলছি! আমার আশংকা হচ্ছে সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৯৬, হাদীছ হাসান; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫২)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাত খুব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জায়গা যা দেখলে সকলের যাওয়ার আশা-আকাঙ্খা জাগবে। তবে জান্নাতে যাওয়া কষ্টকর। কঠোর নীতি পালনের ফল জান্নাত। অনুরূপ ভয়ংকর বিভীষিকাময় কঠিন জায়গার নাম জাহান্নাম। সেখানে কেউ যেতে চাইবে না। তবে তা মনের প্রবৃত্তি দ্বারা সাজানো আছে। এজন্য জিবরাঈল (আঃ) আশংকা করেছেন মানুষ কি তার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে পারবে। মানুষ চায় অবৈধ পয়সা উপার্জন করতে, মানুষ চায় অবৈধভাবে নারী ভোগ করতে। নারীরা চায় নগ্ন হয়ে চলতে, মানুষের প্রবৃত্তি চায় সবধরনের নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে। মানুষ কি তার প্রবৃত্তির কঠোর বিরোধিতা করতে সক্ষম? এজন্য তো নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে বড় মুজাহিদ হচ্ছে সেই, যে তার প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করতে পারে।

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا آدَمُ. يَقُوْلُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادِى بِصَوْتٍ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ

بَعْثًا إِلَى النَّارِ. قَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ- أُرَاهُ قَالَ- تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَحِيْنَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ). فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ، وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ، ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِيْ جَنْبِ الثَّوْرِ الأَبْيَضِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جَنْبِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ، وَإِنِّيْ لأَرْجُو أَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ: شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَكَبَّرْنَا.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, হে আদম! তখন আদম (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তখন উঁচু কণ্ঠে চিৎকার করে বলা হবে 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেন যে, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য হতে জাহান্নামীদের বের করে দিন। আদম (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক কতজন জাহান্নামী? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন। ঐ সময় গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভ খসে পড়বে, বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং আপনি মানুষকে নেশাগ্রস্ত মনে করবেন অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র ভয়াবহ শাস্তি দেখে এরূপ অবস্থা হবে। এ বক্তব্য মানুষের নিকট খুব কঠিন ও জটিল হল, এমনকি তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, দেখ ইয়াজূজ-মাজূজ সম্প্রদায় থেকে হবে ৯৯৯ জন। আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন। তারপর বললেন, তোমরা মানুষের মধ্যে সংখ্যায় এত কম হবে সাদা বলদের গায়ে একটি কাল লোম যেমন, অথবা বলেছেন, কাল বলদের গায়ে একটি সাদা লোম যেমন। আর অবশ্যই আমি আশা রাখি তোমরা জান্নাতীদের চার ভাগের এক ভাগ হবে। তখন আমরা আল্লাহু আকবার বললাম। তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের তিনভাগের এক ভাগ তোমরা। আমরা বললাম, আল্লাহু আকবার। তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক তোমরাই হবে। তখন আমরা বললাম, আল্লাহু আকবার' *(বুখারী হা/৪৭৪১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামকে মনের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে

নিয়ম-নীতি ও বিপদ-মুছীবত দ্বারা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৩)*। হাদীছের মর্ম হল প্রবৃত্তি বা কামনা-বাসনার পরিণাম জাহান্নাম। আর প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করে খুব কষ্ট করে নিয়ম-নীতি পালন করার পরিণাম জান্নাত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةٌ قَالَ فُضِّلَتْ كُلُّهُنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের ব্যবহৃত আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র'। বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদানের জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'দুনিয়ার আগুনের উপর তার সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো ঊনসত্তরগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২১)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى جَهَنَّمُ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ تَجُرُّوْنَهَا.

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাওয়া হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবেন। তাঁরা জাহান্নামকে টেনে হিঁচড়ে বিচারের মাঠে উপস্থিত করবেন' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২২)*। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجِيْئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. 'তোমরা সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন জাহান্নামকে টেনে হিঁচড়ে মানুষের সামনে নিয়ে আসা হবে, সেদিন মানুষের চেতনা ফিরবে, কিন্তু চেতনা ফিরে কোন লাভ হবে না' *(ফজর ২৪)*। জাহান্নাম এমন কিছু যাকে স্থানান্তর করা যায়। জাহান্নামকে টেনে মানুষের সামনে আনা হবে যেখানে ৭০ হাজার ফেরেশতা থাকবে। আর এ জাহান্নামের উপর পুলছিরাত নির্মাণ করা হবে।

عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يُرَى اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَاِنَّهُ لَاَهْوَنُهُمْ عَذَابًا.

নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে যাকে আগুনের ফিতাসহ দু'টি জুতা পরানো হবে। এতে তার মাথার মগজ এমনভাবে ফুটতে থাকবে যেমন জ্বলন্ত চুলার উপর তামার পাত্র ফুটতে থাকে। সে মনে করবে তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ সেই হবে সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি' *(মুত্তাফাকু আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৩)*। দু'টি আগুনের জুতার কারণে যদি মানুষের এ অবস্থা হয় তাহলে যে ব্যক্তি সর্বদা আগুনের মধ্যে থাকবে তার অবস্থা কি হতে পারে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللهِ يَارَبِّ وَيُؤْتَى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَآ ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ وَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللهِ يَارَبِّ مَامَرَّبِى بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে দুনিয়ার সর্বাধিক সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে ডুবিয়ে তোলা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও আরাম-আয়েশ দেখেছ? পূর্বে কখনও তোমার নেয়ামতের সুখ-শান্তি অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে আমার প্রতিপালক! আমি কখনও সুখ ভোগ করিনি। তারপর জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন একজন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে, দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা কঠিন জীবন যাপন করেছিল। তখন তাকে মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে হে আদম সন্তান কখনও কঠিন সমস্যা ও কঠোরতার সম্মুখীন হয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহ্‌র কসম, হে আমার প্রতিপালক! আমি কখনও দুঃখ-কষ্টে পতিত হইনি। আর কখনও কোন কঠোর অবস্থার মুখোমুখিও হইনি' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৫)*। দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী ভোগবিলাসী ব্যক্তি যেমন জাহান্নামের শাস্তি স্পর্শ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের স্বাদ ভুলে যাবে, তেমনি দুনিয়ার সবচেয়ে দুস্থ ও কঠোর অবস্থার সম্মুখীন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের যাতনা ভুলে যাবে।

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ لَاَهْوَنُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ اَنَّ لَكَ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اَكُنْتَ تَفْتَدِى بِهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ اَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَاَنْتَ فِىْ صُلْبِ آدَمَ اَنْ لاَّتُشْرِكَ بِىْ شَيْئًا فَاَبَيْتَ الاَّ اَنْ تُشْرِكَ بِىْ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কম ও সহজতর শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তাহলে তুমি কি সমস্ত কিছুর বিনিময়ে এ শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, আদমের ঔরসে থাকাকালে এর চাইতেও সহজতর বিষয়ের হুকুম করেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক কর না, কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৬)*। হাদীছে বুঝা গেল, জাহান্নাম এমন এক কঠিন জায়গা যে, গোটা পৃথিবীর বিনিময়ে হলেও মানুষ জাহান্নাম হতে মুক্তি চাইবে। কিন্তু তার কোন কথা শুনা হবে না। অথচ দুনিয়াতে শির্‌ক মুক্ত থাকতে পারলেই একদিন জান্নাত পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى تَرْقُوَتِهِ.

সামুরা ইবনে জুন্‌দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে কোন লোক এমন হবে, যার পায়ের টাখনু পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন হবে। কারো হাঁটু পর্যন্ত কারো হবে কোমর পর্যন্ত এবং কারো হবে কাঁধ পর্যন্ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪২৭)*। মানুষ জাহান্নামে তার পাপ অনুপাতে আগুনের মধ্যে ডুবে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, سَأُرْهِقُهُ صَعُوْدًا 'অচিরেই আমি (আবু জাহলকে) প্রত্যেক অপরাধীকে আগুনের পাহাড়ে চড়াব' *(মুদ্দাছছির ১৭)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জাহান্নামে আগুনের পাহাড় থাকবে। জাহান্নামীরা সে পাহাড়ের উপর উঠবে ও নামবে। এটাও হবে এক ধরনের ভয়াবহ শাস্তি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ اِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

'যারা আমাদের আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, আমরা তাদেরকে নিঃসন্দেহে আগুনে নিক্ষেপ করব। যখন তাদের চামড়া গলে যাবে, তখন সে স্থানে অন্য চামড়া পুনরায় সৃষ্টি করে দিব, যেন তারা শাস্তির স্বাদ পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ বড় শক্তিশালী এবং কৌশলী' *(নিসা ৫৬)*।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ مَنْكِبَى الْكَافِرِ فِى النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ وَفِى رِوَايَةٍ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ اُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের উভয় ঘাড়ের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ। অপর এক বর্ণনায় আছে, কাফেরের এক একটি দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং তার গায়ের চামড়া হবে তিন দিনের পথ' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৮)*। অত্র হাদীছে জাহান্নামীদের শারীরিক গঠনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَ اشْتَكَتِ النَّارُ اِلَى رَبِّهَا فَقَالَ رَبِّ اَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ اَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سَمُوْمِهَا وَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيْرِهَا.

আবু সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন উত্তাপ বাড়বে তখন যোহরের ছালাত শীতল করে আদায় কর। কারণ উত্তাপের আধিক্য জাহান্নামের ভাপ। জাহান্নাম তার প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! উত্তাপের তীব্রতায় আমার একাংশ অপরাংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন আল্লাহ জাহান্নামকে দু'টি নিশ্বাসের অনুমতি দিলেন। বুখারীর এক বর্ণনায় আছে তোমরা যে গরম অনুভব কর তা জাহান্নামের গরম নিশ্বাসের কারণে। আর তোমরা শীত অনুভব কর তা জাহান্নামের শীতল নিশ্বাসের কারণে' *(বুখারী, তাহক্বীকে মিশকাত হা/৫৯১)*। অত্র হাদীছে বুঝা গেল জাহান্নামে যেমন আগুনের তাপে প্রচণ্ড উত্তপ্ত এলাকা রয়েছে তেমন প্রচণ্ড শীতল এলাকাও রয়েছে। আর উভয় স্থান মানুষকে কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ.

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আমি জান্নাতের প্রতি লক্ষ্য করলাম, জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী গরীব। অতঃপর জাহান্নামের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী' *(বুখারী, মুসলিম, তাহক্বীকে মিশকাত হা/৫২৩৪)*। হাদীছের মর্ম হচ্ছে মূলত নারীরা স্বামীর অকৃতজ্ঞ। সাথে

সাথে নারীরা পুরুষের জন্য এক বিপদজনক ভয়াবহ বস্তু। এরা পুরুষের ঈমান ধ্বংস করে। তাদের মান-সম্মান ধ্বংস করে। তারা নগ্ন হয়ে চলে এবং সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটায়। এজন্য আল্লাহ তাদেরকে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার পথ অবলম্বন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ اُحُدٍ وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثٍ مِثْلُ الرَّبَذَةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কাফেরদের দাঁত হবে ওহোদ পাহাড়ের ন্যায়, আর রান বা উরু হবে 'বায়যা' পাহাড়ের মত মোটা। জাহান্নামে তার বসার স্থান হচ্ছে তিন দিনের পথের দূরত্বের সমান প্রশস্ত জায়গা। যেমন মাদীনা হতে 'রাবায' নামক জায়গার দূরত্ব' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৭৪; হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩০)*।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ غِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَاَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَاِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ اُحُدٍ وَاِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা, দাঁত হবে ওহোদ পাহাড়ের সমান এবং জাহান্নামীদের বসার স্থান হবে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৭৫; হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩১)*। একজন জাহান্নামীর দাঁত ওহুদ পাহাড়ের সমান হবে। গায়ের চামড়া বিয়াল্লিশ হাত মোটা বা তিন দিনের চলার পথ পরিমাণ মোটা হবে। তার দু'কাঁধের ব্যবধান তিন দিনের চলার পথ পরিমাণ হবে। আর বসার জায়গা হবে প্রায় আড়াইশত মাইল, তাহলে জাহান্নামী ব্যক্তি কত বড় হতে পারে অনুমান করা যায়। অপর দিকে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, হাজারে ৯৯৯ জন লোক জাহান্নামে যাবে এবং প্রতিজনের বসার স্থান হবে প্রায় আড়াই শত মাইল। তাহলে জাহান্নাম কত বড় হবে তা মানুষের হিসাব করা সম্ভব নয়।

عَن نُعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ اَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ فَمَازَالَ يَقُوْلُهَا حَتَّى لَوْكَانَ فِىْ مَقَامِىْ هَذَا سَمِعَهُ اَهْلُ السُّوْقِ وَحَتَّى سَقَطَتْ خَمِيْصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ.

নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে ভীতি প্রদর্শন করছি, আমি তোমাদেরকে

জাহান্নামের আগুন হতে ভীতি প্রদর্শন করছি। তিনি এ বাক্যগুলি বার বার এমনভাবে উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকলেন যে, বর্তমানে আমি যে স্থানে বসে আছি, যদি রাসূল (ছাঃ) এ স্থান হতে উক্ত বাক্যগুলি বলতেন, তবে ঐ উচ্চ কণ্ঠ বাজারের লোকেরাও শুনতে পেত। আর তিনি এমনভাবে হেলে দুলে বাক্যগুলি বলছিলেন যে, তার কাঁধের উপর রক্ষিত চাদরখানা পায়ের উপর গড়িয়ে পড়েছিল' *(দারেমী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪৩, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মানুষকে খুব উচ্চ কণ্ঠে জাহান্নামের ভয় দেখাতেন। এমনকি বলার সময় বেখিয়াল হয়ে যেতেন। যার দরুন তার কাঁধের চাদর পড়ে যেত। অথবা শরীর ও হাত নাড়িয়ে খুব উচ্চ কণ্ঠে জাহান্নামের ভয় দেখানোর চেষ্টা করতেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَ إِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وكَذَا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'প্রকারের লোক জাহান্নামী। অবশ্য আমি তাদেরকে দেখতে পাব না। তাদের এক শ্রেণী এমন লোক হবে, যাদের হাতের মধ্যে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক। তা দ্বারা তারা মানুষকে মারধর করতে থাকবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হবে এমন সব নারী, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থেকে অপরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও অপরের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুল হবে বুখতি উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর হতে পাওয়া যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬৯)*। যেসব নারী বেহায়া-বেপর্দা হয়ে মাথার চুল প্রকাশ করে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে চলে, পুরষদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং তারাও পুরষদের দিকে আকৃষ্ট হয়, এরা সকলেই জাহান্নামে যাবে। এরা জান্নাতের গন্ধও পাবে না, যে গন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِسِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ فِى النَّارِ حَيَّاتٍ كَاَمْثَالِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ اِحْدَهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا وَاِنَّ فِى النَّارِ عَقَارِبَ كَاَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُؤْكَفَةِ تَلْسَعُ اِحْدَهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا.

আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে জাযয়ে (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামের মধ্যে খোরাসানী উটের ন্যায় বিরাট বিরাট সাপ আছে। সে সাপ একবার দংশন করলে তার বিষ ও ব্যথা চল্লিশ বছর পর্যন্ত থাকবে। আর জাহান্নামের মধ্যে এমন সব বিচ্ছু আছে যা পালান বাঁধা খচ্চরের মত। যা একবার দংশন করলে তার বিষ ব্যথার ক্রিয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৬৯১)*। জাহান্নামে শাস্তির জন্য সাপ থাকবে, যেগুলি সর্বদা জাহান্নামীকে দংশন করতে থাকবে। আর একবার দংশনের ব্যথা থাকবে ৪০ বছর।

عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلا أُنَبِّئُکُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمَظْلُوْمُوْنَ وَاَهْلُ النَّارِ کُلُّ شَدِیْدٍ جَعْظَرِیٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَکْبِرٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসীদের সংবাদ দিব না? যারা দুর্বল, অত্যাচারিত তারাই জান্নাতের অধিবাসী। আর জাহান্নামের অধিবাসী হচ্ছে প্রত্যেক যারা শক্তিশালী, কঠোর, কর্কশ ভাষী ও অহংকারী' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৪৪)*।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ الحَمِیْمُ لَیُصَبُّ عَلَی رُؤُسِهِمْ فَیَنْفُذُ الْحَمِیْمُ حَتَّی یَخْلُصَ اِلَی جَوْفِهِ فَیَسْلُتُ مَا فِیْ جَوْفِهِ حَتَّی یَمْرُقَ مِنْ قَدَمَیْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ یُعَادُ کَمَا کَانَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ফুটন্ত গরম পানি জাহান্নামীদের মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে। সে পানি তাদের পেটে পৌঁছে যাবে ফলে যা কিছু পেটে আছে সব টেনে বের করে ফেলবে। এমনকি নাড়ি ভুঁড়ি দু'পায়ের মধ্য দিয়ে গলে গলে বের হয়ে যাবে। তারপর লোকটি পুনরায় ঠিক হয়ে যাবে, যেমন পূর্বে ছিল' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৫৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, যখন জাহান্নামীদের মাথায় গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে তখন মাথাসহ পেটের নাড়ি ভুড়ি সব গলে নীচে পড়ে যাবে। এটাই তার শেষ নয়। পুনরায় তার শরীরে গোশত পূর্ণ হবে। আবার মাথায় গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে। এভাবেই তার শাস্তি হতে থাকবে।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ کُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَدْرُوْنَ مَا هَذَا قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِیْنَ خَرِیْفًا فَهُوَ یَهْوِیْ فِي النَّارِ الأَنْ حَتَّی انْتَهَی إِلَی قَعْرِهَا وَفِيْ رِوَایَةٍ قَالَ هَذَا وَقَعَ فِيْ أَسْفَلِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনলেন এবং বললেন, তোমরা কি বলতে পার এটা কিসের শব্দ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এটা একটা পাথর। আজ থেকে ৭০ বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সেটা এখন জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌঁছল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'পাথরটি জাহান্নামের নিম্নে পৌঁছল, তোমরা তার শব্দ শুনতে পেলে' *(মুসলিম হা/২৮৪৪)*।

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ انَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيْمَةَ لَتُلْقَى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَتَهْوِى فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا مَاتُفْضِى اِلَى قَرَارِهَا-

উতবা ইবনে গায্ওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'একটি বড় পাথর যদি জাহান্নামের কিনারা হতে নিক্ষেপ করা হয়, আর সে পাথর ৭০ বছর নীচে যেতে থাকে তবুও জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৬০)*।

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِىْ فِيْهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا لَايُدْرِكُ لَهَا قَعَرًا واللهِ لَتُمْلَأَنَّ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا اَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيْظٌ مِنَ الزِحَامِ.

উত্বা ইবনে গাযওয়ান হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমাদের সামনে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করা হয় যে, 'যদি জাহান্নামের উপর হতে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, সত্তর বছরেও জাহান্নামের নীচে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ্র কসম! জাহান্নামের এ গভীরতা কাফের-মুশরিক জিন ও মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে এবং এটাও বলা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার উভয় কপাটের মধ্যবর্তী জায়গা ৪০ বছরের দূরত্ব হবে। নিশ্চয়ই একদিন এমন আসবে যে, জান্নাতের অধিবাসী দ্বারা জান্নাতও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা জান্নাতের দরজার প্রশস্ততা বুঝা যায় এবং জাহান্নামের গভীরতা অনুভব করা যায়।

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ حَجَرًا يُقْذَفُ بِهِ فِىْ جَهَنَّمَ هَوَى سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا قَبْلَ أَنْ يَّبْلُغَ قَعَرَهَا.

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি একটি পাথর জাহান্নামের মুখ হতে নিক্ষেপ করা হয়, পাথরটি ৭০ বছর নীচে যেতে থাকে, তবুও জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৯৬)*।

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা জাহান্নামের এমন গভীরতা প্রমাণিত হয়, যা মানুষের আয়ত্বের বাইরে। কারণ একটি পাথর ৭০ বছর ধরে নীচে পড়তে থাকলে ঐ স্থানের গভীরতা কত হতে পারে তা অনুমান করা মানুষের পক্ষে অতীব কঠিন।

عَنْ مُجَاهِد قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَتَدْرِىْ مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ قُلْتُ لاَ قَالَ اَجَلْ وَاللهِ مَا تَدْرِىْ اَنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ اُذْنِ اَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتِقِه مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا تَجْرِى فِيْهَا اَوْدِيَةُ الْقَيْحِ وَالدَّمِ قُلْتُ اَنْهَارٌ قَالَ لاَ بَلْ اَوْدِيَةٌ ثُمَّ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ قُلْتُ لاَ قَالَ اَجَلْ وَاللهِ مَا تَدْرِى حَدَّثَنِى عَائِشَةُ اَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِه وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِه فَاَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ هُمْ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ.

মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেন, আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম, জি-না। তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ্র কসম! আপনি জানেন না। নিশ্চয়ই জাহান্নামীদের কারো কানের লতি এবং তার কাঁধের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে ৭০ বছরের পথ। তার মধ্যে চালু থাকবে পুঁজ ও রক্তের নালা। আমি বললাম, সেগুলি কি নদী? তিনি বললেন, না; বরং সেগুলি হচ্ছে নালা বা ঝর্ণা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) আবার বললেন, আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ্র কসম! আপনি জানেন না। আয়েশা (রাঃ) আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِه 'ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন আল্লাহ্র হাতের মুষ্টিতে থাকবে আর সমস্ত আকাশ তাঁর ডান হাতে পেঁচানো থাকবে' *(যুমার ৬৭)*। হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'সেদিন তারা জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫১৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা জাহান্নামের প্রশস্ততা প্রমাণিত হয়। কারণ জাহান্নামীদের কানের লতি ও কাঁধের ব্যবধান যদি ৭০ বছরের পথ হয় তাহলে ব্যক্তি কত বড় হতে পারে এবং প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন লোক যদি জাহান্নামে যায়, তবে জাহান্নাম কত বড়। তারপর আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বললেন, যেদিন আসমান-যমীন আল্লাহ হাতে গুটিয়ে নিবেন। সমস্ত মানুষ সেদিন জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে। তাহলে জাহান্নাম কত বড় এবং পুল কত বড় তা মানুষ ধারণা করতে পারবে কি?

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَتَكَلَّمُ يَقُوْلُ وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَبِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ اِلَهًا آخَرَ وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَنْطَوِى عَلَيْهِمْ فَيُقْذِفُهُمْ فِىْ غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি গ্রীবা বা গলা বের হবে, সে কথা বলবে। সে বলবে, আজ তিন শ্রেণীর মানুষকে আমার নিকট সমর্পণ করা হয়েছে। ১. প্রত্যেক অহংকারী, অবাধ্য ও জেদী মানুষকে ২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে মা'বূদ হিসাবে গ্রহণ করত অর্থাৎ শিরক করত ৩. যে ব্যক্তি মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। তারপর জাহান্নাম তাদেরকে ঘিরে ধরবে এবং জাহান্নামের গভীরতায় নিক্ষেপ করবে' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫২৩)*। জাহান্নাম উক্ত তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলবে এবং তাদের ঘিরে ধরে জাহান্নামের গভীরতায় নিক্ষেপ করবে।

عَنِ السُّدِّى قَالَ سَأَلْتُ مَرَّةَ الهَمْدَانِىَّ عَنْ قَوْلِ هَذَا وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا فَحَدَّثَنِىْ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ يَرِدُ النَّاسُ كُلُّهُمُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُوْنَ مِنْهَا بِاَعْمَالِهِمْ فَاَوَّلُهُمْ كَلَمْعِ الْبَرَقِ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيْحِ ثُمَّ كَحَضَرِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّاكِبِ ثُمَّ كَشَدِّ الرِّجَالِ ثُمَّ كَمَشْيِهِمْ.

মুফাসসির আল্লামা সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আমি একদা হামদানী (রাঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا 'আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে না' *(মারিয়াম৭১)*। হামদানী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ আমাদেরকে বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের বলেছেন, 'সকল মানুষকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে। তারা তাদের আমলের ভিত্তিতে জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। তাদের প্রথম দল পার হবে বিদ্যুৎ গতিতে, তারপরের দল পার হবে বাতাসের গতিতে, তারপরের দল পার হবে ঘোড়ার গতিতে, তারপরের দল স্বাভাবিক আরোহীর গতিতে, তারপরের দল পায়ে চলার গতিতে পার হবে' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫২৬)*। সকল মানুষকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে। মানুষ তাদের আমল অনুপাতে পার হবে। এজন্য পার হওয়ার গতি বিভিন্ন ধরনের হবে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ فَيُوْقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ

الْجَنَّة هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا قَالَ فَيَشْرَئِبُّوْنَ فَيَنْظُرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ. قَالَ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا قَالَ فَيَشْرَئِبُّوْنَ فَيَنْظُرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ. قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ قَالَ وَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّة خُلُوْدٌ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لاَ مَوْتَ. قَالَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ الأَمْرُ وَهُمْ فِىْ غَفْلَة) قَالَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ فِىْ حَدِيْثِه فِىْ غَفْلَةٍ قَالَ أَهْلُ الدُّنْيَا فِىْ غَفْلَةِ الدُّنْيَا.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে এবং জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে, তখন মরণকে সাদাকালো মিশ্রিত রঙের একটি ভেড়ার আকৃতিতে নিয়ে আসা হবে, তাকে জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে এক প্রাচীরের উপর দাঁড় করা হবে। বলা হবে, হে জান্নাতের অধিবাসী! তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উঁচু করে দেখবে এবং বলবে, হ্যাঁ আমরা চিনতে পারছি, এ হচ্ছে মরণ। তারা সকলেই তাকে দেখবে। অতঃপর বলা হবে, হে জাহান্নামের অধিবাসী! তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উঁচু করে দেখে বলবে, হ্যাঁ আমরা চিনতে পারছি, এ হচ্ছে মরণ। তারা সকলেই তাকে দেখবে। তারপর তাকে শুয়ে দিয়ে যবেহ করার আদেশ করা হবে। বলা হবে, হে জান্নাতীরা! তোমরা চিরদিন জান্নাতে থাক আর কোন দিন তোমাদের মরণ হবে না। হে জাহান্নামীরা! তোমরা চিরদিন জাহান্নামে থাক তোমাদের আর কোনদিন মরণ হবে না'। তারপর রাসূল (ছাঃ) অত্র আয়াতটি পড়লেন, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ '(হে রাসূল!) তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তারা অসাবধানতায় আছে তাই তারা ঈমান আনছে না' *(মারিয়াম ৩৯)*। তারপর হাতের ইশারা করে বললেন, 'দুনিয়াবাসীরা চায় অসাবধান থাকতে' *(আহমাদ হা/১১০৮১, সনদ ছহীহ)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَارَ اَهْلُ الْجَنَّة اِلَى الْجَنَّة وَاَهْلُ النَّارِ اِلَى النَّارِ جِئَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّة وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِىْ مُنَادِيًا اَهْلَ الْجَنَّة لَامَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا اِلَى فَرْحِهِمْ وَيَزْدَادُ اَهْلَ النَّارِ حُزْنًا اِلَى حُزْنِهِمْ.

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মরণকে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যে উপস্থিত করে তাকে যবেহ করা হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! এখানে তোমাদের আর কোন মরণ নেই। এতে জান্নাতীদের আনন্দের পর আনান্দ আরও বেড়ে যাবে, আর জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তা আরও বেশি হয়ে যাবে' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৫২)*।

৩৪. যাকাত :

যাকাত মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ধনীদের উপরে ফরয করেছেন। এটা আদায়ের জন্য তিনি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

'আর তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর এবং তোমরা স্ব-স্ব জীবনের জন্যে যে সৎকর্ম আগে প্রেরণ করেছ, তা আল্লাহ্র নিকট প্রাপ্ত হবে; তোমরা যা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ তার পরিদর্শক' *(বাক্বারাহ ১১০)*। তিনি আরো বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

'(হে নবী!) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে যাকাত গ্রহণ কর, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করে দিবে, আর তাদের জন্য দো'আ কর, নিঃসন্দেহে তোমার দো'আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তিস্বর কারণ। আর আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন' *(তওবা ১০৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা তোমাদের জন্যে ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, সেই পবিত্র বিষয় হতে খরচ কর এবং তা হতে এরূপ কলুষিত বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না, যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না এবং তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ মহা সম্পদশালী, প্রশংসিত' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*। আল্লাহ বলেন,

وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

‘আর এতে শরী‘আতের নির্ধারিত যে অংশ আছে তা ফসল কাটার দিন আদায় করে দাও, অপব্যয় কর না, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারীদের ভালবাসেন না’ *(আন‘আম ১৪১)*।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ.

আর যখন আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, ‘তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না। আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে ও আত্মীয়দের, অনাথদের ও মিসকীনদের সঙ্গে (সদ্ব্যবহার করবে), আর তোমরা লোকের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে এবং ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে। তৎপর তোমাদের মধ্যে হতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিমুখ হয়েছিলে, আর তোমরাই তো অগ্রাহ্য করো’ *(বাক্বারাহ ৮৩)*।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ- يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

‘হে মুমিনগণ! অধিকাংশ (ইহূদী ও খ্রিস্টানদের) আলিম ও ধর্মযাজকগণ মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহ্র পথ হতে বিরত রাখে, আর যারা (লোভে) স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, (হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। যে দিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাটসমূহে, পার্শ্বদেশসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে, (আর বলা হবে,) এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর’ *(তওবা ৩৪-৩৫)*।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

'আর আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় প্রতিদান হতে কিছু দান করেছেন সে বিষয়ে যারা কার্পণ্য করে, তারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, ওটা তাদের জন্যে কল্যাণকর; বরং ওটা তাদের জন্যে ক্ষতিকর; তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করেছে, উত্থান দিবসে ওটাই তাদের গলার বেড়ী হবে এবং আল্লাহ আকাশ ও যমীনের স্বত্ত্বাধিকারী এবং যা তোমরা করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন' *(আলে ইমরান ১৮০)*।

وَالَّذِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ– لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

'আর তাদের সম্পদে নির্ধারিত হক্ব আছে। ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের' *(মা'আরিজ ২৪-২৫)*।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

'(ফরয) ছাদাক্বাগুলো তো হচ্ছে শুধুমাত্র ফকীর-মিসকীনদের জন্য, আর এই ছাদাক্বা (আদায়ের) জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং যাদের মন রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় (তাদের), আর দাস মুক্ত করার কাজে এবং ঋণগ্রস্থদের (কর্য পরিশোধে), আল্লাহ্র রাস্থায় এবং মুসাফিরদের সাহায্যার্থে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে ফরয। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী অতি প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৬০)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَاب فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَة فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবালকে ইয়ামনের শাসনকর্তা করে পাঠালেন এবং বললেন, 'তুমি আহলে কিতাবদের নিকট যাচ্ছ। প্রথমে তাদেরকে এই ঘোষণা করতে আহ্বান করবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল'। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর

এক দিবা-রাত্রিতে পাঁচটি ছালাত ফরয করেছেন। তারা যদি এটাও মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে। এ ব্যাপারেও যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয়, তবে সাবধান! যাকাতে তুমি বেছে বেছে তাদের উত্তম জিনিসসমূহ নিবে না এবং বেঁচে থাকবে উৎপীড়িতের বদ্ দো'আ হতে। কেননা উৎপীড়িতের বদ্ দো'আ এবং আল্লাহ্র মধ্যে কোন আড়াল নেই' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২)*।

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟ قَالَ وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلًا وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعُضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُول اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَالْخَيْلُ؟ قَالَ الْخَيلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ وَأَمَّا الَّتِي لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِيْ مَرَجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ

الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَوْرَاثِهَا حَسَنَات وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَات قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَالْحُمُرُ؟ قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) الزلزلة.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক সোনা রূপার অধিকারী ব্যক্তিই যে তা হতে হক (যাকাত) আদায় করে না, যখন ক্বিয়ামতের দিন আসবে নিশ্চয়ই তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে এবং সে সমুদয়কে দোযখের আগুনে গরম করা হবে, তার পাঁজর, কপাল এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে। যখনই তা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা গরম করা হবে (তার সাথে এরূপ করা হবে) সেই দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তার এ শাস্তি চলতে থাকবে যাবৎ না বন্দাদের বিচার নিষ্পত্তি শেষ করা হবে। অতঃপর সে তার পথ ধরবে হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ! উট সম্পর্কে কি হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘কোন উটের অধিকারী যে তার হক আদায় করবে না, আর তার হকসমূহের মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করা (এবং অন্যদের দান করাও) এক হক। যখন ক্বিয়ামতের দিন আসবে নিশ্চয়ই তাকে এক ধুধু ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে। আর তার সে সকল উট যার একটি বাচ্চাও সে সে দিন হারাবে না; বরং সকলকে পূর্ণভাবে পাবে, তাকে তার ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকাবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে পুনরায় প্রথম দল এসে পৌঁছবে। এরূপ করা হবে সে দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, যাবৎ না আল্লাহ্র বন্দাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা শেষ হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

তৎপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ! গরু ছাগল সম্পর্কে কি হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘প্রত্যেক গরু ও ছাগলের অধিকারী যে তার হক আদায় করবে না, যখন ক্বিয়ামতের দিন আসবে নিশ্চয়ই তাকে এক ধুধু মাঠে উপুড় করে ফেলা হবে, আর তার সে সকল গরু-ছাগল তাকে শিং মারতে থাকবে এবং ক্ষুরের দ্বারা মাড়াতে থাকবে অথচ সে দিন তার কোন একটি গরু বা ছাগল শিং

বাঁকা, শিং হীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না এবং কোন গরু-ছাগলকেও সে হারাবে না। যখনই তার প্রথম দল অতিক্রম করবে শেষ দল এসে পৌঁছবে। (এরূপ করা হবে) সে দিনে যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, যাবৎ না আল্লাহ্‌র বন্দাদের বিচার-মীমাংসা শেষ হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ! ঘোড়া সম্পর্কে কি হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'ঘোড়া তিন প্রকারের। ঘোড়া করো জন্য গোনাহের কারণ, করো জন্য আবরণস্বরূপ, আর করো জন্য ছওয়াবের বিষয়। ক) যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে গোনাহের কারণ তা হল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে লোক দেখানো, গর্ব এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে। এ ঘোড়া হল তার গোনাহের কারণ। আর খ) যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে আবরণস্বরূপ তা হল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে আল্লাহ্‌র রাস্তায়, অতঃপর ভুলেনি তার সম্পর্কে ও তার পিঠ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র হক। এই ঘোড়া হল তার ইযযত-সম্মানের জন্য আবরণস্বরূপ। আর গ) যে ঘোড়া হল মালিকের পক্ষে ছওয়াবের কারণ, তা হল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে কোন চারণভূমিতে বা ঘাসের বাগানে, শুধু আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুসলমানদের দেশ রক্ষার জন্য। তখন তার সে ঘোড়া চারণভূমি অথবা বাগানের যাকিছু খাবে তার পরিমাণ তার জন্য নেকী লেখা হবে এবং লেখা হবে গোবর ও প্রস্রাব পরিমাণ নেকী। আর যদি তা আপন রশি ছিঁড়ে একটি কি দু'টি মাঠও বিচরণ করে, তাহলে নিশ্চয়ই তার পদচিহ্ন ও গোবরসমূহ পরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে। এছাড়া তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর ধারে নিয়ে যায় আর তা নদী হতে পানি পান করে অথচ তার মালিকের ইচ্ছা ছিল না। তাকে পানি পান করানো তথাপি লেখা হবে তার পানি পান পরিমাণ তার জন্য নেকী'। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাধা সম্পর্কে কি হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, গাধা বিষয়ে আমার প্রতি কিছু নাযিল হয়নি। এই স্বতন্ত্র ও ব্যাপকার্থক আয়াতটি ব্যতীত, যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, সে তার ফল পাবে, আর যে এক অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তার ফল ভোগ করবে। (অর্থাৎ গা'র যাকাত দিলে তারও ছওয়ার পাওয়া যাবে)' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ (لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ) الآيَةَ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যাকে আল্লাহ তা‘আলা মাল দান করেছেন, আর সে তার যাকাত দান করে না, ক্বিয়ামতের দিন তার মালকে তার জন্য মাথায় টাক পড়া একটি সাপস্বরূপ করা হবে, যার চক্ষুর উপর দু’টি কালো দাগ থাকবে, যাকে তার গলার বেড়ী স্বরূপ করা হবে। তা তার মুখে দুই দিক দ্বারা তাকে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সংরক্ষিত অর্থ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন, ‘যারা কৃপণতা করে থাকে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে যে মাল দান করেছেন, তা নিয়ে তারা যেন মনে না করে যে, তা তাদের জন্য উত্তম; বরং তা তাদের জন্য মন্দ। অতি শীঘ্র ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী স্বরূপ করা হবে যা তারা কৃপণতা করছে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৭৪)*।

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رضى الله عنه عن النبى ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلاَّ أُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

আবু যার গিফারী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে কোন ব্যক্তির উট, গরু-ছাগল, ভেড়া থাকবে। অথচ সে তার হক আদায় করবে না, ক্বিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাদেরকে আনা হবে তার নিকট অতি বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়। তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে নিজেদের ক্ষুর দ্বারা এবং মারতে থাকবে তাদের শিং দ্বারা। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যাবৎ না মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা শেষ হয়ে যায়’ *(মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭৫)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِىْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ইন্তিকাল করলেন, আবুবকর খলীফা নির্বাচিত হলেন এবং আরবদের মধ্যে যারা কাফের হওয়ার তারা কাফের হয়ে গেল, তখন ওমর খলীফা আবু বকরকে বললেন, কিরূপে আপনি লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে যাবৎ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে? যখন কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল, আমার হতে তার জান ও মাল রক্ষা করল। তার হিসাব আল্লাহ্র কাছে। আবু বকর বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি নিশ্চয়ই তাদের সাথে যুদ্ধ করব যারা ছালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা যাকাত মালের হক। আল্লাহ্র কসম! যদি তারা একটি বকরীর বাচ্চা আদায় করতেও আমাকে বাধা দান করে, যা তার রাসূল (ছাঃ)-কে প্রদান করত, তা হলেও আমি তার জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করব। ওমর বললেন, এখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের জন্য আবু বকরের অন্তরকে খুলে দিয়েছেন। অতঃপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, তা সত্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكُوْنُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো সংরক্ষিত মাল ক্বিয়ামতের দিন কেশহীন বিষাক্ত সাপ হবে এবং তা হতে অধিকারী পলায়ন করতে চাইবে। কিন্তু তা তাকে অনুসন্ধান করতে থাকবে যাবৎ না সে (খাদ্যরূপে) তার মুখে আপন অঙ্গলীসমূহ দেয়' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৭৯১)*।

৩৫. ছিয়াম :

ইসলামের অন্যতম রুকন হচ্ছে ছিয়াম। এটা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভের মাধ্যম। আল্লাহ এ ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের উপরও ছিয়ামকে ফরয করা হলো যেন তোমরা আল্লাহভীতি অর্জন করতে পারো' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রমাযানের ছিয়াম পালন করে তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রমাযানের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় ক্বদরের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়' (*মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৮*)।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ بْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَة ضِعْف قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى الاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِيْ بِه يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِه وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّه، وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَأٌ صَائِمٌ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের নেক আমল বাড়ানো হয়ে থাকে। প্রত্যেক নেক আমল দশগুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত পৌঁছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তবে ছিয়াম ব্যতীত। কারণ ছিয়াম আমারই জন্য পালন করা হয় এবং তার প্রতিদান আমিই দিব। সে আমার জন্য স্বীয় প্রবৃত্তি ও খাদ্য-পানি ত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি প্রধান আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি জান্নাতে আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয়ই ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মিশকের খুশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। ছিয়াম হচ্ছে মানুষের জন্য (জাহান্নাম হতে রক্ষার) ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো ছিয়াম পালনের দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলে আমি একজন ছিয়াম পালনকারী' (*মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯*)।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَة مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلم يفتح مِنْهَا بَاب الْجَنَّة فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِيْ مُنَاد يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أقصر ن وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةً.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রমাযান মাসের প্রথম রাত্রি আসে, শয়তান ও অবাধ্য জিন সকলকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, অতঃপর তার কোন দরজাই খোলা হয় না

এবং জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়, অতঃপর তার কোন দরজাই বন্ধ করা হয় না। এ মাসে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, হে কল্যাণের অন্বেষণকারী অগ্রসর হও, হে মন্দের অন্বেষণকারী থাম। আল্লাহ তা'আলা এই মাসে বহু ব্যক্তিকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেন, আর এটা প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৬০)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ... فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে, যার নাম রায়্যান। ক্বিয়ামতের দিন সে দরজা দিয়ে ছিয়াম পালনকারীরা প্রবেশ করবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তারা প্রবেশ করলে সে দরজা বন্ধ করা হবে। আর কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী হা/১৮৯৬; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৯৭৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِيْنٌ مِنَ النَّارِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়াম হচ্ছে জাহান্নাম হতে বাঁচার ঢাল এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার সুদৃঢ় দুর্গ' *(আহমাদ হা/৯২১৪; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৯৮০)*।

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ هُوَ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ.

জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়াম হচ্ছে জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল, যা দ্বারা বান্দাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে। আর সেটা আমার জন্য এবং আমি নিজে এর প্রতিদান প্রদান করব' *(আহমাদ হা/১৫২৯৯; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৯৮১)*।

عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَاب الْخَيْرِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ.

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে কল্যাণের সব দরজার কথা বলে দিব না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! বলুন, তিনি বললেন, 'ছিয়াম হচ্ছে ঢালস্বরূপ এবং দান পাপ মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়' *(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৯৮৩)*।

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِىْ بِعَمَلٍ. قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِىْ بِعَمَلٍ. قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِىْ بِعَمَلٍ. قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ.

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে একটি আমলের কথা বলুন। তিনি বললেন, 'তুমি ছিয়াম পালন কর। ইবাদতের জগতে ছিয়ামের সমপর্যায়ের কোন ইবাদত নেই'। আমি আবার বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে একটি আমলের কথা বলুন। তিনি বললেন, 'তুমি ছিয়াম পালন কর। ইবাদতের জগতে ছিয়ামের সমপর্যায়ের কোন ইবাদত নেই'। আমি আবারও বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে একটি আমলের কথা বলুন। তিনি বললেন, 'তুমি ছিয়াম পালন কর। ইবাদতের জগতে ছিয়ামের দৃষ্টান্ত কোন ইবাদত নেই' *(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৯৮৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়াম রাখ তোমরা চাঁদ দেখে এবং ছিয়াম খুলবে (শাওয়ালের) চাঁদ দেখে। যদি মেঘের কারণে তা গোপন থাকে তোমাদের প্রতি, তবে পূর্ণ করবে শা'বান ত্রিশ দিনে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭০)*।

عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتُهِلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِىْ آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. قَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَفَلاَ تَكْتَفِىْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

কুরাইব (রহঃ) বলেন, হারেছের মেয়ে উম্মু ফাযল তাকে সিরিয়ায় মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া আসলাম এবং উম্মুল ফাযলের প্রয়োজনীয় কাজ করলাম। ইতিমধ্যে রামাযানের চাঁদ উঠল, তখন আমি সিরিয়াতেই রয়েছি। অতঃপর আমরা জুম'আর রাতে চন্দ্র দেখলাম। তারপর আমি মাসের শেষে মদীনায় চলে আসলাম। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে চন্দ্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করলেন। তিনি বললেন, তোমরা কখন চন্দ্র দেখেছ? আমি বললাম, আমি জুম‘আর রাতে চন্দ্র দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি কি নিজে দেখেছ? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। আমি নিজে দেখেছি এবং জনগণও দেখেছে। তারা ছিয়াম রেখেছে এবং তিনিও ছিয়াম রেখেছেন। তখন তিনি বললেন, আমরা শনিবার রাতে চন্দ্র দেখেছি। আমরা ত্রিশদিন পর্যন্ত্ম ছিয়াম পালন করে যাব। অথবা আমরা চন্দ্র উঠেছে তা স্পষ্ট দেখব। তখন আমি বললাম, মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর চন্দ্র দেখা এবং তার ছিয়াম পালন করা কি যথেষ্ট হবে না? তিনি বললেন, না। তার চন্দ্র দেখা আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে এটাই আদেশ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/২৩৩২; তিরমিযী হা/৬৯৩)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর কোন এক দেশে চন্দ্র দেখা গেলে সারা বিশ্বে একদিনে ঈদ করা জায়েয হবে না। বরং বিভিন্ন দিনে ঈদ হবে এটাই সুন্নাত। যারা একদিনে ঈদ করে, তারা মানুষের মতামতের অনুসরণ করে মাত্র *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৪৯৬ পৃঃ)*। আল্লাহ তাদের সঠিক বুঝার তাওফীক দান করুন- আমীন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِيْ تَمَامَ الثَّلَاثِيْنَ يَعْنِيْ مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلَاثِيْنَ.

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমরা উম্মি বা নিরক্ষর জাতি। লিখতেও পারি না, হিসাবও রাখতে জানি না। মাস হয় এই, এই ও এইতে (এই বলে তিনি দুই হাতের দশ আঙ্গুল তিনবার দেখালেন) এবং তৃতীয় বারে (এক হাতের) বুড়া আঙ্গুল বন্ধ রাখলেন। অতঃপর বললেন, মাস হয় এই, এই ও এইতে। অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিনে, অর্থাৎ একবার ঊনত্রিশ দিনে আরেকবার ত্রিশ দিনে’ *(মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭১)*।

عَنْ أُمِّ سَلمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.

উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমি কখনও নবী করীম (ছাঃ)-কে দু’মাসের ছিয়াম এক সাথে রাখতে দেখিনি শা‘বান ও রমাযান ব্যতীত’ *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৭৬, সনদ ছহীহ)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بركَة.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাহরী খাবে। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮২)*।

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের ছিয়াম ও আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টানদের) ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হল সাহারী খাওয়া' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৩)*।

عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ কল্যাণের সাথে থাকবে যতকাল তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮৪)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَى حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) (মাগরিবের) ছালাত পড়ার পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত, শুকনা খেজুর দ্বারাই ইফতার করতেন। যদি শুকনা খেজুরও না থাকত, তবে কয়েক কোশ পানি খেতেন' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯১)*।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন ছায়েমকে ইফতার করিয়েছে অথবা কোন গাযীকে জিহাদের সামগ্রী দান করেছে, তার জন্যও তার অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৯২)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন ইফতার করতেন বলতেন, 'তৃষ্ণা দূর হল, শিরা উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চান তো ছওয়াব নির্ধারিত হল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘দ্বীন জয়ী থাকবে যতকাল লোকেরা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। কেননা ইহুদী ও নাছারারা দেরিতে ইফতার করে’ *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)।*

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা আচরণ ছাড়েনি, তার খানাপিনা ছেড়ে দেওয়াতে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই’ *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৯৯)*। অর্থাৎ যারা ছিয়াম পালন করে মিথ্যা কথা বলে, তারা দিনে খাদ্য খেলে বা না খেলে আল্লাহ্র কিছু আসে যায় না। কারণ সে নেকী পাবে না।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى.

আনাস ইবনে মালেক কা‘বী (রাঃ) (আনাস ইবনে মালেক নন) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা মুসাফির হতে (চিরতরে) অর্ধেক ছালাত এবং মুসাফির, স্তন্যদানকারিণী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক হতে (আপাতত) ছিয়াম উঠিয়ে দিয়েছেন’ *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২০২৫)*। স্তন্যদানকারিণী ও গর্ভবতী নারী অন্যকে খাওয়াতে পারে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهَرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِيْ شَعْبَانَ. مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيْلاً.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম রাখতে থাকতেন যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি আর ছিয়াম ছাড়বেন না। এভাবে তিনি ছিয়াম ছাড়তে আরম্ভ করতেন, যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি বুঝি আর (এ মাসে) ছিয়াম রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কখনও রামাযান ছাড়া পূর্ণ মাস ছিয়াম রাখতে দেখিনি এবং

এই শা‘বান অপেক্ষা কোন মাসে অধিক ছিয়াম রাখতেও দেখিনি। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পূর্ণ শা‘বান মাসেই ছিয়াম রাখতেন। অর্থাৎ কয়েক দিন ব্যতীত পূর্ণ শা‘বান ছিয়াম রাখতেন' *(মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২০৩৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلَوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَوةُ اللَّيْلِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘রমাযানের পর আল্লাহ্‌র মাস মুহাররমের ছিয়ামই শ্রেষ্ঠ এবং ফরয ছালাতের পর রাতের ছালাতই শ্রেষ্ঠ ছালাত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯)*।

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حِينَ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِه قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ.

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আশুরার দিনে ছিয়াম রাখলেন এবং তাতে ছিয়াম রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন, ছাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! এই দিনকে তো ইহুদী ও নাছারারা সম্মান করে! তখন তিনি বললেন, ‘যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি নিশ্চয়ই আমি নবম তারিখেও ছিয়াম রাখব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪১)*।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ قَوْلِه فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ غَضَبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِه فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُوْمُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيْقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّيْ طُوِّقْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّه صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ

الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কিরূপে ছিয়াম রাখেন (বলুন, যাতে আমি তার অনুসরণ করতে পারি)? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উপর বেশ রাগ করলেন। ওমর যখন তাঁর রাগ দেখলেন বললেন, আল্লাহকে পরওয়ারদেগার রূপে, ইসলামকে দ্বীন রূপে এবং মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে নবী রূপে পেয়ে আমরা খুশী হয়েছি। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাচ্ছি আল্লাহ্‌র ক্রোধ এবং তাঁর রাসূলের ক্রোধ হতে। ওমর (রাঃ) এই বাক্যগুলি বরাবর বলতে থাকলেন, যাতে তাঁর ক্রোধ থেমে গেল। অতঃপর ওমর জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার কাজ কেমন, যে সারা বছর ছিয়াম রাখে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'সে ছিয়াম রাখে না এবং ছিয়াম ছাড়াও থাকে না'। অথবা তিনি বললেন, 'সে ছিয়াম রাখেওনি এবং ছিয়াম ছাড়েওনি'। পুনরায় ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! তার কাজ কেমন, যে দুই দিন ছিয়াম রাখে এবং এক দিন ছিয়াম ছাড়ে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এরূপ রাখতে সক্ষম হয় কি কেউ'? অতঃপর ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তার কাজ কেমন, যে একদিন ছিয়াম রাখে আর এক দিন ছিয়াম ছাড়ে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এটা দাঊদ নবীর ছিয়াম'। পুনরায় ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তার কাজ কেমন, যে একদিন ছিয়াম রাখে এবং দুইদিন ছাড়ে? তিনি বললেন, আমি কামনা করি যে, আমাকে এরূপ শক্তি দেয়া হোক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'প্রত্যেক মাসের তিন দিন এবং এ রামাযান হতে ঐ রামাযান, এটা হল পূর্ণ বছরের ছিয়াম। আর আরাফার দিনের ছিয়াম, আমি আশা করি, আল্লাহ্‌র নিকট তা মুছে দিবে তার পূর্বের বছরের ও পরের বছরের গোনাহ্ এবং আশুরার ছিয়াম- আমি আশা করি, আল্লাহ্‌র নিকট তা মুছে দিবে তার পূর্বেকার বছরের গোনাহ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*।

عنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتبَعَهُ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রমাযানের ছিয়াম পালন করল, অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন পূর্ণ এক বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَصُوْمُ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ الاَّ أَنْ يَّصُوْمَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُوْمَ بَعْدَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যেন শুধু জুম‘আর দিনে ছিয়াম না রাখে, এ দিনের পূর্বে বা পরে ছিয়াম পালন ব্যতীত’ *(মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২০৫১)।*

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হতে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন’ *(মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২০৫৩)।*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবারে ছিয়াম রাখতেন’ *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৫)।*

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالخَمِيْسِ فَاَحَبُّ أَنْ يُّعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল সমূহ (আল্লাহ্র দরবারে) পেশ করা হয়। অতএব আমি চাই যে, আমার আমল পেশ করা হোক আমার ছিয়াম রত অবস্থায়’ *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৬)।*

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন ছিয়াম রাখে, আল্লাহ্ তার মধ্যে ও জাহান্নামের মধ্যে একটি পরিখা সৃষ্টি করেন, যার (এক পার হতে অপর পারের) দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্ব সমান হবে’ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৬৪)।*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ تَصُوْمُوْنَهُ؟ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ أَنْجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوْسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (হিজরত করে) মদীনায় আগমন করে, ইহুদীদেরকে দেখলেন, তারা আশুরার তারিখে ছিয়াম রাখে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এই যে দিন যাতে তোমরা ছিয়াম রাখ, এটা কী? তারা বলল, এটা একটি মহান দিন। এতেই আল্লাহ্ তা'আলা মূসা ও তাঁর কওমকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফের'আউন ও তার কওমকে নিমজ্জিত করেছেন। অতএব মূসা এর শুকরিয়া স্বরূপ ছিয়াম রেখেছিলেন অতঃপর আমরাও রাখি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমরাই তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিকতর আপন ও হকদার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটাতে (পূর্ববৎ) ছিয়াম রাখলেন এবং আমাদেরকেও ছিয়াম রাখতে নির্দেশ দিলেন' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২০৬৭)*।

৩৬. হজ্জ :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ.

'আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা সেসব মানুষের অবশ্য কর্তব্য, যারা শারীরিক ও আর্থিকভাবে ঐ পথ অতিক্রমে সমর্থ এবং যদি অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে মুখাপেক্ষিহীন' *(আলে ইমরান ৯৭)*।

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوْنِ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ.

'হজ্জের মাসগুলো নির্ধারিত; অতএব কেউ যদি ঐ মাসগুলোর মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে, তবে সে হজ্জের মধ্যে সহবাস, অশালীনকর্ম ও কলহ করতে পারবে না এবং তোমরা যে কোন সৎকর্ম কর না কেন, আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন। আর তোমরা (নিজেদের) পাথেয় সঞ্চয় করে নাও। বস্তুতঃ নিশ্চিত উৎকৃষ্টতম

পাথেয় হচ্ছে আল্লাভীতি এবং হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর' *(বাক্বারাহ ১৯৭)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُّعْتِقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিনে অন্যদিনের চেয়ে বেশী মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। তিনি সেদিন তাদের অতি নিকটবর্তী হন এবং তাদের নিয়ে ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন এবং বলেন এরা কি চায় বল? তারা যা চায় আমি তাই দিব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৯৪; বাংলা মিশকাত হা/২৪৭৮)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আরাফার দিন প্রচুর মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়। সেদিন মানুষ আল্লাহর কাছে যা চাইবে তিনি তাই দান করবেন। সেদিন আল্লাহ মানুষকে দেয়ার জন্য খুব নিকটবর্তী হয়ে যান।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হাজারে আসওয়াদ যখন জাহান্নাম থেকে অবতীর্ণ হয় তখন দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের গুনাহ তাকে কাল করে দিয়েছে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫৭৭; বাংলা মিশকাত হা/২৪৬২)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, লাঠি, হাত বা ইশারা করে যে কোনভাবে হাজারে আসওয়াদকে চুমা দিতে পারলে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। গোনাহ্‌র খারাপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যার প্রমাণ এই পাথর।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْحَجَرِ وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে উঠাবেন, তখন তার দু'টি চোখ হবে যদ্দারা তা দেখবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে যদ্দারা তা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুম্বন করেছে তার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে' *(তিরমিযী, বাংলা মিশকাত হা/২৪৬৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا، قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি বলেলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করা'। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল তারপর কি? রাসূল বললেন, 'আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা'। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কি? তিনি বললেন, 'কবুলকৃত হজ্জ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৬)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সবচেয়ে উত্তম আমল হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস রাখা। দ্বিতীয় উত্তম আমল হল আল্লাহর পথে জিহাদ করা। তৃতীয় উত্তম আমল হল কবুল হজ্জ, যার বিনিময় হল জান্নাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজ্জ করল এবং এ হজ্জের মধ্যে কোন অশ্লীল কথা ও কর্মে লিপ্ত হল না, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৭; বাংলা মিশকাত হা/২৩৯৩)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, হজ্জ পাপ মোচনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। হজ্জ কবুল হলে মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ হয়ে যায়। আর এ হজ্জের পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ওমরা অপর ওমরা পর্যন্ত কাফফারা স্বরূপ এবং কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮; বাংলা মিশকাত হা/২৩৯৪)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, একবার ওমরা করার পর আর একবার ওমরা করলে মধ্যবর্তী গুনাহ সমূহ মুছে যাবে। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত। হজ্জ কবুল হলে আল্লাহ তাকে নিঃসন্দেহে জান্নাত দান করবেন। কারণ এটাই তার চূড়ান্ত প্রতিদান।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً-

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযান মাসের ওমরা হজ্জের সমান' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৯; বাংলা মিশকাত হা/২৩৯৫)*। এ হাদীছ দ্বারা জানা যায় যে, রামাযান মাসে ওমরা করলে কবুল হজ্জের সমান নেকী দেয়া হবে। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ-

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা হজ্জ ও ওমরা একসাথে কর। কেননা হজ্জ ও ওমরা এমনভাবে দরিদ্রতা ও গুনাহ দূর করে, যেভাবে কামারের হাঁপর লোহা ও সোনা-রূপার মরিচা দূর করে। কবুল হজ্জের ছওয়াব জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছুই নয়' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫২৪; বাংলা মিশকাত হা/২৪১০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, হজ্জ-ওমরা একসাথে করা ভাল। যার নাম কেরান। তবে ওমরা করার পরও হজ্জ করা যায়, যার নাম তামাত্তু। কামারের হাঁপর যেভাবে আগুনের সাহায্যে লোহা এবং সোনা-রূপার মরিচা দূর করে দেয়, তেমনি হজ্জ ও ওমরা মানুষের গুনাহ মুছে দেয়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হজ্জের চূড়ান্ত প্রতিদান জান্নাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَفْدُ اللهِ ثَلاَثَةٌ الْغَازِيْ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তিন ব্যক্তি আল্লাহর যাত্রী। গাযী, হাজী ও ওমরা পালনকারী' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫৩৭; বাংলা মিশকাত হা/২৪২২)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা হজ্জ ও ওমরা পালন করে তারা আল্লাহর দল বা দূত কিংবা আল্লাহর পথের যাত্রী।

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَفْعَلُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ

طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوْعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً-

তাবেঈ ওবায়দ ইবনু ওমায়ের হতে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর প্রতি যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের অপর কাউকে তার প্রতি এরূপ ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখিনি। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি যদি এরূপ করি, তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তাদের স্পর্শ করা গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। রাসূল (ছাঃ)-কে আরো বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর চার দিকে সাত পাক ঘুরবে এবং তা পূর্ণ করবে, তার জন্য গোলাম আযাদের সমপরিমাণ নেকী হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি তাওয়াফের সময় যতবার পা উঠাবে বা নামাবে ততবার আল্লাহ একটি গুনাহ ক্ষমা করবেন ও একটি নেকী নির্ধারণ করবেন' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী মিশকাত হা/২৫৮০; বাংলা মিশকাত হা/২৪৬৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করলে গুনাহ মাফ হয়। তাওয়াফের সময় প্রত্যেক পদক্ষেপে একটি করে গুনাহ মাফ হয় এবং একটি করে নেকী লেখা হয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابُوْهُ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'হজ্জ ও ওমরাকারীগণ হচ্ছে আল্লাহর দাওয়াতী যাত্রীদল। অতএব তারা যদি তাঁর কাছে দো'আ করেন, তিনি তা কবুল করেন এবং যদি তাঁর নিকট ক্ষমা চান, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন' *(ইবনু মাজাহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪২১)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَا يَزِيْدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মাথার কেশ জড়ান অবস্থায় বলতে শুনেছি, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ 'প্রভু হে! আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান

আছি, তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, সমস্ত প্রশংসা ও সমস্ত নে'মত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার; তোমার কোন শরীক নেই। তিনি এই কয়টি কথার অধিক কিছু বলেননি' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪২৬)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّيْ إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِيْنِه أَوْ عَنْ شِمَالِه مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا-

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যে কোন মুসলমান তালবিয়া বলে, তার সাথে তালবিয়া বলে যা তার ডানে-বামে আছে, পূর্ব-পশ্চিমের সীমা পর্যন্ত-পাথর, গাছ বা মাটির ঢেলা' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪৩৫)*।

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় নয় বছর অতিবাহিত করলেন হজ্জ না করে, অতঃপর দশম বছর লোকের মধ্যে ঘোষণা করা হল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ বছর হজ্জে যাবেন। সুতরাং মদীনায় বহু লোক আগমন করল। অতঃপর আমরা তাঁর সাথে হজ্জে রওয়ানা হলাম এবং যখন যুলহুলায়ফা পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন (আবু বকরের স্ত্রী) আসমা বিনতু উমাইস মুহাম্মাদ ইবনু আবু বকরকে প্রসব করলেন। অতএব আসমা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, এখন আমি কি করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি গোসল কর এবং কাপড়ের নেকড়া দ্বারা কষে লেঙ্গুট পর, তৎপর এহরাম বাঁধ। জাবের (রাঃ) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে (দুই রাক'আত) ছালাত পড়লেন, অতঃপর কাছওয়া উটনীতে সওয়ার হলেন। অবশেষে যখন বায়দা নামক স্থানে উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত তালবিয়া পড়িলেন- لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

জাবের (রাঃ) বলেন, তখন আমরা হজ্জ ছাড়া কিছুর নিয়ত করিনি, আমরা ওমরের কথা জানতাম না। অবশেষে যখন আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহর হেরেমে পৌঁছলাম, তিনি 'হাজারে আসওয়াদে' হাতে স্পর্শ করে চুমা দিলেন, অতঃপর সাত পাক বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করলেন; তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করলেন এবং চার পাক স্বাভাবিকভাবে চললেন। অতঃপর 'মাকামে ইবরাহীম'-এর দিকে অগ্রসর হলেন এবং কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, 'এবং মাকামে ইবরাহীমকে ছালাতের স্থানে পরিণত কর'। এ সময় রাসূল (ছাঃ) দু'রাক'আত ছালাত পড়লেন মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও বায়তুল্লাহর মধ্যখানে রেখে।

অপর বর্ণনায় আছে, ঐ দুই রাক'আতে রাসূল (ছাঃ) সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ও 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' পড়েছিলেন। অতঃপর হাজারে আসওয়াদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাকে স্পর্শ করে চুমা দিলেন। তৎপর দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হলেন এবং যখন ছাফার নিকটে পৌঁছলেন। তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, 'নিশ্চয়ই ছাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত'। আর বললেন, আমি সেটা থেকে শুরু করব, যেখান থেকে আল্লাহ শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি ছাফা হতে আরম্ভ করলেন এবং তার উপরে চড়লেন, যাতে তিনি আল্লাহর ঘর দেখতে পেলেন। তখন তিনি ক্বিবলা অর্থাৎ আল্লাহর ঘরের দিকে ফিরে আল্লাহ্‌র তাওহীদের ঘোষণা করলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই শাসন এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাকী সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন। এটা তিনি তিনবার বললেন এবং এদের মধ্যখানে কিছু দো'আ করলেন। অতঃপর ছাফা হতে অবতরণ করলেন এবং ত্বরিতে মারওয়া অভিমুখে হেঁটে চললেন, যতক্ষণ না তাঁর পা উপত্যকা সমতলে গিয়ে ঠেকল। অতঃপর তিনি দৌড়ে চললেন, যতক্ষণ না উপত্যকা অতিক্রম করলেন। যখন চড়াইতে উঠলেন স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চললেন, যতক্ষণ না মারওয়া পৌঁছলেন। তথায় তিনি ঐরূপই করলেন, যেরূপ ছাফার উপর করেছিলেন। এমনকি যখন মারওয়ার শেষ চলা সমাপ্ত হল, মারওয়ার উপর দাঁড়িয়ে লোকদের সম্বোধন করলেন, আর লোকেরা ছিল তখন নীচে। তিনি বললেন, যদি আমি আমার ব্যাপারে পূর্বে বুঝতে পারতাম, যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি, তাহলে কখনও আমি কুরবানী পশু সঙ্গে আনতাম না এবং একে ওমরার রূপ দান করতাম। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার সঙ্গে কুরবানীর পশু নেই সে যেন এহরাম খুলে ফেলে এবং একে ওমরায় রূপ দান করে। এসময় সুরাকা ইবনু মালেক ইবনে জুশুম দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এটা কি আমাদের এ বছরের জন্যই, না চিরকালের জন্য? তখন রাসূল (ছাঃ) স্বীয় হাতের আঙ্গুল সমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দু'বার বললেন, ওমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করল। না, বরং চিরকালের জন্য, চিরকালের জন্য।

এ সময় আলী (রাঃ) ইয়ামন হতে (তিনি তথায় বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন) নবী করীম (ছাঃ)-এর কুরবানীর পশু নিয়ে আসলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এহরাম বেঁধেছিলে কিসের? তিনি বললেন, আমি এরূপ বলেছি, হে আল্লাহ! এহরাম বাঁধছি যেভাবে এহরাম বেঁধেছেন তোমার রাসূল। তখন রাসূল বললেন, তবে তুমি এহরাম খুল না। কেননা আমার সাথে কুরবানীর

পশু রয়েছে। জাবের বলেন, যে সকল পশু আলী ইয়ামন হতে এনেছিলেন, আর যা নবী করীম (ছাঃ) নিজে সাথে এনেছিলেন তা একত্রে হল একশত। জাবের বলেন, সুতরাং নবী করীম (ছাঃ) এবং যাদের সাথে তাঁর ন্যায় কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত সবাই এহরাম খুলে ফেলল এবং মাথা ছাঁটাল। অতঃপর যখন (৮ যিলহজ্জ) তারবিয়ার দিন আসল, (যারা এহরাম খুলে ফেলেছিলেন তারা) সবাই নতুনভাবে এহরাম বাঁধলেন এবং মিনার দিকে রওয়ানা হলেন এবং নবী করীম (ছাঃ)ও সওয়ার হয়ে গেলেন এবং তথায় যোহর-আছর, মাগরিব-এশা ও ফজরের ছালাত পড়লেন। অতঃপর তথায় সামান্য সময় অপেক্ষা করলেন, যাতে সূর্য উঠল। এসময় তিনি হুকুম করলেন, কেউ গিয়ে যেন নামিরায় তাঁর জন্য একটি পশমের তাঁবু টানায় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেদিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন কুরাইশরা জাহেলিয়াতে করত (এবং সাধারণের সাথে আরাফাতে অবস্থান করবেন না, যাতে তাদের মান হানি হয়); কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলেন, যতক্ষণ না আরাফার নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন এবং দেখলেন, তথায় নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটান হয়েছে। সুতরাং তিনি সেখানে অবতরণ করলেন (ও অবস্থান গ্রহণ করলেন)। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে পড়ল তিনি তাঁর কাছওয়া উটনী সাজাতে আদেশ দিলেন, আর তা সাজানো হল এবং তিনি ‘বাতনে ওয়াদী’ বা আরানা উপত্যকায় পৌঁছলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন,

‘তোমাদের একের জান ও মাল তোমাদের অপরের প্রতি (সকল দিনে, সকল মাসে, সকল স্থানে) হারাম, যেভাবে এদিনে, এ মাসে, এ শহরে হারাম। শুন, মূর্খতার যুগের সকল অপকর্ম রহিত হল এবং মূর্খতার যুগের রক্তের দাবীসমূহও রহিত হল, আর আমাদের রক্তের দাবীসমূহের যে দাবী আমি প্রথমে রহিত করলাম, তা হল (আমার নিজ বংশের আয়াশ) ইবনু রবী‘আ ইবনে হারেছের রক্তের দাবী। সে বনী সা‘দ গোত্রে দুধপান অবস্থায় ছিল, এমন অবস্থায় হুযাইল ইবনু হারেছের লোকেরা তাকে হত্যা করে। এভাবে মূর্খতার যুগের সুদ রহিত হল। আর আমাদের সুদসমূহের যে সুদ আমি প্রথমে রহিত করলাম, তা হল (আমার চাচা) আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। তা সমস্ত রহিত হল।

দ্বিতীয় কথা হল, ‘তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ আল্লাহর জামানতে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাদের গুপ্ত অঙ্গকে হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের হক হল, তারা যেন তোমাদের জেনান মহলে অপর কাউকেও যেতে না দেয়, যা তোমরা অপসন্দ করে থাক। যদি তারা তা করে, তবে তাদেরকে মারবে অকঠোর মারা আর তোমাদের উপর তাদের হক হল, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে (বাসস্থানসহ)।

তৃতীয় কথা হল, ‘আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা ধরে থাক, তবে তোমরা আমার পর কখনও বিপথগামী হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত’।

হে লোকসকল! তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন কি বলবে? তারা উত্তরে বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। তখন তিনি আপন শাহাদত অঙ্গুলী আকাশের দিকে উঠিয়ে এবং তা দ্বারা মানুষের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক।

অতঃপর বেলাল আযান দিলেন ও একামত বললেন এবং রাসূল (ছাঃ) যোহর পড়লেন। বেলাল পুনরায় একামত বললেন এবং রাসূল (ছাঃ) আছর পড়লেন এবং তাদের মধ্যখানে অপর কোন নফল পড়লেন না। তৎপর তিনি কাছওয়া উটনীতে সওয়ার হয়ে মাওকেফে (অবস্থানস্থলে) পৌঁছলেন এবং তার পিছন দিক (জাবালে রহমতের নীচে) পাথরসমূহের দিকে এবং হাবলুল মাশাতকে আপন সম্মুখে করে ক্বিবলার দিকে হলেন। এভাবে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ না সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল এবং পিত্তাভ বর্ণ কিছুটা চলে গেল। অবশেষে সূর্য গোলক সম্পূর্ণ নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর তিনি উসামাকে স্বীয় সওয়ারীর পিছনে বসালেন এবং সওয়ারী চালাতে লাগলেন যতক্ষণ না মুযদালিফায় পৌঁছলেন। তথায় তিনি এক আযান ও দুই একামতের সাথে মাগরিব ও এশা পড়লেন এবং তাদের মধ্যখানে কোন নফল পড়লেন না। অতঃপর শুয়ে থাকলেন, যতক্ষণ না উষা উদয় হল। তৎপর যখন উষা পরিষ্কার হয়ে গেল আযান ও একামতের সাথে ফজরের ছালাত পড়লেন। অতঃপর তিনি কাছওয়ায় সওয়ার হলেন, যাতে তিনি মাশ‘আরুল হারাম নামক স্থানে পৌঁছলেন। তথায় তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দো‘আ করলেন, তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করলেন, কালেমায়ে তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। তিনি তথায় দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন, যতক্ষণ না আকাশ খুব ফর্সা হয়ে গেল। অতঃপর তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বেই সওয়ারী চালিয়ে দিলেন এবং (স্বীয় চাচাত ভাই) ফযল ইবনু আব্বাসকে সওয়ারীর পিছনে বসালেন, যাতে তিনি ‘বাতনে মুহাসসির’ নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সওয়ারীকে কিছু উত্তেজিত করলেন। অতঃপর তিনি মধ্যম পথ ধরলেন যা বড় জামরার দিকে গিয়েছে। সুতরাং তিনি ঐ জামরার নিকট পৌঁছলেন, যা গাছের নিকটে আছে এবং বাতনে ওয়াদী অর্থাৎ নীচের খালি জায়গা হতে তার উপর সাতটি কাঁকর মারলেন, মর্মর দানার মত কাঁকর এবং প্রত্যেক কাঁকরের সাথে আল্লাহু আকবার বললেন। অতঃপর সেখান হতে ফিরলেন কুরবানীর স্থানের

দিকে এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি উট কুরবানী করলেন, আর যা বাকী থাকল তা আলীকে দিলেন। তিনি তা কুরবানী করলেন। তিনি স্বীয় পশুতে আলীকেও শরীক করলেন। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যাতে প্রত্যেক পশু হতে কিছু অংশ নেওয়া হয় এবং একত্রে পাকনো হয়। তদানুযায়ী একটি ডেগে তা পাকানো হল এবং তাঁরা উভয়ে তার গোশত খেলেন ও শুরুয়া পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সওয়ার হলেন এবং বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং মক্কায় গিয়ে যোহর পড়লেন। অতঃপর তিনি (আপন গোত্র) বনী আব্দুল মুত্তালিবের নিকট পৌঁছলেন, যারা যমযমের পাড়ে দাঁড়িয়ে লোকদের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি তাদেরকে বললেন, হে বনী আব্দুল মুত্তালিব! টান, টান, যদি আমি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোক তোমাদেরকে পরাভূত করে দিবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি টানতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিলেন এবং তা হতে তিনি কিছু পান করলেন’ *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২৪৪০)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَبَدَأَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِّنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِيْنَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ. أَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে তামাত্তু‘ করেছিলেন হজ্জের সাথে ওমরা মিলিয়ে। তিনি যুলহুলায়ফা হতে কুরবানীর পশু

সাথে নিলেন এবং প্রথমে তালবিয়া বললেন ওমরার, অতঃপর তালবিয়া বললেন, হজ্জের। সুতরাং লোকেরাও তামাত্তু' করল নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে হজ্জের সাথে ওমরা মিলিয়ে। তাদের মধ্যে কেউ কুরবানীর পশু সঙ্গে নিল আর কেউ তা সাথে নিল না। অতঃপর যখন নবী করীম (ছাঃ) মক্কায় পৌঁছলেন, লোকদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে এনেছে, সে যেন হালাল মনে না করে এমন কোন বিষয়কে, যা (এহরামের কারণে) তার প্রতি হারাম হয়ে গিয়েছে, যতক্ষণ না সে স্বীয় হজ্জ সম্পন্ন করে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে আনেনি, সে যেন বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সাঈ করে এবং মাথা ছাঁটিয়ে হালাল হয়ে যায়। অতঃপর হজ্জের এহরাম বাঁধে এবং কুরবানীর পশু নেয়। আর যে কুরবানীর পশু নিতে পারবে না, সে যেন তিন ছিয়াম রাখে হজ্জের মওসুমে আর সাত দিন যখন বাড়ীতে ফিরে যাবে।

অতএব রাসূল প্রথমে ওমরার জন্য বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন, যখন মক্কায় পৌঁছলেন এবং হাজারে আসওয়াদে চুমা দিলেন। তিনি তওয়াফে তিনবার জোরে চললেন আর চারবার স্বাভাবিক হাঁটলেন। যখন তিনি বায়তুল্লাহর তওয়াফ শেষ করলেন মাকামে ইবরাহীমের নিকট দু'রাক'আত ছালাত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। অতঃপর রওয়ানা হলেন এবং ছাফা-মারওয়ায় গিয়ে সাতবার ছাফা-মারওয়ার সাঈ করলেন। কিন্তু তৎপর তিনি হালাল করলেন না (এহরামের কারণে) যা তাঁর প্রতি হারাম হয়ে গিয়েছিল, যতক্ষণ না স্বীয় হজ্জ সমাপন করলেন। অর্থাৎ কুরবানীর তারিখে কুরবানী করলেন এবং (মিনা হতে) মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন। অতঃপর পূর্ণ হালাল হয়ে গেলেন এহরামের কারণে যা তাঁর প্রতি হারাম হয়ে গিয়েছিল তা হতে। আর লোকদের মধ্যে যে কুরবানীর পশু সাথে নিয়েছিল সেও অনুরূপ করল, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪৪২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلاَهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُو-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা হতে রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌঁছলেন, অতঃপর হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে চুমা দিলেন, তৎপর বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন। অতঃপর ছাফার উপর চড়লেন, যাতে তিনি বায়তুল্লাহ দেখতে পান। তৎপর হাত উঠালেন এবং আল্লাহর যিকির ও দো'আ করতে থাকলেন যা তিনি চাইলেন *(আবু দাউদ, বাংলা মিশকাত হা/২৪৬০)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ}-

আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী জায়গায় এরূপ দো'আ করতে শুনেছি, 'হে প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও' *(আবুদাউদ, বাংলা মিশকাত হা/২৪৬৬)*।

عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ مَا قَبَّلْتُكَ-

আবেস ইবনু রবী'আহ বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে হাজারে আসওয়াদে চুমা দিতে দেখেছি এবং এ কথা বলতে শুনেছি, আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, তুমি একটা পাথর যা কারো উপকার করতে পারে না, কারো ক্ষতিও করতে পারে না। যদি আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তোমায় চুমা দিতে না দেখতাম, তবে আমি কখনও তোমাকে চুমা দিতাম না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪৭৩)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِيْ أَوْ قَرِيْبٌ لِيْ قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছে, আমি শুবরুমার পক্ষ হতে হজ্জের নিয়ত করছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, শুবরুমা কে? সে বলল, আমার এক ভাই অথবা বলল, আমার এক আত্মীয়। তখন রাসূল বললেন, তুমি কি নিজের হজ্জ করেছ? সে বলল, জি না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তবে তুমি প্রথমে নিজের হজ্জ কর, পরে শুবরুমার হজ্জ করবে' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪১৪)*।

৩৭. আল্লাহ্র পথে দাওয়াত :

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের জন্য যরূরী। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এ মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا الرَسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ-

'হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পৌঁছে দাও। তুমি যদি এরূপ না কর, তবে তুমি তার রিসালাত পৌঁছালে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অস্বীকারকারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না' *(মায়েদাহ ৬৭)*।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধি-বিধান তথা 'অহি' মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে বলেছেন এবং তা না পৌঁছালে তাঁর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলে না বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। সেই সাথে আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছাতে গিয়ে মানুষের পক্ষ থেকে কোন বিপদাপদ আসলে তিনি রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। শুধু তাই নয় সর্বশ্রেণীর মানুষ যে সঠিক পথ গ্রহণ করবে না সে কথাও অত্র আয়াতে ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ প্রেরিত বিধান মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব শুধু নবী-রাসূলগণের জন্য খাছ নয়; বরং সর্বযুগের সকল আলেমে দ্বীনের জন্য এ দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- 'তুমি তোমার পালনকর্তার দিকে (মানুষকে) দাওয়াত দাও। আর তুমি অবশ্যই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না' *(ক্বাছাছ ৮৭)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক নবীকে বলেন, তুমি তাওহীদের দাওয়াত দাও । অন্যথা তুমি মুশরিকদের সহযোগী হবে। কারণ তারা আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেয় না। অতএব যারা দ্বীন অবগত হওয়ার পর অন্যদের দাওয়াত দিবে না, তারা মুশরিকদের সহযোগী হবে এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ-

‘তুমি তোমার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দাও কুরআন বা সঠিক জ্ঞান এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। আর পসন্দনীয় পন্থায় প্রত্যুত্তর কর’ *(নাহল ১২৫)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পবিত্র কুরআন ও সুন্দর কথার মাধ্যমে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নির্দেশ করেছেন। সেক্ষেত্রে কোন লোক বিতর্কে লিপ্ত হলে তার প্রত্যুত্তর সুন্দর ও উত্তম পন্থায় দিতে বলেছেন। কাজেই আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। আর এ দাওয়াত দিতে গিয়ে কোন মানুষ বিতর্কে লিপ্ত হলে তার প্রত্যুত্তর উত্তম পন্থায় প্রদান করতে হবে। অত্র আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, দাওয়াতের মাধ্যম পবিত্র কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীছ হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

‘হে নবী! তুমি বল, এটিই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর পথে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে (সুস্পষ্ট দলীল সহকারে)। আল্লাহ মহা পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই’ *(ইউসুফ ১০৮)*।

এখানে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের প্রিয় নবীকে সঠিক পথে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সুস্পষ্ট দলীল সহকারে। সেই সাথে তাঁর অনুসারীদেরকেও দলীল সহকারে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আয়াতের শেষাংশে তাওহীদের দাওয়াত দানকারী মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আমাদেরকে সুস্পষ্ট দলীল সহকারে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হবে।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا-

‘হে নবী! আমরা তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর পথে দাওয়াত দানকারী হিসাবে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে’ *(আহযাব ৪৪-৪৫)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা প্রিয় নবী (ছাঃ)-কে ‘আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানকারী’ বলে ঘোষণা করেছেন এবং ‘উজ্জ্বল প্রদীপ’ বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ–

‘তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা সৎকর্মের প্রতি দাওয়াত দিবে এবং অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করবে, আর তারাই হবে সফলকাম’ *(আলে ইমরান ১০৪)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা কিছু লোককে সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্মের নিষেধ করার জন্য বের হতে বলেছেন। তাই আলেম সমাজকেই এ মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

‘আর মুমিন পুরুষ ও নারীরা হচ্ছে একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে, আর ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় সম্মানিত ও মহাজ্ঞানী’ *(তওবা ৭১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ–

‘তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে’ *(আলে ইমরান ১১০)*।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের মধ্যে ঐ দলকে সবচেয়ে উত্তম বলেছেন, যারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَ اجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ– 'প্রত্যেক জাতির জন্য আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি (তারা এ মর্মে যেন দাওয়াত দেয় যে) তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বেঁচে থাক' *(নাহল ৩৬)*। অর্থাৎ সর্বযুগে ত্বাগূত থেকে বেঁচে থাকার দাওয়াত দিতে হবে। অন্যত্র তিনি বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصِمُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ–

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যে আগুনের খড়ি হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তাদেরকে আল্লাহ যা আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না এবং যা আদেশ করা হয় তাই করে' *(তাহরীম ৬)*।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ প্রত্যেক গৃহকর্তাকে আদেশ করেন যে, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্র একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।

লোকমান হাকীম স্বীয় ছেলেকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেন, يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না, নিঃসন্দেহে শিরক মারাত্মক অপরাধ' *(লোক্বমান ১৩)*।

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىَ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ، وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ–

'হে বৎস! ছালাত ক্বায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজে বাধা প্রদান কর এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ। (হে বৎস!) অহংকার বশে তুমি মানুষকে ভ্রূকুঞ্চিত কর না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে চল না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(লোক্বমান ১৭-১৮)*। অতএব প্রত্যেক গৃহকর্তার জন্য যরূরী হল স্বীয় পরিবারের সদস্যদের আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া এবং আল্লাহ্র ভয় দেখানো।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ 'তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। তারা ভাল কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজের নিষেধ করে এবং কল্যাণকর কাজে তারা দ্রুত অগ্রসর হয়। তারাই সৎলোক ও সফল মানুষ' *(আলে ইমরান ১১৪)*।

এর বিপরীত হচ্ছে মুনাফিকদের কাজ। আল্লাহ বলেন, الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ 'মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী তারা পরস্পর এক খিয়ালের মানুষ। তারা মন্দ কাজের আদেশ করে, ভাল কাজের নিষেধ করে এবং কল্যাণকর কাজ হতে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে। এরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদের ভুলে গেছেন। এরাই মুনাফিক নিঃসন্দেহ তারা ফাসিক' *(তওবা ৬৭)*।

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দান সম্পর্কে অনেক হাদীছ এসেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।-

عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحَرِ ... قَالَ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ-

আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কুরবানীর দিন আমাদের সামনে বক্তব্য পেশ করলেন। ... তিনি এক পর্যায়ে বললেন, 'আমি কি (আমার উপর অর্পিত রিসালাত) পৌঁছে দিয়েছি'? উপস্থিত ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ (আপনি পৌঁছে দিয়েছেন)। তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো। (অতঃপর তিনি বললেন) উপস্থিত যারা আছে তারা যেন অনুপস্থিতদের নিকট এ দাওয়াত পৌঁছে দেয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৫৯; বাংলা মিশকাত, ৫ম খণ্ড, হা/২৫৪১ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُوْنَ عَنِّيْ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟ قَالُوْا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ-

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার দাওয়াত পৌঁছানো সম্পর্কে তোমাদেরকে একদিন জিজ্ঞেস করা হবে। সেদিন তোমরা কি বলবে'? ছাহাবীগণ বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, নিশ্চয়ই আপনি দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন, আপনি মানুষকে উপদেশ দান করেছেন। রাসূল (ছাঃ) তখন শাহাদত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠিয়ে ইশারা করে তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো (আমি তোমার পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছি)' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫; বাংলা মিশকাত, ৫ম খণ্ড, হা/২৪৪০ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব আমাদেরকেও যথাযথভাবে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। আমরা যদি দাওয়াত পৌঁছাতে অলসতা করি তবে আমাদেরকেও ক্বিয়ামতের মাঠে জবাবদিহি করতে হবে। হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার একটি কথাও জানা থাকলে অন্যের নিকট পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের কাহিনীও প্রয়োজনে বর্ণনা কর, এতে কোন দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮; বাংলা মিশকাত, ২য় খণ্ড, হা/১৮৮ 'ইলম' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে আমাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য কঠোরভাবে আদেশ করা হয়েছে এবং মানুষকে সতর্ক করার জন্য বনী ইসরাঈলের সঠিক কাহিনীও বর্ণনা করতে বলা হয়েছে, যেন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'তোমাদের যে কেউ কোন অপসন্দনীয় (কথা বা কর্ম) দেখলে সে যেন হাত দ্বারা বাধা প্রদান করে। (হাত দ্বারা বাধা প্রদান) সম্ভব না হলে যেন কথার মাধ্যমে বাধা প্রদান করে। এটাও সম্ভব না হলে সে যেন অন্তর থেকে ঘৃণা করে। আর এটিই হচ্ছে দুর্বল ঈমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭; বাংলা মিশকাত, ৯ম খণ্ড, হা/৪৯১০ 'ভাল কাজের আদেশ প্রসঙ্গ' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَق عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ أَمِيْرٍ جَائِرٍ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (ছাঃ) বলেছেন, 'সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হচ্ছে স্বৈরাচারী বাদশাহ অথবা স্বৈরাচারী আমীরের নিকট হক কথা বলা' *(আত-তারগীব হা/৩২৯৯)*।

৩৮. আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতের গুরুত্ব :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِىْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَـــدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ.

'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সমান নয়। প্রত্যুত্তর নম্রভাবে দাও, দেখবে তোমার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হয়েছে' *(হা-মীম সাজদা ৩৩-৩৪)*।

আয়াতে দাওয়াতের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দাওয়াত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার বিনিময়ে মানুষ সবচেয়ে উত্তম হতে পারে। এর ফলে পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয় এবং বন্ধুত্ব ফিরে আসে। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বভাব ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بَالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ- أُوْلَئِكَ أَصْـــحَابُ الْمَيْمَنَةِ.

'অতঃপর (আল্লাহ্‌র নৈকট্য তারাও লাভ করতে পারে) যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে দয়া করার উপদেশ দেয়। তারাই হল ডানপন্থি, তারাই সফল' *(বালাদ ১৭)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানদার হয়, ধৈর্যশীল হয় এবং পরস্পর দয়া ও করুণা করতে শেখে, যা মানব সমাজে নিতান্ত প্রয়োজন।

আল্লাহ আরো বলেন,

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَوْا بِالصَّبْرِ.

'কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়' *(আছর ১-৩)*। এ সূরাটি মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে হক্ব-এর দাওয়াত দিতে বলেছেন। আর হক্ব-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হলে ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন এবং পরস্পরকে হক্বের উপদেশ দানকারী ক্ষতিগ্রস্ত নয় বলেছেন।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখাবে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ নেকী পাবে, যে ঐ পথে চলবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯; বাংলা মিশকাত, ২য় খণ্ড, হা/১৯৯ 'ইলম' অধ্যায়)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ... مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ.

জারীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (দাওয়াতের মাধ্যমে) ইসলামের একটি (মৃত) সুন্নাত চালু করবে সে তার নেকী পাবে এবং ঐ সুন্নাতের প্রতি মানুষ আমল করে যত নেকী পাবে, তাদের সমপরিমাণ নেকী তার আমলনামায় লেখা হবে। তবে তাদের কারো নেকী কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ আমল চালু করবে, সে জন্য তার পাপ রয়েছে। আর ঐ মন্দ আমল করে যত লোক যে পরিমাণ পাপ অর্জন করবে সবার সমপরিমাণ পাপ তার আমলনামায় লেখা হবে। তবে তাদের কারো পাপ এতটুকুও কম করা হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১০; বাংলা মিশকাত, ২য় খণ্ড, হা/২০০ 'ইলম' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডল উজ্বল করুন যে ব্যক্তি আমার কোন হাদীছ শুনে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবে অপরের নিকট পৌঁছে দেয়। কেননা অনেক সময় যার নিকট পৌঁছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হয়' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩০; বাংলা মিশকাত, ২য় খণ্ড, হা/২১৬ 'ইলম' অধ্যায়)*। এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাওয়াত দানকারীর কল্যাণের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন।

عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِيْ بَنِيْ إِسْرَئِيْلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسُ الْخَيْرَ وَالْآخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَضْلُ هذَا الْعَالِمِ الَّذِيْ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ.

হাসান বাছারী (রাঃ) হতে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বনী ইসলাঈলের দু'জন লোক সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি কেবল ফরয ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। অপরজন ছিলেন আবেদ। যিনি দিনে ছিয়াম পালন করতেন এবং রাতে ছালাত আদায় করতেন। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, 'আলেম, যে শুধুমাত্র ফরয ছালাত আদায় করে এবং লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয় সে উত্তম ঐ আবেদের চেয়ে, যে দিনভর ছিয়াম পালন করে এবং রাতভর ছালাত আদায় করে। উভয়ের মধ্যে মর্যাদার তফাৎ এরূপ যেমন আমার ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে' *(দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৫০; বাংলা মিশকাত, ২য় খণ্ড, হা/২৩৩ 'ইলম' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَ حَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلِمَهُ وَ نَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَّرَثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِإِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ أَوْ نَهرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِيْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনের মৃত্যুর পর যে সব নেক আমলের নেকী মুমিনের নিকট পৌঁছবে তা হচ্ছে (১) ইলম, যা শিক্ষা করেছে এবং দাওয়াতের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার করেছে (২) নেক সন্তান, যাকে পৃথিবীতে রেখে গেছে (৩) কুরআন, যা ওয়াকফ করে রেখে গেছে (৪) মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) সরাইখানা, যা সে পথিকের জন্য নির্মাণ করে গেছে (৬) খাল, যা সে খনন করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে সুস্থ ও জীবিত থাকাবস্থায় দান করে গেছে' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত, হা/২৫৪; বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২৩৭ 'ইলম' অধ্যায়)*।

عن عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়'। অর্থাৎ প্রচারের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষা দেয় *(বুখারী, মিশকাত হা/২১০৯, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَ نَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَّغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ الْعَقِيْقِ فَيَأْتِيْ بِنَقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِيْ غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحْمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كُلُّنَا يُحِبُّ ذَلِكَ فَقَالَ أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَّاقَةٍ أَوْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌلَّهُ مَنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَّمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ.

ওক্ববা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা বাড়ী থেকে বের হলেন, তখন আমরা আহলেছুফফার সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে বুত্বহান অথবা আক্বীক্ব নামক স্থানে যাবে এবং দু'টি মোটা তাজা উটনী নিয়ে আসবে। যা চুরিও নয়, ছিনিয়েও নেয়া নয়'। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা সবাই যেতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি সকালে মসজিদে যাবে এবং দু'টি আয়াত শিখিয়ে দিবে অথবা (মানুষের সামনে) পরিবেশন করবে। এই আয়াত দু'টি উটের চেয়ে উত্তম, তিনটি আয়াত তিনটি উটের চেয়ে উত্তম, চারটি আয়াত চারটি উটের চেয়ে উত্তম। এভাবে যত আয়াত পরিবেশন করবে তত উটের চেয়ে উত্তম হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১০)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى إِثْنَيْنِ رَجُلٌ أَتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মাত্র দু'টি বিষয়ে হিংসা করা চলে। (১) এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন, যা দ্বারা সে মানুষকে দিন রাত দাওয়াত দেয়। (২) এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ অর্থ দিয়েছেন, যা থেকে সে রাত দিন দান করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৩)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمَ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর কোন ঘরে (মসজিদ বা মাদরাসায়) সমবেত হয়ে তাঁর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং তা জানার জন্য পরস্পর আলোচনা করে, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে। ফেরেশতাগণ রহমতের চাদর দ্বারা তাদেরকে ঘিরে থাকেন। আল্লাহ তাঁর নিকটতম ফেরেশতাদের সামনে গর্বভরে তাদের কথা উল্লেখ করেন (দেখ তারা আমাকে না দেখে কিভাবে আমার কিতাব চর্চা করছে, আমি কি তাদের ক্ষমা করে দিব না?), যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪; বাংলা মিশকাত, ২য় খণ্ড, হা/১৯৪ 'ইলম' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সঠিক পথের দাওয়াত দেয় তার জন্য ঐ পরিমাণ নেকী রয়েছে, যে পরিমাণ নেকী উক্ত দাওয়াতের অনুসারীগণ পাবে। কিন্তু তাদের নেকী বিন্দুমাত্র কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দাওয়াত দেয়, তার জন্য ঐ পরিমাণ পাপ রয়েছে, যে পরিমাণ পাপ উক্ত পথের অনুসারীগণ পাবে। কিন্তু তাদের পাপ বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮; বাংলা মিশকাত, ১ম খণ্ড, হা/১৫১ 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَ سَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَّتِيْ.

আমর ইবনে আউফ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ইসলাম সংখ্যালঘু অথবা দুর্বল অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছে, আবার ঐ অবস্থায় ফিরে যাবে। তবে তারাই সফলকাম, যারা আমার পর বিনষ্ট সুন্নাতকে দাওয়াতের মাধ্যমে সংশোধন করবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭০-এর টীকা দ্রঃ; বাংলা মিশকাত, ১ম খণ্ড, হা/১৬২)*।

উল্লিখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, দাওয়াত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (ছাঃ) দাওয়াতের উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছেন। মানুষের ভ্রান্ত হতে সঠিক পথে ফিরে আসার বড় মাধ্যম হচ্ছে এই দাওয়াত। দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজ যেমন শিরক ও বিদ'আত মুক্ত হয়, তেমনি দাঈও বড় নেকীর হক্বদার হন। কাজেই এই অন্যায়, অরাজকতা ও লুটতরাজ পূর্ণ সমাজে এবং সুদ-ঘুষ, অন্যায়-অবিচার, নারী নির্যাতন, নারী নগ্নতা ও বেহায়াপনায় পূর্ণ সমাজে দাওয়াত দান একান্ত যরূরী।

عَنْ أَبِيْ عَبْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَغْبَرَتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ.

আবু আবস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র পথে চলে কারো দু'পা ধুলায় মলিন হলে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৯৪; বাংলা মিশকাত, ৭ম খণ্ড, হা/৩৬২০)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَغَدْوَةٌ فِيْ سبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র পথে সকাল-সন্ধ্যায় কিছু সময় ব্যয় করা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছূর চেয়েও উত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯২; বাংলা মিশকাত, ৭ম খণ্ড, হা/৩৬১৮)*।

عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একদিন আল্লাহর পথে সময় ব্যয় করা অথবা প্রস্তুত থাকা পৃথিবী এবং তার উপর যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়েও উত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯১; বাংলা মিশকাত, ৭ম খণ্ড, হা/৩৬১৭ 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

অতএব যারা কেবলমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দাওয়াত প্রদান করে, তাদের জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত রয়েছে। তারা ইহকালে ও পরকালে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। তাদেরকে আল্লাহ্র রহমত ও ফেরেশতারা ঘিরে রাখবে।

عَنْ جَابِرٍ رَضِي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ.

জাবের (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (ছাঃ) বলেছেন, 'শহীদদের সর্দার হচ্ছেন আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে হামযাহ (রাঃ) এবং সেই ব্যক্তিও তাঁর মত মর্যাদার অধিকারী, যে ব্যক্তি স্বৈরাচারী শাসকের পাশে দাঁড়াল তাকে ভাল কাজের আদেশ করল এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করল, তখন সে (স্বৈরাচারী শাসক) তাকে হত্যা করল' *(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩০৮)*।

৩৯. দাওয়াতে অবহেলাকারীর পরিণতি :

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানে অলসতাকারীর জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِيْ حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعُ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ أَعْلاَهَا فَكَانَ الَّذِيْ فِيْ أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِيْ أَعْلَهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوْا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِيْ وَلاَ بُدَّلِيْ مِنَ الْمَاءِ فَانْ أَخَذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجُوْهُ وَنَجُّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوْهُ أَهْلَكُوْهُ وَأَهْلَكُوْا أَنْفُسَهُمْ.

নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর বিধান পালনে অলসতাকারী ও অমান্যকারীর দৃষ্টান্ত ঐ লোকদের ন্যায় যারা লটারীর মাধ্যমে কেউ জাহাজের উপরে, কেউ জাহাজের নীচে স্থান পেয়েছে। তাদের মধ্যে যারা নীচে রয়েছে, তারা পানি আনার জন্য উপরে গেলে উপরের লোকদের

কষ্ট হত। কাজেই নীচের এক ব্যক্তি (পানি সংগ্রহের জন্য) একটি কুঠার নিয়ে নৌকার তলা ছিদ্র করতে আরম্ভ করল। তখন উপরের লোকজন এসে বলল, তোমার কি হয়েছে? (তুমি নৌকা ছিদ্র করছ কেন?) সে বলল, উপরে পানি আনতে গেলে তোমাদের কষ্ট হয়, আর পানি আমার একান্ত প্রয়োজন। এক্ষণে যদি তারা ঐ ব্যক্তিকে নৌকা ছিদ্র করতে বাধা দেয় তবে তারা তাকে এবং নিজেদেরকে রক্ষা কররে। আর যদি তাকে নৌকা ছিদ্র করার কাজে ছেড়ে দেয় তবে তারা তাকে এবং নিজেদের ধ্বংস করল' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৮; বাংলা মিশকাত, ৯ম খণ্ড, হা/৪৯১১)*।

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ يُوْشِكُ أَنْ يَّعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُّغَيِّرُوْا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَّعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ.

আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই মানুষ যখন কোন অপসন্দ কথা বা কর্ম লক্ষ্য করে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে না, অচিরেই আল্লাহ তাদের সকলকে শাস্তি দিবেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে পাপ হতে থাকে এবং প্রতিরোধ করতে সক্ষম ব্যক্তিরা প্রতিরোধ না করে, তখন আল্লাহ সকলকেই শাস্তি দেন' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫১৪২; বাংলা মিশকাত, ৯ম খণ্ড, হা/৪৯১৫)*।

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। নতুবা অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ হতে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা (আযাব মুক্তির জন্য) তাঁর নিকট দো'আ করবে, কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল হবে না *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০; তারগীব হা/৩৩০৭)*।

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتُوْا.

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয়, আর সে সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে পরিবর্তন করে না, তখন তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার আযাব তাদের উপর পতিত হবে' (*আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৪৩*)।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যারা দাওয়াত প্রদানে অলসতা করে, কিন্তু নিজেরা সর্বদা ইবাদত করে, তারাও পাপীদের সাথে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। কেননা দাওয়াত দান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা ত্যাগ করা গর্হিত অপরাধ। কাজেই দাওয়াতী কাজ না করে শুধুমাত্র ইবাদতে মশগূল থাকলে সে ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪০. আমল বিহীন দাঈর পরিণতি :

আমল বিহীন আলেম সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে অনেক বর্ণনা রয়েছে। আমরা এখানে তা থেকে কতিপয় বর্ণনা উপস্থাপনের চেষ্টা করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক' (*ছফ ২-৩*)।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسرِيَ بِيْ رِجَالاً تُقرَضُ شَفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ فَقُلتُ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ الْخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلاَ يَعْقِلُوْنَ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আমাকে মে'রাজের রাতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি কতিপয় লোককে দেখলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কেটে দেওয়া হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিব্রীল! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আপনার উম্মতের বক্তাগণ, যারা মানুষকে ভাল কাজের জন্য আদেশ করত এবং নিজেদেরকে ভুলে যেত, অথচ তারা কুরআন তেলাওয়াত করত। কিন্তু তারা চর্চা করত না' (*আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩২৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯১*)।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيْهِ؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى أُسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُّقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَّفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِيٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য পেশ করা হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে স্বীয় নে‘মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। আর সেও তা স্মরণ করবে। তারপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এত নে‘মতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছ? সে উত্তরে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি লড়াই করেছ এজন্য যে, তোমাকে বাহাদুর বলা হবে। এমনকি তোমাকে তা বলাও হয়েছে। অতএব তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে। তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যে নিজে ইলম শিক্ষা করেছে ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন অধ্যয়ন করেছে। আল্লাহ তাকে তাঁর নে‘মত স্মরণ করাবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, এ নে‘মতের জন্য তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্য

ইলম শিক্ষা করেছ, যেন তোমাকে বিদ্বান বলা হয় এবং এজন্য কুরআন পড়েছ যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়। তোমাকে বিদ্বান ও ক্বারী বলা হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যাকে আল্লাহ বিপুল সম্পদ দান করেছেন। আল্লাহ প্রথমে তাকে তার নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন এত কিছু নে'মতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পসন্দ কর তা হাতছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য সবক্ষেত্রেই সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্য দান করেছ যে, তোমাকে দানবীর বলা হবে। এমনকি তোমাকে তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫; বাংলা মিশকাত হা/১৯৫ 'ইলম' অধ্যায়)*।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيُطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ.

ওসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গাধা আটা পিষা জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর খারাপ কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯, বাংলা মিশকাত, ৯ম খণ্ড হা/৪৯১২ 'আদব' অধ্যায়, 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ সব বক্তা বা আলেম জাহান্নামে যাবে, যারা বক্তব্য অনুযায়ী নিজে আমল করে না এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে সে অনুযায়ী আমল করতে বাধ্য করে না। যারা মিথ্যা এবং চুক্তিবদ্ধ হয়ে বক্তব্য দেয়, তারাও বড় অপরাধী।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ... حَتَّى آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ يُشْدَخُ بِهِ رَأْسُهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَ عَادَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ ... وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ يُسْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيْهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন ফেরেশতা আমার হাত ধরে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি রাস্তায় কতগুলি আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখলাম। তন্মধ্যে একটি দৃশ্য দেখলাম যে, একজন আলিমের মাথা পাথর দিয়ে মেরে ভেঙ্গে চৌচির করা হচ্ছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতঃপর আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকটে আসলাম, যে ব্যক্তি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে এবং একজন ব্যক্তি বড় পাথর হাতে নিয়ে তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। যখন পাথরটি তার মাথায় মারছে তখন তার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি পাথরটি নিয়ে আসার জন্য সে দিকে যাচ্ছে। পাথর নিয়ে আসার পূর্বেই তার চূর্ণবিচূর্ণ মাথা ঠিক হয়ে যাচ্ছে এবং যেমন ছিল তেমন হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় সে ফিরে আসছে এবং তার মাথায় মারছে। ... পরবর্তীতে ফেরেশতা দু'জন রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, ঐ যে আপনি দেখলেন, এক ব্যক্তির মাথাকে ভেঙ্গে চৌচির করা হচ্ছে সে ব্যক্তি আলিম। আল্লাহ তাকে বিদ্যা দান করেছিলেন, কিন্তু সে রাতে ঘুমিয়ে থাকত বিদ্যা চর্চা করত না এবং দিনে বিদ্যা অনুযায়ী আমল করত না। আপনি যেমন দেখলেন, এরূপ তার শাস্তি হতে থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬২১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ৮ম খণ্ড, হা/৪৪১৫ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ যাদেরকে ইলম দান করেছেন, তাদেরকে রাতে বিদ্যা চর্চা করতে হবে এবং দিনে বিদ্যা অনুযায়ী আমল করতে হবে। অর্থাৎ অপরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হবে এবং দাওয়াত অনুযায়ী নিজেকে আমল করতে হবে। যেসব আলেম বা বক্তা ইলম অনুযায়ী আমল করে না ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের মাথাকে পাথর দ্বারা ভেঙ্গে চৌচির করা হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যাকে তার অবগত বিদ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল কিন্তু সে তা গোপন করল, ক্বিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/২২৩, সনদ ছহীহ, বাংলা মিশকাত, ২য় খণ্ড, হা/২১৪)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْـــهُ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করবে (সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করবে)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করবে, সে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও লাভ করতে পারবে না' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/২২৭, সনদ হাসান, বাংলা মিশকাত, ২য় খণ্ড, হা/২১৩)*।

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يُصَرِّفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ.

কা'ব ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে বিতর্কে জয়লাভের জন্য কিংবা অজ্ঞ-মূর্খদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করার অথবা সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫, হাদীছ ছহীহ)*।

এখানে আলেমদের জাহান্নামে যাওয়ার তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

(১) যারা অন্য আলেমের সাথে বিতর্ক করে জয়লাভ করার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করে। অর্থাৎ যারা হক্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিতর্ক করে না বরং প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে বাহাছ-মুনাযারা করে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(২) মূর্খদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করার জন্য যারা ইলম অর্জন করে তারা জাহান্নামে যাবে। কেননা এ বিদ্যা অর্জনের পিছনে অশুভ উদ্দেশ্য থকে।

(৩) সে সকল বক্তা বা দাঈ, যারা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বক্তব্য প্রদান করে থাকে। তারা সাধারণ মানুষের মাঝে সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে সার্বিক চেষ্টা ও পরিকল্পনা করে থাকে। তাদের ঠিকানা জাহান্নামে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيْهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِيْ غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তিকে যদি বিদ্যা বিহীন অবস্থায় ফৎওয়া প্রদান করে, তাহলে ঐ ফৎওয়া অনুযায়ী যত লোক আমল করবে সমস্ত আমলের পাপ ফৎওয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে। যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইকে এমন কাজের ইংগিত করে যে, সে জানে কল্যাণ এটি ব্যতীত অন্যটিতে রয়েছে, তবে সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/২৪২ সনদ হাসান, বাংলা মিশকাত, ২য় খণ্ড, হা/২২৫ 'ইলম' অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوْا الْعِلْمَ وَ وَضَعُوْهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوْا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِأَهْلِ الدُّنِيَا لِيَنَالُوْا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِيْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِيْ أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'যদি আলেমগণ ইলমের হিফাযত করতেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে তা সমর্পণ করতেন তবে নিশ্চয়ই তারা ইলমের বদৌলতে নিজেদের যামানার লোকদের নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদেরকে বিলিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা ইলমের মাধ্যমে দুনিয়াদারদের নিকট হতে দুনিয়া উপার্জন করতে পারে। ফলে তারা দুনিয়াদারদের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে পড়েছে। আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সকল চিন্তাকে একই চিন্তায় পরিণত করবে আর তা হবে একমাত্র আখেরাতের চিন্তা, তাহলে আল্লাহ তার দুনিয়ার যাবতীয় চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে যাকে দুনিয়ার নানা উদ্দেশ্য, নানা চিন্তা ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, তার জন্য আল্লাহ কোন চিন্তা বা পরোয়া করেন না। সে দুনিয়ার যে কোন স্থানে ধ্বংস হতে পারে' *(ইবনু মাজাহ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/২৬৩, সনদ হাসান)*।

عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ قَالَ لِيْ عُمَرُ هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الإِسْلاَمَ قُلْتُ لاَ قَالَ يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الأَئِمَّةِ الْمُضَلِّيْنَ.

তাবেঈ যিয়াদ ইবনু হুদাইর (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) আমাকে বলেছেন, তুমি কি জান, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আলেমদের পদস্খলন, আল্লাহর কিতাব নিয়ে মুনাফিকের বাদ-প্রতিবাদ এবং নেতাদের শোষণ' *(দারেমী, মিশকাত হা/১৬৯, সনদ ছহীহ)*।

অত্র হাদীছে ওমর (রাঃ) তিন শ্রেণীর লোককে তীব্র নিন্দা করেন। (১) আলেমদের পদস্খলন, ইসলাম ধ্বংস করে অর্থাৎ আলেম যখন ইসলামকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে, ধর্মের নামে দুনিয়া উপার্জন করে, না জেনে, না শুনে ফৎওয়া প্রদান করে এবং শরী'আত তদন্ত না করে বক্তব্য পেশ করে।

(২) আল্লাহর কিতাব নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করে অর্থাৎ যারা মুনাফিক্ব আলেম তারা কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতগুলির অর্থ বের করার চেষ্টা করে এবং কুরআনের আয়াতে পরস্পর বিরোধ প্রমাণের চেষ্টা করে। এ ধরনের মুনাফিক্ব আলেম হচ্ছে ইসলাম ধ্বংসের কারণ।

(৩) ভ্রষ্ট নেতার শাসন অর্থাৎ স্বৈরাচারী অত্যাচারী নেতা। যখন কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ বিরোধী আমল করবে এবং অধীনস্থ লোককে কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ বিরোধী আমল করতে বাধ্য করবে, তখন ইসলাম ধ্বংস হবে।

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ ... وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِيْ أَئِمَّةً مُضِلِّيْنَ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ.

রাসূল (ছাঃ)-এর দাস ছাওবান (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি সবচেয়ে যাদের বেশী ভয় করি, তারা হচ্ছে- (১) ভ্রান্ত আলেম সমাজ (২) আর অচিরেই আমার উম্মতের কিছু লোক মূর্তিপূজা করবে (৩) আর অতি শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু লোক হিন্দু বা বিজাতীদের সাথে মিশে যাবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫২, সনদ ছহীহ)*।

৪১. বিদ্যায় ত্রুটি জাতির ধ্বংস :

আল্লাহ বলেন, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا 'হে নবী! তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার বিদ্যা বেশী করে দাও' *(ত্বা-হা ১১৪)*। অত্র আয়াত প্রমাণ করে বিদ্যা আল্লাহ্‌র নিকট চাইতে হবে। তিনি আরো বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ 'অতঃপর তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(মুহাম্মাদ ১৯)*। আল্লাহকে কিছু বলতে হলে প্রথমে বিদ্যা অর্জন করতে হবে। তিনি অন্যত্র বলেন, الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ 'রহমান, তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সবকিছুর বিবরণ শিক্ষা দিয়েছেন' *(রহমান ১-৪)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ 'তোমরা জ্ঞানী

মানুষের নিকটে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে' *(আম্বিয়া ৭)*। তিনি আরো বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 'পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন জমাট বাধা রক্তপিণ্ড হতে। তোমার পড়, তোমার প্রতিপালক সম্মানিত। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষ যা জানত না' *(আলাক্ব ১-৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِيْ الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ 'হে নবী! তুমি বল, অন্ধব্যক্তি ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর না কেন?' *(আন'আম ৫০)*। এ আয়াতে বিদ্বানকে চক্ষু ওয়ালার সাথে এবং অশিক্ষিত মানুষকে অন্ধ ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الْأَلْبَاب 'হে নবী! তুমি বল, যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয় তারা কি সমান? নিশ্চয়ই জ্ঞানী মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে' *(যুমার ৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ، وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّوْرُ، وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الْحَرُوْرُ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلاَ الْأَمْوَاتُ 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না। অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে না। ছায়া ও রোদ সমান হতে পারে না। আর জীবিত ও মৃত সমান হতে পারে না' *(ফাতির ১৯-২২)*। অত্র আয়াতে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষের মাঝে চারটি পার্থক্য দেখানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ 'সেসব দৃষ্টান্ত গুলি আমি মানুষের জন্য পেশ করেছি। যারা জ্ঞানী একমাত্র তারাই ঐসব দৃষ্টান্ত জানবে ও বুঝবে' *(আনকাবূত ৪৩)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা আলেম তারাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী বড় ক্ষমাশীল' *(ফাতির ২৮)*।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِيْنِكُمُ الْوَرَعُ.

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ইলমের মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশী। আর তোমাদের উত্তম দ্বীন হল পরহেযগারিতা' *(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১০০)*।

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمَرَادِيْ رضي الله عنه قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَّكِئٌ عَلَى بُرْدٍ لَهُ أَحْمَرَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ تَحُفُّهُ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوْا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ.

ছাফওয়ান ইবনু আসসাল (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম, তখন তিনি লাল চাদর গায়ে দিয়ে হেলান দিয়ে মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি ইলম অর্জন করতে এসেছি। তিনি বললেন, ‘ইলম অর্জনকারীর জন্য স্বাগতম। নিশ্চয়ই ইলম অর্জনকারীকে ফেরেশতাগণ তাদের ডানা দ্বারা ঘিরে থাকেন। অতঃপর তারা পরস্পর ঘিরে আকাশের দিকে যেতে থাকে। এমনকি ইলম অর্জনকারীর ভালবাসায় তারা প্রথম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়’ *(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১০৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘পৃথিবী অভিশপ্ত। আর এতে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত। তবে আল্লাহ্র যিকির এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে তারা অভিশপ্ত নয়। আর আলেম ও যারা ইলম অর্জন করে তারা অভিশপ্ত নয়’ *(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১১৪)*।

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي-

মু‘আবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান দান করেন। আর আমি নিছক বণ্টনকারী এবং দান করেন আল্লাহই’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯০)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِيْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘দুই ব্যক্তি ব্যতীত কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়। প্রথম ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন দান করেছেন এবং সাথে সাথে তাকে তা সত্যের পথে বা সৎকাজে ব্যয় করার প্রবল মনোবলও দান করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা‘আলা হিকমত দান করেছেন আর সে তা দ্বারা ফায়ছালা করে এবং (লোকদের) শিক্ষা দেয়’ *(মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৯২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ، إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল (ও তার ছওয়াব) বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল (এগুলির ছওয়াব বন্ধ হয় না), (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়া, (২) ইলম-যার দ্বারা (লোকের) উপকার সাধিত হয় এবং (৩) সুসন্তান- যে তার জন্য দো‘আ করে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে কোন মুমিনের দুনিয়ার কষ্টসমূহ হতে কোন (সামান্য) একটি কষ্টও দূর করে দিবে, আল্লাহ তা‘আলা তার ক্বিয়ামতের দিনের কষ্টসমূহের মধ্য হতে একটি (ভীষণ) কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তের অভাব (সাহায্যের দ্বারা) সহজ করে দিবে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাব সহজ করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে (তার দোষ বা দেহকে) ঢেকে রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে (অর্থাৎ তার দোষ বা দেহকে) ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ তাঁর বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ সে তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাহায্যে থাকে। যে ব্যক্তি

ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার দ্বারা তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখনই কোন দল একত্র হয়ে আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন একটি ঘর (মসজিদ ও মাদরাসায়) একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করতে থাকে এবং পরস্পর আলোচনা করতে থাকে, তখনই (আল্লাহর পক্ষ হতে) তাদের উপর স্বস্তি ও শান্তি অবতীর্ণ হতে আরম্ভ করে এবং (আল্লাহর) রহমত তাদের ঢেকে ফেলে, ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে নেয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট যারা (ফেরেশতাগণ) আছেন তাঁদের নিকট তাদের উল্লেখ করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪)*।

عَن كثيْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالسًا مَعَ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ فِيْ مَسْجد دمَشْقٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّيْ جئْتُكَ منْ مَدينَة الرَسُوْل ﷺ مَا جئْتُ لحَاجَة قَالَ فَإِنِّيْ سَمعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فيْه علْمًا سَلَكَ اللهُ به طَرِيْقًا منْ طُرُق الْجَنَّة وَإِنَّ الْمَلاَئكَةَ لَتَضعُ أَجْنحَتَهَا رضًا لطَالب الْعلْم وَإِنَّ الْعَالمَ يَسْتَغْفرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَات وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحيتَانُ فِيْ جَوْف الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالمِ عَلَى الْعَابد كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائرِ الْكَوَاكب وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا ديْنَارًا وَلاَ درْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَظٍّ وَافرٍ.

তাবেঈ কাছীর ইবনু কায়েস (রহঃ) বলেন, আমি দিমাশকের মসজিদে আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট একজন লোক এসে পৌঁছল ও বলল, হে আবুদ্দারদা! আমি সুদূর মদীনাতুর রাসূল (ছাঃ) হতে আপনার নিকট শুধু একটি হাদীছের জন্য এসেছি। এছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে আসিনি। শুনেছি, আপনি তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করে থাকেন। তখন আবুদ্দারদা (রাঃ) বললেন, (হ্যাঁ) আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা তাকে জান্নাতের পথসমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা পেতে দেন। এতদ্ব্যতীত যারা আলেম তাদের জন্য আসমানে ও যমীনে যারা আছেন সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করে থাকেন। এমনকি মাছগুলি পানির মধ্যে থেকেও (ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে)। আলেমগণের ফযীলত (অজ্ঞ)

আবেদদের (সাধকদের) উপরে, যেমন পূর্ণচন্দ্রের ফযীলত সমস্ত তারকারাজির উপর এবং আলেমগণ হচ্ছেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ কোন দীনার বা দেরহাম মীরাছ (উত্তরাধিকার) রেখে যান না; তাঁরা মীরাছরূপে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম গ্রহণ করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/২০২)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلَان أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

আবু উমামা আল-বাহেলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট দু'জন লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তাদের একজন আবেদ (সাধক) ও অপরজন আলেম (কার ফযীলত বেশী?)। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আবেদের উপর আলেমের ফযীলত যেমন আমার ফযীলত তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাগণ ও আসমান-যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি পিপীলিকা তার গর্তে এবং মাছ মানুষকে ভাল কথা (ইলম) শিক্ষা দানকারীর জন্য দো'আ করে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৩)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِه كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয এবং অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শূকরের গলায় জহরত, মুক্তা বা স্বর্ণ স্থাপনকারী' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২০৭)*।

عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْآخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَضْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِيْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ.

হাসান বছরী (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে নিকট দু'জন লোক (এর ফযীলত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যারা বানী ইসরাঈলদের মধ্য হতে ছিলেন। এদের একজন ছিলেন আলেম, যিনি শুধু ফরয ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর বসে লোকদেরকে ইলম শিক্ষা দিতেন। অপর ব্যক্তি (ছিলেন আবেদ, যিনি) সারাদিন ছিয়াম রাখে ও সারারাত ছালাতে কাটায়, তার অপেক্ষা সেই আলেমের ফযীলত, যিনি শুধু ফরয ছালাত আদায় করেন, অতঃপর বসে লোকদেরকে ইলম শিক্ষা দেন, এরূপ যেমন আমার (ন্যায় নবীর) ফযীলত তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর' *(দারেমী, মিশকাত হা/২৩৩)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيْمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ. وَفَضْلٌ فِيْ عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِيْ عِبَادَةٍ وَمِلاَكُ الدِّيْنِ الْوَرَعُ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ আমার নিকট অহী পাঠিয়েছেন যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করবে, তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দিব এবং যে ব্যক্তির দুই চক্ষু আমি নিয়ে গিয়েছি, তাকে তার পরিবর্তে আমি জান্নাত দান করব। ইবাদত অধিক হওয়া অপেক্ষা ইলম অধিক হওয়া উত্তম। দ্বীনের (তথা ইলম ও আলেমের) সাথে হচ্ছে সন্দেহের জিনিস হতে বেঁচে থাকা' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২৩৮)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوْا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوْا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِيْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِيْ أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, যদি আলেমগণ ইলমের মর্যাদা রক্ষা করতেন এবং উপযুক্ত লোকদের হাতে তা সোপর্দ করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা তা দ্বারা নিজেদের যুগের লোকদের নেতৃত্ব দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা দুনিয়াদারদের বিলিয়ে দিয়েছেন, যাতে তাঁরা তাদের নিকট হতে দুনিয়ার কিছু লাভ করতে পারেন। ফলে তাঁরা দুনিয়াদারের নিকট মর্যাদাহীন হয়ে গেছেন। আমি তোমাদের নবী করীম (ছাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি নিজের

সব চিন্তাকে এক চিন্তায় অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তায় পরিণত করবে, আল্লাহ তার দুনিয়ার (সমস্ত) চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবেন। অপরপক্ষে যাকে দুনিয়ার নানা চিন্তা নানা দিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে, তার জন্য আল্লাহ কোন পরোয়াই করবেন না, সে দুনিয়ার যে কোন ময়দানে ধ্বংস হয়ে যাক না কেন' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৬)*।

عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ قَالَ لِيْ عُمَرُ: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلاَمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ–

তাবেঈ যিয়াদ ইবনু হুদাইর (রহঃ) বলেন, একদা আমাকে ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বলতে পার কি, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে? যিয়াদ বলেন, আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, আলেমদের পদস্খলন, মুনাফিকদের আল্লাহর কিতাব নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং গোমরাহ শাসকদের শাসনই ইসলামকে ধ্বংস করবে *(দারেমী, মিশকাত হা/২৫১)*।

عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ.

তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (রহঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই এ (কিতাব ও সুন্নাতের) ইলম হচ্ছে দ্বীন (অর্থাৎ দ্বীনের ভিত্তি)। সুতরাং লক্ষ্য রাখবে যে, তোমাদের দ্বীন কার নিকট হতে গ্রহণ করছ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَّقُوْلَ لِمَا لاَ تَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ).

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, হে লোকসকল! (তোমাদের মধ্যে) যে যা জানে সে যেন তাই বলে, আর যে জানে না সে যেন বলে, (আমি এ বিষয়ে জানি না, এ বিষয়ে) আল্লাহই অধিকতর জ্ঞাত। কেননা যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে 'আল্লাহই অধিকতর জ্ঞাত আছেন' এ কথা বলাই তোমার জ্ঞান। (কুরআনে) আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে বলেছেন, 'তুমি বল, আমি (দ্বীন প্রচারের বিনিময়ে) তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর কষ্ট করে যারা (না জানা) কথা বলে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৫৪)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ. قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে। ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে, কৃপণতা দেখা দিবে এবং ‘হারজের’ আধিক্য হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হারজ কী? তিনি বললেন, হত্যা’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮৯)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘ক্বিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে রয়েছে, ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে, ব্যাভিচার বেড়ে যাবে, মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেশী হবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার পরিচালক হবে একজন পুরুষ’। অপর এক বর্ণনায় আছে, ‘ইলম কমে যাবে এবং মূর্খতা প্রকাশ পাবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৩৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلِمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِإِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِيْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনের মৃত্যুর পরও তার আমল ও নেক কাজসমূহের মধ্যে যার ছওয়াব তার নিকট বরাবর পৌঁছতে থাকবে তা হচ্ছে- (১) ইলম, যা সে শিক্ষা করেছে অতঃপর তা বিস্তার করেছে, (২) নেক সন্তান, যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গিয়েছে, অথবা (৩) কুরআন, যা মীরাছরূপে রেখে (অথবা ওয়াকফ করে) গিয়েছে, অথবা (৪) মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গিয়েছে, অথবা (৫) মুসাফিরখানা, যা সে মুসাফিরদের জন্য তৈরী করে গিয়েছে, অথবা (৬) খাল, (কূপ, পুকুর প্রভৃতি) যা সে খনন করে গিয়েছে, অথবা (৭) দান, যা সে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার মাল হতে করে গিয়েছে (এগুলোর ছওয়াব)। তার মৃত্যুর পরও তার নিকট পৌঁছতে থাকবে *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৫৪)*।

লেখকের অন্যান্য বই সমূহ

১. আইনে রাসূল (ছাঃ) দো'আ অধ্যায়
২. আদর্শ পরিবার
৩. আদর্শ নারী
৪. আদর্শ পুরুষ
৫. কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত
৬. কে বড় লাভবান
৭. বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়
৮. তাওযীহুল কুরআন (৩০তম পারা)
৯. তাওযীহুল কুরআন (২৯তম পারা)

প্রাপ্তিস্থান

- **মাসিক আত-তাহরীক অফিস**
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবা : ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯, ০১৭২৭-৩১৭০৭১
- **আছ-ছিরাত প্রকাশনী**
হাফিজ-আমেনা প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী
মোবা : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১, ০১৭৩৮-৩৪৬৬৯০
- ২২০, বংশাল রোড (১৩৮ মাজেদ সরদার লেন), ২য় তলা, ঢাকা-১০০০।
মোবা : ০১৮৩২-১৪৩৫৬৫, ০১৭১৭৮৩৩৬৫২;
- **আল-আমীন জামে মসজিদ**
৪৬ শাহজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৩৬৭০০২০২
- **ওয়াহিদীয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী**
রাণীবাজার (মাদরাসা মার্কেটের সামনে), রাজশাহী। মোবা: ০১৭৩০৯৩৪৩২৫
- **আমীর সাধুর মার্কেট,** ইপিজেড মোড়, চট্টগ্রাম। ০১৮৩৮-৯৩৭৮৪১
- **সালাফী লাইব্রেরী,** কমদতলা বাজার, সাতক্ষীরা। ০১৭১৩-৯২৬৬৯৫